

ওয়ালীউদ্দীন
আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে
আবদুল্লাহ্ খতীব তাবরেযী (রহ.) -এর
শ্রেষ্ঠ হাদীস সংকলন

মুশতারফাত ক্বায়ীযত

[১ - ১১ খণ্ড একত্রে]

সোলেমানিয়া বুক হাউস
বাংলাবাজার - ঢাকা

মেশ্কাত শরীফ

বাংলা অনুবাদ

[১-১১ খণ্ড একত্রে]

মূল

শায়খ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ খতীব তাব্রৈয়ী (র)

অনুবাদক

আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শামসুল হক সাহেব

সাবেক অধ্যাপক, উত্তর বাউচা ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা

সম্পাদনায়

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জাহেরী

খতিব, কাজলা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, যাত্রাবাড়ী

সহকারী সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা, ঢাকা

পরিবেশনায়

সোলেমানিয়া বুক হাউস

৩৬, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক
আলহাজ্ব মোঃ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী
সোলেমানিয়া বুক হাউস
৩৬, ৪৫ বালাবাজার, (দোতলা) ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫০১৪ মোবাইল : ০১৭১১৫৭৫৩৫১

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ২০০৪ ইং
সংশোধিত নতুন সংস্করণ এপ্রিল ২০১০ ইং

ষড়্
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মুদ্রণে
সোলেমানিয়া প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
৩৭, আর, এম, দাশ রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া
সাদা : ৭৫০.০০ টাকা

MISKHAT SHAREEF
Bengali Translation
Published by, Solemania Book House
45/36, Banglabazar, Dhaka-1100
First Edition : 2004
New Edition : 2006

মিশ্কাত শরীফের পরিচিতি

বিশিষ্ট হাদীস গ্রন্থকার শায়খুল হাদীস শায়খ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ওরফে খতীব তাব্রেরীর 'মিশ্কাতুল মাসাবীহ' আসলে মুহাদ্দিস মুহীউস সুন্নাহ বাগাজী (র)-এর 'মাসাবীহুস সুন্নাহ' কিতাবের বর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ।

মিশ্কাতুল মাসাবীহতে মোট ৪৪৩৪টি হাদীস আছে, আর মিশ্কাত শরীফে আছে ৫৯০৯টি হাদীস। এতে হিয়াহু ছিদ্দার প্রায় সকল হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীস সংকলিত হয়েছে। এক কথায়, মিশ্কাত শরীফ-হাদীসের একটি নির্ভরযোগ্য সংকলন। মুসলিম জাহানে এই গ্রন্থের অসামান্য সমাদর রয়েছে। মুসলিম জাহানের বিভিন্ন জায়গায় এই গ্রন্থখানা শিক্ষা দেওয়া হয়। মুহাদ্দিসগণ এর বহু আলোচনা-সমালোচনাও করেছেন এবং বহু মুহাদ্দিস এর বহু শরাহও লিখেছেন। এমন কি স্বয়ং খতীবের উত্তাদ, বিখ্যাত মুহাদ্দিস আব্বাসা তীবী (রহ) পর্যন্ত এর একটি শরাহ লিখেছেন। নিম্নে কয়েকটি এসিদ্ধ শরাহের নাম উল্লেখ করা হলো :

- ১। শরহে মিশ্কাত : মুহাম্মদ হোসাইন ইবনে আবদুল্লাহ তীবী (মৃঃ ৭৪৩ হিঃ) এ কিতাবের নাম 'আল কাশেফ'। এটা মিশ্কাতের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ শরাহ।
- ২। শরহে মিশ্কাত : মোস্তা আলী জারেমী আকবরাবাদী (মৃঃ ৯৮১ হিঃ)।
- ৩। শরহে মিশ্কাত : সৈয়দ শরীফ জুরজানী। এটা তীবীর শরাহর সার-সংক্ষেপ।
- ৪। শরহে মিশ্কাত : মোস্তা আলী কারী : শায়খ নুরুদ্দীন আলী ইবনে সুলতান মুহাম্মদ হারাবী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) এর নাম 'সেরকাতুল মাফাতীহ'। এটি অতি বিশদ ও বিখ্যাত শরাহ।
- ৫। শরহে মিশ্কাত : শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী (মৃঃ ১০৫২ হিঃ)। এর নাম 'লুমআত'। এটাও মিশ্কাতের একটি বিখ্যাত ও বিস্তারিত শরাহ।
- ৬। শরহে মিশ্কাত : ঐ। এর নাম 'আশিয়াতুললুমআত'। এটা লুম'আতেরই সার সংক্ষেপ। এটা ফার্সী ভাষায় লিখিত। এতে তিনি প্রথমে প্রত্যেক হাদীসের ফরাসী ভাষায় তরজমা করেছেন। অতপর অতি সংক্ষেপে মুতাকাহ্দের মতামতের সার বর্ণনা করেছেন। এটা 'মিশ্কাতের' একটি মূল্যবান শরাহ।
- ৭। শরহে মিশ্কাত : নওয়াব কুতুবুদ্দীন খাঁ দেহলবী (মৃঃ ১২৭৯ হিঃ)। এর নাম 'মাযাহেরে হক'। এতে তিনি প্রথমে হাদীসের উর্দু তরজমা করেছেন। অতপর শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবীর 'আশিয়াতুল লুমআতের' আলোচনার উর্দু অনুবাদ ও তাঁর উত্তাদ হযরত শাহ ইসহাক দেহলবীর আলোচনার সার উল্লেখ করেছেন। 'মাওলানা' অর্থে তিনি শাহ সাহেবকেই বুঝিয়েছেন।
- ৮। শরহে মিশ্কাত : মাওলানা ইদ্রীস কান্দলবী। এর নাম 'তালীকুস সাবীহ'। এটা আরবী ভাষায় লিখিত একটি বিস্তারিত শরাহ।
- ৯। শরহে মিশ্কাত : শায়খ মুহাম্মদ সাঈদ ইবনে ইমামে রক্বানী ওরফে 'খাম্বিনুর রহমত' (মৃঃ ১০৭০ হিঃ)।
- ১০। শরহে মিশ্কাত : শায়খ ইমামুদ্দীন মুহাম্মদ আরেফ ওরফে আবদুল্লী শান্তারী আকবরাবাদী (মৃঃ ১১২০ হিঃ)। এই কিতাবের নাম 'যরীআতুন নাজাত'।

মিশ্কাত শরীফে যে সকল ইমামের বরাত রয়েছে

- | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| ১। ইমাম বোখারী (র), | ২। ইমাম মুসলিম (র), | ৩। ইমাম আবু দাউদ (র), |
| ৪। ইমাম মালিক (র), | ৫। ইমাম শাফেয়ী (র), | ৬। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র), |
| ৭। ইমাম তিরমিযী (র), | ৮। ইমাম নাসায়ী (র), | ৯। ইমাম ইবনে মাজাহ (র), |
| ১০। ইমাম দারেমী (র), | ১১। ইমাম দারা কুতনী (র), | ১২। ইমাম বায়হাকী (র), |
| ১৩। ইমাম রাযীন (র), | ১৪। ইমাম নববী (র) ও | ১৫। ইমাম ইবনে জাওবী (র)। |

হাদীস সম্পর্কে যা জানা প্রয়োজন

সুন্নাহ বা হাদীস : রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর নবী জীবনে যা বলেছেন, করেছেন বা কোন কথা বা কাজের সম্মতি প্রদান করেছেন তাকে সুন্নাহ বা হাদীস বলে। হাদীস ব্যাপক অর্থে সাহাবা ও তাবেরীনের কথা, কাজ এবং সম্মতিকেও বলে। জ্ঞানী ব্যক্তিদের অভিমত হচ্ছে, সাহাবা ও তাবেরীনের কথা, কাজ ও সম্মতিকে 'আছার' বলে।

উৎস : মুহাম্মদ (স) আদ্বাহর নবী ও রাসূল ছিলেন। সেই সাথে তিনি মানুষও ছিলেন। তাঁর নবী জীবনের কার্যাবলীকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) যা তিনি নবী ও রাসূল পদের দায়িত্ব সম্পাদন করে করেছেন এবং

(২) যা তিনি অপর মানুষের ন্যায় মানুষ হিসেবে করেছেন। যেমন— খাওয়া, পরা ইত্যাদি। প্রথম শ্রেণীর কার্যাবলী সমস্তই খোদায়ী নিয়ন্ত্রণাধীনে সম্পাদিত হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্যাবলী অবশ্য এমন নয়। এ প্রসঙ্গে শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস প্রধানত দুই প্রকার।

প্রথম প্রকার : যাতে তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের (নবী ও রাসূল পদের) দায়িত্ব সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ রয়েছে। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ এর অন্তর্গত।

১। যাতে এমন সকল জনকল্যাণকর বাণী ও নীতি-কথাসমূহ রয়েছে, যেসকলের জন্য কোন সীমা বা সময় নির্ধারিত করা হয়নি। অর্থাৎ যা সার্বজনীন ও সর্বকালীন। যেমন আখলাক ও চরিত্র বিষয়ক কথা।

২। যাতে কোন আমল বা কাজ অথবা কাজের ফযীলত বা মহত্বের কথা রয়েছে। এর কোনটির উৎস ওহী আর কোনটির উৎস তাঁর ইজতেহাদ।

৩। যাতে পরকালে বা উর্ধ্ব জগতের কোন বিষয় রয়েছে। তার উৎস ওহী।

৪। যাতে এবাদত ও বিভিন্ন স্তরের সমাজব্যবস্থার নিয়ম-শৃংখলার বিষয় রয়েছে। এর কোনটির উৎস ওহী আর কোনটির উৎস স্বয়ং রাসূলুল্লাহর ইজতেহাদ। কিন্তু রাসূলুল্লাহর ইজতেহাদ ওহীর সমপর্যায়। কেননা, আদ্বাহ তায়ালা তাঁকে শরীয়ত সম্পর্কে কোন ভুল সিদ্ধান্ত হতে রক্ষা করেছেন।

দ্বিতীয় প্রকার : যাতে তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্বের অন্তর্গত নয়, এরূপ বিষয়াবলী রয়েছে। নিম্নলিখিত বিষয়াবলী এর অন্তর্গত।

১। যাতে আরবদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীসমূহের মধ্যে তাঁর কোন কাহিনী বর্ণনার কথা রয়েছে। যথা— উম্মে-জাররা ও খোরাফার কাহিনী।

২। যাতে সার্বজনীন, সর্বকালীন নয়, বরং সমকালীন কোন বিশেষ মুহলেহাতের কথা রয়েছে। যথা— সৈন্য পরিচালনার কৌশল।

৩। যাতে তাঁর কোন বিশেষ ফয়সালা বা বিচার-সিদ্ধান্তের কথা রয়েছে। এসকলের মধ্যে কোনটির উৎস তাঁর অভিজ্ঞতা, কোনটির উৎস ধারণা, কোনটির উৎস আদত-অভ্যাস, কোনটির উৎস দেশ-প্রথা আর কোনটির উৎস সাক্ষ্য-প্রমাণ। যথা— বিচার-সিদ্ধান্ত।

৪। যাতে চাষাবাদ জাতীয় কোন কথা রয়েছে। যেমন-তাবীরে নখলের কথা।

৫। যাতে চিকিৎসা বিষয়ক কোন কথা রয়েছে।

৬। যাতে কোন বস্তুর বা জন্তুর গুণাগুণের কথা রয়েছে। যথা—ঘোড়া কিনতে গাড় কাল রং ও সাদা কপাল দেখে ক্রয় করবে।

৭। যাতে সেসকল কাজের কথা রয়েছে যেসকল কাজ তিনি এবাদতরূপে নয়, বরং অভ্যাসবশত অথবা সংকল্প ব্যতিরেকে ঘটনাক্রমে করেছেন।

প্রথম প্রকার সুন্নাহর স্মরণ করা বাধ্যতামূলক এবং দ্বিতীয় প্রকার সুন্নাহর মধ্যে যা তাঁর ইচ্ছাকৃত অভ্যাসপ্রসূত বা যাকে তিনি পছন্দ করতেন তাও আমাদের অনুকরণীয়।

প্রসঙ্গ কথা

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْأَكْمَلَانِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَآوَلِيَّاهُ وَسَلَّمَ وَأَمَّتِهِ أَجْمَعِينَ - أَتَابَعْتُ

সকল প্রশংসা মহান এক আল্লাহর প্রতি, যিনি মানব জাতিকে সৃষ্টির মাধ্যমে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বলে অভিহিত করেছেন। আর মানুষকে বুদ্ধি দ্বারা মনের ভাব প্রকাশের জন্য কথা বলা শিখিয়েছেন এবং জ্ঞানার্জনের জন্যে কলম দ্বারা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ নিজের ইচ্ছানুযায়ী মানুষের আয়ু, মৃত্যু, রিমিক ও দৌলত দান করে সম্মানিত করেছেন।

আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের অতিরিক্ত কিছু অর্জন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তবুও জ্ঞান আহোরণ করতে হবে; যে জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের পথ ও মতের সন্ধান লাভ সম্ভব। তাই মহান আল্লাহ নিজের প্রয়োজনেই, নবী রাসুলের মাধ্যমে আসমানী কিতাব নাখিল করে মানব জাতিকে জ্ঞানদানে সাহায্য করেছেন।

মহান রাসুল আ'লামিন শুধু আসমানী কিতাব নাখিল করেননি, বরং মানুষকে তা ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য নবী রাসূলগণ প্রেরণ করেছেন। আর সকল নবী রাসূলকে এমন পরিপক্ব ও সুচুঁ জ্ঞান দান করেছেন, যাঁরা নিজেদের কথাবার্তা, আমল আখলাক ও জীবনাদর্শ দ্বারা বাস্তবে প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা প্রদান করে ইসলামী জিন্দেগী এবং শরীয়তের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

সর্ব প্রথম নবী হযরত আদম (আ) আর সর্বশেষ নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সর্বমোট আসমানী কিতাব হলো একশত চারখানা। তার মধ্যে চারখানা অধিক প্রসিদ্ধ। সেগুলো হচ্ছে- তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কোরআন।

সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার সোবহে সাদিকের সময় পবিত্র মক্কা নগরীতে সন্তান কোরাইশ বংশে জনপ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হযরত আবদুল্লাহ এবং মাতার নাম হযরত আমিনা। ৪০ বছর বয়সে তিনি নবুয়্যত প্রাপ্ত হন। তাঁর উপর যে কিতাব নাখিল হয় তারই নাম 'আল কোরআন'।

আল্লাহর মনোনীত ধীন বা জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম।

ইসলাম হচ্ছে ফিতরাত বা শাশ্বত স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থা। তাই সর্বকালে, সর্বযুগে সকল নবী রাসূলই ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেছেন। প্রয়োজন অনুযায়ী মহান আল্লাহ আসমানী কিতাবের মাধ্যমে নবী রাসূলগণের জন্যে ধীনী বিধান প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং যুগোপযোগী করেছেন। তারপর মহানবী সাইয়্যেদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে এ ধীন বা জীবন ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণতা প্রদান করেছেন।

সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী বা রাসূল দুনিয়াতে আসবেন না এবং কোনো আসমানী কিতাবও নাখিল হবে না। আসমানী কিতাবের পরই হলো হাদীসের স্থান। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে সংক্ষেপে হাদীস বলা হয়। আর এ হাদীস পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

অতএব আমাদের মনে রাখতে হবে, মিশ্কাতে শরীফ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতির একটি অংশ।

অনুবাদকের কথা

বাংলা ভাষায় সহীহ মিশ্কাত শরীফ অনুবাদ হওয়ার ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। বর্তমানে মিশ্কাত শরীফের যে সকল অনুবাদ গ্রন্থ রচনা হয়েছে, তার অধিকাংশই বাংলা ও আরবী ভাষায় মিশ্রিত। বাংলা অনুবাদে কোনো কোনোটিতে অনুবাদক অলঙ্কার ও বাগাড়ম্বরের প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার কোনো কোনোটিতে অন্যের সমালোচনার প্রদি প্রাধান্য দিয়েছে। যে কারণে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি ও পাঠকের সময় ও অর্থের অপচয় হচ্ছে।

বিভিন্ন অনুবাদ গ্রন্থের অবস্থা দেখে সর্বসাধারণের জন্য সহজ ও বোধগম্য করার মানসে মিশ্কাত শরীফের অনুবাদ করার ইচ্ছা পোষণ করলে আমার বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধব আমাকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। বিশেষভাবে প্রকাশক আলহাজ্ব মোহাম্মদ সোলায়মান সাহেবও আমাকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। যাতে সকল প্রকারের জ্ঞানান্বেষী মিশ্কাত শরীফের মূল হাদীসসমূহ সকল ঝাঁব (অধ্যায়) অনুকরণে সহীহ সনদের মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞানের অন্যতম উৎস হিসেবে জানতে সক্ষম হন।

সে কারণে মহান রাক্বুল আলামীনের উপর ভরসা করে এ মহান কাজে আত্মনিয়োগ করি এবং ২০০৪ ইং সনের রজব মাসে সমাপ্ত করতে সক্ষম হই। মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণী, হায়াতুননী (স)-এর নেক তাওয়াজ্জুহ এবং বিশেষ কয়েজে আমার মতো একজন গোনাহগার দ্বারা এ মহান কাজ সমাপ্ত করিয়েছেন। সে জন্যে আমি মহান আল্লাহর দরবারে লাখো ভকরিয়া জাপন করছি। তার সাথে আরজ করছি, অসংখ্য সালাত ও সালাম সে মহানবীর কদমে, যিনি হায়াতুননী হিসেবে উম্মতের সকল আমল সম্পর্কে মহান আল্লাহ কর্তৃক অবগত।

পরিশেষে যাদের ত্যাগের বিনিময়ে এ মহান কাজের যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে, তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। এ অনুবাদ ও সংকলনের দায়িত্ব পালনকালে কয়েকজন খ্যাতনামা আল্লাহর ওলীর সাথে এ ব্যাপারে আমার মতবিনিময় হয়েছে। তাঁদের পবিত্র হাতের ছোঁয়ায় আমার পাণ্ডুলিপিখানা ধন্য হয়েছে। আলাপ আলোচনাকালে তাঁরা আমার এ কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং দোআও করেন।

— অনুবাদক

ওহীর শ্রেণীবিন্যাস

মহান আল্লাহ তাঁর রাসুলের প্রতি দুই শ্রেণীর ওহী নাযীল করেছেন। প্রথম শ্রেণীর ওহী যা যে শব্দ বা বাক্যের সাথে নাযীল করা হয়েছে তা হুবহু বহাল রাখতে রাসুলুল্লাহ (স) বাধ্য ছিলেন। কুরআন এই শ্রেণীর ওহী। একে ওহীয়ে মাতলু বলা হয়। নামাযে কেবল ইহার তেলাওয়াত করা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ওহীর শব্দ বা বাক্য অবিকল বজায় রাখতে রাসুল (স) বাধ্য ছিলেন না। ওহী দ্বারা প্রাপ্ত মূল ভাবটিকে তাঁর নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করার অধিকার তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। এটাকে ওহীয়ে গায়রে মাতলু বলে। এটা নামাযে পড়া যায় না।

হাদীসের পরিভাষা

সাহাবী	:	যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঈমানের সাথে রাসূল (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন অথবা একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁকে 'সাহাবী' বলে।
তাবেয়ী	:	যে ব্যক্তি কোন সাহাবীর কাছে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন, তাঁকে 'তাবেয়ী' বলে।
তাবে তাবেয়ী	:	যিনি কোন তাবেয়ীর কাছে হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা তাঁকে দেখেছেন তাঁকে তাবে-তাবেয়ী বলে।
রেওয়াজেত	:	হাদীস বা আছার বর্ণনা করাকে 'রেওয়াজেত' বলে। যেমন- বলা হয়, এ সম্পর্কে একটি রেওয়াজেত আছে।
সনদ	:	হাদীসের রাবী পরস্পরকে 'সনদ' বলে। কোন হাদীসের সনদ বর্ণনা করাকে 'ইসনাদ' বলে। কখনও কখনও ইসনাদ 'সনদ' অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
রিজাল	:	হাদীসের রাবী সমষ্টিকে রিজাল বলে। আর যে শায়ে রাবীদের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে 'ইলমে আসমাউর রিজাল বলে।'
মতন	:	সনদ বর্ণনা করার পর যে মূল হাদীসটি বর্ণনা করা হয়, তাকে 'মতন' বলে।
আদালত	:	যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে 'তাকওয়া' ও মরুওত' অবলম্বন করতে এবং মিথ্যা আচরণ হতে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে আদালত বলে। তাকওয়া অর্থে এখানে শিরক, বেদআত ও ফিছক প্রভৃতি কবীরা গোনাহ এবং পুনঃ পুনঃ ছগীরা গোনাহ করা হতেও বেঁচে থাকাকে বুঝায়। মরুওত অর্থে অশোভন বা অভ্যস্তোচিত কাজ হতে দূরে থাকাকে বুঝায়, যদিও উহা মোবাহ হয়। যথা- হাটে-বাজারে প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে প্রস্রাব করা ইত্যাদি। এরূপ কাজ করেন এমন ব্যক্তির হাদীস সহীহ নয়।
আদল বা আদেল	:	যে ব্যক্তি আদালত গুণসম্পন্ন তাকে আদল বা আদেল বলে। অর্থাৎ-যিনি (ক) হাদীস সম্পর্কে কখনও মিথ্যা কথা বলেননি। (খ) সাধারণ কাজ-কারবারে কখনও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হননি। (গ) অজ্ঞাতনামা অপরিচিত অর্থাৎ, দোষগুণ বিচারের জন্য যার জীবনী জানা যায়নি, এরূপ লোকও নন। (ঘ) বে আমল ফাসেকও নন, (ঙ) অথবা বদ ই'তেকাদ বেদ'আতীও নন, তাঁকে আদল বা আদেল বলে।
যবৃত	:	যে শক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিনশ্রুতি বা বিনাশ হতে রক্ষা করতে পারে এবং যখন ইচ্ছা তাকে সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে 'যবৃত' বলে।
যাবেত	:	যবৃত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে যাবেত বলে।
সেকাহ	:	যে ব্যক্তির আদালত ও যবৃত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাঁকে সেকাহ সাবিত বা সাবাত বলে।
শায়খ	:	হাদীস শিক্ষাদাতা রাবীকে তাঁর শাগরেদের তুলনায় শায়খ বলা হয়ে থাকে।
মুহাদ্দিস	:	যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহুসংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাকে মুহাদ্দিস বলে।
হাকেম, হুজাত ও হাকেম	:	(সাহাবা ও তাবেয়ীদের যুগের পর) যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হুজাত আর যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হাকেম বলে।
শায়খাইন	:	ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমকে এক সঙ্গে শায়খাইন বলে। কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে শায়খাইন বলতে হযরত আবু বক্কর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত ওমর ফারুক (রা)-কেই বুঝায়। এভাবে হানারী ফেকাহে শায়খাইন বলতে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফকে বুঝায়।

- হিহাহ হিন্তা** : বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, তিরমিযী শরীফ, নাসাই শরীফ ও ইবনে মাজাহ শরীফ হাদীসের এই ছয়খানা কিতাবকে এক সঙ্গে হিহাহ হিন্তা বলে, এটা প্রসিদ্ধ। কিন্তু বিশিষ্ট আলোচনায় ইবনে মাজাহ-এর স্থলে মুআত্তা ইবনে মালেক, আবার কেউ কেউ সুনানে দারেমীকেই হিহাহ হিন্তার শামিল করেন।
- সহীহাইন** : বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফকে এক সঙ্গে সহীহাইন বলে।
- সুনানে আরবাআ** : হিহাহ হিন্তার পর অপর চার কিতাব (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই ও ইবনে মাজাহ-কে একসাথে) সুনানে আরবাআ বলে।
- মুত্তাফাক আলাইহি** : যে হাদীসকে একই সাহাবী হতে ইমাম বোখারী ও মুসলিম উভয়ে গ্রহণ করেছেন তাকে হাদীসে 'মুত্তাফাক আলাইহি' বা ঐক্যসম্মত হাদীস বলে।

হাদীসের শ্রেণীবিন্যাস

মুহাদ্দিসগণ হাদীসসমূহকে বাহাই করতে গিয়ে নিম্নলিখিত শ্রেণীসমূহে ভাগ করেছেন।

- ১। মারকু'** : যে সকল হাদীসের সনদ রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) হাদীস বলে অনুমোদন করেছেন, তাকে 'হাদীসে মারকু' বলে।
- মাওকুফ** : যে সকল হাদীসের সনদ কোন সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যা নিজে সাহাবীর হাদীস বলে সাব্যস্ত হয়েছে তাকে 'হাদীসে মাওকুফ' বলে। এর আরেক নাম 'আছার'।
- মাকতু'** : যে সকল হাদীসের সনদ কোন তাবেরী পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যা স্বয়ং তাবেরীর 'হাদীস' বলে অনুমোদন করা হয় তাকে 'হাদীসে মাকতু' বলে। অনেকে মাওকুফ ও মাকতু'কে 'হাদীস' না বলে 'আছার' বলে থাকেন। আবার কখনও কখনও 'আছার' অর্থে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসকেও বুঝায়। -(মোক্তাফায়ে ইমু সলাহ)
- ২। মুত্তাসিল** : যে সকল হাদীসের সনদের মাঝে কোন স্তরে কোন রাবী বাদ পড়েনি, অর্থাৎ সব স্তরে সব রাবীর নামই যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে 'হাদীসে মুত্তাসিল' বলে। আর এর বাদ না পড়াকে বলা হয় 'ইন্তেসাল'।
- মুনকাতে'** : যে সকল হাদীসের সনদের মাঝে কোন স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে 'হাদীসে মুনকাতে' বলে। আর এ বাদ পড়াকে বলা হয় 'ইনকেতা'। এ হাদীস প্রধানত দু'রকম 'মুরসাল' ও 'মুআত্তাক'।
- মুরসাল** : যে সকল হাদীসে সনদের 'ইনকেতা' শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নামই বাদ পড়েছে এবং স্বয়ং তাবেরী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নাম করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে 'হাদীসে মুরসাল' বলে।
ইমামগণের মাঝে কেবল ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক (র)-ই একে নির্বিধায় গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে তাবেরী শুধু তখনই সাহাবীর নাম বাদ দিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যখন এটা তার কাছে নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস বলে সাব্যস্ত হয়েছে।
- মুআত্তাক** : যে সকল হাদীসের সনদের 'ইনকেতা' প্রথম দিকে রয়েছে অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক নাম বাদ পড়েছে তাকে 'মুআত্তাক' বলে। এটা গ্রহণযোগ্য নয়।
মুদাত্তাস যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত ওস্তাদের নাম না করে তার ওপরস্থ ওস্তাদের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, সে নিজেই এ হাদীস উপরস্থ ওস্তাদের কাছে শুনেছেন অথচ তিনি নিজে সেটা তাঁর কাছে শুনেছেন; বরং তাঁর প্রকৃত ওস্তাদই ছাড়া তার কাছে শুনেছেন, সে হাদীসকে 'হাদীসে মুদাত্তাস' বলে এবং এরূপ করাকে 'তাদলীস' বলে। আর যিনি এরকম করেছেন তাকে 'মুদাত্তেস' বলে।
মুদাত্তেসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়- যে পর্যন্ত না সে একমাত্র সেকাহ রাবী হতেই তাদলীস করেন বলে সাব্যস্ত হয় অথবা তিনি আপন ওস্তাদের কাছে শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।
- মুযতারাব** : যে সকল হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম গোলামাল করে বর্ণনা করেছেন- সে হাদীসকে 'হাদীসে মুযতারাব' বলে। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমাধান সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এটা সম্পর্কে তাওয়াকুফ (অপেক্ষা) করতে হবে। (অর্থাৎ, এটাকে প্রমাণে ব্যবহার করা চলবে না।)

- মুদরাজ** : যে সকল হাদীসের মাঝে রাবী তার নিজের অথবা অপর কারও উক্তি প্রক্ষেপ করেছেন— সে হাদীসকে হাদীসে মুদরাজ (প্রক্ষিপ্ত) বলে এবং এরূপ করাকে ‘ইদরাজ’ বলে। ইদরাজ হারাম— যদি না উহা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশার্থে হয় এবং মাদরাজ বলে সহজে বুঝা যায়।
- ৩। মুসনাদ** : যে সকল মারফু’ হাদীসের, কারও মতে— যে কোন রকম হাদীসের সনদ সম্পূর্ণ মুত্তাসিল— সে হাদীসকে ‘হাদীসে মুসনাদ’ বলে।
- ৪। মাহফুয ও শায়** : কোন সেকাহ রাবীর হাদীস অপর কোন সেকাহ রাবী বা রাবীগণের হাদীসের বিরোধী হলে, যে হাদীসের রাবীর ‘যবত’ গুণ অধিক বা অপর কোন সূত্র দ্বারা যার হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায়, অথবা যার হাদীসের শ্রেষ্ঠত্ব অপর কোন কারণে প্রতিপাদিত হয়, তার হাদীসটিকে ‘হাদীসে মাহফুয’ এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে ‘হাদীসে শায়’ বলে এবং এরকম হওয়াকে ‘শুযুয’ বলে। হাদীসের পক্ষে শুযুয একটি মারাত্মক দোষ। শায় হাদীস ‘সহীহ’ রূপে গণ্য নয়।
- মা’রূপ ও মুনকার :** কোন যঈফ রাবীর অপর কোন যঈফ রাবীর হাদীসের বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত কম যঈফ রাবীর হাদীসকে ‘হাদীসে মা’রূফ’ এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে ‘হাদীসে মুনকার’ বলে এবং এরকম হওয়াকে ‘নাকারাৎ’ বলে। নাকারাৎ হাদীসের পক্ষে একটা বড় দোষ!
- মুআল্লাল** : যে সকল হাদীসের সনদে এমন কোন সূত্র-ত্রুটি রয়েছে যাকে কোন বড় হাদীস বিশেষজ্ঞ ছাড়া ধরতে পারে না, সে হাদীসকে ‘হাদীসে মুআল্লাল’ বলে। আর এরূপ ত্রুটিকে ‘ইল্লাত’ বলে। ইল্লাত হাদীসের পক্ষে একটা মারাত্মক দোষ। মুআল্লাল হাদীস ‘সহীহ’ হতে পারে না।
- ৫। মুতাবে’ ও শাহেদ :** এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায়, তা হলে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির মুতাবে’ বলে। যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী (অর্থাৎ সাহাবী) একই লোক হন। আর এরূপ হওয়াকে ‘মুতাবাআত’ বলে। যদি মূল রাবী একই লোক না হন, তবে দ্বিতীয় লোকটি, হাদীসটিকে প্রথম লোকের হাদীসের ‘শাহেদ’ বলে। আর এরূপ হওয়াকে ‘শাহাদাত’ বলে। মুতাবাআত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বৃদ্ধি পায়।
- ৬। সহীহ** : যে সকল মুত্তাসিল হাদীসের সনদের প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ ‘আদালত’ ও ‘যবত’ গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি ‘শুযুয’ ও ‘ইল্লাত’ হতে দোষমুক্ত— সে হাদীসকে ‘হাদীসে সহীহ’ বলে। অর্থাৎ, যে সকল হাদীসটি মুনকাতে’ নয়, ‘মু’দাল’ নয়, ‘মুআল্লাক’ নয়, ‘মুদাল্লাস’ নয়, কারও কারও মতে ‘মুরসাল’ ও নয়, ‘মুবহাম, অথবা প্রসিদ্ধ যঈফ রাবীর হাদীস নয়, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার দরুন অনেক ভুল করেন এমন ‘মুগাফফাল’ রাবীর হাদীস নয় এবং হাদীসটি ‘শায়’ ও মুআল্লাল’ও নয়— একমাত্র সে হাদীসকেই ‘হাদীসে সহীহ’ বলে।
- হাসান** : যে সকল হাদীসের রাবীর ‘যবত’ গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে— সে হাদীসকে ‘হাদীসে হাসান’ বলে।
ফকীহগণ সাধারণত এ দু’রকমের হাদীস হতেই আইন প্রণয়নে সাহায্য গ্রহণ করেন।
- যঈফ** : যে সকল হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্নও নয়— সে হাদীসকে ‘হাদীসে যঈফ’ বলে।
- ৭। মাওযু’** : যে সকল হাদীসের রাবী জীবনে কখনও রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামে ইচ্ছে করে কোন মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে সাব্যস্ত হয়েছে— তার হাদীসকে ‘হাদীসে মাওযু’ বলে।
এরূপ লোকের কোন হাদীসই কখনও গ্রহণযোগ্য নয়— যদিও সে অতপর খালেছ তওবা করে।
- মাতরুক** : যে সকল হাদীসের রাবী হাদীসের ব্যাপারে নয়; বরং সাধারণ কাজ-কর্মে মিথ্যা কথা বলেন বলে খ্যাত হয়েছে— তার হাদীসকে ‘হাদীসে মাতরুক’ বলে।
এরূপ ব্যক্তিরও সব হাদীস পরিত্যাজ্য। অবশ্য সে যদি পরে খালেছ তওবা করেন এবং মিথ্যা পরিত্যাগ ও সত্য অবলম্বনের লক্ষণ তার কাজ-কর্মে প্রকাশ পায়, তা হলে তার পরবর্তীকালের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে।

- মুবহাম : যে সকল হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি- যাতে তাঁর দোষ-গুণ বিচার করা যেতে পারে- তার হাদীসকে ‘হাদীসে মুবহাম’ বলে। এরূপ ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীস গ্রহণ করা যায় না।
- ৮। গরীব : যে সকল সহীহ হাদীসকে কোন যমানায় মাত্র একজন রাবী রেওয়ায়েত করেছেন- সে হাদীসকে ‘হাদীসে গরীব’ বলে।
- আযীয : যে সকল সহীহ হাদীসকে প্রত্যেক যমানায় অন্তত দুজন রাবী রেওয়ায়েত করেছেন- সে হাদীসকে ‘হাদীসে আযীয’ বলে।
- মাশহূর : যে সকল সহীহ হাদীসকে প্রত্যেক যমানায় অন্তত তিন জন রাবী রেওয়ায়েত করেছেন- সে হাদীসকে ‘হাদীসে মাশহূর’ বলে। ফকীহগণ একে ‘মুত্তাফীয’ বলেন।
- গরীব, আযীয ও মাশহূর : এ তিন রকমের হাদীসকে এক সঙ্গে ‘খবরে আহাদ’ এবং প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে ‘খবরে ওয়াহেদ’ বলে।
খবরে ওয়াহেদ দ্বারা বিশ্বাস (ইয়াকিন) লাভ হয় কিনা তার বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী পৃষ্ঠায় করা হয়েছে।
- মুতাওয়াতির : যে সকল সহীহ হাদীসকে প্রত্যেক যমানায় এত অধিক লোক রেওয়ায়েত করেছেন যত লোকের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব- সে হাদীসকে ‘হাদীসে মুতাওয়াতির’ বলে এবং এরকম হওয়াকে ‘তাওয়াতুর’ বলে। মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা এলমে ইয়াকিন অর্থাৎ, এমন দৃঢ় জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভ হয়, যা সব শোবাহ-সন্দেহের উর্ধ্বে।
হাদীস প্রধানত দু’প্রকারে মুতাওয়াতির হতে পারে- (ক) ‘মুতাওয়াতিরে লফযী’- যার লফয বা শব্দ একইরূপে সব যমানায় অনেক লোক বর্ণনা করেছেন। উপরে দেয়া সংজ্ঞাটি এটারই।
- (খ) ‘মুতাওয়াতিরে মা’নবী : যার শব্দ ও আনুষ্ঠানিক ব্যাপার বিভিন্ন হলেও মূল ‘মানে’ বা অর্থটি সব যমানায় বহু লোক বর্ণনা করেছেন। যথা- দোয়া করতে হাত উঠান। রাসূলুল্লাহ (স) কোন্ কোন্ দোয়ায় কি কি রূপে হাত উঠিয়েছেন। তার বর্ণনা একরূপ না হলেও তিনি যে দোয়ায় হাত উঠিয়েছেন, এ মূল অর্থটি সবাই বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া আমল বা কাজ দ্বারা একটি হাদীসে ‘মুতাওয়াতির’ হতে পারে। যে হাদীসকে প্রত্যেক যমানায় অনেক লোকই কার্যকর করে আসছে- সে হাদীসকে ‘হাদীসে মুতাওয়াতিরে আমলী’ বলা যেতে পারে। এ দৃষ্টিতে বিচার করলে আহকামের সব হাদীসই মুতাওয়াতির। কেননা, এসব হাদীস রাবীর এ সংখ্যাগত প্রশুটি শুধু সাহাবা ও তাবেরীয়ানদের যুগেরই বিচার্য বিষয়। অতপর হাদীসসমূহ কিতাবে লিপিবদ্ধ হওয়ার দরুন সব হাদীসই মুতাওয়াতির হয়ে গেছে।

ইলমে উসূলে হাদীসের বিষয়াবলী হল অত্যন্ত জটিল, অথবা বাংলাভাষায় এর আলোচনা ইতিপূর্বে যথেষ্ট হয়নি। অতএব, এখানে সরল ভাষায় অত্যাৱশ্যক বিষয়াবলীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য বিজ্ঞ আলোচকের কাছে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যিক।

খবরে ওয়াহেদ দ্বারা বিশ্বাস লাভ

‘মুতাওয়াতির’ হাদীসের মাধ্যমে যে ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাস লাভ হয়ে থাকে তা বলার প্রয়োজন নাই। এখন দেখা যাক যে, ‘খবরে ওয়াহেদ’ দ্বারা নিশ্চিত বিশ্বাস লাভ হয় কিনা?

এক, দুই বা তিন জন অথবা ততোধিক ব্যক্তি বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে সংবিত্ত বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস লাভ হয়, ইহা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। কারণ, হাদীসের বর্ণনাকারীগণের বিশ্বস্ততা এমন অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যার নজীর দুনিয়ার কোনো বিষয়েই মিলে না। তবে সাধারণত বলা হয়, ‘খবরে ওয়াহেদ যন্নি’, এর মাধ্যমে যন বা ধারণা লাভ হয় এর অর্থ অবহিত হওয়ার আগে এটা জানা আবশ্যিক যে, কোনো সংবাদ সম্পর্কে সাধারণত মানুষের মনে পাঁচটি অবস্থার সৃষ্টি হয়-

- (১) সম্পূর্ণ অবিশ্বাস- ইহাকে আরবীতে ‘কিয়ব’ বলা হয়।
- (২) বিশ্বাস ও অবিশ্বাস উভয়ের পাল্লা সমান থাকে। একে আরবীতে ‘শক’ বলা হয়।
- (৩) বিশ্বাসের পাল্লা হাল্কা এবং অবিশ্বাসের পাল্লা ভারী হয়। একে আরবীতে ওহাম’ বলা হয়।
- (৪) শুণামাত্র তাতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। একে আরবীতে ‘ইল্ম’ বা ‘ইয়াকীন’ বলা হয়। এবং
- (৫) দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে না, তবে বিশ্বাসের পাল্লা ভারী হয়ে থাকে। একে আরবীতে ‘যন’ বা গালেবুররায় বলা হয়।

মিশকাত শরীফ

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

নিয়ত ও তার গুরুত্ব

প্রত্যেক কাজ তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল-

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইমান পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-কে জিত্বাইল (আ) নানা ধরনের প্রশ্ন করতেন- ৮৩

ইসলামের মূল স্তম্ভ পাঁচটি- ৮৭

ইমানের স্বাদ তিনটি বিষয়ের মধ্যে- ৮৭

রাসূল (স)-কে না মানলে দোযখী- ৮৭

দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে তিন ব্যক্তির জন্য- ৮৭

ইমানের শাখা সত্তরটিরও বেশি- ৮৭

সে মুমিন, যার যবান দ্বারা কেউ কষ্ট পায় না- ৮৭

রাসূল (স) অধিক প্রিয়তম হতে হবে- ৮৭

ইমানের স্বাদ পাবে তিনটি কারণে- ৮৭

আল্লাহর প্রতি ইমান- ৮৮

পাঁচ ওয়াস্ত নামায়- ৮৮

জিহাদ তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মানে না- ৮৮

রাসূল (স)-এর সুপারিশ রয়েছে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য- ৮৮

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর নিয়মের কয় বেশি কথা যাবে না- ৮৮

কিছুসংখ্যক সাহাবাকে নির্দেশ প্রদান- ৮৮

আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ মানুষের উচিত নয়- ৮৯

বিশেষ কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বায়আত করলেন- ৮৯

মহিলাদের প্রতি দান খয়রাত করার নির্দেশ - ৮৯

কালকে গালি দেওয়া জায়েয নেই- ৯০

ধৈর্য্য মানুষের একটি বড় গুণ- ৯০

আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না- ৯০

আল্লাহ ও রাসূল (স)-কে সত্য জানলে সে বেহেশতী- ৯০

ইমানদার ব্যক্তি বেহেশতে যাবে- ৯০

কয়েক বিষয়ে সত্য জানলে সে বেহেশতী- ৯০

ইসলাম পূর্বকাল সব গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছে- ৯১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর ইবাদত করলে সে বেহেশতী - ৯১

মানুষকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসতে হবে ৯১

আল্লাহর ওয়াস্তে মিত্রতা করা সবচেয়ে ভাল - ৯১

যার হাত থেকে মুসলমান নিরাপদ সে মুসলমান- ৯১

যার আমানত নেই তার ইমান নেই - ৯১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ও রাসূল (স)-কে মান্য করলে বেহেশতী- ৯২

আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রেখে মারা গেলে বেহেশতী- ৯২

যে আল্লাহর সাথে শরীক করে মরেছে সে জাহান্নামী- ৯২

প্রত্যেকের আমলের ওপর নির্ভর করতে হবে- ৯২

আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই বললে জান্নাতী - ৯৩

নাযাতের একমাত্র পথ হল খাঁটি অন্তরে বিশ্বাস করা - ৯৩

বিশ্বের আনাচে কানাচে ইসলামের বাণী পৌছাবে- ৯৩

আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এ কালেমা বেহেশতের চাবি - ৯৩

মুসলমানের সৎকাজ দশগুণ বৃদ্ধি করা হয়- ৯৩

ইসলাম হচ্ছে, মার্জিত কথা ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান- ৯৪

প্রকৃত মুমিনের পরিচয় সৎকাজে আনন্দ পাওয়া - ৯৪

পৃষ্ঠা বিষয়

আল্লাহর হুকুম মান্য করলে ক্ষমা পাবে- ৯৪

আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধু অথবা শত্রু ভাবা সবচেয়ে ভাল ইমান- ৯৪

তৃতীয় অধ্যায়

কবির গুনাহ ও মুনাফিকের পরিচয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা কবির গুনাহ- ৯৪

আল্লাহর সাথে শরীক করা কবীর গুনাহ- ৯৫

চারটি স্বভাব থাকলে সে মুনাফিক- ৯৫

মুনাফিক বানডাকা ছাগীর মতো- ৯৫

সুদ খাওয়া হারাম- ৯৫

ইমানদার ব্যভিচার করতে পারে না- ৯৫

মুনাফিকের আলামত তিনটি - ৯৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত মুসা (আ)-এর নয়টি নিদর্শন- ৯৬

ইমানের বুনিয়াদী বিষয় তিনটি- ৯৬

ব্যভিচার করলে ইমান থাকে না- ৯৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর দশটি উপদেশ- ৯৬

রাসূল (স)-এর আমলে নিকাক ছিল- ৯৬

চতুর্থ অধ্যায়

মনের খটকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের মতো মিশে আছে- ৯৭

মারইয়াম ও ইসা (আ)-কে শয়তান স্পর্শ করেনি- ৯৭

শিশু প্রসবের সময় শয়তান খোঁচা দেয় - ৯৭

পাপ কাজ মুখে প্রকাশ করলেও ক্ষমা পাবে- ৯৭

স্পষ্ট ইমানের পরিচয়- ৯৭

শয়তানের সাথে বিতর্ক করবে না- ৯৭

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ইমান আনা- ৯৭

জি জাতীয় সহচর বা ফেরেশতা নিযুক্ত - ৯৭

শয়তানের সিংহাসন পানির ওপর- ৯৭

শয়তান মানুষের পিছনে লেগেই আছে- ৯৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কোনো বিষয়ে প্রকাশ করা ক্ষতি হলে গোপন রাখাই ভাল- ৯৮

শয়তান পরামর্শ দেয় দান করলে সম্পদ কমে যায়- ৯৮

শয়তান কুমন্ত্রনা দিলে বাম দিকে থুথু ফেলবে- ৯৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অবাস্তর প্রশ্ন থেকে বিরত থাকবে- ৯৮

শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাবে- ৯৮

নামাযে ভুল হলে শয়তানের কাজ মনে করবে - ৯৮

পঞ্চম অধ্যায়

তাকদিরে বিশ্বাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর সিংহাসন ছিল পানির উপর- ৯৯

সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে- ৯৯

বিতর্কে আদম (আ) মুসা হতে শ্রেষ্ঠ হলেন- ৯৯

মায়ের গর্ভেই সন্তানের ভাগ্য লিখা হয়- ৯৯

মানুষের আমল পুরণামের উপর নির্ভর করে- ৯৯

মানুষের ভাল মন্দ আল্লাহ নির্ধারিত করে রেখেছেন- ১০০

প্রত্যেকের বেহেশত ও দোযখের ঠিকানা লেখা আছে- ১০০

মানুষ বিভিন্নভাবে যিনা করে থাকে- ১০০

তাকদীর আগেই লেখা হয়েছে- ১০০

বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহর নির্ধারিত বিষয় ঘটবেই—	১০০
মানুষ সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর অধীন—	১০১
প্রত্যেক সন্তান ফিতরাতেই ওপর জন্মগ্রহণ করে—	১০১
আল্লাহ পাক কখনো ঘুমান না—	১০১
আল্লাহর হাত সব সময় পূর্ণ থাকে—	১০১
মুশরিক শিশু সন্তান সম্পর্কে আল্লাহ অবগত—	১০১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি হল কলম—	১০১
দোষীদের আল্লাহ পাক আগেই নির্ধারিত করে দিয়েছেন—	১০১
কিতাবে দোষী ও বেহেশতীর নাম ঠিকানা লেখা আছে—	১০২
সব প্রচেষ্টা আল্লাহর তকদীরের অন্তর্গত—	১০২
তকদীর নিয়ে তর্ক করা উচিত নয়—	১০২
আদম মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে—	১০৩
সব মাখলুকাত অন্ধকারে সৃষ্টি হয়েছে—	১০৩
আল্লাহর ইচ্ছায়ই মানুষের ভাল-মন্দ—	১০৩
আল্লাহর হাতে অন্তর শূন্য মাঠে পালকের মত—	১০৩
চারটি কথায় বিশ্বাস না করলে সে মুমিন নয়—	১০৩
মুশরিক ও কাদসিয়াগণ মুসলমান নয়—	১০৩
তাকদীরে অবিশ্বাসীদের শাস্তি হবে—	১০৩
মুসলমানদের দেখতে যাওয়া উচিত নয়—	১০৩
কাদসিয়াদের সাথে সব সংশ্রব ত্যাগ করবে—	১০৪
প্রত্যেক নবীর দোয়া কবুল হয়ে থাকে—	১০৪
মৃত্যুর স্থান নির্দিষ্ট করা আছে—	১০৪
মুমিনের সন্তানেরা পিতার উপর প্রতিষ্ঠিত—	১০৪
যে মেয়েকে জীবন্ত কবর দেয় সে দোষী—	১০৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মানুষের পাঁচটি বিষয় চূড়ান্ত হয়ে আছে—	১০৪
তাকদীর সম্পর্কে প্রশ্ন করা উচিত নয়—	১০৪
তকদীরে বিশ্বাস না করলে ইবাদত কবুল হয় না—	১০৪
এ উম্মতের জন্য দুনিয়ায় আযাব ক্ষমা করা হয়েছে—	১০৫
মুমিনগণ ও তার সন্তানরা বেহেশতী—	১০৫
হযরত দাউদ (আ)-কে চল্লিশ বছর বয়স ধার দেয়া হল—	১০৫
আদমের বাম দিকের দল দোষী হবে—	১০৬
আল্লাহ দু মুঠো মাটি নিয়ে বললেন এরা বেহেশতী ও দোষী—	১০৬
আল্লাহ প্রত্যেক মানুষ হতে অঙ্গীকার নিয়েছেন—	১০৬
প্রত্যেক মানুষ আল্লাহর কাছে ওয়াদায় আবদ্ধ—	১০৬
তকদীরে যা লেখা আছে তা হবেই—	১০৭
তাকদীরের নির্দিষ্ট কষ্ট ভোগ করতে হবে—	১০৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

কবর আযাব

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রত্যেক মানুষকে কবরে প্রশ্ন রা হবে—	১০৭
অবশ্যই কবরে প্রশ্ন করা হবে—	১০৮
প্রত্যেককের তার নির্দিষ্ট স্থান দেখান হয়—	১০৮
কবর আযাব হতে পানাহ চাবে—	১০৮
রাসূল (স) অনেক বিষয় অকণ্ট ছিলেন যা মানুষ জানত না—	১০৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মৃতকে কবরে রাখলে ফেরেশতা প্রশ্ন করে—	১০৮
কবরে মুমিনের কাছে দুজন ফেরেশতা আসে—	১০৯
আখেরাতের মঞ্জিলসমূহের মধ্যে কবর প্রথম মঞ্জিল—	১০৯
মৃতের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করতে হয়—	১০৯
কবরে নিরানব্বটি সাপ হাজির হবে—	১১০

বিষয়	পৃষ্ঠা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
নেক ব্যক্তির জন্যও কবর সংকীর্ণ হয়—	১১০
হযরত সাদ (রা)-এর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁদেছিল—	১১০
মানুষ কবরে ফিতনায় পতিত হবে—	১১০
নামাযী ব্যক্তি কবরে নামায পড়তে চাবে—	১১০
মৃত মুমিন ব্যক্তি কবরে ভয় পায় না—	১১০

সপ্তম অধ্যায়

কিতাব ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুমের মধ্যেও রাসূল (স)-এর অন্তর জাম্বুত থাকত—	১১১
রাসূল (স)-এর সকল গোনাহ ক্ষমা করা হয়েছে—	১১১
ধর্মে নতুন কথা গ্রহণযোগ্য নয়—	১১১
আল্লাহর বাণীই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী—	১১১
আল্লাহর কাছে তিন ব্যক্তি ঘৃণিত—	১১১
সকল উম্মত বেহেশতে যাবে—	১১১
রাসূল (স) যা করতেন মানুষের তা করা উচিত—	১১২
মদীনার লোকের খেজুর গাছে তাবীর করত—	১১২
নবী রাসূলদেরকে সত্য সহকারে প্রেরণ করা হয়—	১১২
রাসূল (স) মানুষকে আশুন হতে বাঁচাবেন—	১১২
আল্লাহ রাসূল (স)-কে হেদায়েত ও ইলম সহকারে পাঠিয়েছেন—	১১২
কুরআনের মোতাবেক আল্লাত অনুসরণ করা উচিত নয়—	১১২
আল্লাহর দফতর নিয়ে তর্ক করতে নেই—	১১৩
রাসূল (স)-কে আজ্ঞে বাজে প্রশ্ন করা জায়েয নেই—	১১৩
শেষ যমিনায় অনেক মিথ্যুক দাজ্জাল হবে—	১১৩
আল্লাহ কিতাবদের সত্য ও মিথ্যা কোনটাই বলা যাবে না—	১১৩
শোনা কথা যাচাই না করে বলা মিথ্যার সমতুল্য—	১১৩
প্রত্যেক নবীর সাহাবী ছিলেন—	১১৩
মানুষকে সং পথের দিকে আহ্বান করতে হয়—	১১৩
ইসলাম প্রবাসীর মতো প্রকাশ পাচ্ছে—	১১৩
ইসলাম মদীনার দিকে ফিরে যাবে—	১১৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-কে ফেরেশতাগণ স্বপ্ন দেখালেন—	১১৩
আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (স)-এর হাদীস অনুসরণ করতে হবে—	১১৪
হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানতে হবে—	১১৪
হাদীস মূলত আল্লাহর বাণী—	১১৪
নেতার আদেশ পালন করতে হবে—	১১৪
মানুষের চলার পথে শয়তান দাঁড়িয়ে থাকে—	১১৫
রাসূল (স)-এর পূর্ণ অনুসারী হতে হবে—	১১৫
রাসূল (স)-এর সুন্নতসমূহ জারি রাখা উচিত—	১১৫
ধর্ম প্রবাসীর মত যাত্রা শুরু করেছে—	১১৫
বনী ইসরাঈল বাহান্তর দলে বিভক্ত—	১১৫
দল ত্যাগকারী জাহান্নামে যাবে—	১১৫
বড় দলের অনুসরণ করতে হয়—	১১৫
কারো সাথে হিংসা বিদ্বেষ রাখা জায়েয নেই—	১১৬
সুন্নতকে আকড়িয়ে ধরে রাখতে হবে—	১১৬
হযরত মুসা (আ)-কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে—	১১৬
হালাল দ্রব্য ভক্ষণ করতে হয়—	১১৬
নির্দেশিত বিষয়ের এক দশমাংশ পালন করলে বেহেশতী—	১১৬
কোন জাতি হেদায়েত লাভের পর গোমরাহ হয়নি—	১১৬
দ্বীনের ওপর কিছু আধিকার করতে নেই—	১১৬
কুরআন পাঁচ রকমে নাযিল হয়েছে—	১১৬
শরীয়তের বিষয় তিন প্রকার—	১১৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একটি বিদআত সৃষ্টি করলে একটি সুনুত কমে যায়-	১১৭
বিদআত সৃষ্টি জায়েজ নয়-	১১৭
বিদআতী ব্যক্তিকে সম্মান করা যাবে না-	১১৭
শয়তান মানুষের নেকড়ে বাঘ স্বরূপ-	১১৭
জামায়াত পরিত্যাগ করা উচিত নয়-	১১৭
মানুষের দুটি বিধান আল্লাহর কিতাব ও নবীর হাদীস-	১১৭
আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করী গোমরাহ হবে না-	১১৭
দৃষ্টান্ত দিয়ে মানুষ বোঝান যায়-	১১৭
হাদীসকে কুরআন মানসুখ করে-	১১৮
কুরআনের একটি বাণী অপর বাণীকে নসখ বা রহিত করে-	১১৮
আল্লাহর নিষেধকৃত বিষয় বর্জন করবে-	১১৮
জীবিত ব্যক্তি ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে নিরাপদ থাকে-	১১৮
ইসলাম ধর্ম সর্বশেষ ধর্ম-	১১৮

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ইলমের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষের কাছে ইলম পৌছতে হবে-	১১৯
রাসূল (স) যা বলেননি তা বলা ঠিক নয়-	১১৯
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে জ্ঞান দান করেন-	১১৯
জাহেলিয়াতের উত্তম ব্যক্তি ইসলামী যুগেও উত্তম-	১১৯
দু ব্যক্তির ওপর ঈর্ষা করা যায়-	১১৯
মৃত্যুর পরও তিনটি আমল চালু থাকে-	১১৯
মুমিনের কষ্ট লাঘব করলে তার কিয়ামতের কষ্ট লাঘব হবে-	১১৯
শেষ যমানায় ইলম থাকবে না-	১২০
বৃহস্পতিবারে ওয়াজ করা ভালো-	১২০
রাসূল (স) কোনো কথা তিনবার বলতেন-	১২০
রিয়াকার বেহেশতে প্রবেশ করবে না-	১২০
সৎ কাজের পথ প্রদর্শন সৎ কাজের সমান-	১২১
রাসূল (স) মানুষের কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না-	১২১
খুনের একটি অংশ প্রথম হত্যাকারীর উপর পড়বে-	১২১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আলেমদের অফুরন্ত ফযিলত রয়েছে-	১২১
আবেদদের চেয়ে আলেমদের ফযিলত বেশি-	১২২
লোকদের সৎ উপদেশ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে-	১২২
জ্বাহানের কথা হারানো সম্পদের মতো-	১২২
একজন জ্ঞানী শয়তানের কাছে হাজার আবেদের চেয়ে মারাত্মক-	১২২
প্রত্যেক মুসলমানের ইলম অর্জন করা ফরয-	১২২
নৈতিকতা ও ধর্মের জ্ঞান মুনাফিকের থাকে না-	১২২
যে জ্ঞান অশেষবে বের হয় সে আল্লাহর সাথেই থাকে-	১২২
ইলম অর্জনকারীর পূর্বের জগিয়া গোনাহ ক্ষমা হয়-	১২২
ইলম অর্জনের পরিণাম বেহেশত-	১২২
ইলম গোপন করা উচিত নয়-	১২২
লোক দেখানো এলেম কোনো কাজে আসবে না-	১২৩
দুনিয়ার সামগ্রীর জন্য জ্ঞান অশেষণ করা ঠিক নয়-	১২৩
তিনটি বিষয়ে মুসলমান বিশ্বাসঘাতকতা করে না-	১২৩
নবীর সুনুত অবিকল পৌছান দরকার-	১২৩
হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত-	১২৩
কুরআনের ব্যাপারে নিজস্ব মত প্রকাশ জায়িয় নয়-	১২৩
ভুল পন্থায় কাজও ভুল হয়-	১২৩

কুরআনের কোনো বিষয় নিয়ে প্রতিবাদে লিপ্ত হওয়া কুফরি-	১২৩
আল্লাহর কিতাব নিয়ে বিতণ্ডা করা ঠিক নয়-	১২৩
কুরআন সাত হরফ এর সাথে নাযিল হয়েছে-	১২৪
ইলিম তিন ধরনের-	১২৪
আমীরের প্রতিনিধিই ওয়াজ করবে-	১২৪
মিথ্যা ফতোয়ার গোনাহ ফতোয়া প্রদানকারীর ওপর পড়বে-	১২৪
বিশ্বাস্ত সৃষ্টিকারী কথা বলা নিষেধ-	১২৪
ফারাজেজ ও কুরআন শিক্ষা করা উচিত-	১২৪
পরবর্তী সময়ে ইলিম উঠে যাবে-	১২৪
মদীনার আলেম অধিক জ্ঞানী-	১২৪
প্রত্যেক শতাব্দীতে আল্লাহর মনোনীত বান্দার আগমন-	১২৪
ভাল লোকেরা ইলম গ্রহণ করবে-	১২৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইলিম অর্জন করা অবস্থায় ইত্তেকাল করলে বেহেশতী-	১২৪
ইলম শিক্ষাদানকারীর মর্যাদা অনেক বেশি-	১২৫
দ্বীন প্রচারে আলেম ব্যক্তি উত্তম-	১২৫
সপ্তাহে একবার মানুষকে ওয়াজ নসিহত করা উচিত-	১২৫
যে ইলম অর্জন করেছে তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব-	১২৫
মৃত্যুর পর মুমিনের কতক আমল জারী থাকে-	১২৫
ইলম শিক্ষার জন্য বের হলে সে বেহেশতী-	১২৫
রাতে কিছু সময় ইলমের আলোচনা সারারাত ইবাদতের চেয়ে উত্তম-	১২৫
দুআর চেয়ে ধর্মের আলোচনা উত্তম-	১২৬
চল্লিশটি হাদীস মুখস্ত করলে সে একজন আলেম-	১২৬
ইলম শিক্ষা করা ও প্রচার করা বড় দান-	১২৬
দুই পিপাসু ব্যক্তি পরিতৃপ্তি লাভ করবে না-	১২৬
আলেমের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়-	১২৬
দ্বীন প্রচারের ব্যাপারে অর্থ গ্রহণ সঠিক নয়-	১২৬
যে আখিরাতের চিন্তা করে তার জন্য আল্লাহ দুনিয়ার চিন্তা করেন-	১২৬
ইলম ভুলে যাওয়া ঠিক নয়-	১২৭
ইলম অনুযায়ী আমলকারীই প্রকৃত আলেম-	১২৭
লোক সম্পর্কে খারাপ ধারণা করতে নেই-	১২৭
ইলম দ্বারা উপকৃত না হলে সে অকৃতকার্য ব্যক্তি-	১২৭
আলেমদের ভুলের জন্য ইসলাম ধ্বংস হবে-	১২৭
ইলম দুই প্রকার-	১২৭
আবু হুরায়রা (রা) দুই পাত্র ইলম সংগ্রহ করেছিলেন-	১২৭
জানার চেয়ে বেশি বলা উচিত নয়-	১২৭
ভাল লোকের কাছ থেকে ইলম অর্জন করতে হয়-	১২৭
সঠিক পথে থাকার নির্দেশ-	১২৮
প্রার্থনা হবে জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায়-	১২৮
এক সময় নামেই ইসলাম থাকবে-	১২৮
প্রকাশ পাবে শুধুই ফিতনা-	১২৮
একদিন ফরজ নিয়েও মতভেদ দেখা দিবে-	১২৮
ইললেম মাধ্যমে অন্যের উপকার করা উচিত-	১২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

পবিত্রতার গুরুত্ব : ওয়ূর বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআন হবে পক্ষে ও বিপক্ষে দলীল-	১২৮
রাসূল (স)-এর ওয়ূর ন্যায় ওয়ূর করতে হবে-	১২৯
ওয়ূর পর শুধু রাকাত নামায পড়তে হয়-	১২৯
জলভাবে ওয়ূর করে মসজিদে প্রবেশ করলে গোনাহ থাকে না-	১২৯
উত্তম রূপে ওয়ূর করলে গোনাহ থাকে না-	১২৯
ওয়ূর অঙ্গ ধৌত করার সাথে সাথে গোনাহ চলে যায়-	১২৯

বিষয়

নামাযের সময় ওয়ূ করলে আগের গোনাহ মাফ হয়ে যায়-
ওয়ূ করে সোয়া করলে বেহেশতের আটটি দরজা খোলা থাকে-
ওয়ূর দ্বারা উজ্জলতা বৃদ্ধি পায়-
মুমিনের অলংকার হল ওয়ূ-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুমিনগণ ওয়ূর নিয়ম রক্ষা করে-
ওয়ূ থাকতে ওয়ূ করলে সওয়াব বেশি-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামায বেহেশতে প্রবেশের চাবি-
নামাযের আগে উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়-
পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক-
ওয়ূর সময় যখন কুলি করে তখন গোনাহ বের হয়ে যায়-
নাবালেগ সন্তানেরা কিয়ামতের দিন দৌড়াদৌড়ি করবে-
হাশরের ময়দানে ওয়ূ মানুষকে মর্যাদা দান করে-

তৃতীয় অধ্যায়

ওয়ূর গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওয়ূ করে নামায পড়তে হবে-
কবুল হবে না হারাম মালের দান-
মযি বের হলে অবশ্যই ওয়ূ করতে হয় -
আঙুনে পাকান খাদ্য গ্রহণের পর ওয়ূ করতে হয়-
উটের গোশত খাওয়ার পর ওয়ূ করতে হয়-
বায়ু বের না হলে ওয়ূ ভাঙে না-
দুধ পান করে ওয়ূ করতে হয় না-
একবার ওয়ূ করে কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়া যায়-
ছাত্তু খেয়ে ওয়ূ করতে হয় না-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বায়ু বের হলে গন্ধ না হলে ওয়ূ ভাঙে না-
মযি বের হলে ওয়ূ করতে হবে-
নামাযের চাবি হল পবিত্রতা-
বাতকর্ম করলে ওয়ূ করতে হয়-
চোখ হল গুহাঘারের ঢাকনা-
ঘুমানোর আগে ওয়ূ করতে হয়-
কাত হয়ে ঘুমাতে ওয়ূ করায় হয়-
পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে ওয়ূ করতে হবে-
পুরুষাঙ্গ শরীরের অঙ্গ বিশেষ-
স্ত্রীকে চুম্বন করলে ওয়ূ ভাঙে না-
ভেড়ার গোশত খেলে ওয়ূ ভাঙে না-
গোশত খেলে ওয়ূ ভাঙে না-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বকরীর কলিজা খেলে ওয়ূ ভাঙে না-
বকরীর বাজুর গোশত খেলে ওয়ূ ভাঙে না-
রাসূল (স) খানা খেয়ে ওয়ূ করেন নি-
কমলা বশত স্ত্রীকে স্পর্শ বা চুম্বন করলে ওয়ূ করতে হবে-
স্ত্রীকে চুম্বন করলে ওয়ূ করবে-
চুম্বন লসম এর অন্তর্গত-
শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে ওয়ূ করতে হবে-

চতুর্থ অধ্যায়

পায়খানা প্রস্রাবের আদব কায়দা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কেবলকে সামনে বা পেছনে রেখে পায়খানায় বসবে না-
ডান হাতে এস্তেঞ্জা করা নিষেধ-

পৃষ্ঠা

১২৯
১৩০
১৩০
১৩০
১৩০
১৩০
১৩০

বিষয়

পায়খানায় যাওয়ার সময় দুআ পড়তে হয়-
রাসূল (স) কবরের আযাব দেখতে পেতেন-
গাছের ছায়ায় পায়খানা করা নিষেধ-
পানি পান করার সময় পাঠে নিশ্বাস ফেলবে না-
বিজোড় সংখ্যক টিলা দিয়ে কুলুখ করতে হয়-
রাসূল (স) পানি দিয়ে এস্তেঞ্জা করতেন-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) পায়খানায় গেলে আংটি খুলে রাখতেন-
পায়খানা দূরে করা উচিত-
প্রস্রাব করতে দেয়ালের আড়াল করতে হয়-
পায়খানায় বসে তারপর কাপড় উঠাতে হয়-
হাড় গোবর দিয়ে এস্তেঞ্জা করা নিষেধ-
ডান হাত খাওয়ার জন্য বাম হাত এস্তেঞ্জার জন্য-
তিনটি টিলা দিয়ে এস্তেঞ্জা করলে পানি লাগে না-
গোবর ও হাড় জিনদের খাদ্য-
দাড়িতে জট পাকালে উন্নত বলে বিবেচিত হবে না-
খাদ্য খাওয়ার পর খিলাল করতে হয়-
গোসল খানায় প্রস্রাব করা ঠিক নয়-
গর্তে প্রস্রাব করা ঠিক নয়-
চলাচলের পথে পায়খানা করা নিষেধ-
দুজন একই সাপে একই পায়খানায় বসা ঠিক নয়-
পায়খানা হলো জিনদের আবাসস্থল-
পায়খানায় বসে মনে মনে বিসমিল্লাহ পড়তে হয়-
পায়খানা থেকে বের হয়ে দোআ পড়তে হয়-
রাসূল (স) পায়খানা শেষে ওয়ূ করতেন-
প্রস্রাব করে ওয়ূ করতে হয়-
ওজর বশত পাঠে প্রস্রাব করা যায়-
দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জায়েয নয়-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বসে প্রস্রাব করতেন-
হযরত জিব্রাইল (আ) ওয়ূ ও নামায শিখিয়ে দিলেন-
ওয়ূর সময় পুরুষাঙ্গে পানি ছিটিয়ে দিতে হয়-
প্রস্রাব করে সব সময় ওয়ূ না করলেও চলে-
পবিত্রতাকে আল্লাহ ভালবাসেন-
আড়াল থাকলে কিংকার দিকেও মুখ করে প্রস্রাব করা যায়-
পায়খানা থেকে বের হবার পর দোআ-
জিনদের অনুরোধেই গোবর কয়লা হাড় দিয়ে এস্তেঞ্জা করা নিষেধ করা হল-
ডান হাত দিয়ে এস্তেঞ্জা করা নিষেধ-
প্রস্রাবের সময় আড়াল করতে হয়-

পঞ্চম অধ্যায়

মিসওয়াক করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) মিসওয়াকের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন-
রাসূল (স) ঘরে প্রবেশ করে প্রথমে মিসওয়াক করতেন-
তাহাজ্জুদের আগে মিসওয়াক করতে হয়-
গোফ ছোট এবং দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মিসওয়াক করলে আল্লাহ খুশী হন-
চারটি জিনিস রাসূলগণের সুনুত্বের অন্তর্গত-
লিঙ্গ থেকে জেগে মিসওয়াক করে ওয়ূ করতে হয়-
রাসূল (স) নিয়মিত মিসওয়াক করতেন-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বয়োজ্যেষ্ঠকে মান্য করতে হয়—	১৩৯
মিসওয়াকের জন্য তাগাদা দেয়া হতো—	১৩৯
মিসওয়াক সম্পর্কে রাসূল (স) বেশি ওয়াজ করেছেন—	১৩৯
নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করা উচিত—	১৪০
বড়জনকে মিসওয়াক দিতে হয়—	১৪০
মিসওয়াক করে নামায পড়লে তার সওয়াব বেশি—	১৪০

ষষ্ঠ অধ্যায়

ওযূর নিয়ম ও সুন্নতের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঘুম থেকে উঠে হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে রাখবে না—	১৪০
মানুষ ঘুমালে শয়তান নাকের বাশীর উপর রাত কাটায়—	১৪০
ওযূর সময় পায়ের গোড়ালী ভালভাবে ধুতে হবে—	১৪১
ওযূ করলে পাগড়ীর ওপর মাসেহ করা যায়—	১৪১
প্রত্যেক কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত—	১৪১
প্রয়োজনে রাসূল (স) ওযূর অঙ্গ একবার ধুয়েছেন—	১৪১
রাসূল (স) কোনো সময় ওযূর অঙ্গ দু'বার ধুয়েছেন—	১৪১
ওযূর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ তিন বার ধুতে হয়—	১৪১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিছু পরার সময় ডান দিক থেকে শুরু করবে—	১৪১
ওযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে হয়—	১৪১
ওযূতে পূর্ণভাবে অঙ্গগুলো ধুতে হয়—	১৪২
ওযূর সময় হাত ও পায়ের আঙুলসমূহ খিলাল করতে হয়—	১৪২
ওযূর করলে পায়ের আঙুল খিলাল করতে হয়—	১৪২
ওযূ করতে দাড়িও খিলাল করতে হয়—	১৪২
রাসূল (স) ওযূর সময় দাড়ি খিলাল করতেন—	১৪২
রাসূল (স)-এর নিয়মে ওযূ করতে হয়—	১৪২
সাহাবাগণ রাসূল (স)-এর মতো ওযূ করতেন—	১৪২
ওযূর সময় তিন বার কুলি করতে হয়—	১৪২
ওযূতে দু'কান মাসেহ করতে হয়—	১৪২
রাসূল (স) ওযূর সময় দু'আঙুল কানে ঢুকাতেন—	১৪২
ওযূতে মাথা মাসেহ করতে হয়—	১৪৩
ওযূতে দু'চোখের কোণ মলতে হয়—	১৪৩
রাসূল (স)-এর নিয়ম বহির্ভূত কোনো কাজ করা ঠিক নয়—	১৪৩
ওযূতে সীমালঙ্ঘন করা ঠিক নয়—	১৪৩
শয়তান ওযূতে ওয়াসওয়াসা দেয়—	১৪৩
পরনের কাপড় দিয়ে ওযূর পানি মুছা যায়—	১৪৩
ওযূ করে অঙ্গসমূহ মুছে ফেলতে হয়—	১৪৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ওযূর অঙ্গসমূহ এক বার দু'বার, তিন বার ধোয়া যায়—	১৪৩
রাসূল (স) দু'বার করে ওযূর অঙ্গ ধুতেন—	১৪৩
হযরত ইব্রাহীম (আ) ওযূতে অঙ্গগুলো তিন বার ধুতেন—	১৪৩
প্রতি নামাযের জন্য নতুন ওযূ করা উচিত—	১৪৪
ওযূ করলে শরীর পবিত্র হয়—	১৪৪
ওযূর সময় হাতে আঘটের নীচে পানি পৌছতে হবে—	১৪৪
ওযূর পূর্বে মিসওয়াক করতে হয়—	১৪৪
ওযূতে পানি অপচয় করা ভাল নয়—	১৪৪

সপ্তম অধ্যায়

গোসলের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

সহবাসে বীর্ষ বের না হলে গোসল ফরয হয় না—	১৪৪
উভয়ের যৌনাঙ্গ মিলিত হলে গোসল ফরয হয়—	১৪৪

স্বপ্নদোষ হলে বীর্ষ দেখা গেলে গোসল ফরয হয়—	১৪৪
রাসূল (স) চার সের পানি দিয়ে গোসল করতেন—	১৪৫
স্বামী-স্ত্রী এক পাত্র থেকে ফরয গোসল করা যায়—	১৪৫
ফরয গোসলের আগে প্রথমে দু'হাত ধুতে হয়—	১৪৫
ফরয গোসল করতে লজ্জাস্থান ধুতে হয়—	১৪৫
হায়েযের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করতে হয়—	১৪৫
ফরয গোসলে মেয়েদের মাথার বেণী খুলতে হয় না—	১৪৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বপ্নদোষের আলামত দেখলে গোসল করতে হবে—	১৪৬
স্ত্রী পুরুষের অঙ্গ স্পর্শ করলে গোসল ফরয হয়—	১৪৬
কেশের নীচে নাপাকী থাকে—	১৪৬
এক বিন্দু নাপাকী থাকলে কিয়ামতে শাস্তি পেতে হবে—	১৪৬
গোসলের পর ওযূ করতে হয় না—	১৪৬
নাপাকীর গোসলে সর্ব শরীরে পানি ঢালতে হয়—	১৪৬
উলঙ্গ হয়ে গোসল করা উচিত নয়—	১৪৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সহবাস করলে গোসল ফরয হয়—	১৪৬
এক বিন্দু পরিমাণ শুকনো থাকলে গোসল শুদ্ধ হবে না—	১৪৬
নাপাকীর গোসল প্রথমে ছিল সাত বার—	১৪৬

অষ্টম অধ্যায়

শরীয়তের নিয়মে গোসল

প্রথম পরিচ্ছেদ

কমপক্ষে সাত দিনে এক বার গোসল করতে হয়—	১৪৭
জুমার দিনে গোসল করা প্রত্যেকের উচিত—	১৪৭
জুমার দিনে গোসল ওয়াজিব—	১৪৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চার কারণে গোসল করা যায়—	১৪৭
মৃতকে বরই পাতা মেশানো পানি দিয়ে গোসল দিবে—	১৪৭
জুমার দিনে গোসল করা উত্তম কাজ—	১৪৭
মৃতকে গোসল দিয়ে নিজে গোসল করতে হয়—	১৪৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জুমার দিনে গোসল করার নিয়ম চালু হলো কখন—	১৪৭
--	-----

নবম অধ্যায়

নাপাকী ব্যক্তির সাথে মেলামেশার অপকারিতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দু'বার সহবাস করার ইচ্ছা করলে মাঝে ওযূ করতে হয়—	১৪৮
রাসূল (স) এক সাথে কয়েক স্ত্রীর বহুত্ব সংগীর আগে গোসল করতেন—	১৪৮
রাসূল (স) নাপাক অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতেন—	১৪৮
মুমিন কখনো নাপাকী হয় না—	১৪৮
নাপাকী অবস্থায় ওযূ করে ঘুমাতে হয়—	১৪৮
জানাবত অবস্থায় খাওয়ার পূর্বে ওযূ করতে হয়—	১৪৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাপাকী ব্যক্তির স্পর্শে পানি নাপাক হয় না—	১৪৮
নাপাক শরীরে অন্যকে স্পর্শ করা যায়—	১৪৮
রাসূল (স) পায়খানা থেকে বের হয়ে কুরআন পড়েছেন—	১৪৮
ঋতুবতী মহিলা কুরআন স্পর্শ করবে না—	১৪৯
নাপাক অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ নিষেধ—	১৪৯
নাপাকী ব্যক্তির ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না—	১৪৯
তিন ব্যক্তির কাছে ফেরেশতা আসে না—	১৪৯
কুরআন পবিত্র হয়ে স্পর্শ করতে হয়—	১৪৯
পায়খানা থেকে বের হয়ে তায়াম্মুম করতে হয়—	১৪৯
রাসূল (স) ওযূ না করে সালামের জবাব দেননি—	১৪৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) নাপাক অবস্থায় ঘুমাতে-
গোসলের আগে ওয়ূ করতে হয়-
অধিক পবিত্রতার জন্য একাধিক বার গোসল করতে হয়-
পুরুষের অবশিষ্ট পানি দিয়ে জীলোক গোসল করতে পারবে-
জীলোকের ওয়ূ অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষ ওয়ূ করবে না-

দশম অধ্যায়

পানির বিধিনিষেধ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন-
বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা নিষেধ-
রাসূল (স)-এর ওয়ূ অবশিষ্ট পানি ওয়ূ হিসেবে ব্যবহৃত হত-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পানি দু কোন্না পর্যন্ত থাকলে নাপাক হয় না-
পানি সর্ব অবস্থায় পাক থাকে-
সাগরের লোনা পানি পাক-
খেজুর ও পানি পবিত্র-
বিড়ালে মুখ দিলে পানি নাপাক হয় না-
বিড়ালের ঝুটা নাপাক নয়-
গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে ওয়ূ করা যায়-
হালাল খাদ্য মিশ্রিত পানিতে গোসল-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হিংস্র জন্তু পানিতে মুখ দিলে তা নাপাক-
রোদে গরম করা পানি দিয়ে গোসল করা উচিত নয়-
গৃহপালিত পশু পানি পান করলে অবশিষ্ট পানি হালাল-

একাদশ অধ্যায়

পবিত্রতার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

মসজিদের নাপাকী পানি দিয়ে ধৌত করলে চলে-
হায়েযের রক্ত আক্তা দিয়ে মর্মন করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে-
কুবুর কেনো পাত্রে মুখ দিলে তা সাত বার করে ধৌত করবে-
মসজিদে প্রস্রাব করার পর ধৌত করলে পবিত্র হয়-
কাপড়ে বীর্য লাগলে তা ধুতে হয়-
কাপড়ে শুক্র লাগলে উঠিয়ে ফেললে চলে-
বাক্সদের প্রস্রাব কাপড়ে লাগলে সে স্থান ধুয়ে নিজেই চলে-
চামড়া পাকা করলে পবিত্র হয়-
মরা পশুর চামড়া ব্যবহার করা যায়-
মরা পশুর চামড়া পাকা করলে ব্যবহার করা যায়-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাক্সা মেয়ে প্রস্রাব কাপড়ে লাগলে তা ধুতে হয়-
জুতার নাপাকী মাটি দিয়ে পবিত্র হয়-
মাটি সর্ব অবস্থায় পবিত্র-
হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করা যাবে না-
রাসূল (স) হিংস্র পশুর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন-
হিংস্র পশুর চামড়ার মূল্য মাকরুহ-
চামড়া পাকা করার পূর্বে ব্যবহার করা যাবে না-
রাসূল (স) মৃত পশুর চামড়া গ্রহণ করতে বলেছেন-
পানি আর সলম গাছের পাতা দিয়ে চামড়া পাক করা যায়-
চামড়া পাকা করার পর যে কোনো চামড়াই ব্যবহার করা যায়-

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দুর্গন্ধময় রাস্তা ভাল নয়-
ওয়ূ করে রাস্তায় চলাফেরা করলে ওয়ূ ভাঙে না-

১৪৯

১৪৯

১৪৯

১৫০

১৫০

১৫০

১৫০

১৫০

১৫০

১৫১

১৫১

১৫১

১৫১

১৫১

১৫১

১৫১

১৫১

১৫২

১৫২

১৫২

১৫২

১৫২

১৫২

১৫৩

১৫৩

১৫৩

১৫৩

১৫৩

১৫৩

১৫৩

১৫৩

১৫৩

১৫৩

১৫৩

১৫৪

১৫৪

১৫৪

১৫৪

১৫৪

১৫৪

১৫৪

মসজিদে কুকুর প্রবেশ করলে ধুতে হয় না-

যে পশু খাওয়া যায় তার প্রস্রাব ক্ষতিকর নয়-

দ্বাদশ অধ্যায়

মোজার উপর মাসেহ করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুসফিরগণ তিন দিন মোজার ওপর মাসেহ করতে পারে-

রাসূল (স) পাগড়ীর ওপর মাসেহ করলেন-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুকিম এক দিন এক রাত মোজার ওপর মাসেহ করতে পারে-

তিন দিন তিন রাত মোজা না খুলে রাখা যায়-

মোজার ওপর ও নিচে মাসেহ করতে হয়-

রাসূল (স) মোজার দু পিঠে মাসেহ করতেন-

জুতার ওপর মাসেহ করা যায়-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোজার ওপর মাসেহ করা আহার নির্দেশ-

মোজাঘরের ওপর দিকেই মাসেহ করতে হয়-

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তায়াম্মুমের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

পানি না থাকলে তায়াম্মুম করা জায়েয-

রাসূল (স) তায়াম্মুম না করে সালামের জবাব দিলেন না-

মানুষকে তিনটি কারণে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে-

আগে নামায পাড়ে থাকলেও জামায়াত ছাড়তে নেই-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাক মাটি মুসলমানদের পবিত্রতাকারী-

অজানা রোগের চিকিৎসা হল জিজ্জেস করা-

তায়াম্মুম করার পর পানি পেলে ওয়ূ করতে হয়-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) অপবিত্র অবস্থায় সালামের জবাব দিলেন না-

তায়াম্মুমের নিয়ম কানুন-

চতুর্দশ অধ্যায়

হায়েযের বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

হায়েযের সময় সহবাস বাতীত সবকিছু করা যায়-

হায়েয অবস্থান স্বামী-স্ত্রী একই বিছানায় থাকতে পারে-

রাসূল (স) স্ত্রীদের হায়েয অবস্থায় তাদের সঙ্গ দিতেন-

হায়েয গ্রন্থা স্ত্রীর শরীরে ঠেস দিয়ে কুরআন পড়া যায়-

হায়েয অবস্থায় অন্যান্য কাজ করা যায়-

হায়েয গ্রন্থা স্ত্রীর সাথে এক বিছানায় শোয়া যায়-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হায়েয গ্রন্থা অবস্থায় সহবাস করা হারাম-

স্ত্রীর হায়েয অবস্থায় সংযম পালন করা উচিত-

হায়েয অবস্থায় সঙ্গম করলে সদকা করতে হয়-

হায়েযের প্রথম সঙ্গম করলে এক দিনার সদকা করতে হয়-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হায়েযের সময় স্বামী-স্ত্রী একত্রে শয়ন করতে পারে-

রাসূল (স) হায়েয অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করেনি-

পঞ্চদশ অধ্যায়

এস্তেহযার রোগিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

হায়েয হলে নামায ছেড়ে দিতে হবে-

১৫৪

১৫৫

১৫৫

১৫৫

১৫৫

১৫৫

১৫৫

১৫৫

১৫৬

১৫৬

১৫৬

১৫৬

১৫৬

১৫৬

১৫৭

১৫৭

১৫৭

১৫৭

১৫৭

১৫৮

১৫৮

১৫৮

১৫৮

১৫৮

১৫৮

১৫৮

১৫৮

১৫৮

১৫৮

১৫৮

১৫৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এন্তেহাযা রোগে নামায পড়তে হবে-	১৫৯
হায়েযের সময়ের চেয়ে বেশি সময় হলে তা এন্তেহাযা-	১৫৯
হায়েয ব্যতীত নামায ছাড়া যাবে না-	১৫৯
এন্তেহাযা হলে দু নামায একত্রে পড়া যায়-	১৫৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এন্তেহাযা হলে গোসল করে নামায পড়বে-	১৬০
-------------------------------------	-----

ষোড়শ অধ্যায়

নামাযের ফযিলত ও মাহাত্ম্যের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাযের দ্বারা হদের কাফফারা হয়ে গেল-	১৬০
নামায কবীরা ওনাহ ব্যতীত সব গোনাহর কাফফারা-	১৬০
পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লে কোনো পাপ থাকে না-	১৬০
নামায পাপসমূহ দূর করে দেয়-	১৬০
সঠিক সময়ে নামায পড়া আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়-	১৬১
নামায কুফর বিতাড়িত করে দেয়-	১৬১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসারে নামায পড়তে হয়-	১৬১
নামায রোযা যাকাত বেহেশতে দাখিল করবে-	১৬১
সজ্ঞান সাত বছরের হলে নামাযের আদেশ করতে হবে-	১৬১
নামায ত্যাগ করলে কাফের হয়ে যাবে-	১৬১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামায যাবতীয় গোনাহকে ক্ষমা করে দেয়-	১৬১
নামায গাছের পাতার মত পাপসমূহকে বরিয়ে দেয়-	১৬২
দুরবস্মিত নামায সঠিক নিয়মে পড়লে আগের গোনাহ ক্ষমা হয়-	১৬২
নামাযের হেফযত করলে কিয়ামতে মুক্তি পাবে-	১৬২
নামায ব্যতীত অন্য আমল বাদ দিলে কাফের হয় না-	১৬২
ইচ্ছা করে কোনো ফরয নামায ত্যাগ করা জায়েয নেই-	১৬২

সপ্তদশ অধ্যায়

নামাযের সময়সমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূর্য পশ্চিমাংশে ঢলে পড়লে যোহর নামাযের ওয়াক্ত হয়-	১৬২
রাসূল (স) নামাযের সময় বুঝিয়ে দিলেন-	১৬২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কোনো বস্তুর ছায়া এককণ পরিমাণ হলে আসরের নামাযের ওয়াক্ত-	১৬৩
--	-----

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জিব্রীল (আ) রাসূল (স)-এর ইমামতি করেছিলেন-	১৬৩
সব কাজের মধ্যে নামায অধিক গুরুত্বপূর্ণ-	১৬৩
গরমের সময় ছায়ার পরিমাণ পাঁচ কদম হলে যোহর পড়তে হয়-	১৬৩

অষ্টাদশ অধ্যায়

সকাল সকাল নামায পড়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

যোহর নামাযের ওয়াক্তের সময় খুব গরম থাকে-	১৬৪
দোযখ বছরে দুটি নিখাস পরিত্যাগ করে-	১৬৪
সূর্য উজ্জ্বল থাকতে আসরের নামায পড়তে হয়-	১৬৪
সূর্য শয়তানের শিংয়ের সমতুল্য-	১৬৪
আসরের নামায খুবই গুরুত্বপূর্ণ-	১৬৪
এশার নামায দেরি করে পড়া ভাল-	১৬৪
সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে মাগরিবের ওয়াক্ত-	১৬৪
আসর নামায না পড়লে সব আমল নষ্ট হয়ে যায়-	১৬৫
মাগরিবের নামাযের পরে অঙ্কার হয়ে যায়-	১৬৫
রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এশার নামায পড়া যায়-	১৬৫

ফজরের নামাযের পর কিছুটা অঙ্কার থাকে-

নামায সঠিক সময়ে পড়ার জন্য নির্দেশ-

সুন্দের আগের ফজরের এক রকমত পেলে সে পূর্ণনামায পেল-

সুন্দের আগের ফজরের এক নিজদা পেলেও আসরের নামায হবে-

সময় হওয়ার সাথে সাথে নামায পড়তে হয়-

ঘুমের মধ্যে কোনো ভুলত্রুটি নেই-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিনটি বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত নয় -

নামাযের প্রথম সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি-

নামাযকে প্রথম সময়ে পড়া ভাল-

নামায শেষ ওয়াক্তে পড়া নিষেধ-

মুসলমানরা সর্বদা কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে-

এশার নামায দেহিতে পড়া ভাল-

আগের নবীর উল্লেখের উপর এশার নামাযের প্রচলন ছিল না-

এশার নামায পড়ার সময়-

ফজরের নামায ফর্সা আলোতে পড়তে হয়-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আসরের নামাযের পর উঠি যবেহ করে রান্না করে খাওয়া যায়-

কোনো উন্মত্তের এশার নামায ছিল না-

রাসূল (স) নামাযকে সংক্ষেপ করতেন-

রাসূল (স) এশার নামায দেহিতে পড়তেন-

রাসূল (স) যোহরের নামায সকালে সকালে পড়তেন-

নামায ঠাণ্ডা সময়ে পড়া ভাল-

সরকারী প্রশাসন নামাযে বাধা দিবে-

পরবর্তী শাসকরা নামায পিছিয়ে দিবে-

সব কাজের মধ্যে নামায উত্তম-

উনিশ অধ্যায়

নামাযের ফযিলত

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফজর নামায ও মাগরিবের নামায পড়লে সে বেহেশতী-

দু ঠাণ্ডা সময়ে নামায কল্যাণময়-

রাতের ফেরেশতা ও দিনের ফেরেশতা একত্রে মিলিত হয়-

ফজরের নামায পড়লে আল্লাহর দায়িত্বে চলে যায়-

প্রথম সারিতে নামায পড়া অনেক সুওয়াব-

মুনাফিকরা ফজর ও এশার নামায পড়তে চায় না-

এশার নামাযের অনেক ফযিলত আছে-

এশার নামাযকে আত্মা বলা হয়-

আসরের নামাযকে ওসতা নামায বলে-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওসতা নামাযই আসরের নামায-

আসরের নামাযে দিনের ও রাতের ফেরেশতারা মিলিত হয়-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফজরের নামায হল ঈমানের পতাকা-

হযরত অয়েশা (রা) বলেন যোহরের নামাযকে ওসতা বলে-

রাসূল (স) খুব সহজ নামায পড়তেন-

ফজরের নামাযকে ওসতা নামায বলে-

বিংশ অধ্যায়

আযান ও আযান শ্রবণ সম্পর্কে গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত বেলাল (রা) প্রথম আযান দিলেন-

আযানে প্রতি শব্দ দুবার উচ্চারণ করতে হয়-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আযানের বাক্য উনিশটি-

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাসূল (স)-এর সময় আযান দুবার ছিল-	১৬৯
কিভাবে আযান দিতে হয়-	১৭০
ফজরের নামায ব্যতীত তাসবীব করা যাবে না-	১৭০
দীর্ঘশ্বরে ধীরে ধীরে আযান দিতে হয়-	১৭০
যে আযান দেয় সে একামত দিবে-	১৭০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
নামায আহ্বানের ব্যাপারে আলোচনা-	১৭০
কিভাবে আযানের প্রচলন হল-	১৭০
নামাযের জন্য আহ্বান করা উচিত-	১৭১
নামায নিন্দা হতে উত্তম-	১৭১
আযানের সময় দু আঙ্গুল কানে দিতে হয়-	১৭১

একবিংশ অধ্যায়

আযানের মাহাত্ম্য এবং মুয়াজ্জিনের উত্তর দান

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুয়াজ্জিনের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি-	১৭১
আযান শুনে শয়তান পালিয়ে যায়-	১৭১
আযানের ফযিলত অনেক বেশি-	১৭১
আযানের শব্দগুলোই আযান শুনে বলতে হয়-	১৭১
আযানের বাকগুলো মুয়াজ্জিনের সাথে সাথে কলে বেহেশতী-	১৭২
আযানের পর দোয়া করলে রাসূল (স) সুপারিশ করেন-	১৭২
আযান শুনলে আক্রমণ নিষেধ-	১৭২
আযানের পরে দোয়া করতে হয়-	১৭২
প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যে নামায আছে-	১৭২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাম নামাযের জামিনদার-	১৭২
সাত বক্সর আযান দিলে তার জন্য দোযখের আগুন হারাম-	১৭২
ছাগল চালকের নামায আত্মাহ বেশি পছন্দ করেন-	১৭২
তিন ব্যক্তি মিশকের স্বপের উপর থাকবের-	১৭৩
মুয়াজ্জিনের গোনাহ ক্ষমা করা হবে-	১৭৩
নামাযের ইমামতিতে দুর্বল ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়-	১৭৩
মাগরিবের আযানের পর দোয়া-	১৭৩
একামতেরও জবাব দিতে হয়-	১৭৩
আযান ও একামতের মধ্যবর্তী দোয়া কবুল হয়-	১৭৩
আযানের সময়ে দোয়া কবুল হয়-	১৭৩
মুয়াজ্জিনের ফযিলত নিয়ে প্রশ্ন-	১৭৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের আযান শুনে শয়তান পালিয়ে যায়-	১৭৪
আযানের উত্তর আযানের শব্দ দিয়ে দিতে হয়-	১৭৪
অত্তরের বিশ্বাসের সাথে আযানের জবাব দিলে বেহেশতী-	১৭৪
রাসূল (স) নামাযের আযানের জবাব দিতেন-	১৭৪
বার বছর আযান দিলে বেহেশত নির্ধারিত-	১৭৪
মাগরিবের আযানের পরে দোয়া করতে হয়-	১৭৪

ষাণ্মিংশ অধ্যায়

আযান অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

উম্মে মাকতুমের আযানের পর ফজরের নামায পড়া হত-	১৭৪
বেলাল (রা) রাত থাকতে আযান দিতেন-	১৭৪
ফজরের নামাযে আযান দিতে হয়-	১৭৪
রাসূল (স)-এর নিয়মে নামায পড়তে হবে-	১৭৫
খায়বার যুদ্ধের পর সবাই ফজরের নামায দেরিতে পড়েছিলেন-	১৭৫
রাসূল (স) আসা পর্যন্ত সাহাবারা নামাযে দাঁড়াতেন না -	১৭৫
নামাযের একামত দিলে দৌড়ে আসবে না-	১৭৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
-------	--------

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামায না পেয়ে অনুতাপ হলে বেশি ছওয়াব-	১৭৫
রোযা ও নামায মুমিনের জিন্মায় থাকে-	১৭৬

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মসজিদ ও নামাযের স্থানসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মক্কা বিজয়ের দিন বায়তুল্লাহ নামায পড়লেন-	১৭৬
কাবাঘর ছয়টি স্তম্ভের উপর ছিল-	১৭৬
মসজিদে নববীর নামায বেশি ফযিলতপূর্ণ-	১৭৬
তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য দিকে সফর করা যায় না-	১৭৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর হজরা ও মিম্বরের মাঝে বেহেশতের বগান-	১৭৬
রাসূল (স) কোবার মসজিদে গমন করতেন-	১৭৬
মসজিদ সবচেয়ে প্রিয় স্থান-	১৭৬
মসজিদ নির্মাণ করলে বেহেশতে যাবে-	১৭৬
মসজিদে যে গমন করে সে আল্লাহর মেহমান-	১৭৬
দূর হতে মসজিদে আসলে সওয়াব বেশি হয়-	১৭৭
মসজিদে গমন করলে কদম গুণে সওয়াব দেয়া হয়-	১৭৭
সাত ব্যক্তি আল্লাহর আরশের ছায়া পাবে-	১৭৭
মসজিদে যাতায়াতে নামায পড়ায় সওয়াব বেশি-	১৭৭
মসজিদে প্রবেশ করে দোয়া পড়তে হয়-	১৭৭
মসজিদে প্রবেশ করে দু রাকআত নামায পড়তে হয়-	১৭৭
সফর হতে ফিরে সরাসরি বাড়ি যাওয়া নিষেধ-	১৭৭
হারান বস্ত্র মসজিদে তালাশ করা উচিত নয়-	১৭৮
দুর্গন্ধ কিছু খেয়ে মসজিদে প্রবেশ নিষেধ-	১৭৮
মসজিদে থুথু ফেলা জায়েয নেই-	১৭৮
রাতি হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলতে হয়-	১৭৮
নামাযের সামনে থুথু ফেলা নিষেধ-	১৭৮
নবীর কবরকে মসজিদে রূপান্তর করা জায়েয নেই-	১৭৮
কবরকে মসজিদ বানান সম্পূর্ণভাবে নিষেধ-	১৭৮
ঘরেও নামায পড়া যায়-	১৭৮
পূর্ব পশ্চিমের মাঝে কেবলা অবস্থিত-	১৭৮
গীর্ঘা ভেঙ্গে মসজিদ করতে হয়-	১৭৮
মহল্লায় মসজিদ নির্মাণের আদেশ আছে-	১৭৯
মসজিদ চাকচিক্য করা জায়েয নেই-	১৭৯
মসজিদে গিয়ে পরস্পরে গর্ব করা জায়েয নেই-	১৭৯
প্রতি পুণ্যের কাজের সওয়াব আছে-	১৭৯
অন্ধকারে মসজিদে যাওয়া সওয়াবের কাজ-	১৭৯
নিয়মিত মসজিদে গমন করলে পূর্ণ ইমানদার-	১৭৯
পুরুষত্ব নষ্ট করা জায়েয নেই-	১৭৯
আল্লাহ কুদরতী হাত রাসূল (স)-এর কাঁধে রাখেন-	১৮০
তিন ব্যক্তি আল্লাহর দায়িত্বে যাবে-	১৮০
ঘর থেকে ওয়ূ করে বের হলে অনেক সওয়াব আছে-	১৮০
মসজিদসমূহ বেহেশতের বাগান-	১৮০
মসজিদে একমাত্র ইবাদতের উদ্দেশ্যেই গমন করা উচিত-	১৮০
রাসূল (স) নিজেও দূরদ পাঠ করতেন-	১৮০
মসজিদে কবিতা পাঠ করা নিষেধ-	১৮০
মসজিদে মৃত্যদণ্ড প্রদান করা জায়েয নেই-	১৮১
কাঁচা শিয়াজ ও রসুন খাওয়া উচিত নয়-	১৮১
জমিনের সব জায়গায় নামায পড়া যায়-	১৮১
সাত জায়গায় নামায পড়া নিষেধ-	১৮১
ছাগল বাঁধার স্থানে নামায পড়া যায়-	১৮১
মহিলাদের কবর গিয়ারত করা জায়েয নে	১৮১
দুনিয়ার উৎকৃষ্ট স্থান হল মসজিদ-	১৮১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মসজিদে ভাল কাজের জন্যই আগমন করতে হয়—
মসজিদে দুনিয়াদারীর আলোচনা নিষেধ—
মসজিদে স্বর উচ্চ করা জায়েয নেই—
মসজিদের বহিরে সাংসারিক কথাবার্তা বলতে হয়—
মসজিদে থুথু ও শ্লেশ্মা ফেলা নিষেধ—
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-কে কষ্ট দেয়া হারাম—
রাসূল (স)-এর স্কপ দেখার কারণে ফরযের নামযে দেবী হল—
সবচেয়ে বেশি সওয়াব মসজিদে হারামে নামায পড়া—
মসজিদুল হারাম দুনিয়ার সর্বপ্রথম মসজিদ—
মসজিদে প্রবেশ করে দোয়া পড়তে হয়—
কবর পূজা হারাম করা হয়েছে—
রাসূল (স) হীতানে নামায পড়তে ভালবাসতেন—

চতুর্বিংশ অধ্যায়

আচ্ছাদন

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক কাপড়ে নামায পড়া যায়—
এক কাপড়ে নামায পড়লে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়—
এক কাপড়ে নামায পড়লে সতর খুলে যেতে পারে—
নকাশাদার কাপড় পরিধান করে নামায পড়বে না—
রাসূল (স) নকাশাদার পর্দা সরানোর নির্দেশ দিলেন—
রেশমী বস্ত্র মুত্তাকীদের জন্য জায়েয নেই—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রয়োজনে শুধু বড় জামা পেড়ে নামায পড়া যায়—
তহবন্দ বিলম্বিত করে নামায পড়া জায়েয নেই—
বালোগা মেয়েরা উড়ুনা ছাড়া নামায পড়বে না—
ক্লোকেবের কোর্প ও ওড়ুনা ব্যবহার করে নামায পড়তে পারে—
মুখ ঢেকে নামায পড়া যাবে না—
মুসলমানদের প্রতিটি কাজ ইহুদীদের বিরুদ্ধে—
জুতায় ময়লা থাকলে খুলে নামায পড়তে হবে—
নামাযের সময় জুতা ডান দিকে রাখতে হয় না—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাদুরকে জায়নামায বানান যায়—
রাসূল (স) খালি পায়ে ও জুতাসহ নামায পড়েছেন—
রাসূল (স)-এর সময় বারও দুটি কাপড় ছিল না—
কাপড়ের অভাবে এক কাপড়ে নামায পড়া যায়—

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

অস্তুরাল

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বর্ষা সামনে রেখে নামায পড়তেন—
রাসূল (স)-এর ওয়ুস্ব বাজ্তি পানি সবাই ব্যবহার করত—
উট সামনে রেখে নামায পড়া যায়—
হাওদার সামনে ডাঙা রেখে দিলে নামায পড়া যায়—
নামাযের সামনে দিয়ে গমন করা জায়েয নেই—
নামাযের আড়ালের ভিতর দিয়ে শয়তান গমন করে—
তিনটি জিনিস নামায নষ্ট করে—
রাসূল (স)-এর নামাযের সময় আয়েশা (রা) সামনে শুয়ে থাকতেন—
রাসূল (স) আড়াল ব্যতীত নামায পড়েছেন—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) নামাযের সময় সামনে কিছু রাখতে বলেছেন—
সুতরা থাকলে শয়তান নামায নষ্ট করতে পারে না—
সুতরা চোখের ডান অথবা বাম ভ্রু বরাবর রাখতে হয়—

রাসূল (স)-এর সামনে দিয়ে একটি গাধী ও কুকুর চলে গেল—
নামাযের সামনে দিয়ে গমনকারী হল শয়তান—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর নামাযের সময় আয়েশা (রা) পা গুটিয়ে নিতেন—
নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়াতে প্রচুর ক্ষতি হয়—
নামাযের সামনে দিয়ে চলাচল সম্পূর্ণভাবে নিষেধ—
আড়াল ব্যতীত নামায পড়লে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে—

ষড়বিংশ অধ্যায়

নামাযের নিয়ম

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামায সঠিক নিয়মে পড়তে হয়—
নামাযের সময় দুহাত বিছিয়ে দেয়া নিষেধ—
রাসূল (স)-এর নামাযের তালিম—
তাকবীরের সময় দুহাত কাধ বরাবর উঠাতে হয়—
তাকবীরের সময় দু হাত তুলতে হয়—
প্রত্যেক তাকবীরে হাত উঠান যায়—
নামাযের নিয়ম কানুন সঠিকভাবে পালন করতে হয়—
রাসূল (স)-এর সঠিক নিয়মে নামায পড়তে হবে—
নামাযের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতে হয়—
নামাযের প্রত্যেক কাজে তাকবীর বলতে হয়—
নামাযের উত্তম হল কুনুত দীর্ঘ করা—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর সঠিক নামাযের বর্ণনা—
রাসূল (স) তাকবীরের সময় দু হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন—
নামাযের সময় বাম হাত ডান হাত দিয়ে ধরতে হয়—
এক সাহাবা পুনরায় নামায পড়লেন—
নফল নামায দু রাকআত পড়তে হয়—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের তাকবীর উচ্চস্বরে দিতে হয়—
নামাযে বাইশ বার তাকবীর দিবে—
নামাযে তাকবীর বলতে হবে—
নামাযের মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকতে হবে—
রাসূল (স)-এর নামায পড়িয়ে দেখান হল—
নামাযে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হয়—

সপ্তবিংশ অধ্যায়

তাকবীরে তাহরীমার শুরু

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাকবীর ও কিরায়াতের মাঝেও পার্থক্য লক্ষ্যনীয়—
জায়নামাযে দাঁড়ানোর পর দোয়া—
নামাযে আল্লাহর প্রশংসা করতে হয়—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) নামায শুরু করে দোয়া পড়তেন—
রাসূল (স) যেমন নামাযই পড়েছেন তাই সঠিক—
নামাযে রাসূল (স)-কে অনুসরণ করতে হবে—
কিরাতাত শুরু করে চুপ থাকা জায়েয নেই—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমা দিতে হয়—
একমাত্র আল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়তে হয়—

অষ্টবিংশ অধ্যায়

নামাযের মধ্যে কিরাতাত পড়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূরা ফাতেহা না পড়লে নামায হবে না—
নামাযে অবশ্যই সূরা ফাতেহা পাঠ করতে হয়—

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা ফাতিহা নামাযের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ-	১৯৩
ইমামের সাথে আমীন বলতে হয়-	১৯৩
নামাযের সময় কাতার সোজা করতে হয়-	১৯৩
সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়তে হয়-	১৯৪
রাসূল (স) দীর্ঘক্ষণ নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন-	১৯৪
রাসূল (স) যোহরের নামাযে সূরা লাইল পড়তেন-	১৯৪
রাসূল (স) মাগরিবের নামাযে সূরা তুর পড়তেন-	১৯৪
রাসূল (স) মাগরিবের নামাযে সূরা মুরসলাত পড়তেন-	১৯৪
নামাযে ছোট সূরা পাঠ করা ভাল-	১৯৪
এশার নামাযে রাসূল (স) সূরা তিন পাঠ করতেন-	১৯৪
রাসূল (স) ফজরের নামাযে সূরা কাফ পড়তেন-	১৯৪
রাসূল (স) ফজরের নামাযে সূরা লাইল পড়তেন-	১৯৪
ফজরের নামাযে সূরা মুমিন পাঠ করতেন-	১৯৫
রাসূল (স) জুমআর দিন ফজরের নামাযে মধ্যম সূরা পড়তেন-	১৯৫
রাসূল (স) জুমআর নামাযে সূরা জুমআ পড়তেন-	১৯৫
রাসূল (স) দু ইদে সূরা আলা পড়তেন-	১৯৫
রাসূল (স) ইদের নামাযে যে সূরা পড়তেন-	১৯৫
রাসূল (স) ফজরের সূনাতে সূরা কাকিরুন পড়তেন-	১৯৫
রাসূল (স) ফজরের সূনাতে সূরা বাকারার অংশ পড়তেন-	১৯৫
বিসমিল্লাহির সাথে নামায শুরু করতে হয়-	১৯৫
রাসূল (স) সূরা ফাতেহায় আমীন পড়তেন-	১৯৫
নামাযের মধ্যে দোয়া কবুল হয়-	১৯৫
রাসূল (স) মাগরিবের নামাযে সূরা আরফ জগ করে পড়তেন-	১৯৫
সূরা নাস ও সূরা ফালাক উত্তম সূরা-	১৯৬
রাসূল (স) কুস্পতির মাগরিবে সূরা ইখলাস ও কাফেরুন পড়তেন-	১৯৬
সূরা ইখলাস ও কাফেরুন এর মর্যাদা-	১৯৬
নামাযে ছোট সূরা পড়াই বিধেয়-	১৯৬
সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না-	১৯৬
জেহেরী কিরাআত পড়া যায়-	১৯৬
নামাযের মাধ্যমে আত্মাহর দীদার হয়-	১৯৬
নামাযে ইমামের অনুসরণ করতে হয়-	১৯৬
নামাযে সূরা পড়তে না পারলে যে কোন দোয়া পড়া যায় -	১৯৭
সূরা আলা খুব মর্যাদাবান -	১৯৭
সূরা তিন পড়ার নিয়ম -	১৯৭
সূরা আর রহমান জিনেরা পড়ে -	১৯৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) ফজর নামাযে উভয় রাকআতে	
একই সূরা পড়েছিলেন -	১৯৭
বড় সূরা নামাযে ভাগ করে পড়া যায় -	১৯৭
হযরত ওদমান (রা) সূরা ইউসুফ বার বার পড়তেন -	১৯৭
প্রতি রাকআতে পূর্ণ সূরা পড়া যায় -	১৯৭
নামাযে যে কোনো সূরা পড়া যায় -	১৯৮
ছোট সূরা দিয়ে নামায পড়া যায় -	১৯৮
উনত্রিশতম অধ্যায়	
রুকু গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রুকু সিজদা অবস্থায় কুরআন পাঠ করা যাবে না -	১৯৮
মুক্তাদীরা 'রাব্বান লাকাল হামদ' বলবে -	১৯৮
রুকু হতে পিঠ উঠানোর পর দোয়া -	১৯৮
নামাযে রুকু সিজদা ঠিকমত আদায় করতে হয় -	১৯৮
রুকু সিজদায় সমান সময় নেয়া উচিত -	১৯৮
রুকু করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয় -	১৯৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
রুকু সিজদায় নিচের দোয়া পড়া যায় -	১৯৮
রুকু সিজদায় নিচের দোয়াও পড়া যায় -	১৯৮
রাসূল (স) রুকু হতে পিঠ উঠিয়ে নিচের দোয়া পড়তেন -	১৯৯
দোয়ার পর ফেরেশতাদের প্রতিযোগীতা হয়-	১৯৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
রুকু সিজদায় পিঠ সোজা না করলে নামায সঠিক হয় না -	১৯৯
রুকুও সিজদায় নির্দিষ্ট দোয়া পড়বে -	১৯৯
রুকুতে তিন বার সুবহানা রাক্বিয়াল আজিম পড়তে হয় -	১৯৯
সিজদায় 'সুবহানা রাক্বিয়াল আলা' বলতে হয় -	১৯৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) রুকুতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন -	১৯৯
রুকু সঠিকভাবে না করলে নামায হয় না -	১৯৯
রুকু সিজদা ঠিকমত না দিলে নামায আবার পড়তে হয় -	২০০
নামায চুরি করা উচিত নয় -	২০০
নামায চুরি করলে গুরুতর অপরাধ হয় -	২০০
ত্রিশতম অধ্যায়	
সিজদা ও তার মাহাত্ম্য	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
সিজদায় সাতটি হাড়ের ব্যবহার থাকে -	২০০
সিজদায় হাত বিছিয়ে দেয়া নিষেধ -	২০০
সিজদায় উভয় কনুই উঠিয়ে রাখতে হয় -	২০০
সিজদায় উভয় হাত ও পিঠ যদিও হতে দূরে রাখতে হয় -	২০০
রাসূল (স) সিজদায় হাত পেট হতে আলাদা রাখতেন -	২০০
সিজদায় দোয়া করা যায় -	২০১
গভীর রাতে রাসূল (স) নামায পড়তেন -	২০১
সিজদা দিলে প্রভুর নিকটবর্তী হওয়া যায় -	২০১
নামাযে সিজদা করলে শয়তান কান্দতে থাকে -	২০১
সিজদা বেশি দিলে বেহেশত লাভ হবে -	২০১
আল্লাহকে বেশি বেশি সিজদা করলে বেহেশত অবধারিত -	২০১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স)-এর নিয়মে সিজদা দিতে হবে -	২০১
সিজদার সময় নিয়ম অনুসারে করতে হয় -	২০১
দু সিজদার মধ্যে দোয়া পড়তে হয় -	২০১
দু সিজদার মাঝে যা বলতে হয় -	২০২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) তিনটি কাজ করতে নিষেধ করছেন-	২০২
সিজদায় নিতখের উপর বাসা উচিত নয়-	২০২
রুকু সিজদায় পিঠ সোজা রাখতে হবে-	২০২
সিজদার সময় কপালে হাত বরাবর রাখতে হয়-	২০২
একত্রিশতম অধ্যায়	
তাশাহুদ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
তাশাহুদে তজনী আঙ্গুলী দিয়ে ইশারা করতে হয়-	২০২
তাশাহুদে জন হস্ত জন উরুতে বাম হস্ত বাম উরুতে রাখবে-	২০২
নামাযের মধ্যে আত্মাহর কাছে প্রার্থনা করতে হয়-	২০২
নামাযে তাশাহুদ অবশ্যই পড়তে হবে-	২০৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
তাশাহুদ পড়তে তজনীর ইশারা করতে হয়-	২০৩
রাসূল (স) তজনী দিয়ে ইশারা করতেন-	২০৩
এক আঙ্গুলী দিয়ে তাশাহুদে ইশারা করতে হয়-	২০৩
নামাযে হাতে ঠেস দিয়ে বসা উচিত নয়-	২০৩
নামাযে দু রাকআতের বৈঠক থেকে দ্রুত উঠতে হয়-	২০৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাশাহুদ না পড়লে নামায হবে না-	২০৩
তজলী দিয়ে ইশারা করার অর্থ শয়তানকে তীর মারা-	২০৩
তাশাহুদ আস্তে আস্তে পড়তে হয়-	২০৩

বত্রিশতম অধ্যায়

রাসূল (স)-এর প্রতি দরুদ পাঠের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর প্রতি দরুদ পাঠানোর নিয়ম-	২০৪
রাসূল (স)-এর প্রতি একবার দরুদ পাঠে আল্লাহ দশবার রহমত বর্ষণ করেন-	২০৪
রাসূল (স)-এর প্রতি সালাম প্রেরণের নিয়ম-	২০৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একবার সালাম পেশ করলে আল্লাহ দশবার পেশ করেন-	২০৪
যে বেশি দরুদ পড়বে সে কিয়ামতে রাসূল (স)-এর নিকটবর্তী হবে-	২০৪
ফেরেশতাগণ সালাম পৌঁছিয়ে দেন-	২০৪
রাসূল (স)-এর প্রতি সালাম প্রেরণ করলে তিনি জ্ঞাতে পান-	২০৪
রাসূল (স)-এর প্রতি দরুদ পাঠানোর নির্দেশ-	২০৫
রাসূল (স)-এর নাম বললে দরুদ পড়তে হয়-	২০৫
একবার সালাম পাঠালে দশবার রহমত বর্ষিত হবে-	২০৫
রাসূল (স)-এর প্রতি কি পরিমাণ দরুদ পাঠাতে হবে-	২০৫
দোয়া ধীরস্থিরভাবে করতে হয়-	২০৫
দোয়া করার পূর্বে দরুদ পাঠ করতে হয়-	২০৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ণ দরুদ পড়লে পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যায়-	২০৫
কৃপণ ব্যক্তি রাসূল (স)-এর প্রতি দরুদ পড়ে না-	২০৬
রাসূল (স)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করলে সে বেহেশতে যাবে-	২০৬
রাসূল (স)-এর প্রতি দরুদ পড়লে আল্লাহ রহমত বর্ষিত হয়-	২০৬
রাসূল (স) দরুদ পাঠ শুনতে পান-	২০৬
একবার দরুদ পাঠের প্রতিদান ৭০ বার দরুদ-	২০৬

তেরিংশতম অধ্যায়

তাশাহুদের মধ্যে দোমার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাযে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয়-	২০৬
নামাযের সালাম ফিরানোর পর দোয়া করতে হয়-	২০৬
কবরের আযাব হতে পরিত্রাণের দোয়া করবে-	২০৭
আবু বকর (রা)-কে দোয়া শিক্ষা দিলেন-	২০৭
নামাযে দুদিকেই সালাম ফিরাতে হয়-	২০৭
নামায শেষ করে ইমাম পেছনের দিকে মুখ করে বসবে-	২০৭
রাসূল (স) সালামের পর ডান দিকে ফিরে বসতেন-	২০৭
নামাযের পর উভয় দিকে ফিরা যায়-	২০৭
সাহাবগণ রাসূল (স)-এর ডান দিকে থাকতে জলবাসেন-	২০৭
মহিলাগণ জামায়াতে থেকে আগে বের হবে-	২০৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযে আল্লাহর স্মরণ করতে হয়-	২০৭
রাসূল (স)-এর আদর্শ সর্বাপেক্ষা উত্তম-	২০৮
নামাযে ডানে বাঁয়ে সালাম ফিরাতে হবে-	২০৮
রাসূল (স) সালামের নির্দেশ দিয়েছেন-	২০৮
ঘাড় ঘুরিয়ে সালাম ফিরাতে হয়-	২০৮
নামায শেষে বাঁ দিক দিয়ে বের হতে হয়-	২০৮
ফরয নামায পড়ার পর সরে দাঁড়াতে হয়-	২০৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের জন্য উৎসাহ দান-	২০৮
নামাযে দোয়া-দরুদ পড়তে হয়-	২০৮

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

নামায শেষে প্রার্থনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাকবীর দ্বারা নামায শেষ হয়-	২০৯
নামায শেষ করে দোয়া পড়তে হয়-	২০৯
নামায শেষে ইস্তেগফার পড়তে হয়-	২০৯
ফরজ নামায শেষে আল্লাহর প্রশংসা করতে হয়-	২০৯
আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই-	২০৯
আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়-	২০৯
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দান করেন-	২১০
নামায শেষে তাসবীহ পড়া-	২১০
ফরজ নামায শেষে একশ বার তাসবীহ পড়তে হয়-	২১০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শেষ রাতের প্রার্থনা কবুল হয়-	২১০
নামাযে সূরা নাস ও ফালাক পড়া-	২১০
আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত আল্লাহকে স্মরণ করা-	২১০
হজ্জ ও ওমরার সওয়াব-	২১০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত ওমর (রা)-এর জন্য দোয়া-	২১১
নামাযের শেষে পঞ্চশবার আল্লাহ আকবার বলতে হয়-	২১১
প্রত্যেক নামাযের পরে আয়াতুল কুরসী পড়লে বেহেশতী-	২১১
আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই দশবার বলতে হয়-	২১১
ফরজের নামাযের পর সূর্যদয় পর্যন্ত আল্লাহকে স্মরণ করা-	২১১

দ্বিতীয় অধ্যায়

নামাযের মধ্যে জামেয় এবং নাজামেয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক নবী ভবিষ্যদ্বাণী-	২১২
প্রথম দিকে নামাযের সালামে জবাব দেয়া হত-	২১২
সিজদার জায়গার মাটি বা কঙ্কর সরান যাবে-	২১২
নামাযরত অবস্থায় কোমরে হাত রাখা যাবে না-	২১২
নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক তাকানো যাবে না-	২১২
দোয়া করার সময় উপরের দিকে তাকানো নিষেধ-	২১৩
নামাযের সময় সন্তান কাঁধে রাখা যায়-	২১৩
নামাযের মধ্যে হাই তোলা নিষেধ-	২১৩
দুষ্ট জিন রাসূল (স)-এর নামায নষ্ট করেছিল-	২১৩
নামাযে কিছু ঘটলে জ্বীলোকেরা হাত মারবে-	২১৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষেধ-	২১৩
হাতের ইশারায় সালামের জবাব দেওয়া যায়-	২১৩
নামাযের মধ্যে হাঁচি দেওয়া যায়-	২১৪
হাই শয়তানের পক্ষ থেকে হয়-	২১৪
মসজিদে গমন করলেই নামাযের মধ্যে গণ্য হয়-	২১৪
নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক তাকানো উচিত নয়-	২১৪
সিজদার জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়-	২১৪
নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক দেখা ধরতের কারণ-	২১৪
রাসূল (স) নামাযে ডানে বাঁ দেখতেন-	২১৪
নামাযের মধ্যে হুই, তন্দা আসা শয়তানের কাজ-	২১৪
রাসূল (স) নামাযের মধ্যে কাদতেন-	২১৪
নামাযের সময় আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়-	২১৪
নামাযের মধ্যে মুখ মগ্গল ধূলাবালি লাগতে পারে-	২১৫

নামাযের মধ্যে কোমরে হাত দিলে দোযখী- ২১৫
নামাযের মধ্যে সাপ ও বিছা মারা যায়- ২১৫
প্রয়োজনে নামাযের স্থান পরিবর্তন করা যায়- ২১৫
বায়ু নিঃসরণের পর অযু করতে হয়- ২১৫
নামাযের মধ্যে বায়ু বের হলে নামায ছেড়ে দিবে- ২১৫
সালামের পর বায়ু বের হলে নামায হয়ে যায়- ২১৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জুনুব অবস্থায় নামায জায়েয নেই- ২১৫
গরমের কারণে সিঁজদার সময় কপালের নীচে কিছু দেওয়া- ২১৫
শয়তান নামাযের আগুনের ফুলকি দিয়ে আসে- ২১৬
নামাযের মধ্যে ইশারা করে সালামের জবাব দেওয়া যায়- ২১৬

তৃতীয় অধ্যায়

সিঁজদায়ে সাহু

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাযে সন্দেহ হলে সিঁজদায়ে সাহু করতে হয়- ২১৬
নামাযে সন্দেহ হলে দু'টি সিঁজদা করবে- ২১৬
রাসূল (স) যোহরের নামায পাঁচ রাকআত পড়তেন- ২১৬
রাসূল (স)-এর জোহর অথবা আসর নামায তুল হয়েছিল- ২১৭
নামায তুল হলে সালামের পূর্বে দু'টি সিঁজদা করতে হয়- ২১৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামায তুল হলে সিঁজদায়ে সাহু হলো সমাধান- ২১৭
সিঁজদায়ে সাহু না দিলে নামায শুদ্ধ হবে না- ২১৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) আসরের নামাযে তিন রাকআতে সালাম ফিরালেন- ২১৭
নামাযে রাকআত কম হলে পুনরায় কম রাকআত পড়তে হয়- ২১৮

চতুর্থ অধ্যায়

তিলাওয়াতে সিঁজদা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) সূরা আন-নাযমে সিঁজদা করলেন- ২১৮
রাসূল (স) সূরা আলাকে সিঁজদা করেছেন- ২১৮
সিঁজদার আয়াত পাঠ করলে সিঁজদা দিতে হয়- ২১৮
কুরআনের সিঁজদার আয়াতসমূহে সিঁজদা দিতে হয়- ২১৮
সূরা সোয়াদে সিঁজদার আয়াত আছে- ২১৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সূরা হাঞ্জে দুটি তেলাওয়াতে সিঁজদা আছে- ২১৮
যদি সিঁজদা না করে তবে তেলাওয়াতে সিঁজদা পড়বে না- ২১৮
রাসূল (স) রুকুর পূর্বে সিঁজদা করলেন- ২১৯
সিঁজদার আয়াত পাঠ করলে সিঁজদা ওয়াজিব হয়- ২১৯
সিঁজদার আয়াত পাঠ করার সাথে সাথে সিঁজদা করতে হয়- ২১৯
ইসলামের প্রথম দিকে সিঁজদার প্রচলন ছিল না- ২১৯
তেলাওয়াতে সিঁজদার দোয়া পড়তে হয়- ২১৯
স্বপ্নে তেলাওয়াতের সিঁজদা করা- ২১৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এক কুরাইশ তেলাওয়াতে সিঁজদা করল না- ২১৯
সূরা সোয়াদে তেলাওয়াতে সিঁজদা আছে- ২১৯

পঞ্চম অধ্যায়

নামাযের নিষিদ্ধ সময়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূর্যোদয়ের সময় নামায পড়া যাবে না- ২২০
প্রতিদিন নির্দিষ্ট তিনটি সময় নামায পড়া নিষেধ- ২২০
ফজর ও আসর নামাযের পর কোন নামায নেই- ২২০
সূর্যোদয়ের পরেও ফজরের নামায পড়া যায়- ২২০
আসর থেকে মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত কোন নামায নেই- ২২১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফজর নামাযের পরে দু' রাকআত সুন্নাহ পড়া যায়- ২২১
রাত দিনে সব নামায পড়া যায়- ২২১
ঠিক দুপুরে নামায পড়া নিষেধ- ২২১
সূর্য ঢলে না পড়লে নামায পড়া নিষেধ- ২২১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সূর্য শয়তানের শিং-এর মধ্যে দিয়ে উদয় হয়- ২২১
আসরের নামাযের প্রতি যত্ন নিতে হয়- ২২২
আসরের নামাযের পর সুন্নত নামায নেই- ২২২
আসর নামাযের পর সুন্নত পড়া গোনাহের কাজ- ২২২

ষষ্ঠ অধ্যায়

জামাআত ও তার ফজিলত

প্রথম পরিচ্ছেদ

জামাআতে নামায পড়ার সওয়াব বেশি- ২২২
জামাআতে নামায পড়ার জন্য বিশেষ তাগিদ আছে- ২২২
রাসূল (স) মসজিদে নামায পড়ার তাগিদ দিয়েছেন- ২২২
শীত ও বৃষ্টির রাতে ঘরে নামায পড়া যায়- ২২২
নামাযের পূর্বে খানা খেয়ে নিতে হয়- ২২২
পায়খানার বেগ নিয়ে নামায পড়া নিষেধ- ২২৩
নামাযের একামত হলে অন্য নামায পড়া উচিত- ২২৩
মেয়েরা মসজিদে যেতে পারে- ২২৩
সুগন্ধি ব্যবহার করে মেয়েরা মসজিদে যাবে না- ২২৩
সুগন্ধি ব্যবহার করে নামায পড়া নিষেধ- ২২৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মেয়েদের ঘরে নামায পড়া উচিত- ২২৩
মহিলাদের বাহিরের নামায অপেক্ষা ঘরের নামায ভাল- ২২৩
মহিলারা সুগন্ধি ব্যবহার করলে নামায হবে না- ২২৩
সুগন্ধি ব্যবহারকারী মহিলা যেনাকার- ২২৩
দু'টি নামায মুনাফিকদের জন্য ভারী- ২২৩
জামাআত কয়েম করার নির্দেশ- ২২৪
একা নামায পড়লে কবুল হয় না- ২২৪
পায়খানা-প্রস্রাব করার পর নামায পড়তে হয়- ২২৪
অযরের জন্য দোয়া করতে হয়- ২২৪
নামাজ দেবীতে পড়া জায়েজ নেই- ২২৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুনাফিকরা নামাযের জামাআত বরখেলাপ করে- ২২৪
জামাআত নামায না পড়লে তার ঘরে আগুন লাগানের নির্দেশ- ২২৫
আযান হলে মসজিদ থেকে আসা নিষেধ- ২২৫
আযানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়া গুনাহের কাজ- ২২৫
আযানের পর বিনা প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বাহির হওয়া মুনাফেকী- ২২৫
ওযর ব্যতীত জামাআত তরক করা না জায়েয- ২২৫
অন্ধ লোকেরও জামাআতে হাজির হতে হবে- ২২৫
উম্মতে মুহাম্মদীর পরিচয় জামাআতে নামায পড়া- ২২৫
ফযর নামাযের জামাআত নফল নামাযের চেয়ে উত্তম- ২২৫
দু'জন লোক হলেই নামাযের জামাআত হয়- ২২৫
মহিলারা জামাআতে নামায পড়তে পারে- ২২৫
মহিলাদের মসজিদে যেতে নিষেধ নেই- ২২৬

সপ্তম অধ্যায়

ছফ গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাযের কাতার সোজা না হলে চোখের বিকৃত হবে- ২২৬
নামাযে পরস্পর মিলিতভাবে দাঁড়াবে- ২২৬
নামায পূর্ণ করতে হলে ছফ ঠিক করতে হবে- ২২৬

নামাযে কাতার আকা-বাঁকা করা-	২২৬
মসজিদে হেঁচা করা যাবে না-	২২৬
সামনের কাতারে দাঁড়ানোতে সওয়ার বেশি -	২২৬
নামাযে ফেরেশতাদের ন্যায় সারি বাঁধতে হয়-	২২৭
স্ত্রীলোকদের জন্য নামাযের শেষের কাতার ভাল-	২২৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
কাতারের ফাঁকে শয়তান প্রবেশ করে-	২২৭
নামাজে প্রথম কাতার আগে পূরণ করবে-	২২৭
নামাজে প্রথম রাকাতের সওয়ার বেশি-	২২৭
নামাজে ডানদিক থেকে বরকত বর্ষিত হয়-	২২৭
কাতার সোজা হলে তাকবীর দিতে হয়-	২২৭
নামাজে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়-	২২৭
নামাজে বাহুমূল নরম রাখতে হয়-	২২৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) নামাজের পেছনে দেখতেন-	২২৭
নামাজের প্রথম কাতারে বরকত অবতীর্ণ হয়-	২২৮
ছফ মিলিয়ে দাঁড়ালে আত্মাহ খুশি হন-	২২৮
নামাজে ইমাম মধ্যস্থলে দাঁড়াবে-	২২৮
নামাজে পেছনে দাঁড়ানো উচিত নয়-	২২৮
নামাজের পেছনে দাঁড়ালে নামাজ আবার পড়তে হয়-	২২৮

অষ্টম অধ্যায়

ইমাম ও মোক্তাদির দাঁড়ানোর স্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাজী দুজন হলে ইমাম বাঁ দিকে দাঁড়াবে-	২২৮
নামাজী তিনজন হলে ইমাম সামনে দাঁড়াবে-	২২৮
মহিলাগণ নামাজের পেছনে দাঁড়াবে-	২২৮
নামাজে দুজন পুরুষ একজন মহিলা দাঁড়ানোর নিয়ম-	২২৯
দ্রুত নামাজে শরীক হতে হয়-	২২৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামাজে তিনজন হলে একজন সামনে দাঁড়াবে-	২২৯
ইমাম উচ্চ জায়গায় দাঁড়ালে নামাজ হবে না-	২২৯
রাসূল (স)-এর মিম্বর ছিল ঝাউগাছের কাঠ দিয়ে তৈরি-	২২৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বালকেরা নামাজের শেষে দাঁড়াবে-	২২৯
বয়স্ক লোক প্রথম কাতারে দাঁড়াতে হয়-	২২৯

নবম অধ্যায়

ইমামত করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে কুরআন ভালো পড়ে সে ইমাম হবে-	২৩০
তিন ব্যক্তির মধ্যে ভালো কোরআন পাঠকারী ইমাম হবে-	২৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উত্তম লোকেরা আজান দেবে-	২৩০
মুসাফির ব্যক্তি নামাজের ইমাম হবে না-	২৩০
উম্মে মাকতূম নামাজে ইমামতি করেছেন-	২৩০
পলাতক দাসের নামাজ কবুল হয় না-	২৩০
লোকে যাকে পছন্দ করে না সে ইমাম হবে না-	২৩০
কিয়ামতের পূর্বে ইমাম পাওয়া যাবে না-	২৩১
মৃতের জানাশা নামাজ পড়া ফরজ-	২৩১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মক্কা বিজয়ের পর সকল গোত্র ইসলাম গ্রহণ করল-	২৩১
মদীনায় একজন গোলাম ইমামতি করত-	২৩১
পরম্পর বিচ্ছিন্ন দুই ভাইয়ের নামাজ কবুল হয় না-	২৩১

দশম অধ্যায়

ইমামের কর্তব্য কী

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিশু কান্দলে নামাজ সংক্ষেপ করা যায়-	২৩১
নামাজ সংক্ষিপ করতে হয়-	২৩২
নামাজে অনেক দুর্বল লোক থাকে-	২৩২
নামাজ দীর্ঘায়িত করলে রাসূল (স) রাগান্বিত হতেন-	২৩২
নামাজ সঠিক নিয়মে পড়ার নির্দেশ-	২৩২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইমামের উচিত নামাজ সংক্ষিপ করা-	২৩২
রাসূল (স) সূরা সাফফাত দিয়ে নামাজ পড়াতেন-	২৩২

একাদশ অধ্যায়

মোকতাদীর কর্তব্য ও মাসবুকের কর্মণীয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাজের মধ্যে কোনো অঙ্গ ইমামের পূর্বে চলনা করবে না-	২৩২
ইমামের পূর্বে রুকু-সিজদা জায়েজ নেই-	২৩৩
নামাজে সমস্ত বিষয় ইমামের পরে করতে হয়-	২৩৩
নামাজে সম্পূর্ণভাবে ইমামের অনুসরণ করতে হয়-	২৩৩
রাসূল (স) বসে নামাজের ইমামতি করেছেন-	২৩৩
ইমামের পূর্বে মাথা উঠালে কঠিন শাস্তি-	২৩৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামাজে ইমামের এতেন্দা করতে হয়-	২৩৩
যদি ইমাম সিজদায় থাকেন তবে নতুন আগতরা সিজদায় যাবে-	২৩৩
যে একসাথে চল্লিশ দিন জামায়াতে নামাজ পড়় সে বেহেশতি-	২৩৪
মসজিদে জামায়াত না পেলেও সমানসংখ্যক সওয়াব-	২৩৪
মসজিদে দ্বিতীয় জামায়াত সওয়াব-	২৩৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর জীবিতকালে আবুবকর (রা) নামাজ পড়তেন-	২৩৪
জামায়াতে যে রুকু পায় সে পুরা নামাজ পায়-	২৩৫
ইমামের পূর্বে মাথা উঠালে শয়তানের হাত-	২৩৫

দ্বাদশ অধ্যায়

এক নামাজ দুবার পড়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুয়াজ্জ ইবনে জবাল রাসূল (স)-এর পেছনে নামাজ পড়তেন-	২৩৫
মুয়াজ্জ ইবনে জাবালের নামাজ ছিল নফল-	২৩৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাড়িতে নামাজ পড়ার পর মসজিদের	
জামায়াতে নামাজের হুকুম-	২৩৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জামায়াতে নামাজ না পড়ার কারণে তিরস্কার-	২৩৫
জামাআত না পেলেও সওয়াব পাওয়া যায়-	২৩৫
নামাজের জামাআত হলেই নামাজ পড়তে হয়-	২৩৬
নামাজের সওয়াবের অধিকার একমাত্র আত্মাহর-	২৩৬
যেকোনো নামাজ একদিনে দুবার পড়া যাবে কি না-	২৩৬
ফজর ও মাগরিব নামাজ দুবার পড়া যায় না-	২৩৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সুন্নত নামাজ ও উহার ফযীলত

প্রথম পরিচ্ছেদ

বার রাকআত নামাজ পড়লে বেহেশতে ঘর নির্মিত হয়-	২৩৬
সোবহে সাদেকের পূর্বদুই রাকআত নামাজ পড়া ভালো-	২৩৬
জুমআর নামাজের পর ঘরে না আসা পবিত্র কোনো নামাজ নেই-	২৩৭

বিষয়

রাসূল (স) যত্র প্রবেশ করে দুই রাকআত নামাজ পড়তেন-
ফজরের দুই রাকআত নামাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ-
ফজরের দুই রাকআত নামাজ দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের চেয়ে উজ্জ-
মাগরিবের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নত পড়া যায়-
জুমআর পরে চার রাকআত সুন্নত নামাজ পড়তে হয়-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জোহরের পূর্ব ও পরে ছয় রাকআত নামাজ পড়ার ফজিলত-
জোহরের চার রাকআত সুন্নত নামাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ-
সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আসমানের দরজা খোলা হয়-
আসরের পূর্বে চার রাকআত নামাজ পড়লে কল্যাণ হয়-
রাসূল (স) আসরের পূর্বে চার রাকআত নামাজ পড়তেন-
আসরের পূর্বে দুই রাকআত নামাজ পড়তে হয়-
মাগরিবের পর ছয় রাকআত আওয়বীন নামাজ পড়তে হয়-
মাগরিবের পর বিশ রাকআত নামাজ পড়া যায়-
এশার পর চার রাকআত নামাজ সুন্নত-
ফজরের পূর্বদুই রাকআত মাগরিবের পর দুই রাকআত সুন্নত-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শেষ রাতের চার রাকআত নামাজে অনেক সওয়াব-
আসরের পর দুই রাকআত নামাজ নিয়মিত পড়তে হয়-
মাগরিবের পর দুই রাকআত নামাজ সুন্নত-
মাগরিবের পূর্বে দুই রাকআত নামাজ পড়তে হয়-
মাগরিবের নামাজের পূর্বে দুই রাকআত নামাজ পড়া যায়-
নফল নামাজ কোথায় পড়তে হয়-
রাসূল (স) দীর্ঘ কেরআতে কোন নামাজ পড়তেন-
মাগরিবের নামাজের পর কথা না বলে নামাজ পড়া-
মাগরিবের সুন্নত দুই রাকআত তাড়াতাড়ি পড়বে-
জুমআর ফরজের সাথে অন্য নামাজ নিষেধ-
ঘরে গিয়ে জুমআর সুন্নত পড়া যায়-

চতুর্দশ অধ্যায়

রাতের নামাজ তাহাজ্জুদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

এশার পর বেতের নামাজ পড়তে হয়-
ফজরের সুন্নতের পর কথা বলা যায়-
ফজরের সুন্নত পড়ে বিশ্রাম নেওয়া যায়-
রাসূল (স) রাতে তের রাকআত নামাজ পড়তেন-
রাসূল (স) রাতে কত রাকআত নামাজ পড়তেন-
রাতে নামাজ সংক্ষিপ্ত করতে হয়-
রাতে নামাজ দুই রাকআত সংক্ষিপ্ত করে পড়তে হয়-
রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদ পড়তে হয়-
নামাজের পূর্বে অজু করতে হয়-
রাসূল (স) নামাজ দীর্ঘায়িত করতেন-
রাসূল (স) বৃদ্ধ বয়সে নামাজ বসে পড়তেন-
রাসূল (স) নামাজে সামঞ্জস্যপূর্ণ সূরা পাঠ করতেন-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামাজে প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হয়-
তাহাজ্জুদ নামাজে কেরআতে আয়াতের পরিমাণ-
তাহাজ্জুদ নামাজের কেরআত আওয়াজ করে পড়া যায়-
রাসূল (স)-এর রাতের নামাজের কেরআত সম্পর্কে-
নামাজ মধ্যম আওয়াজে পড়তে হয়-
রাসূল (স) রাতের নামাজে একটি অয়াত পাঠ করতেন-
ফজরের সুন্নত পড়ে রাতে শয়ন করতে হয়-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিয়মিত আমল করা রাসূল (স) পছন্দ করতেন-

পৃষ্ঠা

২৩৭
২৩৭
২৩৭
২৩৭
২৩৭

২৩৭
২৩৭
২৩৭
২৩৮
২৩৮
২৩৮
২৩৮
২৩৮
২৩৮
২৩৮
২৩৮

২৩৮
২৩৮
২৩৯
২৩৯
২৩৯
২৩৯
২৩৯
২৩৯
২৩৯
২৩৯
২৩৯

বিষয়

রাসূল (স) যথাসময়ে নামাজ পড়তেন-
এশার নামাজের পর ঘুমাতে হয়-
রাসূল (স) নামাজ পড়তেন আবার ঘুমাতেন-

পঞ্চদশ অধ্যায়

রাসূল (স) রাতে উঠে যে যে দোয়া পড়তেন

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাহাজ্জুদ নামাজের দোয়া কবুল হয়-
তাহাজ্জুদ নামাজ শুরু করে দোয়া করতে হয়-
তাহাজ্জুদ নামাজ আল্লাহপাক কবুল করেন-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাহাজ্জুদ নামাজে জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া করতে হয়-
রাতের নামাজের যেকোনো দোয়া কবুল হয়-
রাসূল (স) যখন রাতে জাগতেন কি কাজ করতেন-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাতে শয়তান থেকে আশ্রয় চাইতে হয়-
রাতে জাগরিত হয়ে সুবাহানা রাক্বিল আলামীন কবলে হয়-

ষোড়শ অধ্যায়

রাতে উঠার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে কারণে রাতে শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়-
তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে পড়তে রাসূল (স)-এর পা ফুলে যেত-
দু'কানে শয়তান প্রসার করে দেয়-
আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয় রাতে-
রাতে আল্লাহপাক নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসে-
একটি রাতেরই আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়-
দাউদ নবীর রোযা-নামায সবচেয়ে প্রিয়-
রাতের প্রথম ভাগে রাসূল (স) ঘুমাতেন-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাতের নামাজে শুনাহ কমা হয়-
রাতে নামাজের জন্য উঠলে আল্লাহ খুশি হন-
আল্লাহ পাক রাতের শেষের মধ্যভাগে বাসার নিকটবর্তী হন-
রাতে ক্রীকে জাগিয়ে নামাজ পড়লে আল্লাহ খুশি হন-
ফজরের নামাজের শেষের দোয়া কবুল হয়-
বেশেষতে খুব মনস্ফ হতে যার মধ্যকার সব কিছু দেখা যাবে-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাহাজ্জুদের জন্য রাতে নিয়মিত উঠতে হয়-
হযরত দাউদ (আ) রাতে পরিবারের লোকদের জাগিয়ে দিতেন-
রাতের নামাজ সর্বশ্রেষ্ঠ নামাজ-
নামাজ খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে-
ক্রীসহ রাতের নামাজ পড়লে আল্লাহ খুশি হন-
রাত জাগরণকারী শ্রেষ্ঠ উম্মত-
ওমর (রা) রাতে পরিবারের লোকদের জাগিয়ে দিতেন-

সপ্তদশ অধ্যায়

কাজে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

একাধারে নফল রোজা রাখা-
কম আমল নিয়মিত হলে তা উত্তম-
কোনো কাজই পরিমাণের বেশি করা উচিত নয়-
বিরক্তির নিয়মে নামাজ পড়া উচিত নয়-
নামাজের সময় যিস্তিনি এলে শুয়ে পড়তে হয়-
ধীনের কাজ খুবই সহজ-
রাতের নামাজ দিনে পূরণ করলে সওয়াব হয়-

পৃষ্ঠা

২৪৩
২৪৩
২৪৩

২৪৩
২৪৩
২৪৪

২৪৪
২৪৪
২৪৪

২৪৪
২৪৪

২৪৫
২৪৫
২৪৫
২৪৫
২৪৫
২৪৫
২৪৫
২৪৫
২৪৫

২৪৬
২৪৬
২৪৬
২৪৬
২৪৬
২৪৬

২৪৬
২৪৬
২৪৬
২৪৭
২৪৭
২৪৭
২৪৭

২৪৭
২৪৭
২৪৭
২৪৭
২৪৭
২৪৮
২৪৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
মিনায় দুই রাকআত নামাজ পড়তে হয়-	২৫৯
বিপদের সময় কছর পড়া যায়-	২৫৯
সফরে নামাজ কছর করতে হয়-	২৬০
সফরের সময় নির্দিষ্ট না হলে নামাজ কছর হবে-	২৬০
সফরে নফল নামাজ পড়তে হয় না-	২৬০
সফরের যোহর ও আসর একত্রে পড়তে হয়-	২৬০
রাসূল (স) ফরজ ব্যতীত অন্য নামাজ সওয়াবি থেকে পড়তেন-	২৬০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) কছরও করেছেন আবার পূর্ণও করেছেন-	২৬০
মুসাফিরের নফল নামায নেই-	২৬০
সফরের নামাযের বিধান-	২৬০
সফরে দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়া-	২৬১
উটে চলে রাসূল (স) নফল নামাজ পড়তেন-	২৬১
সওয়ারির ওপর নামাজ পড়া যায়-	২৬১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
মিনায় দুই রাকআত নামাজ পড়া-	২৬১
নামাজ দুই রাকআত করে ফরয হয়েছিল-	২৬১
সফরের সময় এক রাকআত পড়তে হয়-	২৬১
সফরে বেতের নামাজ পড়া যায়-	২৬১
৪৮ মাইল দূরত্বে নামাজ কছর হয়-	২৬১
সফরে নফল নামাজ পড়তে হয় না-	২৬১
সফরে নফল নামাজ পড়া নিষেধ নেই-	২৬২
চতুর্বিংশ অধ্যায়	
জুমাবারের ফজিলত	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
ইহুদীরা শনিবার পবিত্র মনে করে-	২৬২
জুময়ার দিন হলো উত্তম দিন-	২৬২
জুমআর দিনে দোয়া কবুল হয়-	২৬২
জুময়ার দিনে একটি মুহূর্তে দোয়া কবুল হয়-	২৬২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
জুময়ার দিনে হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টির কারণ-	২৬২
আসরের পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্বে দোয়া কবুল হয়-	২৬৩
জুমআর দিনেই হযরত আদম (আ)-এর মৃত্যু হয়েছে-	২৬৩
জুমআর দিনে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করেন-	২৬৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
জুমআর দিন সকল দিনের সদর-	২৬৩
জুমআর অর্থ একত্রে সমাবেশ-	২৬৪
জুমআর দিন বেশি করে দরদ পাঠ করবে-	২৬৪
জুমআর রাতে মারা গেলে বেহেশতী-	২৬৪
জুমআর দিনের অনেক ফযিলত-	২৬৪
জুমআর দিন একটি উত্তম দিন-	২৬৪
পঞ্চবিংশ অধ্যায়	
জুমার নামাজ ফরয	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
যারা জুমার নামাজ পড়ে না তারা অভিশপ্ত-	২৬৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
পরপর তিন জুমআ ছেড়ে দিলে অত্তরে মোহর মারা হয়-	২৬৫
জুমার নামাজ ছাড়লে সাদকা দিতে হয়-	২৬৫
আজান শুনে জুমার নামাজ পড়তে হবে-	২৬৫
জুমআর নামাজ প্রত্যেকের প্রতি ফরয-	২৬৫
স্ত্রী লোক, ক্রীতদাসের প্রতি জুমআ ফরয নয়-	২৬৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
জুমআর নামাজ না পড়লে কি করা উচিত-	২৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
জুমআর নামাজ না পড়লে সে মুনাফিক-	২৬৫
পরকালে বিশ্বাস করলে জুমআর নামাজ পড়তে হবে-	২৬৫
ষড়বিংশ অধ্যায়	
পরিচ্ছন্নতা লাভ করা এবং	
সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
জুমআর দিনে গোসল করতে হয়-	২৬৫
গোসল করে জুমার নামাজ পড়লে গোনাহ মাফ হয়-	২৬৬
জুমআর নামাজের খোতবা চুপ করে শুনেতে হয়-	২৬৬
জুমআর দিনে ফেরেশতাগণ আগমন করেন-	২৬৬
জুমআর খুতবায় কথা বলতে নেই-	২৬৬
মসজিদে গিয়ে একজনকে উঠিয়ে সেখানে বসা উচিত নয়-	২৬৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
জুমআর দিনে উত্তম পোশাক পড়তে হয়-	২৬৬
নিয়মতো জুমার নামাজ আদায় করলে অমরুত সওয়াব আছে-	২৬৬
জুমার নামাজের জন্য পৃথক কাপড় রাখতে হয়-	২৬৭
জুমআর নামাজে ইমামের কাছে থাকা ভালো-	২৬৭
মসজিদে যেখানে জায়গা পাওয়া যায় সেখানে বসবে-	২৬৭
খোতবার সময় দুই পায়ের নালা রাখা উচিত নয়-	২৬৭
জুমআর নামাজে ঝিমুনি এলে সরে যেতে হয়-	২৬৭
মসজিদে কেউ বসলে তাকে উঠানোর হুকুম কী-	২৬৭
সঠিকভাবে জুমআর নামাজ পড়লে তার সীরী গুনাহ ক্ষমা হয়-	২৬৭
খোতবার সময় কথা বলা উচিত নয়-	২৬৭
জুমআর দিন ইদ্বরূপ-	২৬৭
জুমার দিনে সুগন্ধি ব্যবহার করতে হয়-	২৬৮
সপ্তবিংশ অধ্যায়	
খোতবা ও নামাজ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
সূর্য ঢলে পড়লে জুমআর নামাজ পড়তে হয়-	২৬৮
জুমআর পূর্বে বিশ্রাম নেওয়া উচিত নয়-	২৬৮
শীতের দিনে জুমআর নামায সকল সকল পড়তে হয়-	২৬৮
হযরত ওসমান (রা) জুমআয় তৃতীয় আযান দিতেন-	২৬৮
দুই খোতবার মধ্যে বসতে হয়-	২৬৮
খোতবা সংক্ষিপ্ত করতে হয়-	২৬৮
রাসূল (স) খোতবার সময় রাগান্বিত হতেন-	২৬৮
খোতবায় বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা যায়-	২৬৮
রাসূল (স)-এর খোতবা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী-	২৬৮
পাগড়ি পরিধান করে খোতবা দিতে হয়-	২৬৯
খোতবার সময় নামাজ পড়া উচিত নয়-	২৬৯
ইমামের সাথে এক রাকআত পেলে পূর্ণ সওয়াব-	২৬৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
জুমআয় দুটি খোতবা দিতে হয়-	২৬৯
ইমামের মুখোমুখি বসতে হয়-	২৬৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
দাঁড়িয়ে খোতবা দিতে হয়-	২৬৯
বসে খোতবা দেওয়া জায়েজ নেই-	২৬৯
হাত নেড়ে খোতবা দেওয়া উচিত নয়-	২৬৯
খোতবার সময় বসতে হয়-	২৬৯
জুমআর এক রাকআত পেলে দ্বিতীয় রাকআত কী করবে-	২৭০
অষ্টবিংশ অধ্যায়	
ভয়কালীন নামাজ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
যুদ্ধের মায়দানেও নামাজ পড়তে হবে-	২৭০

যুদ্ধের ময়দানে সালাতুল খাওফ পড়া যায়-
এক বেদুঈন রাসূল (স)কে হত্যা করতে উদ্যত হলো-
রাসূল (স) সালাতুল খাওফ নামাজ পড়ালেন-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভয়ের মধ্যে নামাজ সংক্ষিপ্ত অত্যধিক-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আসরের নামাজের শুরুত্ব অত্যধিক-

উনত্রিশতম অধ্যায়**দুই ঈদের নামাজ****প্রথম পরিচ্ছেদ**

ঈদের নামাজ ঈদগাহে পড়তে হয়-
ঈদের নামাজে আজান একাতম নেই-
ঈদের নামাজ খোতবার পূর্বেই পড়তে হয়-
মহিলাগণ ঈদগাহে যেতে পারে-
ঈদুল ফিতরের নামাজ দুই রাকআত-
ঋতুবতী মহিলাগণ নামাজ পড়বে না-
ঈদের দিন আনন্দ করা যায়-
ঈদুল ফিতরে কিছু খেয়ে ঈদগাহে যেতে হয়-
ঈদের ময়দানে যাওয়া-আসার রক্ত পরিবর্তন করতে হয়-
ঈদের নামাজের পূর্বে কোরবানী জায়েজ নেই-
নামাজের পূর্বে জবেহ করলে কোরবানী হবে না-
নামাজের পূর্বে জবেহ করলে তার গোশত খাওয়া যায়-
পশু জবেহের সময় রক্ত প্রবাহিত করতে হয়-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুই ঈদের দিন হলো সবচেয়ে উত্তম দিন-
ঈদুল ফিতরের দিন সকালে কিছু খাওয়া সুন্নত-
ঈদের নামাজ ছয় তাকবীরে পড়তে হয়-
ঈদের ও এস্তেঙ্কার নামাজে তাকবীরের বর্ণনা-
ঈদের নামাজের তাকবীর সম্পর্কে দ্বিমত আছে-
লাঠিতে ভর দিয়ে খোতবা দেওয়া সুন্নত-
বল্লমের ওপর ভর দিয়ে খোতবা দেওয়া যায়-
মহিলাগণ ঈদের নামাজের পর দান খরচায় করেন-
ঈদগাহে নামাজের জন্য যাওয়ার নিয়ম-
ঈদের নামাজ মসজিদে পড়া যায়-
কোরবানীর ঈদের নামাজ দ্রুত পড়তে হয়-
চাঁদ দেখে রোজা ভাঙতে হয়-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঈদের নামাজে আজান একাতম নেই-
রাসূল (স) দান করার নির্দেশ দিতেন-

ত্রিশতম অধ্যায়**কোরবানী****প্রথম পরিচ্ছেদ**

কোরবানী করতে গিয়ে রাসূল (স) কী বলতেন-
কোরবানীর জন্য দুশা উৎকৃষ্ট পশু-
যবেহ করার হুকুম-
কোরবানী পশু বন্টন করা হলো-
ঈদগাহে কোরবানী করা ভালো-
একটি গরু সাতজন কোরবানী দেওয়া যায়-
কোরবানীদাতার মাথার চুল কাটা উচিত নয়-
প্রতিদিনই আল্লাহর কল্যাণ বর্ধিত হয়-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিবলার দিকে মুখ করে কোরবানীর পশু যবেহ করবে-
রাসূল (স) দুটি দুশা কোরবানী করেছিলেন-

কান কাটা পশু কোরবানী হবে না-
শিং ভাঙা পশু কোরবানী হবে না-
চার রকমের পশু কোরবানী হবে না-
শক্তিশালী পশু কোরবানী দিতে হবে-
ছয় মাস বয়সী ছাগল কোরবানী দেওয়া হয়-
ছয় মাস বয়সী ভেড়ার কোরবানী দেওয়া যায়-
একটি উটে দশজন কোরবানী দেওয়া যায়-
কোরবানীর দিন কোরবানীর চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই-
প্রতিদিনই আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঈদের নামাজের আগে পশু যবেহ করার হুকুম-
দশই জিলহজ্জ কোরবানীর দিন-
রাসূল (স) প্রতি বছর কোরবানী দিয়েছেন-
কোরবানী হল হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সুন্নত-

একত্রিশতম অধ্যায়**রজব মাসের কোরবানীর শুরুত্ব****প্রথম পরিচ্ছেদ**

দেবতার উদ্দেশ্যে মানত করা হারাম-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিটি পরিবারেই কোরবানী আছে-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কোরবানীর দিন মানে ঈদের দিন-

বত্রিশতম অধ্যায়**সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের শুরুত্ব****প্রথম পরিচ্ছেদ**

সূর্য গ্রহণের কারণে নামায পড়তে হয়-
প্রতিবার গ্রহণের পর নামায আছে-
সূর্য গ্রহণের সময় দু রাকআত নামায পড়তে হয়-
সূর্য গ্রহণের নামাযে সিজদা রুকু দীর্ঘ করতে হয়-
সূর্য গ্রহণ বিপদের লক্ষণ-
কারণ মুত্য়র সাথে সূর্য গ্রহণের নির্ভর নয়-
সূর্য গ্রহণের নামায দু রাকআত-
সূর্য গ্রহণে রাসূল (স) ভীত হয়ে পড়তেন-
সূর্য গ্রহণ হলে গোলাম আজাদ করার নিয়ম আছে-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রহণের নামাযে শব্দ করতে হয় না-

নবী (স)-এর জীবনের মুত্য়ই বড় নিদর্শন-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সূর্য গ্রহণ না ছাড়া পর্যন্ত দোয়া করতে হয়-

গ্রহণ না ছাড়া পর্যন্ত নামায পড়া যায়-

তেত্রিশতম অধ্যায়**কৃতজ্ঞতার সিজদা****প্রথম পরিচ্ছেদ**

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সিজদা করতে হয়-
বামনকে দেখে সিজদায় গেলেন-
প্রতি-পালকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সিজদা করতে হয়-

চৌত্রিশতম অধ্যায়**বৃষ্টি প্রার্থনার নামায****প্রথম পরিচ্ছেদ**

বৃষ্টি প্রার্থনা করে নামায পড়া যায়-
দোয়ার সময় বুকুর উপরে হাত উঠানো উচিত নয়-
বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য দোলা করা-
উপকারী বৃষ্টি বর্ষণের দোয়া-

বিষয়

বৃষ্টির সময় রাসূল (স) গায়ের চাদর খুল ফেলতেন—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইন্তেক্কার নামায়ে চাদর উল্টায়ে দিতে হয়—

রাসূল (স) কাঁধের উপর চাদর ঘুরিয়ে দিলেন—

দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে হয়—

নম্রতা ও বিনয় সহকারে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে—

রাসূল (স) বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেন—

রাসূল (স) প্রার্থনা করার সাথে বৃষ্টি হত—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর ইবাদত করলে কল্যাণ প্রাপ্ত হবে—

বৃষ্টির জন্য আক্বাস (রা) প্রার্থনা করেছেন—

পিপিলিকা প্রার্থনা করে—

পয়গম্বিতম অধ্যায়

ঝড়-তুফান ও মেঘ বৃষ্টির সময় করণীয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

আদ জাতি পশ্চিমা হাওয়ায় ধ্বংস হয়েছে—

বাতাস প্রবাহিত হলে ভালো মন্দ দুটিই হতে পারে—

কিয়ামতের খবর সম্পর্কে আল্লাহ পাক অবগত—

শুষ্টি নামলে ফসল বুনতে হয়—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাভাসের খারাবি হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা—

বাতাস আল্লাহর নির্দেশে প্রবাহিত হয়—

বাতাসকে গালি দেয়া জায়েয নেই—

ঝড়ের সময় আল্লাহর সাহায্য কামনা—

মেঘের গর্জন শুনে রাসূল (স) যা করতেন—

মেঘের গর্জনের সময় রাসূল (স) কী করতেন—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মেঘের গর্জন শুনে কী করা উচিত—

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

রোগী দেখতে যাওয়া সওয়াবের কাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান ইবাদত স্বরূপ—

মুসলমানদের পাঁচটি হক—

দাওয়াত গ্রহণ করা মুসলমানের হক—

রাসূল (স) সাতটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন—

রোগীর সেবা করা ইসলামের বিধান—

কাউকে আহ্বান করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন—

বেদুঈন আল্লাহর প্রতি ভরসা করল না—

অসুস্থ লোকের শরীরে হাত বুলাতে হয়—

মেজা বা বাধী হলে খুশু ও মাটি মিশিয়ে প্রলেপ দিবে—

সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে ফুক দিতে হয়—

রাসূল (স) একজনের ব্যাথা সারিয়ে দিলেন—

ঝড়-ফুক করা জায়েয আছে—

ক্ষতিকর বস্তু হতে সাবধানে থাকতে হয়—

আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ বিপদে পড়েন—

বিপদে মুমিনের গোনাহ ক্ষমা হয়—

রাসূল (স)-এর অসুস্থ অন্য মানুষের হতে বেশি হত—

রাসূল (স) রোগ যন্ত্রণা বেশি ভীত হত—

রাসূল (স) আয়েশা (রা)-এর কোলে ইন্তেকাল করেন—

মুমিনের উদাহরণ কোমল ভূঁশর মতো—

মুমিনের উপর সর্বদা মুহিবত আসে—

পৃষ্ঠা

২৮১

২৮১

২৮২

২৮২

২৮২

২৮২

২৮২

২৮২

২৮৩

২৮৩

২৮৩

২৮৩

২৮৩

২৮৩

২৮৪

২৮৪

২৮৪

২৮৪

২৮৪

২৮৪

২৮৪

২৮৪

২৮৪

২৮৫

২৮৫

২৮৫

২৮৫

২৮৫

২৮৫

২৮৫

২৮৬

২৮৬

২৮৬

২৮৬

২৮৬

২৮৬

২৮৭

২৮৭

২৮৭

২৮৭

২৮৭

২৮৭

২৮৭

২৮৭

বিষয়

অসুস্থতাকে গালি দেওয়া উচিত নয়—

সফরে ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না—

মহামারীতে মারা গেলে শহীদের মর্যাদা পায়—

পাঁচ ধরনের মৃত্যু শহীদের সমতুল্য—

মহামারী শাস্তি ডেকে আনে—

মহামারী পরীক্ষা স্বরূপ—

ধৈর্য জান্নাতী হবে—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে দেখতে গেলে ফেরেশতাগণ দোয়া করেন—

অসুস্থ রোগীকে দেখতে যাওয়া সওয়াবের কাজ—

প্রকৃত মুসলমানকে দেখতে গেলে গ্নে করতে হবে—

অসুস্থ মুসলমান রোগীকে দেখলে সাতবার প্রার্থনা করতে হয়—

ব্যথার কারণে আল্লাহর সাহায্য চাইতে হয়—

রাসূল (স)-এর দোয়ার বরকতে ব্যাথা আরোগ্য হয়—

রোগীকে আরোগ্যের জন্য দোয়া করতে হয়—

মুমিনের সাজা হল জ্বর-দুঃখ ইত্যাদি—

বান্দার দুঃখের দ্বারা গোনাহ ক্ষমা হয়—

অসুস্থবস্থায় ভাগ্য পরিবর্তন হয় না—

অসুস্থ অবস্থায় নেক কাজ লেখা হয়—

সাত প্রকারের মৃত ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা পায়—

বিপদ দিয়ে সর্বাপেক্ষা বেশি পরীক্ষা করা হয় নবীদের—

আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর মৃত্যু কষ্ট দেখেছেন—

মৃত্যুর চেয়ে কঠিন কোনো বস্তু নেই—

দুনিয়ার শাস্তি পরকালীন মুক্তির কারণ—

আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন—

মুমিন নর ও নারীর বিপদ লেগেই থাকে—

মর্যাদা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত হয়—

প্রতিটি মানুষের নিরানব্বইটি বিপদ আছে—

দুনিয়ায় বিপদগ্রস্ত আখেরাতে সওয়াব পাবে—

মুমিনের রোগ গোনাহের কাফফারা স্বরূপ—

রোগীকে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে হয়—

পেটের অসুখে মুস্তবরক্করীকে কবরে শাস্তি দিবে না—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অসুস্থ অবস্থায় একটি বালক মুসলমান হল—

অসুস্থকে দেখতে গেলে ফেরেশতা দোয়া করে—

মৃত্যুর আগে রাসূল (স) ভাল হয়েছিলেন—

মুগী রোগে ইন্তেকাল করলে জান্নাতী—

রোগের কারণ গোনাহ ক্ষমা হয়—

অসুস্থ অবস্থায় আমলনামা চালু থাকে—

বিপদ দিয়ে গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়—

রোগীকে দেখতে গেলে আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়—

জ্বর আসলে পানি ঢালতে হয়—

জ্বরকে গালি দেয়া উচিত নয়—

জ্বর দুনিয়ার আগুন কিন্তু আখেরাতে মুক্তির পাথর—

রিযিকের কমতি দিয়ে পরীক্ষা করা হয়—

রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে সওয়াব লেখা হয়—

রোগীকে তিন দিন পরে দেখতে যেতে হয়—

রোগীর দোয়া কবুল হয়—

রোগীকে বিব্রত করা ঠিক নয়—

যথাসম্ভব রোগীর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে—

রোগীর ইচ্ছানুযায়ী খাওয়ানো উচিত—

জনাযান থেকে দূরের মৃত্যু ভালো—

সফরকারী মৃত্যু শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে—

পৃষ্ঠা

২৮৭

২৮৭

২৮৭

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

২৮৮

অসুস্থ তার কারণে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি কবরে বেহেশতী খাবার পায়-২৯৩	
ঘা-এর কারণে মৃত্যুবরণকারী শহীদের মর্যাদা পাবে-২৯৩	
মহামারী দেখে পলায়নকারী পানী হবে-২৯৩	

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৃত্যুর কথা চিন্তা করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৃত্যু কামনা নাযায়েজ-২৯৩	
মৃত্যু কামনার ফলে নেক কাজ ধৈর্যে যায়-২৯৪	
বিপদের আশঙ্কায় মৃত্যু কামনা করা যায়েজ নয়-২৯৪	
প্রকৃত মুমিনের মৃত্যু হবে আল্লাহর সম্ভটির উপর-২৯৪	
কাফের ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে ভালো মানুষ শান্তি পায়-২৯৪	
দুনিয়াকে হচ্ছে মুসাফিরের আসা-যাওয়ার মত-২৯৪	
অবশ্যই মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখতে হবে-২৯৪	

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ কিয়ামতের দিন মুমিনদের ক্ষমা মঞ্জুর করবেন-২৯৪	
মৃত্যুর কথা বেশি বেশি ভাবতে হবে-২৯৫	
দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ত্যাগ করলে আখিরাতে শান্তি পাবে-২৯৫	
মৃত্যুর ফলে মুমিন ব্যক্তির তোহফা-২৯৫	
প্রকৃত মুমিনের মৃত্যুর সময় কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়বে-২৯৫	
কিছু কিছু মৃত্যু আল্লাহর গণ্যবস্বরূপ-২৯৫	
আল্লাহ পাকের ভরসা করা-২৯৫	

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৃত্যু অবশ্যই সকলের জন্য কঠিন-২৯৫	
বেশি আয়ুর ফলে আমল বেশি হয়-২৯৫	
রাসূল (স) মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করেছেন-২৯৬	

তৃতীয় অধ্যায়

মুমূর্ষু ব্যক্তিকে যা বলা আবশ্যিক

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুমূর্ষু রোগীকে কালেমা শিক্ষা দিতে হবে-২৯৬	
রোগীকে ভালো কথা শোনাতে হবে-২৯৬	
আল্লাহ অবশ্যই উত্তম পুরস্কার দান করবেন-২৯৬	
আবু সালামার জন্য রাসূল (স) প্রার্থনা করলেন-২৯৬	
কেউ মৃত্যু বরণ করলে তাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে-২৯৬	

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললে সে বেহেশতী-২৯৭	
মুমূর্ষু লোকের কাছে সূরা ইয়াসীন পাঠ করতে হয়-২৯৭	
মৃতকে চুম্বন দেয়া যায়-২৯৭	
আবু বকর (রা)-কে মৃত্যুর পর চুম্বন করেছিলেন-২৯৭	
মৃতকে দ্রুত দাফন করতে হয়-২৯৭	

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই প্রত্যেকেরই বলা উচিত-২৯৭	
মুমূর্ষু লোকের কাছে ফেরেশতা হাজির হয়-২৯৭	
মুমিনের রুহ দুজন ফেরেশতা নিয়ে যায়-২৯৭	
মুমিনের রুহ মেশকের সুগন্ধির মত-২৯৮	
মুমিনের রুহ নিরাপদে বের হয়-২৯৮	
রুহের সাথে রুহের সাক্ষাৎ হয়-৩০০	
মুমিনের রুহ বেহেশতে পাখির আকৃতি ধরে আসবে-৩০০	
মৃত্যুর আগে রাসূল (স)-কে সালাম বলা-৩০০	

চতুর্থ অধ্যায়

মৃত্যুর পর গোসল ও কাফন দিয়ে ঢেকে দেয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

তিন থেকে পাঁচবার পর্যন্ত গোসল দিতে হয়-৩০০	
রাসূল (স)-কে তিন কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল-৩০১	

মৃতকে ভালো কাফন দিতে হবে-৩০১	
মৃতকে বরই পাতার পানি দিয়ে গোসল দিতে হয়-৩০১	

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চোখে সুরমা ব্যবহার করা সনুত-৩০১	
মৃতকে বেশি দামি কাপড়ে কাফন দিবে না-৩০১	
মৃত্যুর আগে কাফনের কাপড় আনা যায়-৩০১	
উত্তম পণ্ড শিংওয়ালা পণ্ড-৩০১	
ওহদের যুদ্ধ শহীদদের সাথে রক্তে জাম কাপড় দাফন হয়েছিল-৩০১	

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত হামজা (রা)-এর কাফনের কাপড় কম পড়েছিল-৩০১	
মুনাযিক সরদার হযরত আব্বাস (রা)-কে জামা দিয়েছিল-৩০২	

পঞ্চম অধ্যায়

লাশের অনুশ্রমণ ও জানাযার নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৃতকে দ্রুত দাফন করতে হয়-৩০২	
মৃত ব্যক্তি দ্রুত কবরের দিকে যেতে চায়-৩০২	
মৃত লাশ দেখলে দাঁড়াতে হয়-৩০২	
যে কোনো লাশ দেখলে দাঁড়াতে হয়-৩০২	
রাসূল (স) লাশ দেখে দাঁড়াতেন-৩০২	
লাশের সাথে কবর পর্যন্ত গমন করলে দু কীরাত পাওয়া যায়-৩০২	
বাদশাহ নাজ্জাশীর গায়েবানা জানাযা পড়লেন-৩০২	
চার তাকবীরে জানাযা পড়তে হয়-৩০৩	
জানাযায় সূরা ফাতেহা পড়া যায়-৩০৩	
মৃতের জন্য দোয়া করতে হয়-৩০৩	
মসজিদে জানাযা পড়া যায়-৩০৩	
ব্রাহ্মণের জানাযা কোমর বরাবর দাঁড়াতে হয়-৩০৩	
দাকনের পরেও জানাযা পড়া যায়-৩০৩	
রাসূল (স) পুনরায় জানাযা পড়লেন-৩০৩	
জানাযায় চম্পিয় জন লোক হলে সুপারিশ পেতে পারি-৩০৪	
জানাযা পড়ে দোয়া করলে কবুল হয়-৩০৪	
মৃতের লাশ দেখে খারাপ মন্ডব্য করা উচিত নয়-৩০৪	
চরজন মুসলমান আলো বলে সাক্ষ্য দিলে আল্লাহ কবুল করেন-৩০৪	
রাসূল (স) বলেছেন মৃত ব্যক্তিকে খারাপ বলবে না-৩০৪	
ওহদের যুদ্ধ শহীদদের এক কাপড় দুজনকে কবর রাখলেন-৩০৪	
প্রত্যেকেরই জানাযায় শরিক হওয়া উচিত-৩০৪	

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঘোড়ায় সওয়ার ব্যক্তি লাশের পিছনে থাকবে-৩০৪	
লাশের আগে চলা সওয়ারের কাজ-৩০৫	
লাশ বক্রে পিছনে চলে না-৩০৫	
তিনজন জানাযা পড়লে কর্তব্য শেষ হয়-৩০৫	
অসুবিধা ছাড়া পত্র পিঠি চড়ে লাশের পিছনে যাওয়া যাবে না-৩০৫	
রাসূল (স) জানাযা নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন-৩০৫	
জানাযা পড়ে অন্তরের সাথে দোয়া করতে হয়-৩০৫	
ইমানের সাথে মৃত্যুর জন্য দোয়া করতে হয়-৩০৫	
মৃতকে কবরে আল্লাহর দায়িত্বে রাখতে হয়-৩০৬	
মৃতদের ভালো কাজগুলোর বর্ণনা দিতে হয়-৩০৬	
জানাযায় নারীর কোমর বরাবর দাঁড়াতে হয়-৩০৬	

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে কোনো লাশ দেখলে দাঁড়াতে হয়-৩০৬	
লাশ কবরে নু রাখা পর্যন্ত বসা নিষেধ-৩০৬	
ইসলামের প্রথম যুগে জন্মের লাশ দেখে দাঁড়ানোর নিয়ম ছিল-৩০৬	
রাসূল (স) পরে জানাযার লাশ দেখে দাঁড়াতেন না-৩০৬	
লাশ দেখে দাঁড়ান সম্পর্কে হাদীসে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়-৩০৭	

বিষয়	পৃষ্ঠা
লাশের সাথে সাথে ফেরেশতা গমন করে-	৩০৭
রাসূল (স) ফেরেশতাদের সম্মানে দাঁড়ালেন-	৩০৭
জানাযার নামাযে তিন কাভার লোক হলে সে বেহেশতী-	৩০৭
জানাযার পর মৃতের জন্য দোয়া করতে হয়-	৩০৭
মুমিন ব্যক্তির জানাযায় দোয়া করতে হয়-	৩০৭
শিশুদের জানাযায়ও দোয়া করতে হয়-	৩০৭
জীবিত শিশুর মৃত্যু হলে জানাযা দিতে হয়-	৩০৭
ইমাম এবং মোকতাদীর মতই সমান্তরালে দাঁড়াবে-	৩০৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৃত ব্যক্তিকে দাফনের ব্যবস্থা করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কবরের মধ্যে কাঁচা ইট দেওয়া যায়-	৩০৮
রাসূল (স)-এর কবরে লাল চাঁদর বিছানো হয়েছিল-	৩০৮
উটের পিঠের মতো কবর উঁচু করতে হয়-	৩০৮
কবর বেশি উঁচু করলে ভাঙার নির্দেশ আছে-	৩০৮
কবরের উপর ঘর তোলা যায় না-	৩০৮
কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া যায় না-	৩০৮
কবরের উপর বসলে পাপী হবে-	৩০৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) এর লহদ কবর খোঁড়া হয়েছিল-	৩০৮
মুসলমানদের জন্য লহদ কবর-	৩০৯
ঐহুদের যুদ্ধের শহীদগণকে এক কবরে দুই তিনজনকে রাখা হয়-	৩০৯
ঐহুদের যুদ্ধের শহীদদের ঐহুদের ময়দানে দাফন করা হলে-	৩০৯
লাশের মাথার দিক হতে কবরে নামাতে হয়-	৩০৯
রাসূল (স) রাতে কবর যিয়ারত করলেন-	৩০৯
মৃতকে আল্লাহ ও রাসূলের তরিকায় সোপর্দ করতে হয়-	৩০৯
কবরের উপর পানি ছিটাতে হয়-	৩০৯
কবরে নামফলক দেওয়া জায়েয নেই-	৩০৯
কবরের উপর মাথার দিক হতে পানি ছিটাতে হয়-	৩০৯
কবরের চিহ্ন দেওয়া যায়-	৩০৯
কবর এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করার বিধান আছে-	৩১০
কবর খোঁড়ার আগে জানাযায় হাজির হতে হয়-	৩১০
মৃতব্যক্তি জীবিতদের মত কষ্ট অনুভব করে-	৩১০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় চোখের পানি ফেলা যায়-	৩১০
দাফনের সময় ধীরে ধীরে মাটি চাপা দিতে হয়-	৩১০
মৃতকে দ্রুত দাফন করতে হয়-	৩১০
মৃত্যু মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়-	৩১০
কবরের ওপর পানি ছিটাতে হয়-	৩১১
কবরে তিন মুষ্টি মাটি নিতে হয়-	৩১১
কবরে হেলান দিয়ে বসা উচিত নয়-	৩১১

সপ্তম অধ্যায়

মৃতের জন্য রোদন

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিশুদের চুম্বন করা রাসূল (স)-এর নির্দেশ-	৩১১
প্রত্যেক দুনিয়ায় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকবে-	৩১১
মৃতের জন্য অশ্রু বিসর্জন দেওয়া যায়-	৩১১
মৃতের জন্য ধৈর্য ধারণ করতে হয়-	৩১২
মৃতের জন্য বিলাপ করা উচিত নয়-	৩১২
অন্যের বংশের নিন্দা করা উচিত নয়-	৩১২
বিপদের সময় প্রকৃত ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়-	৩১২
কারণ তিনটি সন্তান মারা গেলে সে বেহেশতী-	৩১২
দুজন সন্তান মারা গেলেও সে বেহেশতী-	৩১২
মৃতের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করলে বেহেশতী-	৩১২

বিষয়	পৃষ্ঠা
-------	--------

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বিলাপকারী নারীকে অভিশম্পাত করেছেন-	৩১৩
মুমিন ব্যক্তি প্রত্যেক কাজেই সওয়াব পায়-	৩১৩
মুমিনের দুটি দরজা আছে-	৩১৩
যার দুটি মৃত সন্তান থাকবে তার জন্য বেহেশত অবধারিত-	৩১৩
সন্তান মারা গেলে ধৈর্য ধারণ করতে হয়-	৩১৩
বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহুনা দিতে হয়-	৩১৩
সন্তান হারা ক্রীলোককে সাহুনা দান সওয়াবের কাজ-	৩১৩
যে বাড়িতে মারা যায় অন্য বাড়ি থেকে খানা দেওয়া হয়-	৩১৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিলাপের বাক্য দিয়ে কিয়ামতে শান্তি দেওয়া হবে-	৩১৪
মৃতের জন্য রোদন করা জায়েয নেই-	৩১৪
মৃতের জন্য উচ্চস্বরে রোদন করলে কবরে শান্তি দেয়া হয়-	৩১৪
রোদন করার প্রতি রাসূল (স)-এর কঠিন নিষেধ করা আছে-	৩১৪
মৃতের জন্য রোদন করলে ঘরে শয়তান প্রবেশ করে-	৩১৫
প্রশংসা কীর্তন করে রোদন করা জায়েয নেই-	৩১৫
প্রশংসা করে রোদন করলে ফেরেশতগণ কবরে প্রবেশ করেন-	৩১৫
মৃতের জন্য বিলাপ ছাড়া রোদন করা যায়-	৩১৫
মৃতের জন্য মেখের পানি ফেলা যায়-	৩১৫
মানুষ মৃত্যুর পর আর ফিরে আসে না-	৩১৫
মৃতের জন্য শোক প্রকাশের বিধান আছে-	৩১৬
লাশের সাথে বিলাপকারীর যাওয়া উচিত নয়-	৩১৬
শ্রেষ্ঠ সন্তানরা তাদের পিতা-মাতাকে বেহেশতে নিয়ে যাবে-	৩১৬
দুটি সন্তান মারা গেলে সে বেহেশতী-	৩১৬
মৃত সন্তান প্রসবকারী বেহেশতী-	৩১৬
তিনটি সন্তানের ইন্তেকাল বেহেশতী হবে-	৩১৬
সন্তানেরা বেহেশতের দরজায় অপেক্ষা করে-	৩১৬
পিতা-মাতার জন্য সন্তান সুপারিশ করবে-	৩১৭
বিপদে ধৈর্য অবলম্বন করা উচিত-	৩১৭
বিপদে ধৈর্য অবলম্বন করলে সওয়াব হয়-	৩১৭
জুতা ছিঁড়ে যাওয়া বিপদের অন্তর্গত-	৩১৭
বিপদে সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করতে হয় -	৩১৭

অষ্টম অধ্যায়

কবর যিয়ারত

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামের প্রথম যুগে কবর যিয়ারত নিষেধ ছিল-	৩১৭
রাসূল (স)-এর মায়ের জন্য দোয়া করার অনুমতি পেলেন না-	৩১৮
কবরে পৌঁছে সালাম দিতে হয়-	৩১৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) কবরবাসীদের জন্য দোয়া করলেন-	৩১৮
--	-----

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) রাতে কবরস্থানে গমন করতেন-	৩১৮
কবর যিয়ারত প্রথমে সালাম দিতে হয়-	৩১৮
জুম্মাবারে পিতামাতার কবর যিয়ারত করতে হয়-	৩১৯
কবর যিয়ারতে আখেরাতের চিন্তা আসে-	৩১৯
মহিলাগণ কবর যিয়ারত করতে পারবে না-	৩১৯
মৃতদের হতেও পর্দা করতে হয়-	৩১৯

নবম অধ্যায়

যাকাত পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

যাকাত ইসলামের একটি রুকন-	৩১৯
প্রত্যেক বস্তুর যাকাত দিতে হয়-	৩১৯
যাদের সম্পদ আছে তাদের যাকাত দিতে হবে-	৩২০

বিষয়	পৃষ্ঠা
কিয়ামতের দিন পশুগুলো মালিককে অপদস্ত করবে-	৩২১
নিয়মিত যাকাত আদায় করতে হয়-	৩২১
যাকাত আদায়কারীকে দোয়া করতে হয়-	৩২১
চাচা পিতার সমতুল্য বলে গণ্য-	৩২১
যাকাত আদায়ের কর্মচারী নিয়োগ করা যায়-	৩২১
আমানতে ষিয়ানতকারী কিয়ামতের দিন কি নিয়ে হাজির হবে-	৩২১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধন-সম্পদ যাকাতের মাধ্যমে পবিত্র হয়-	৩২২
ইনছাফের সাথে যাকাত আদায় করতে হবে-	৩২২
যাকাত আদায়কারীদের প্রতি খুশি থাকতে হবে-	৩২২
যাকাতের মালে গোপন করা যাবে না-	৩২২
যাকাত আদায়কারী আল্লাহ রাষ্ট্রায় জিহাদকারীর সমান-	৩২২
বাড়িতে যাকাত উসূল করতে হবে-	৩২২
সম্পদ এক বছর অতিক্রম করলেই যাকাত দিতে হয়-	৩২২
পূর্ণ এক বছর পর যাকাত দিতে হয়-	৩২২
ইয়াতীমের মাল দিয়ে ব্যবসা করতে হয়-	৩২৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামায ও যাকাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই-	৩২৩
যাকাত বিহীন মাল কিয়ামতে সাপের আকার ধারণ করবে-	৩২৩
যাকাত অনাদায়ীর কিয়ামতের দিন কঠিন বিপদ হবে-	৩২৩
যাকাত না দিলে মাল ধ্বংস হয়ে যায়-	৩২৩

দশম অধ্যায়

যাতে যাকাত ফরজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রূপা পাঁচ উকিয়াতে যাকাত আছে-	৩২৩
কৃতদাসের উপর যাকাত নেই-	৩২৩
যাকাত আদায়ের কিছু বিধান-	৩২৪
কুপের ওশর দিতে হয়-	৩২৪
পশু আঘাত করলে তার দণ্ড নেই-	৩২৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঘোড়ার উপর যাকাত নেই-	৩২৫
ত্রিশটি গরুতে একটি গরু যাকাত দিতে হবেশ-	৩২৫
যাকাতের নির্ধারিত সীমারেখা আছে-	৩২৫
কোন রকম শাস্যে কোন যাকাত নেই-	৩২৫
গম, খেজুর যাকাত দিতে হবে-	৩২৫
আঙ্গুরের উপর যাকাত আছে-	৩২৫
যাকাতে একচতুর্থাংশ ছেড়ে দিতে হয়-	৩২৫
যখন খেজুর মিষ্টি হবে তখন যাকাত দিতে হবে-	৩২৫
মধুতে যাকাত দিতে হবে-	৩২৫
নারীদের প্রতি সদকা দেওয়ার নির্দেশ-	৩২৬
অবশ্যই স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে-	৩২৬
যাকাতের পরিমাণ সম্পদ হলে যাকাত দিতে হয়-	৩২৬
বিক্রিত জিনিসের যাকাত হবে-	৩২৬
খনিজ দ্রব্যে যাকাতের বিধান আছে-	৩২৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শাক-সবজিতে যাকাতের বিধান নেই-	৩২৬
মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) গরুর যাকাত গ্রহণ করেননি-	৩২৬

একাদশ অধ্যায়

ফিতরার মর্মকথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সকলকে সদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে	৩২৬
জনপ্রতি এক শা পরিমাণ সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব	৩২৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতি বছর একবার সদকায়ে ফিতর দিতে হবে-	৩২৭
সদকায়ে ফিতর রোযার কাফফারাত্বরূপ-	৩২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
প্রতিটি নর-নারীর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব-	৩২৭
সদকায়ে ফিতর হিসেবে এক শা গম দিতে হবে-	৩২৭

দ্বাদশতম অধ্যায়

যাকাত আদায়ের জন্যে ফরজ নয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সদকার মাল খাওয়া যাবে-	৩২৭
মবী পরিবারের জন্য যাকাত গ্রহণ নিষেধ-	৩২৭
যাকাত দানের ফলে মানুষের পাপ মুক্তি হয়-	৩২৭
রাসূল (স) সদকার দ্রব্য আহার করতেন না-	৩২৮
হাদীয়া গ্রহণ করা জায়েয আছে-	৩২৮
রাসূল (স) হাদীয়া গ্রহণ করতেন-	৩২৮
দাওয়াত দিলে কবুল করতে হয়-	৩২৮
যে ভিক্ষা করে সে মিসকীন নেই-	৩২৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বনু হাশেম গোত্রের জন্য যাকাত হালাল নয়-	৩২৮
সম্পদশালী লোকে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে না-	৩২৮
কর্মক্ষম লোকের যাকাত নেওয়া উচিত নয়-	৩২৮
অবস্থাপন্ন লোকের জন্য যাকাত হালাল নয়-	৩২৯
আট প্রকারের লোকেরা যাকাত গ্রহণ করতে পারে-	৩২৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত ওমর (রা) যাকাতের মাল খেতেন না-	৩২৯
-------------------------------------	-----

ত্রয়োদশ অধ্যায়

যার পক্ষে সওয়ালা হালাল যায়

এবং যার পক্ষে হালাল

প্রথম পরিচ্ছেদ

খণের জন্য সওয়ালা করা যায়-	৩২৯
মানুষের কাছে হাত পাতা উচিত নয়-	৩২৯
যারা সবসময় সওয়ালা করবে তারা দোষী-	৩২৯
সওয়ালা করলে কিছু দিতে হয়-	৩৩০
নিজের হাতের উপার্জন সবচেয়ে উত্তম-	৩৩০
সওয়ালা করা থেকে বিরত থাকা উচিত-	৩৩০
উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম-	৩৩০
যে লোক হাত পাতে চায়না আল্লাহ তাকে হেফযত করেন-	৩৩০
সম্পদের পিছনে মৌড়ান উচিত নয়-	৩৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সওয়ালা করলে মুখমণ্ডলে ক্ষত হয়-	৩৩০
সওয়ালাকারীর মুখমণ্ডল কিয়ামতের দিন ক্ষত সৃষ্টি হবে-	৩৩০
দুবেলার খানা থাকলে সওয়ালা করা যাবে না-	৩৩১
চল্লিশ দিরহাম থাকলে সওয়ালা করা উচিত নয়-	৩৩১
সওয়ালা করা উচিত নয়-	৩৩১
রাসূল (স) ভিক্ষা পছন্দ করতেন না-	৩৩১
অভাবে পড়লে তা প্রকাশ করতে নেই-	৩৩১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নেক লোকের কাছে সওয়ালা করতে হয়-	৩৩২
আল্লাহর জন্যে কাজ করলে তার বিনিময় আল্লাহ দিবেন-	৩৩২
আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সওয়ালা করা উচিত নয়-	৩৩২
আল্লাহর প্রতি ভরসা করতে হবে-	৩৩২
মানুষের কাছে কিছু না চাওয়ার ওয়াদা করলে বেহেশতী-	৩৩২
যতদূর সম্ভব নিজের কাজ নিজেই করতে হয়-	৩৩২

চতুর্দশ অধ্যায়

দানের প্রশংসা ও কৃপণতার নিন্দা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তিন দিনের বেশি মাল রাখা জায়েয নেই-	৩৩২
-------------------------------------	-----

বিষয় পৃষ্ঠা

অষ্টাদশ অধ্যায়

আপন দান ফেরত নেওয়া যায় না

প্রথম পরিচ্ছেদ

দান ফেরত নেওয়া যায়েজ নয়- ৩৪৬
দান করা বন্ধু ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না- ৩৪৬

উনবিংশ অধ্যায়

রোযার মর্মকথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রোযার মাসে বেহেশতের দরজা খোলা থাকে- ৩৪৭
বেহেশতের আটটি দরজা- ৩৪৭
রোযা রাখলে সকল সগীরা গোনাহ মাফ করে যায়- ৩৪৭
নেক আমল দশগুণ বেড়ে যায়- ৩৪৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রমযান মাসে শয়তানকে শিকলে আবদ্ধ রাখা হয়- ৩৪৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রমযান মাস সর্বাপেক্ষা বরকতময়- ৩৪৭
রোযা এবং কোরআন কিয়ামত সুপারিশ করবে- ৩৪৮
রমযানে এক রাত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়ে উত্তম- ৩৪৮
রমযান মাস মোবারক মাস- ৩৪৮
রমযান মাসে কয়েদীদের মুক্তি দেওয়া হত- ৩৪৮
রমযান মাসের জন্য বেহেশত সজ্জিত করা হয়- ৩৪৮
রমযান মাসের শেষ রাতে গোনাহ ক্ষমা হয়- ৩৪৮

বিংশ অধ্যায়

চাঁদ দেখার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

চাঁদ না দেখে রমযানের রোযা রাখা যাবে না- ৩৪৯
নতুন চাঁদ দেখে রোযা ভাঙতে হয়- ৩৪৯
পূর্ণ ত্রিশ দিনে একমাস- ৩৪৯
ঈদের মাস হচ্ছে রমযান ও জিলহজ্জ - ৩৪৯
রমযানে একদিন আগে থেকে রোযা রাখা যায়- ৩৪৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শাবান মাস অর্ধেক হলে নফল রোযা রাখা ঠিক নয়- ৩৪৯
শাবান ও রমযান মাসের রোযা একসাথে রাখা যায়- ৩৪৯
সন্দেহের দিনে রোযা রাখা যাবে না- ৩৪৯
বিশ্বাসীরা চাঁদ দেখে রোযা শুরু করবে- ৩৫০
বিশ্বাসী লোকদের চাঁদ দেখতে হবে- ৩৫০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চাঁদ না দেখে রোযা শুরু করা যাবে না- ৩৫০
যে রাতে চাঁদ দেখবে সে রাতেই রোযা শুরু করবে- ৩৫০

একবিংশ অধ্যায়

সেহরী ও ইফতারের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রোযা রাখতে হলে সেহরী খেতে হবে- ৩৫০
আহলে কিতাবধারীরা সেহরী না খেয়ে রোযা রাখে- ৩৫০
দ্রুত ইফতার করতে হবে- ৩৫০
ইফতারের সময় হলে ইফতার করবে- ৩৫১
একসাথে রোযা রাখা উচিত নয়- ৩৫১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রোযার নিয়ত ফজর হওয়ার সাথে সাথে করতে হয়- ৩৫১
আযান দিলেও খানা শেষ করবে- ৩৫১
যারা শীঘ্র ইফতার করে তারা আল্লাহর প্রিয়- ৩৫১
খেলুর দ্বারা ইফতার করা যায়- ৩৫১
তাজা খেলুর দিয়েও ইফতার করা যায়- ৩৫১
রোযাদারকে ইফতার করালে রোযার সওয়াব পাওয়া যায়- ৩৫১

পৃষ্ঠা

বিষয়

ইফতার করে দোআ করতে হয়-

ইফতারের দোআ পড়ে ইফতার করবে-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যতদিন লোক দ্রুত ইফতার করবে ততদিন ধীন কায়ম থাকবে- ৩৫১
রাসূল (স) দ্রুত ইফতার করতেন- ৩৫২
সেহরী হল মোবারক খানা- ৩৫২
উত্তম সেহরী হল খেজুর দিয়ে- ৩৫২

দ্ববিংশ অধ্যায়

রোযার পবিত্রতা রক্ষা করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রোযা থেকে মিথ্যা বললে রোযা হবে না- ৩৫২
রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা যায়- ৩৫২
রোযা রেখেও ফরয গোসল করা যায়- ৩৫২
রোযা অবস্থায় শিক্ষা লাগানো যায়- ৩৫২
ভুলে পান করলে রোযা পূর্ণ করতে হয়- ৩৫২
রোযার মধ্যে স্ত্রী সহবাস করলে কাফকারা দিতে হয়- ৩৫২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা যায়- ৩৫৩
রোযা থেকে স্ত্রীর শরীর স্পর্শ করা যায়- ৩৫৩
ইচ্ছা করে বমি করলে রোযা ভাঙে যায়- ৩৫৩
রাসূল (স) বমি করে রোযা ভাঙলেন- ৩৫৩
রোযা অবস্থায় মেসওয়াক করা যায়- ৩৫৩
রোযা অবস্থায় চোখে সুরমা লাগান যায়- ৩৫৩
রোযা অবস্থায় মাথায় পানি ঢালা যায়- ৩৫৩
রোযা থেকে শিক্ষা লাগান উচিত নয়- ৩৫৩
রোযা ভাঙলে কাযা করতে হবে- ৩৫৩
কিছু কিছু রোযায় কোন সওয়াব হয় না- ৩৫৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিশেষ তিনটি জিনিস রোযা নষ্ট করে না- ৩৫৪
রোযা রেখে শিক্ষা লাগান যাবে না- ৩৫৪
প্রথম দিকে রোযা রেখে শিক্ষা লাগানোর নিয়ম ছিল- ৩৫৪
থুথু গিলে ফেললে রোযা ভাঙবে না- ৩৫৪

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

সফরকারীর রোযা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সফরের সময় রোযা ভাঙা যায়- ৩৫৪
জিহাদের ময়দানে রোযা ভাঙা যায়- ৩৫৪
সফরে রোযা রাখা ঠিক নয়- ৩৫৪
রোযাদারদের খেদমত করলেও সওয়াব আছে- ৩৫৪
সফরে রাসূল (স) রোযা ভাঙলেন- ৩৫৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্ত্রীলোকের বিশেষ সময় রোযা মাফ- ৩৫৫
বাহন ভাল হলে সফরে রোযা রাখবে- ৩৫৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সফরে রোযা রাখা উচিত নয়- ৩৫৫
সফরে রমযানের রোযাও রাখা উচিত নয়- ৩৫৫
সফরে রোযা না রাখা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে- ৩৫৫

চতুর্বিংশ অধ্যায়

রোযার কাযা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রোযা ভাঙলে পুনরায় আদায় করতে হবে- ৩৫৫
স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী নফল রোযা রাখবে না- ৩৫৫
হায়েজগ্রস্ত মহিলার রোযার কাযা করতে হবে- ৩৫৬
ওয়ারিশগণ রোযার কাফকারা আদায় করবে- ৩৫৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রমযানের রোযার কাফফারা, মৃত্যুর পরেও করতে হয়—

৩৫৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অন্যের পক্ষ থেকে রোযা রাখা যায়—

৩৫৬

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

নফল রোযা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রমযান ছাড়া পূর্ণ মাস রোযা করা ঠিক নয়—

৩৫৬

কারণ পক্ষে রমযান ছাড়া পূর্ণ মাস রোযা রাখা উচিত নয়—

৩৫৬

শাবানের শেষের রোযা রাখতে হবে—

৩৫৬

রমযানের পর মহররমের রোযাই শ্রেষ্ঠ—

৩৫৬

আন্তরার রোযা রাখার ব্যাপারে তাগিদ আছে—

৩৫৭

আন্তরার রোযা রাখায় সওয়াব আছে—

৩৫৭

রাসূল (স) রমযানে রোযা ভেঙ্গেছেন—

৩৫৭

জিলহজ্জের প্রথম দিকে রোযা রাখা উচিত নয়—

৩৫৭

প্রত্যেক মাসের তিনদিন রোযা রাখা যায়—

৩৫৭

সোমবারে রোযা রাখা যায়—

৩৫৭

মাসের যে কোন তিন দিন রোযা রাখা যায়—

৩৫৭

রমযানের পরে সওয়ালের ছয়টি রোযা রাখতে হয়—

৩৫৭

দু' ঈদে রোযা রাখা হারাম—

৩৫৮

বছরে দু'দিন কোন রোযা নেই—

৩৫৮

আইয়্যামে তাশরিকের রোযা রাখা নিষেধ—

৩৫৮

জুমআবারের পূর্বে অথবা পরে রোযা রাখতে হয়—

৩৫৮

রোযার জন্য জুমআর দিনকে নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়—

৩৫৮

আল্লাহর রাস্তায় একটি রোযা রাখলে দোযখ মাফ—

৩৫৮

পরিমাণমত রোযা রাখতে হয়—

৩৫৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন—

৩৫৮

সোমবার, বৃহস্পতিবার বান্দার আমল আল্লাহর কাছে পাঠান হয়—

৩৫৮

মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রোযা রাখলে সওয়াব বেশি—

৩৫৮

রাসূল (স) জুমার দিনে রোযা রাখতেন—

৩৫৮

রাসূল (স) একেক মাসে একেক তারিখে রোযা রাখতেন—

৩৫৯

সোমবারে রোযা রাখা বরকতের—

৩৫৯

প্রত্যেকের উপর পরিবারে হক আছে—

৩৫৯

আরাক্ষার ময়দানে রোযা রাখা উচিত নয়—

৩৫৯

শনিবার রোযা রাখা ঠিক নয়—

৩৫৯

একদিন রোযা রাখলে তার জন্য দোযখ হারাম—

৩৫৯

শীতকালের রোযায় পরিশ্রম হয় না—

৩৫৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলমানগণই হযরত মুসার বেশি হকদার—

৩৫৯

শনিবার রবিবার মুশরিকদের পবিত্রদিন—

৩৫৯

আন্তরার রোযা ফরয রোযার মত নয়—

৩৫৯

আন্তরার রোযা অধিক বরকতের—

৩৬০

আইয়্যাম বীযের রোযা—

৩৬০

রোযা হচ্ছে শরীরের যাকাত—

৩৬০

সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা সওয়াবের—

৩৬০

একদিন রোযা রাখলে আল্লাহ দোযখ মাফ করবেন—

৩৬০

ষড়বিংশ অধ্যায়

নফল রোযার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) সেহরী না খেয়ে রোযা রাখতেন—

৩৬০

রাসূল (স) উম্মে সুলাইমের জন্য দোয়া করতেন—

৩৬০

নফল রোযা ভাঙা যায়—

৩৬০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নফল রোযা ভাঙলে ক্ষতি হবে না—

৩৬১

নফল রোযা প্রয়োজনে ভাঙা যায়—

৩৬১

রোযাদারের সামনে খানা খাওয়া উচিত নয়—

৩৬১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রোযাদারের হাড় আল্লাহর তাসবীহ করে—

৩৬১

সপ্তবিংশ অধ্যায়

শবে কদর

প্রথম পরিচ্ছেদ

শবে কদর রমযানের শেষে—

৩৬১

শবে কদর রমযানের শেষ দিকে—

৩৬১

রমযানের শেষ দশ দশকে শবে কদর—

৩৬২

রমযানের শেষ দিকে এতেকাফ করতে হয়—

৩৬২

রমযানের ২৭ তারিখেই শবে কদর—

৩৬২

রাসূল (স) রমযানের শেষ দশকে এতেকাফ করতেন—

৩৬২

রমযানের শেষ দশকে রাসূল (স) রাত জেগে ইবাদত করতেন—

৩৬২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শবে কদরে আল্লাহর কাছে দোআ করতে হয়—

৩৬২

রমযানের নয় রাত বাকি থাকতে শবে কদর তালাশ করবে—

৩৬২

এক হাদীসে বর্ণিত আছে শবে কদর পূর্ণ রমযান মাসে আছে—

৩৬২

রমযানের শেষের দিকে শবে কদরের খোজ করতে হবে—

৩৬৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখ ভুলানো হয়েছে—

৩৬৩

হযরত জিব্রাইল (আ) শবে কদর রাতে দুনিয়াতে আসেন—

৩৬৩

অষ্টবিংশ অধ্যায়

এতেকাফের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাসূল (স) এতেকাফ করেছেন—

৩৬৩

জিব্রাইল (আ) রমযানের প্রতিটি রাতে রাসূল

(স)-এর সাথে সাক্ষাত করতেন—

৩৬৩

রাসূল (স)-কে কুরআন পড়ে শোনান হত—

৩৬৩

এতেকাফের সময় মসজিদের বাইরে যাওয়া নিষেধ—

৩৬৪

এতেকাফের মানত পূর্ণ কর—

৩৬৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বিশদিন এতেকাফ করেন—

৩৬৪

এতেকাফের আগে ফজরের নামায আদায় করতে হয়—

৩৬৪

এতেকাফ অবস্থায় রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করা যায়—

৩৬৪

জামে মসজিদ ছাড়া এতেকাফ হবে না—

৩৬৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এতেকাফের সময় মসজিদে বিছানা পাতা যায়—

৩৬৪

এতেকাফকারী গোনাহ থেকে বাঁচা যায়—

৩৬৪

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

কুরআনের মহিমা পর্ব : কুরআন

শিক্ষা ও তেলাওয়াতের মহিমা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআন শিক্ষা কারী মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—

৩৬৫

কুরআনের নির্দিষ্ট দুটি আয়াতের মধ্যে অনেক ফযিলত আছে—

৩৬৫

কুরআনে এমন তিনটি আয়াত আছে যা তিনটি উটের

চেয়ে মূল্যবান—

৩৬৫

ফেরেশতা কুরআন পাঠকারীর সাথে থাকবে—

৩৬৫

দু'বাক্তি ছাড়া কেউ ঈর্বার পাত্র নয়—

৩৬৫

যে কুরআন পড়ে না সে প্রকৃত মু'মিন—

৩৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুরআন দিয়ে কোন কোন জাতি উন্নত-	৩৬৬
সূরা বাকারার আছরে ঘোড়া লাফাতে লাগল-	৩৬৬
কুরআন তেলাওয়াত করার কারণে রহমত নাযিল হয়-	৩৬৬
সূরা ফাতিহা হল শ্রেষ্ঠতর সূরা-	৩৬৬
সূরা বাকারা শুনে শয়তান পালায়-	৩৬৬
কুরআন কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে-	৩৬৬
কিয়ামতের দিন সূরা বাকারা ও আলে ইমরান ছায়া দান করবে-	৩৬৭
শ্রেষ্ঠতর আয়াত কোনটি-	৩৬৭
আবু হুরায়রা (রা) এক রাতে শয়তানের সাথে কথা বলেছেন-	৩৬৭
সূরা বাকারা এবং সূরা ফাতিহা অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি-	৩৬৭
সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত দাঙ্কাল থেকে রক্ষা করবে-	৩৬৮
সূরা এখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ-	৩৬৮
সূরা এখলাস ভালোবাসলে আল্লাহ ভালবাসেন-	৩৬৮
সূরা এখলাস ভালোবাসলে বেহেশত পাওয়া যাবে-	৩৬৮
সূরা নাস ও ফালাক অবতীর্ণ হল-	৩৬৮
রাতে শোয়ার সময় সূরা নাস, ফালাক, এখলাস পাঠ করতে হয়-	৩৬৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিন জিনিস আল্লাহর আরশের নিচে থাকে	৩৬৮
কুরআন পাঠকারী সবচেয়ে উন্নত-	৩৬৮
যে কুরআন জানে না সে শূন্য ঘরের তুল্য-	৩৬৮
আল্লাহর কালামের শ্রেষ্ঠত্ব সবচেয়ে বেশি-	৩৬৯
কুরআনের প্রতি আয়াতে দশটি নেকী-	৩৬৯
কুরআনের বাহিরে হেদায়েত তালাশ করবে না-	৩৬৯
কুরআন পাঠের ফলে কিয়ামতের দিন চেহারা উজ্জ্বল হবে-	৩৬৯
কুরআন আশুনে পোড়ে না-	৩৬৯
কুরআনের নিয়ম পালন করলে বেহেশতে গমন করবে-	৩৬৯
সূরা ফাতেহা সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা-	৩৬৯
কুরআন মেশকে পূর্ণ খলির ন্যায়-	৩৭০
আয়তুল কুরসী পাঠ করলে হেফাজতে থাকা যায়-	৩৭০
সূরা বাকারার শেষ দু আয়াত ফজিলতপূর্ণ-	৩৭০
যে আয়াত দিয়ে দাঙ্কালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকা যায়-	৩৭০
সূরা ইয়াসীন কুরআনের অন্তর-	৩৭০
আল্লাহ দুনিয়া সৃষ্টির এক হাজার বছর পূর্বে সূরা ইয়াসীন পড়লেন-	৩৭০
সূরা হা-মীম দুখান পাঠ করলে ফেরেশতারা দোয়া করে-	৩৭০
জুমআরার রাতে সূরা হা-মীম দুখান পাঠ করলে ক্ষমা পাবে-	৩৭০
সূরা নাস ও ফালাকের মধ্যে উত্তম একটি আয়াত আছে-	৩৭০
সূরা মূলক খুব ফযিলতপূর্ণ-	৩৭০
কবরের ভিতর সূরা মূলক পড়ার শব্দ পাওয়া যায়-	৩৭১
সূরা মূলক পাঠ করা খুবই ফযিলতের কাজ-	৩৭১
সূরা যুলযিলাত কুরআনের অধেক-	৩৭১
সূরা হাশরার শেষের তিন আয়াত খুব ফযিলতপূর্ণ-	৩৭১
সূরা এখলাস দু'শবার পাঠ করলে পঞ্চাশ বছরের গোনাহ মাফ-	৩৭১
ডান দিকে শয়ন করতে হয়-	৩৭১
সূরা এখলাস পাঠ করলে বেহেশত অবধারিত-	৩৭১
সূরা কাক্বিরন পাঠ করলে শিরক থেকে বাঁচা যায়-	৩৭১
সূরা নাস ও ফালাক পড়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হয়-	৩৭১
সূরা নাস, ফালাক ও এখলাস প্রত্যেকের জন্য উপকারী-	৩৭২
সূরা ফালাক পড়ার নির্দেশ দিলেন রাসূল (স)-	৩৭২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআনের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে-	৩৭২
দান করা রোযা রাখা অপেক্ষা উত্তম-	৩৭২
কুরআন মাসহাফে পড়া উত্তম-	৩৭২
বেশি বেশি মৃত্যুর স্বরণ করলে অন্তর পরিষ্কার হয়-	৩৭২
সূরা এখলাস সবচেয়ে মর্যাদাবান-	৩৭২
সূরা ফাতেহা সকল রোগের ঔষধ-	৩৭২

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা আলে ইমরানের শেষের দিক পড়া ভালো-	৩৭২
জুমআর দিন সূরা আলে ইমরান পড়লে নিরাপদ থাকবে-	৩৭২
সূরা বাকারার শেষ দু আয়াত আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়-	৩৭৩
রাসূল (স) জুমআর রাতে সূরা হুদ পড়তে বলেছেন -	৩৭৩
সূরা কাহফ পাঠ করাও খুব ফযিলত-	৩৭৩
সূরা সাজদা পাঠ করলে মুক্তি পাওয়া যায়-	৩৭৩
সূরা ইয়াসীন পাঠ করলে সমস্ত আশা পূর্ণ হয়-	৩৭৩
সূরা ইয়াসীন পাঠ করলে পূর্ববর্তী গোনাহ ক্ষমা হয়-	৩৭৩
সূরা বাকারা কুরআনের শীর্ষস্থান-	৩৭৩
সূরা আর রাহমান কুরআনের শোভা-	৩৭৩
সূরা ওয়াকেরা পাঠ করলে অনেক সওয়াব আছে-	৩৭৩
রাসূল (স) সূরা আ'লা ভালোবাসতেন-	৩৭৪
সূরা যুলযিলাত খুবই তাৎপর্য পূর্ণ-	৩৭৪
সূরা তাকাছুর হাজার আয়াত পাঠ করার সমান-	৩৭৪
সূরা এখলাস পাঠের বিনিময়ে বেহেশতে একটি বাগান হবে-	৩৭৪
প্রতি রাতে একশ আয়াত কুরআন পাঠ করা উচিত	৩৭৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুরআনের প্রতি সদা লক্ষ্য রাখা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআন নিয়মিত পাঠ করা উচিত-	৩৭৪
কুরআন মানুষের অন্তর থেকে পালিয়ে যায়-	৩৭৪
কুরআনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে-	৩৭৫
মনের সজ্জা পরিমাণ সময় কুরআন পড়বে-	৩৭৫
রাসূল (স)-এর কুরআন পড়া হল টানা পদ্ধতি-	৩৭৫
আল্লাহ পাক নবীর কুরআন পড়া শুনেন-	৩৭৫
আল্লাহ উচ্চস্বর পছন্দ করেন না-	৩৭৫
কুরআন স্বর করে পড়তে হবে-	৩৭৫
রাসূল (স) অন্যের মুখে কুরআন শুনে ভালোবাসতেন-	৩৭৫
আল্লাহ পাক উবাই ইবনে কা'বের নাম ধরে উল্লেখ করেছেন-	৩৭৫
শত্রু ভূমিতে কুরআন নিয়ে সফর করবে না-	৩৭৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গরীবরা ধনীদেব চেয়ে পাঁচশত বছর পূর্বে বেহেশতে যাবে-	৩৭৫
সুন্দরভাবে কুরআন পড়তে হয়-	৩৭৬
কুরআন শিক্ষা করে ভুলে যাওয়া উচিত নয়-	৩৭৬
তিন দিনের কমে কুরআন খতম করা জায়েয নেই-	৩৭৬
কুরআন প্রকাশ্যে পাঠ করা যায়-	৩৭৬
কুরআনের আদেশ নিষেধ মানতে হবে-	৩৭৬
উম্মে সালামা (রা) রাসূল (স)-এর কুরআন পাঠ শিখেছেন-	৩৭৬
কুরআন বাক্যে বিরতি দিয়ে পড়তে হয়-	৩৭৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআনের বিনিময় দুনিয়াতে চাওয়া উচিত নয়-	৩৭৬
কুরআনের সুর একদিন পরিবর্তন হবে-	৩৭৭
কোরআন পাঠ করবে সুমধুর স্বরে-	৩৭৭
কুরআন পাঠের সময় অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকতে হবে-	৩৭৭
কুরআন সম্পর্কে গবেষণা বা ইজতেহাদ করার নির্দেশ আছে-	৩৭৭

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন পাঠ ও কুরআন সংকলন

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআন সাতটি মূল নীতিতে অবতীর্ণ-	৩৭৭
পদ্ধতি পরিবর্তন করে কুরআন পড়া যায়-	৩৭৭
কুরআন সাত নীতিতে পড়া আল্লাহর আদেশ-	৩৭৮
কুরআন সাত নিয়মে পড়াই হল বিত্ত্বক আদেশ-	৩৭৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর অনুরোধে কুরআন সাত নিয়মে নাযিল হয়েছে-	৩৭৮
কুরআন পড়ে আল্লাহর দরবারে সওয়াল করতে হয়-	৩৭৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআন পড়ে মানুষের কাছে সওয়ালা করা উচিত নয়- ৩৭৮
বিসমিল্লাহ সূরাসমূহকে পার্থক্য করে দিয়েছে- ৩৭৯
নেশা জাতীয় কিছু খেয়ে কুরআন পড়া নিষেধ- ৩৭৯
কুরআন একত্রে লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন- ৩৭৯
ওসমান (রা)-এর সময়কালে লিপিবদ্ধ করে হরকত লাগানো হল- ৩৭৯
কুরআন আয়াত আকারে অবতীর্ণ হত- ৩৮০

চতুর্থ অধ্যায়

দোয়ার মাহাত্ম ও নিয়ম

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রত্যেক নবীকে একটি দোয়ার অধিকার দিয়েছেন- ৩৮০
রাসূল (স)-এর দোয়া করার পদ্ধতি- ৩৮০
কীভাবে দোয়া করতে হবে- ৩৮০
কোন জিনিস দান করতে আল্লাহর অসুবিধা হয় না- ৩৮০
দোয়া করে তাড়াতাড়ি করবে না- ৩৮১
মুসলমানদের জন্য দোয়া করলে কবুল হয়- ৩৮১
কারো প্রতি বদদোয়া করা জায়েয নেই- ৩৮১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইশপতের মূল হল দোয়া করা- ৩৮১
দোয়া ইবাদতের মজগ স্বরূপ- ৩৮১
আল্লাহর কাছে দোয়াই সবচেয়ে উত্তম- ৩৮১
তাকদীর ফিরানো যায় না- ৩৮১
দোয়া করলে বিপদ মুক্ত হওয়া যায়- ৩৮১
আল্লাহর কাছে দোয়া করলে তা কবুল হয়- ৩৮১
আল্লাহর কাছে চাইলে তিনি খুশি হন- ৩৮১
আল্লাহর কাছে সবকিছু চাইতে হয়- ৩৮১
দোয়ার দরজা খোলা থাকলে রহমতের দরজা খোলা হয়- ৩৮২
সুখে থাকা অবস্থায় দোয়া করতে হয়- ৩৮২
কবুল হওয়ার বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করতে হয়- ৩৮২
হাতের ভিতর পিঠ দিয়ে দোয়া করতে হয়- ৩৮২
আল্লাহ খুব লজ্জাশীল- ৩৮২
দোয়া করে হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মুছতে হয়- ৩৮২
অর্থবোধক দোয়া করা উচিত- ৩৮২
উপস্থিত ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়- ৩৮২
অন্যের জন্য দোয়া করার বিধান আছে- ৩৮২
ন্যায় বিচারক শাসকের দোয়া কবুল হয়- ৩৮২
পিতা-মাতার দোয়া কবুল হয়- ৩৮২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সবকিছু আল্লাহর কাছে চাইতে হয়- ৩৮৩
রাসূল (স) হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন- ৩৮৩
হাত উপরে উঠিয়ে দোয়া করতে হয়- ৩৮৩
দোয়া করা হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মুছতে হয়- ৩৮৩
দোয়ার সময় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে হয়- ৩৮৩
দোয়ায় হাত বুক পর্যন্ত উঠাতে হয়- ৩৮৩
প্রথমে নিজের জন্য দোয়া করতে হয়- ৩৮৩
যে দোয়ার মধ্যে গোনাহ নেই তা কবুল হয়- ৩৮৩
পাঁচ ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়- ৩৮৩

পঞ্চম অধ্যায়

আল্লাহর নৈকট্য লাভ

প্রথম পরিচ্ছেদ

যিকিরকারীকে আল্লাহর রহমত ঢেকে রাখে- ৩৮৪
আল্লাহর যিকিরকারী মুফাররিদ- ৩৮৪
নিজ প্রভুর স্মরণকারী জীবিত- ৩৮৪
আল্লাহ স্মরণকারীর সাথে থাকেন- ৩৮৪

একটি ভাল কাজের পুরস্কার দশগুণ রয়েছে-

আল্লাহর প্রিয় বান্দাকে ভালবাসতে হবে- ৩৮৪
আল্লাহর স্মরণকারীকে ফেরেশতাগণ বোজ করেন- ৩৮৪
যিকিরকারীর সঙ্গে ফেরেশতাগণ কর্মমর্দন করেন- ৩৮৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর যিকির করা সবচেয়ে ভাল ইবাদত- ৩৮৬
সে ভাল যার আয়ু দীর্ঘ এবং নেক আমল করেছে- ৩৮৬
যিকিরের মজলিশ হল বেহেশতের বাগান- ৩৮৬
শোয়া অবস্থায়ও আল্লাহর যিকির করতে হয়- ৩৮৬
প্রত্যেক মজলিশেই আল্লাহর যিকির করতে হয়- ৩৮৬
আল্লাহর নবী (স)-এর প্রতি দরুদ পাঠাতে হয়- ৩৮৬
আদম সন্তানের প্রত্যেক কথাই তার জন্য ফতিকর- ৩৮৬
আল্লাহর যিকির ছাড়া বেশি কথা বলা উচিত নয়- ৩৮৬
আল্লাহর যিকিরকারীর অন্তর শ্রেষ্ঠ সম্পদ- ৩৮৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যিকিরকারীকে নিয়ে আল্লাহ গর্ব করেন- ৩৮৭
সব সময় জিহ্বা দিয়ে আল্লাহর যিকির করবে- ৩৮৭
কিয়ামতে আল্লাহর যিকিরকারী মর্যাদাবান হবে- ৩৮৭
আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল হলে শয়তান ধোঁকা দেয়- ৩৮৭
গাফেলদের যিকির খুব উপকারী- ৩৮৭
যিকিরে আল্লাহ আযাব থেকে রক্ষা করবে- ৩৮৭
যিকির করলে আল্লাহর কাছেই থাকেন- ৩৮৭
আল্লাহর যিকির করলে অন্তর পরিষ্কার থাকে- ৩৮৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল্লাহকে স্মরণ করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিরানব্বইটি নামে আল্লাহর ফযিলত আছে- ৩৮৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম মনে রাখতে ফযিলত আছে- ৩৮৮
আল্লাহর উত্তম নাম ধরে ডাকতে হয়- ৩৮৯
আল্লাহকে ইসমে আযমের সাথে ডাকতে হয়- ৩৮৯
ইসমে আযমের পরিচয়- ৩৮৯
হযরত ইউনুস (আ)-এর দোয়া- ৩৮৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে নামে আল্লাহকে ডাকা হয় সাড়া দেন- ৩৯০

সপ্তম অধ্যায়

চার তাহবীহর সওয়াব

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রেষ্ঠ বাক্য হচ্ছে চারটি- ৩৯০
সমস্ত দুনিয়া থেকে প্রিয় দোয়া- ৩৯০
নিয়মিত যিকির করতে হয়- ৩৯০
সকাল-সন্ধ্যার যিকির- ৩৯০
সবচেয়ে গুজনদার বাক্য- ৩৯০
এক হাজার নেকী লাভের উপায়- ৩৯১
ফেরেশতাদের পছন্দনীয় বাক্য সবচেয়ে ভাল- ৩৯১
রাসূল (স) সবচেয়ে গুজনদার বাক্য বলতেন- ৩৯১
সব সময় দোয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে- ৩৯১
আল্লাহ সবচেয়ে কাছে অবস্থান করেন- ৩৯১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর প্রশংসাকারীর জন্য বেহেশতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়- ৩৯১
ফেরেশতারা ঘোষণা করে যে আল্লাহর প্রশংসা কর- ৩৯২
শ্রেষ্ঠ দোয়া আলহামদুলিল্লাহ- ৩৯২
প্রশংসা করা সবচেয়ে বড় কৃজ্ঞতা প্রকাশ- ৩৯২

বিষয়

আল্লাহর স্মরণে গোনাহর ভার দূর করেন-
বিছানায় শোয়ার দোয়া-
দোয়া পড়লে ফেরেশতাগণ পাহারা দেয়-
দু'টি বিষয়ের লক্ষ্য রাখলে সে বেহেশতে যাবে-
আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় করতে হয়-
পরমুখাপেক্ষীতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাবে-
রাত শয়নের সময় শয়তান থেকে আশ্রয় চাবে-
এতোক অবস্থায় আল্লাহর শোকর করতে হয়-
সমস্ত মন্দ প্রশান্ত থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রশংসা করতে হয়-
সুস্থ-সবল থাকার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে-
সকল সম্মান একমাত্র আল্লাহর জন্য-
ঘুম থেকে উঠেই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে-

একাদশ অধ্যায়

বিভিন্ন সময়ের প্রার্থনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সহবাসের সময় দোয়া পড়তে হয়-
আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই-
রাগ কমানোর প্রার্থনা-
মুরগী ফেরেশতা দেখতে পায়-
পত্তর পিঠে আরোহণের দোয়া করতে হয়-
সব জিনিসের খারাপ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাবে-
আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করলে আল্লাহ সাহায্য করেন-
বিষাক্ত প্রাণী কামড় দিলে নির্দিষ্ট দোয়া আছে-
আল্লাহর মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল-
আল্লাহ বিরোধীকে পরাজিত করেন-
কাফের শক্তিকে পরাজিত করার জন্য দোয়া-
রাসূল (স) বরকতের জন্য দোয়া করতেন-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নতুন চাঁদ দেখে দোয়া করতে হয়-
অন্যের বিপদ দেখলে ধৈর্য অবলম্বন করতে হয়-
আল্লাহ পাক দশ লক্ষ মর্যাদা পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেন-
বেহেশত আল্লাহর পূর্ণ নিয়ামত-
খারাপ কিছু করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে মুক্ত হওয়া যায়-
সমস্ত সৃষ্টি জীব আল্লাহর অধীন-
রাসূল (স) ছিলেন খুবই আন্তরিক-
আল্লাহর প্রতি ভরসা করে বিদায় জানাতে হয়-
রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে দোয়া করলেন-
উঁচু জায়গায় তাকবীর পড়তে হয়-
সিংহ, বাঘ, সাপ ও বিলু থেকে আত্মরক্ষার দোয়া করতে হয়-
সমস্ত কাজই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে-
রাসূল (স) ভয় পেলে যা বলতেন-
ঘর থেকে বের হবার পর যা বলতে হয়-
আল্লাহর নাম নিয়ে বাড়ি থেকে বের হলে শয়তান ক্ষতি করে না-
আল্লাহর কাছে আগমন ও নির্গমনের জন্য দোয়া করতে হয়-
রাসূল (স) বিবাহিত ছেলেকে দোয়া করতেন-
খাদেম বা চাকর-চাকরানী রাখার পর দোয়া করতে হয়-
বিদপশ্রুতদের দোয়া কামনা করার হয় নিয়ম-
অভাব দূরার হওয়ার জন্য দোয়া-
ঋণ পরিশোধের দোয়া-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করে মজলিশে বসতে হয়-
নতুন চাঁদ দেখে কল্যাণ ও হেদায়েতের দোয়া করা-
চিন্তা বৃদ্ধি পেলে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হয়-

পৃষ্ঠা

৪০৫

৪০৫

৪০৫

৪০৫

৪০৫

৪০৬

৪০৬

৪০৬

৪০৬

৪০৬

৪০৭

৪০৭

৪০৭

৪০৭

বিষয়

উপরে উঠলে ধনি দিতে হয়-
আল্লাহর দয়া কামনা করতে হয়-
দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখার জন্য দোয়া-
বাজারে প্রবেশ করে বিসমিল্লাহ বলতে হয়-

দ্বাদশ অধ্যায়

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিয়তির মন্দতা থেকে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে-
কৃপণতা, ঋণ, অক্ষমতা থেকে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে-
বার্ধক্য ও ঋণ থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করা-
মন আল্লাহর জন্য না গললে তার জন্যে দোয়া করতে হয়-
রাসূল (স)-এর আশ্রয় প্রার্থনার বিষয়-
সর্বকাজে আল্লাহতে আত্মসমর্পণ করতে হয়-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চারটি বিষয় থেকে মানুষ আশ্রয় চাপে-
রাসূল (স) পাঁচটি বিষয় থেকে পানাহ চাইতেন-
অত্যাচার করা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাবে-
চরিত্র ভাল হওয়ার জন্য দোয়া করবে-
ক্ষুধা থেকে আল্লাহর পানাহ চাবে-
শ্বেত, কুষ্ঠরোগ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া-
শ্বেত, কুষ্ঠরোগ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া-
কানা ও চোখের অন্ধত্ব থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাবে-
যুদ্ধের ময়দানে পলায়ন থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া-
লালসা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাবে-
চন্দ্রের মধ্যেও অপকারিতা রয়েছে-
আমার অন্তরকে সং পথের সন্ধান দাও এ দোয়া করবে-
ঘুমের মধ্যে ভয় থেকে আল্লাহর সাহায্য চাবে-
আল্লাহর কাছে তিনবার জ্ঞানাত কামনা করলে জ্ঞানাতী হবে-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সৃষ্টির সকল অপকারিতা থেকে মুক্তি চাবে-
কুফরী থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর প্রার্থনা করবে-
ঋণ থেকে মুক্তির লাভের আল্লাহর প্রার্থনা করবে-

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অধিক দোয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষ সীমালম্বন করবে-
পাপ মুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে হবে-
হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা-
সরল সোজা পথের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে-
মুসলমান হলে প্রথমে নামায শিক্ষা দিতে হবে-
রাসূল (স) বেশি দোয়া করতেন দুনিয়া ও
আখেরাতের মুক্তির জন্য-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে দোয়া করতেন-
ঈমান গ্রহণ করলেই শান্তি-
ইহ-পরকালে শান্তির দোয়া সবচেয়ে উত্তম-
আল্লাহ যা ভালবাসেন তা করা উচিত-
বেহেশতে পৌঁছতে যে আমলের প্রয়োজন তার দোয়া করতে হয়-
জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে হয়-
মৌমাছির গুনগুন শব্দের মত ওহী নাযিল হত-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধৈর্য্য অবলম্বনের দোয়া করতে হয়-
নবী দাউদের দোয়া ছিল উত্তম দোয়া-
যত দিন জীবিত থাকা মঙ্গলকর তত দিন জীবিত

বিষয়	পৃষ্ঠা
ধাকার প্রার্থনা করা উচিত-	৪১৭
হালাল রিখিকের দোয়া করতে হয়--	৪১৮
সম্মানের সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দোয়া করতে হয়--	৪১৮
আমানতদারী ও উত্তম চরিত্রের জন্য দোয়া করবে-	৪১৮
যবানকে মিথ্যা থেকে বাঁচানোর দোয়া করবে-	৪১৮
আখেরাতের শান্তি দুনিয়াতে পাওয়ার আশা করা উচিত নয়-	৪১৮
ক্ষমতার বাইরে কোন কিছু চাওয়া উচিত নয়-	৪১৮
ভাল সন্তান কামনা করতে হয়-	৪১৮

চতুর্দশ অধ্যায়

হজ্জের ফযিলত, মিকাত ও ফরযিয়াত

প্রথম পরিচ্ছেদ

সকল সম্পদশালী লোকের উপর হজ্জ ফরয-	৪১৯
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করা শ্রেষ্ঠ আমল-	৪১৯
সঠিকভাবে হজ্জ পালন করলে তার কোন গোনাহ থাকে না-	৪১৯
হজ্জ কবুলের বিনিময়ে বেহেশত-	৪১৯
রমযানের ওমরা হজ্জের সমান-	৪১৯
পিতা-মাতা তার শিশু সন্তানের হজ্জের সওয়াব পাবে-	৪১৯
পিতার পক্ষ থেকে পুত্র হজ্জ করতে পারে-	৪১৯
নিজের ভগ্নির পক্ষ থেকে হজ্জ করা যায়-	৪১৯
স্ত্রী লোক একা হজ্জ করতে পারবে না-	৪২০
মহিলাদের জিহাদ হল হজ্জ-	৪২০
কোন মাহরাম ব্যতীত স্ত্রী লোক একা ভ্রমণ করবে না-	৪২০
যুলহ্লায়ফাকে মীকাত নির্ধারণ করা হয়েছে-	৪২০
ইয়ামানবাসীদের মীকাত হল ইয়ালামলাম-	৪২০
রাসূল (স) চারটি ওমরা করেছেন-	৪২০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হজ্জ জীবনে একবার ফরয করা হয়েছে-	৪২০
হজ্জ করার উপযুক্ত হলেই হজ্জ করতে হয়-	৪২০
হজ্জ না করে ইসলামে প্রতিষ্ঠিত থাকা যায় না-	৪২০
হজ্জের নিয়ত করলে হজ্জ করতে হবে-	৪২১
হজ্জ ও ওমরা দারিদ্র্যতা ও গোনাহ দূর করে-	৪২১
পাথের সঞ্চয় হলে হজ্জ ফরয হয়-	৪২১
উচ্চৈশ্বরে তালবিয়া পাঠ করতে হয়-	৪২১
পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও ওমরা করার নির্দেশ-	৪২১
প্রথমে নিজের হজ্জ করবে তারপর অন্যের হজ্জ-	৪২১
পূর্বের দেশবাসীর জন্য মীকাত হল আকীক-	৪২১
ইরাকীদের মীকাত যাতু হিরক-	৪২১
বায়তুল হারামে হজ্জ করলে সমস্ত গোনাহ ক্ষমা হয়-	৪২১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হজ্জে গমন করে ভিক্ষা করা জায়েয নেই-	৪২১
হজ্জ ও ওমরা মহিলাদের জিহাদ-	৪২২
হজ্জের গোনাহ ক্ষমা নেই-	৪২২
হজ্জ ও ওমরাকারী আল্লাহর মেহমান-	৪২২
আল্লাহর যাত্রী তিন ব্যক্তি, হাজী, গাজী ও উমরাহকারী-	৪২২
হাজীদের সাথে সাক্ষাৎ করা সওয়াবের কাজ-	৪২২
যে লোক হজ্জের নিয়তে বের হয়ে ইন্তেকাল করে	৪২২
সে হজ্জের পূর্ণ সওয়াব পাবে-	৪২২

পঞ্চদশ অধ্যায়

এহরাম ও তালবিয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাবা তওয়াফ করার পূর্বে সুগন্ধি লাগান যায়-	৪২২
রাসূল (স) কেশ জড়ান অবস্থায় লাবাইকা	৪২২
আল্লাহুমা বলেছেন-	৪২২
রাসূল (স) উটের পিঠে চড়ে তালবিয়া পড়েছিলেন-	৪২২

বিষয়	পৃষ্ঠা
হজ্জের তালবিয়া উচ্চৈশ্বরে পড়তে হয়-	৪২৩
এক সাথে হজ্জ ও ওমরাহ তালবিয়া পড়া যায়-	৪২৩
হজ্জ ও ওমরাহর এহরাম এক সাথে বাঁধা যায়-	৪২৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হজ্জের সময় সিলাইবিহীন কাপড় পরতে হয়-	৪২৩
রাসূল (স) হজ্জের সময় আঠাল জিনিস দিয়ে চুল	৪২৩
জড় করেছেন-	৪২৩
আল্লাহর নির্দেশ তালবিয়া উচ্চৈশ্বরে পড়তে হবে-	৪২৩
মানুষের সাথে পাথর গাছ ও তালবিয়া পাঠ করা-	৪২৩
রাসূল (স) যুলহ্লায়ফায় দু'রাকাআত নামায পড়েছিলেন-	৪২৩
রাসূল (স) তালবিয়া পাঠ শেষে জাল্লাতের জন্য	৪২৩
দোয়া করলেন-	৪২৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) হজ্জের দিনে ঘোষণা করে দিলেন-	৪২৩
মুশরিকরা ও বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করত-	৪২৪

ষোড়শ অধ্যায়

বিদায় হজ্জের বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামী আইনে বিদায় হজ্জের পূর্ণ বিবরণ-	৪২৪
হজ্জ ওমরা শেষ করে এহরাম খুলতে হয়-	৪২৬
হজ্জের পর কোরবানী দিতে হয়-	৪২৬
হজ্জের মাসে ওমরা করলে সওয়াব বেশি-	৪২৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ-	৪২৭
রাসূল (স)-এর আদেশ মানতে লোকগণ ইতস্তত করতেন-	৪২৭

সপ্তদশ অধ্যায়

মক্কায় প্রবেশের মহিমা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মক্কায় প্রবেশ করার আদব-	৪২৮
উঁচু দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে হয়-	৪২৮
রাসূল (স) মক্কায় প্রবেশের পর অযু করে বায়তুল্লাহ	৪২৮
তাওয়াফ করেছেন-	৪২৮
তাওয়াফের তিন পাক জোরে এবং চার পাক	৪২৮
আন্তে দিতে হয়-	৪২৮
হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত তিন পাক জোরে দিতে হয়-	৪২৮
রাসূল (স) মক্কায় প্রবেশের পর হাজরে আসওয়াদে চুমু দিতেন-	৪২৮
হাজরে আসওয়াদে চুমু -	৪২৮
বায়তুল্লাহর ইয়ামেনী কোণে রাসূল (স) চুমু দিতেন-	৪২৮
উটের উপর বসে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ-	৪২৮
উটে বসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা যায়-	৪২৯
কাঠি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে তা চুমু করতে হয়-	৪২৯
শুকনো অস্ত্র বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না-	৪২৯
কোন মুশরিক বায়তুল্লাহর হজ্জ করতে পারবে না-	৪২৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বায়তুল্লাহ শরিক দেখে হাত তুলে দোয়া করা উচিত নয়-	৪২৯
মক্কায় পৌছে হাজরে আসওয়াদে চুমু করতে হয়-	৪২৯
বায়তুল্লাহর চার দিকে তাওয়াফ করা নামাযের অনুরূপ-	৪২৯
হাজরে আসওয়াদ বেহেশত থেকে আনা হয়েছে-	৪২৯
কিয়ামতের দিন হাজরে আসওয়াদের দুটি চোখ থাকবে-	৪২৯
হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম বেহেশতের পাথর-৪৩০	৪৩০
হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা গোলাকাল কাফফারা-	৪৩০
হাজরে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামান মাঝখানের দোয়া-	৪৩০
সায়ী করা হজ্জের নির্ধারিত অঙ্গ-	৪৩০
উটে চড়ে সাফা মারওয়া সায়ী করা যায়-	৪৩০

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাসূল (স) তাওয়াফের সময় সবুজ রংয়ের চাদর ব্যবহার করতেন—	৪৩০
বায়তুল্লাহ তাওয়াফে তিন পাক রমল করতে হয়—	৪৩০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করেছেন—	৪৩০
রাসূল (স) বায়তুল্লায় দাঁড়িয়ে নামায পড়েছেন—	৪৩০
হাজারে আসওয়াদ চুমা দেওয়া সুন্নাত—	৪৩০
রোকনে ইয়ামানীর সাথে সত্তরজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকে—	৪৩১
বায়তুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করে দোযখের দশটি মর্যাদাপূর্ণ পথ—	৪৩১

অষ্টাদশ অধ্যায়

আরাফাতে অবস্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ

আরাফার দিন তালবিয়া পড়া যায়—	৪৩১
মিনার সব জায়গায়ই কোরবানী দেওয়া হয়—	৪৩১
আরাফার দিন আল্লাহ নিকটবর্তী হন—	৪৩১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
হজ্জ হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সুন্নাত—	৪৩১
মক্কার সমস্ত রাস্তায় কোরবানী করা যায়—	৪৩২
রাসূল (স) আরাফার দিন ভাষণ দিয়েছিলেন—	৪৩২
আরাফার দিনের দোয়া শ্রেষ্ঠ দোয়া—	৪৩২
আরাফার দিনে শয়তান বেশি রাগান্বিত হয়—	৪৩২
আল্লাহ হাজীদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন—	৪৩২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আরাফাতের ময়দানে হাযির হওয়া আল্লাহর নির্দেশ—	৪৩২
শয়তানের অবস্থা দেখে রাসূল (স) হেসে ছিলেন—	৪৩২

উনবিংশ অধ্যায়

আরাফাত ও মূযদালিফা থেকে

ফিরে আসা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আরাফাত থেকে ধীরে ধীরে ফিরতে হবে—	৪৩৩
হজ্জে শান্তির সাথে থাকতে হয়—	৪৩৩
জুমরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করতে হয়—	৪৩৩
মাগরিব ও এশা মূযদালিফায় একত্রে পড়তে হয়—	৪৩৩
মূযদালিফায় দুই নামায একত্রে পড়া হজ্জের বিধান—	৪৩৩
দুর্গলদের সময়ের আগে মিনার দিকে পাঠান যায়—	৪৩৩
কঙ্কর মারা পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে হয়—	৪৩৩
মূযদালিফা থেকে শান্তিভাবে চলতে হয়—	৪৩৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সূর্য ডুবার পর আরাফাত থেকে বিদায় নিতে হয়—	৪৩৪
সূর্য উঠার আগে কঙ্কর নিক্ষেপ করা যায়—	৪৩৪
হযরত সালামা (রা) ভোরেই কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন—	৪৩৪
হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে হয়—	৪৩৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) আরাফা থেকে উটের পিঠে সওয়ার হয়েছেন—	৪৩৪
আরাফার দিন যোহর ও আসর নামায এক সাথে পড়তে হয়—	৪৩৪

বিশ অধ্যায়

কঙ্কর মারা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) উটের পিঠে আরোহণ অবস্থায় কঙ্কর মারতেন—	৪৩৫
খবফের কঙ্করের মত কঙ্কর মারতে হবে—	৪৩৫
রাসূল (স) ঈদের দিন সকালে কঙ্কর মেরেছেন—	৪৩৫
সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়—	৪৩৫
হজ্জের সকল কাজ বিজোড় সংখ্যার—	৪৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
কোন শব্দ ছাড়ায় কঙ্কর মারতে হয়—	৪৩৫
অন্যান্য ইবাদতের মতো সারী করা আল্লাহর ইবাদত—	৪৩৫
মিনায় পৌঁছে তাঁবু খাটতে হয়—	৪৩৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
জামরাতুল আকাবায় অবস্থান ঠিক নয়—	৪৩৫
একবিংশ অধ্যায়	
হেরমে কোরবানীর পশু	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
উটের কুঁজ চিরলেন রাসূল (স)—	৪৩৬
জুতার মালা পত্তর গলায় পরান যায়—	৪৩৬
আয়েশা (রা)-এর পক্ষ থেকে কোরবানী—	৪৩৬
ঈদের পক্ষ থেকে রাসূল (স) একটি গরু কোরবানী দিয়েছিলেন—	৪৩৬
আয়েশা (রা) কোরবানীর পত্তর গলায় মালা পড়িয়েছিলেন—	৪৩৬
পশম দিয়ে কোরবানীর পত্তর মালা তৈরি—	৪৩৬
রাসূল (স) বললেন উটের পিঠে আরোহণ করতে—	৪৩৬
ন্যায় সঙ্গতভাবে পত্তরে সওয়ার হওয়া যায়—	৪৩৬
উট অচল জব্বহ করতে হবে—	৪৩৬
উট-গরু সাতজনের পক্ষ থেকে কোরবানী দেওয়া যায়—	৪৩৬
উটকে পা বেঁধে দাঁড় করিয়ে নহর করতে হয়—	৪৩৭
কোরবানীর গোশত পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া যায় না—	৪৩৭
কোরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি খাওয়া যায়—	৪৩৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
কোরবানীর জন্য আবু জাহলের উট পাঠানো হল—	৪৩৭
কোরবানীর গোশত খাওয়ার হুকুম আছে—	৪৩৭
কোরবানীর দিন একটি মহান দিন—	৪৩৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
তিন দিনের বেশি কোরবানীর গোশত রাখা জায়েয নেই—	৪৩৭
দুর্ভিক্ষের কারণে কোরবানীর গোশত তিন দিন খাওয়ার হুকুম ছিল—	৪৩৭
দ্বাবিংশ অধ্যায়	
মস্তক মুগুন	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
হজ্জে মাথা মুগুন করতে হয়—	৪৩৮
কাঁচি দিয়ে মাথার চুল ছাঁটা যায়—	৪৩৮
যারা মাথা মুগুন করেছে তাদের জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া—	৪৩৮
মাথা মুগুনকারীদের জন্য তিনবার দোয়া করলেন—	৪৩৮
মিনায় গিয়ে জামরায় যেতে হবে—	৪৩৮
হজ্জের সময় রাসূল (স) খুশবু ব্যবহার করতেন—	৪৩৮
মক্কা গিয়ে তাওফুল ইফাযা করতে হয়—	৪৩৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
ঈলোকদের মাথা মুগুন করবে না—	৪৩৮
ঈলোকেরা মাথা ছাঁটতে পারবে—	৪৩৮
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়	
আগে-পিছে হজ্জের কার্যক্রম	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) মিনায় বসে সকল প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন—	৪৩৯
মিনার সব প্রশ্নের উত্তরে বলতেন অসুবিধা নেই—	৪৩৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
সকল প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ সূচক উত্তর—	৪৩৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
সম্মানিত ব্যক্তির সম্মানহানী করতে নেই—	৪৩৯
চতুর্বিংশ অধ্যায়	
কোরবানীর দিনের ভাষণ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
হারাম মাস হজ্জে বছরের চার মাস—	৪৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইমামের সাথে সব কাজ করতে হয়-	৪৪০
প্রত্যেক কক্ষের সাথে অল্পই আকবর বলতে হয়-	৪৪০
মিনার রাতগুলো মক্কায় যাপন করার অনুমতি-	৪৪০
রাসূল (স) পানি পান করলেন-	৪৪০
রাসূল (স) চার ওয়াক্ত নামায পড়লেন-	৪৪০
রাসূল (স) ৮ তারিখে মিনায় যোহর নামায পড়েছেন-	৪৪০
সুনত হচ্ছে আবতাহে অবতরণ করা -	৪৪১
ওমরা কাযা করা জায়েয-	৪৪১
বায়তুল্লাহ শরিফ না দেখে দেশে ফেরা ঠিক নয়-	৪৪১
ঋতু অবস্থায় তাওয়াফ করা যায় না-	৪৪১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিজের ওপর অপরাধ করা ঠিক নয়-	৪৪১
উটের পিটে আরোহণ করে রাসূল (স) ভাষণ দিতেন-	৪৪১
রাসূল (স) দশ তারিখে তাওয়াফে যিয়ারত পিছিয়ে দিলেন-	৪৪২
রাসূল (স) তাওয়াফে ইযাফার পাকে রমল করেননি-	৪৪২
জামরাভুল আকাবায় কাকর মারার পর ত্রী সহবাস করা যায়-	৪৪২
প্রত্যেক জামরায় সাতটি করে কাকর মারতে হয়-	৪৪২
উট চাকররা দু'দিনের কাকর এক দিনে মারল-	৪৪২

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

মুহরিরম যা হতে বেঁচে থাকবে

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুহরিরমের পোশাকের নিয়ম-	৪৪২
মুহরিরম সিলাইবিহীন লুঙ্গি পরবে-	৪৪২
খুশবু ব্যবহার করে হচ্ছে করা যায় না-	৪৪২
এহরাম অবস্থায় বিয়ে জায়েয নেই-	৪৪৩
রাসূল (স) এহরাম অবস্থায় বিয়ে করেছেন-	৪৪৩
হযরত মায়মুনা (রা)-কে রাসূল (স) বিয়ে করেন হালাল অবস্থায়-	৪৪৩
এহরাম অবস্থায় মাথা ধোয়া যায়-	৪৪৩
রাসূল (স) এহরাম অবস্থায় শিক্ষা লাগিয়েছেন-	৪৪৩
এহরাম অবস্থায় চোখে যন্ত্রণার জন্য পানি বাধা যায়-	৪৪৩
একজন রাসূল (স) কাপড় দিয়ে ছায়া করে যায়-	৪৪৩
উকুনীর কারণে এহরাম অবস্থায় মাথা মুড়ান যায়-	৪৪৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মেয়েরা এহরাম অবস্থায় দান্তানা পড়বে-	৪৪৩
এহরাম অবস্থায় পর্দা করতে হবে-	৪৪৩
এহরাম অবস্থায় অ-খুশবুদার তৈল ব্যবহার করা যায়-	৪৪৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুহরিরম ওভার কোর্ট পড়তে পারবে না-	৪৪৪
এহরাম অবস্থায় শিক্ষা লাগান যায়-	৪৪৪
এহরাম অবস্থায় শিক্ষা লাগানো যায়-	৪৪৪
হযরত মায়মুনা (রা)-এর সাথে মধুরাত্রি যাপন করেন-	৪৪৪

ষড়বিংশ অধ্যায়

মুহরিরম শিকার হতে বেঁচে থাকবে

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুহরিরম অবস্থায় শিকার করা যায় না-	৪৪৪
রাসূল (স) গাধার পা খেলেন-	৪৪৪
এহরাম অবস্থায় পাঁচটি প্রাণী হত্যা করা যায়-	৪৪৪
পাঁচটি প্রাণী হারাম শরিফে হত্যা করা যায়-	৪৪৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এহরাম অবস্থায় শিকারের গোশত হালাল-	৪৪৫
ফড়িং খাওয়া জায়েয-	৪৪৫
মুহরিরম হিংস্র জন্তু হত্যা করতে পারে-	৪৪৫
যাবু খাওয়া যায়-	৪৪৫
যাবু শিকার -	৪৪৫
নেকড়ে বাঘ খাওয়া হারাম-	৪৪৫

পৃষ্ঠা বিষয়

৪৪০

৪৪০

৪৪০

৪৪০

৪৪০

৪৪০

৪৪১

৪৪১

৪৪১

৪৪১

পৃষ্ঠা বিষয়

৪৪০

৪৪০

৪৪০

৪৪০

৪৪০

৪৪০

৪৪১

৪৪১

৪৪১

৪৪১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাখি খাওয়া জায়েয-

পৃষ্ঠা

৪৪৫

সপ্তবিংশ অধ্যায়

হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) ওমরা কাযা করেন-	৪৪৫
ওমরায় বাধা পেয়ে কোরবানী করলেন-	৪৪৬
রাসূল (স) মাথা মুড়ানোর পূর্বে পশু কোরবানী দিয়েছেন-	৪৪৬
কোরবানীর পশু না পেলে রোযা রাখবে-	৪৪৬
হজ্জের নিয়তের পর যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হবে সেখানে হালাল হবে-	৪৪৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উমরা কাযা করায় আবার কোরবানী দিতে হবে-	৪৪৬
যায় পূ ভেঙে যায় সে হালাল হয়ে যায়-	৪৪৬
নয় তারিখে সূর্যোদয়ের পূর্বে আরাকায় পৌছলে হজ্জ হয়ে যায়-	৪৪৬

অষ্টবিংশ অধ্যায়

মক্কার হেরেমে হারাম হাওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর সৃষ্টির প্রথমেই মক্কা নগরীকে সম্মানিত করা হয়েছে-	৪৪৬
মক্কা শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করা নিষেধ-	৪৪৭
মক্কা বিজয়ের দিন কা'বার গিলাফে আশ্রয় নিয়েও বাঁচল না-	৪৪৭
মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (স) এহরাম ছাড়া প্রবেশ করেছেন-	৪৪৭
কা'বা ঘরকে ধ্বংস করতে পারবে না-	৪৪৭
এক ছোট নলাবিশিষ্ট ব্যক্তি কা'বা ঘরের ক্ষতি করবে-	৪৪৭
কোনো একটি লোক কা'বা শরীফের পাথর খসাবে-	৪৪৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মূল্য বৃদ্ধির জন্য খাদ্যাশয় ধরে রাখা উচিত নয়-	৪৪৭
মক্কা শরীফকে রাসূল (স) অত্যন্ত ভালবাসতেন-	৪৪৭
মক্কা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ যমীন-	৪৪৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মক্কাতে আল্লাহ পাক হারাম করেছেন-	৪৪৭
মক্কার সম্মান পূর্ণভাবে বজায় রাখলে কল্যাণের সাথে থাকবে	

উনত্রিশতম অধ্যায়

মদীনার হেরেমে হারাম হওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

আইর থেকে সওর পর্যন্ত মদীনাকে হারাম করা হয়েছে-	৪৪৮
মদীনার দু'প্রান্তের স্থান হারাম ঘোষণা করা হয়েছে-	৪৪৮
মদীনায় দু'গুণ কষ্টে ধৈর্যধারণ করলে কিয়ামতে সুখী হবে-	৪৪৮
রাসূল (স) মদীনার জন্য দোয়া করলেন-	৪৪৮
রাসূল (স) মদীনাকে সম্মানিত করেছেন-	৪৪৯
মদীনার গাছ কাটা নিষেধ-	৪৪৯
মদীনা শরীফ সবার জন্য নিরাপত্তার স্থান-	৪৪৯
মদীনা থেকে মহামারী দূর হয়ে গেল-	৪৪৯
মদীনা সবার জন্য উত্তম স্থান-	৪৪৯
মদীনায় হিজরতের আদেশ দিলেন রাসূল (স)-	৪৪৯
মদীনা হল মানুষকে বিতর্ক করার স্থান-	৪৪৯
মদীনা থেকে খারাপ লোক বের হলে কিয়ামত হবে-	৪৫০
মদীনার দরজা ফেরেশতাগণ পাহারা দিচ্ছেন-	৪৫০
মক্কা ও মদীনায় দাজ্জাল প্রবেশ করবে না-	৪৫০
মদীনাবাসীদের সাথে প্রতারণা করা ধ্বংসের কারণ-	৪৫০
মদীনা শরীফকে মহব্বত করা উচিত-	৪৫০
মদীনায় দু'প্রান্ত সম্মানিত স্থান-	৪৫০
ওজু পাহাড় মুসলমানদের ভালবাসে-	৪৫০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হেরেম শরীফে শিকার করা যাবে না-	৪৫০
মদীনাকে হেরেমের মর্যাদা দেয়া হয়েছে-	৪৫০

বিষয়	পৃষ্ঠা
তায়ফের একটি অঞ্চলের গাছ কাটা নিষেধ-	৪৫০
রাসূল (স) মদীনায় ইস্তেকালকারীকে সুপারিশ করবে-	৪৫১
মদীনা ধ্বংস হবে সকল মানুষ মরার পরে-	৪৫১
আল্লাহ পাকের নির্দেশেই মদীনায় হিজরত-	৪৫১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
মদীনায় দাঙ্গাল প্রবেশ করতে পারবে না-	৪৫১
মদীনার বরকতের জন্য দোয়া করলেন-	৪৫১
রাসূল (স)-এর মাজার শরীফে জিয়ারত করা পুণ্যের-	৪৫১
হজ্জের পর মদীনা শরীফ জিয়ারত করতে হয়-	৪৫১
সর্বাপেক্ষা ফযীলত হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া	৪৫১
আকীক উপত্যাকায় দু'রাকাআত নামায এক উমরাহর সমতুল্য-	৪৫১

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ব্যবসা-বাণিজ্যে হারাম-হালাল

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্দেহের বিষয় পরিহার করে চলতে হবে-	৪৫২
তিনটি বিক্রিলাভ অর্থ ঘৃণিত-	৪৫২
নিজের কষ্টার্জিত উপার্জন হালাল-	৪৫২
পাক-পবিত্র বস্তু আল্লাহর পছন্দ-	৪৫২
এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ হারাম হবে-	৪৫২
হারাম সম্পদ দান করা যায় না-	৪৫৩
হারাম সম্পদ দিয়ে গঠিত শরীর দোযখে যাবে-	৪৫৩
তিনটি ব্যবসা করা নিষেধ-	৪৫৩
সুদ গ্রহণ, তিনটি বিক্রয় ও চিত্রকর্ম সম্পর্কে নিষেধ-	৪৫৩
কতিপয় ব্যবসা হারাম-	৪৫৩
চর্বির ব্যবহার করা হারাম-	৪৫৩
বিড়াল বিক্রয়ের মূল্য হারাম-	৪৫৩
সিংগা লাগানোর ব্যবসা হালাল-	৪৫৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্তানের উপার্জন পিতা-মাতারই উপার্জন-	৪৫৩
হারাম সম্পদ দান করা যায় না-	৪৫৩
হারাম সম্পদ দিয়ে গঠিত শরীর দোযখে যাবে-	৪৫৩
মদ বিষয়ে আল্লাহর লানত-	৪৫৪
সিংগা লাগানোর বিনিময় ব্যবহার করা যায় না-	৪৫৪
কুকুর বিক্রি ও গানের উপার্জন অবৈধ-	৪৫৪
মনে যেটা সন্দেহ হয় তা বাদ দেওয়া উচিত-	৪৫৪
ভাল কাজে অন্তর সঠিক থাকবে-	৪৫৪
গোনাহের কাজ থেকে এড়িয়ে চলা উচিত-	৪৫৪
মদ বিষয়ে দশজনের প্রতি লানত-	৪৫৪
গায়িকা ও গান ক্রয়-বিক্রয় করা নিষেধ-	৪৫৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হালাল রোজগার করা ফরয-	৪৫৪
হারাম দ্বারা তৈরি দেহ বেহেশতে যাবে না-	৪৫৫
হারামের দ্বারা ক্রয়কৃত কাপড় পরিধানে থাকলে	
ইবাদত হবে না-	৪৫৫
কোরআন লিখিত মজুরী নেওয়া জায়েয-	৪৫৫
হালাল দ্রব্যের ব্যবসা উত্তম-	৪৫৫
হালাল পথে সম্পদ অর্জন করতেই হবে-	৪৫৫
রোজগারের পথ পরিবর্তন করা উচিত নয়-	৪৫৫
জ্যোতিষীদের উপার্জন হারাম-	৪৫৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিক্রয়ের ব্যাপারে সহনশীলতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাওনাদারের প্রতি সহনশীল থাকতে হবে-	৪৫৫
------------------------------------	-----

বিষয়	পৃষ্ঠা
ব্যবসার মধ্যে খাতকের প্রতি সহানুভূতি থাকলে মুক্তি লাভ হয়-	৪৫৬
অধিক কসম করা উচিত নয়-	৪৫৬
কসম করে মাল বিক্রি করলে বরকত কমে যায়-	৪৫৬
যে ব্যক্তি উপকার করে খোটা দেয় সে দোযখী হবে-	৪৫৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমানতদার ও সভাবাদী ব্যবসায়ীগণ নবী ও	
সিদ্ধিকগণের দলভুক্ত-	৪৫৬
ব্যবসার মধ্যে বেহুদা কথা বলা উচিত নয়-	৪৫৬
উত্তম ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের ময়দানে উচ্চ মর্যাদা পাবে-	৪৫৬

তৃতীয় অধ্যায়

ক্রয়-বিক্রয়ে স্বাধীনতার বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্রয় বিক্রয়ে প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ থাকে-	৪৫৭
ক্রয়-বিক্রয়ের সময় বলতে হয়, (যোকা দেবেন না-	৪৫৭
ক্রেতা যদি বলে গ্রহণ করলাম তবে ক্রয় বিক্রয় সঠিক-	৪৫৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ থাকে-	৪৫৭
ক্রেতা ও বিক্রেতা সন্তুষ্ট হলে কেনা-বেচা শুদ্ধ হবে-	৪৫৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রয় বিক্রয়ে অবকাশ দিতে হয়-	৪৫৭
--------------------------------	-----

চতুর্থ অধ্যায়

সুদ সম্পর্কিত বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিনিময়ে পরিমাণ সঠিক হতে হবে-	৪৫৮
খাদ্য বস্তুর বিনিময় পরিমাণ সমান হতে হবে-	৪৫৮
নগদ লেনদেন না হলে বস্তু সুদী মালে পরিণত হবে-	৪৫৮
যে সুদ খায় এবং যে সুদ দেয় উভয়েই গোনাহগার-	৪৫৮
স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় করতে হয়-	৪৫৮
কিসে সুদ হয় আর কিসে হয় না-	৪৫৮
প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্য সমপরিমাণ বিনিময় করতে হবে-	৪৫৯
একই বস্তু পরিমাপে কম বেশি করা যাবে না-	৪৫৯
গোলামের বিনিময়ে গোলাম ক্রয় করা যায়-	৪৫৯
ওজন কৃত মাল ওজন ছাড়া মালের সাথে বিনিময় করা যায় না-	৪৫৯
স্বর্ণের মালার মধ্যে খাদ থাকলে আলাদাভাবে ধরতে হবে-	৪৫৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এমন সময় আসবে যখন প্রত্যেক লোক সুদ খাবে-	৪৫৯
গমের বিনিময়ে গম ক্রয় করা যায়-	৪৫৯
খিজুরের পরিবর্তে সমপরিমাণ খুর্মা ক্রয় করা যাবে না-	৪৬০
জীবের বিনিময়ে গোশত বিক্রি নিষেধ-	৪৬০
শিকারী জীবের দ্বারা জীব ধরে বিক্রি করা নিষেধ-	৪৬০
যুদ্ধের জন্য উট ধার করা যায়-	৪৬০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মনের মধ্যেও অনেক সময় সুদ হয়ে যায়-	৪৬০
সুদ যে পরিমাণ হোক না কেন তা হারাম-	৪৬০
সুদের সবচেয়ে কম গোনাহ মায়ের সাথে যেনা করা-	৪৬০
সুদের মাধ্যমে সম্পদ বেশি হলেও গরীব থাকবে-	৪৬০
সুদখোরদের পেটে সাপ থাকে-	৪৬০
সুদের সব কারবারের প্রতি রাসূল (স) অভিশাপ দিয়েছেন-	৪৬০
সুদের সন্দেহই হলে তা পরিত্যাগ করতে হবে-	৪৬১
ঋণগ্রহিতার কোন সুযোগ সুবিধা ঋণদাতা নিতে পারবে না-	৪৬১
ঋণদাতা উপটৌকন দিলে সুদের মধ্যে গণ্য হয়-	৪৬১
সুদের এলাকায় বসবাস করা উচিত নয়-	৪৬১

পঞ্চম অধ্যায়
নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়
প্রথম পরিচ্ছেদ

ফল গাছে থাকতে বিক্রি নিষেধ-	৪৬১
শস্য জমিতে থাকা অবস্থায় অনুমাণে বিক্রয় নিষেধ-	৪৬১
অনুমাণে শস্য বিক্রয় নিষেধ-	৪৬২
গাছের খুমার পরিবর্তে নিচের তৈরি খুমার বিনিময় নিষেধ-	৪৬২
পাঁচ আছকের কম হলে বিক্রয় বৈধ-	৪৬২
গাছের ফল খাওয়ার উপযোগী না হলে বিক্রয় নিষেধ-	৪৬২
গাছের ফল লাল হওয়ার পূর্বে বিক্রয় নিষেধ-	৪৬২
গাছের ফল অগ্রিম বিক্রি করা নিষেধ-	৪৬২
গাছের ফল বিক্রি করলে যদি তা নষ্ট হয়ে যায় তবে তা জায়েয নয়-	৪৬২
যেখানে খাদ্য বস্তু ক্রয় কর সেখানে বিক্রয় করা যাবে না-	৪৬২
খাদ্য বস্তু হস্তগত না করে তা বিক্রয় করতে পারবে না-	৪৬২
খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় করা নিষেধ-	৪৬২
বাজারে খাদ্যদ্রব্য পৌছাবার পূর্বে রাজা থেকে ক্রয় করা যাবে না-	৪৬২
রাস্তায় দ্রব্য ক্রয় করে বাজারে এসে বিক্রয় তা ফেরত নিতে পারে-	৪৬৩
রাস্তায় ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নেই-	৪৬৩
একজনে কোন বস্তু দাম করলে অন্যজনের দাম করা উচিত নয়-	৪৬৩
জেদাজেদি করে দাম দত্তর করা জায়েয নেই-	৪৬৩
একজন অপরজন থেকে লাভবান হতে পারে- ক্রয়-বিক্রয়ে সূচী নিয়ম পদ্ধতি মেনে চলতে হবে-	৪৬৩
অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ-	৪৬৩
গাভীর পেটের বাচ্চা বিক্রি করা যাবে না-	৪৬৩
ঘাড় দিয়ে পাল দেওয়ার পর পয়সা নিলে তা হারাম-	৪৬৩
উট দ্বারা পাল দিয়ে তার পয়সা নেয়া হারাম-	৪৬৪
প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি দান করে তার বিনিময় নেওয়া যাবে না-	৪৬৪
ঘাসের মূল্য আদায়ের জন্য প্রয়োজনের বেশি পানি দিতে পারবে না-	৪৬৪
খাদ্য বস্তুর উপরে ভাল ভিতরে খারাপ এমন জায়েয নেই-	৪৬৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
বিক্রিত বস্তুর নির্দিষ্ট পরিমাণ বাদ রেখে বিক্রয় করা যায়-	৪৬৪
আপুুর কাল না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় নিষেধ-	৪৬৪
ধারের বিনিময়ে ধারে বিক্রয় নিষেধ-	৪৬৪
ধারের বিনিময়ে ধারে বিক্রয় নিষেধ-	৪৬৪
জবরদস্তিমূলক ক্রয় বিক্রয় নিষেধ-	৪৬৪
ঘাড়ের দ্বারা পাল দিয়ে সৌজন্যমূলক কিছু নেওয়া যায়- যে বস্তু দখলে নেই তা বিক্রয় করা নিষেধ-	৪৬৪
একই মাল দু'ধরনের বিক্রি নিষেধ-	৪৬৫
দুটি জিনিসের বিক্রয় এক সাথে করা নিষেধ-	৪৬৫
ঋণ এবং ক্রয়-বিক্রয় এক সাথে জায়েয নেই-	৪৬৫
সমমানের বদল করা জায়েয আছে-	৪৬৫
ক্রয় বিক্রয়ের লিখিত দলিল থাকতে হবে নিলাম ডাকে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে-	৪৬৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
দোষী বস্তুর দোষ গোপন রেখে বিক্রি নিষেধ-	৪৬৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	
ক্রয়-বিক্রয়ের বিবিধ মাসআলা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
ক্রীতদাসের মাল বিক্রি করা যাবে-	৪৬৫

শর্তের উপর ক্রয়-বিক্রয় করা যায়-	৪৬৬
গোলামের মূল্য এক সাথে আদায় করে মুক্ত হতে পারে-	৪৬৬
মুক্ত না করে অগ্রিম বিক্রি করা নিষেধ-	৪৬৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
দাসী-গোলাম দিয়ে উপার্জন করা যায়-	৪৬৬
বিক্রেতার কথাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে-	৪৬৭
যে লোক একজন মুসলমানের অনুরোধে ক্রয়-বিক্রয় সাধন করেছে সে পুণ্যের অধিকারী-	৪৬৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
সম্পদ মালিকদের মধ্যে সূচীভাবে বন্টন করতে হবে-	৪৬৭
সপ্তম অধ্যায়	
অগ্রিম বিক্রয় এবং বন্ধক রাখা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
নির্ধারিত মেয়াদে ক্রয়-বিক্রয় করা যায়-	৪৬৭
জিনিস বন্ধক রাখা জায়েয আছে-	৪৬৭
তিন মণ যবের পরিবর্তে রাসূল (স) বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন-	৪৬৭
আরোহণের পত্ত বন্ধক রাখা হলে তার ওপর আরোহণ করা যায়-	৪৬৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
ওজনের ব্যাপারে অনেক জাতি ধ্বংস হয়েছে-	৪৬৮
জিনিস বন্ধক রাখলে মালিক স্বত্বহীন হয় না-	৪৬৮
মক্কা ও মদীনায় স্ব-স্ব স্থানের পরিমাপ গণ্য হবে-	৪৬৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
অগ্রিম ক্রয় বস্তু হস্তগত না করে হস্তান্তর করতে পারবেন না-	৪৬৮
অষ্টম অধ্যায়	
খাদ্য-দ্রব্য মজুদ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
খাদ্য বস্তু গুদামজাত করা যাবে না-	৪৬৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
খাদ্য আমদানীকারক লাভবান হয়-	৪৬৮
খাদ্য দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ-	৪৬৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
অভাব অনটন সৃষ্টির জন্য খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করলে সে দোষী-	৪৬৯
দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য গুদামজাত করলে সে অভিশপ্ত-	৪৬৯
খাদ্যদ্রব্য গুদামজাতকারী খুবই ঘৃণিত ব্যক্তি-	৪৬৯
চল্লিশ দিন খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করলে তা দান করে দিলেও গোনাহ ক্ষমা হবে না-	৪৬৯
নবম অধ্যায়	
দেউলিয়া হওয়া ও ঋণীকে	
অবকাশ দান	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হলে যার মাল হুবহু পাওয়া যাবে তা সেই পাবে-	৪৬৯
ব্যবসায়ে দেউলিয়া হলে ঋণ ক্ষমা করে দিতে হয়-	৪৬৯
ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ ব্যক্তিকে ক্ষমা করতে হয়-	৪৬৯
ঋণী অক্ষম হলে তাকে ক্ষমা করা উচিত-	৪৬৯
ঋণ ক্ষমা করলে কিয়ামতে মর্যাদা পাবে-	৪৭০
ঋণীকে পরিশোধের সময় দিতে হয়-	৪৭০
ধার করলে উত্তমটি পরিশোধ করতে হয়-	৪৭০
পাওনাদারের তাগিদ করার অধিকার আছে-	৪৭০
ঋণ পরিশোধে সক্ষম ব্যক্তির টালবাহনা করা উচিত নয়-	৪৭০
ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে পরিমাণে কমিয়ে দিতে হয়-	৪৭০
ঋণী ব্যক্তির মৃত্যু হলে ওয়ারিশগণ জানাযার পূর্বে ঋণ পরিশোধ করবে-	৪৭০
ঋণ পরিশোধের নিয়ত থাকলে তা হয়ে যায়-	৪৭১
মানুষের ঋণ পরিশোধ না করলে মাফ হবে না-	৪৭১

বিষয়	পৃষ্ঠা
শহীদদেরও ঋণ পরিশোধ করতে হয়-	৪৭১
রাসূল (স) ঋণী ব্যক্তির জানাযা পড়লেন না-	৪৭১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করতে হয়-	৪৭১
ঋণী ব্যক্তির ক্ষমা নেই-	৪৭১
ঋণী ব্যক্তির ঋণের দায়ে আছে, থাকবে-	৪৭১
সক্ষম ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করলে	
তাকে শাস্তি দেওয়া যায়-	৪৭২
ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা না করে জানাযা পড়া উচিত নয়-	৪৭২
যে ঋণ থেকে মুক্ত থাকবে সে বেহেশতী-	৪৭২
ঋণের গোনাহ সব চেয়ে বড় গোনাহ-	৪৭২
আপোস মিমাংসা ইসলামের বৈধ আছে-	৪৭২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) পায়জামা ওজন করে ক্রয় করলেন-	৪৭২
ঋণ পরিশোধের সময় কিছু বেশি দেওয়া উচিত-	৪৭৩
যে ধার দেয় তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয়-	৪৭৩
ঋণ গ্রহিতাকে সময় দিলে পুণ্য হয়-	৪৭৩
ঋণ দাবী করলে তা পরিশোধ করা উচিত-	৪৭৩
ঋণ সম্পর্কে আল্লাহ পাক কঠোর হুঁশিয়ারী	
উচ্চারণ করেছেন-	৪৭৩

দশম অধ্যায় অংশীদারিত্ব ও ওকালত প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর দোয়ার বরকতে প্রচুর সম্পদ লাভ-	৪৭৩
মুহাজিররা আনসারদের বাগানে পরিশ্রম করতেন-	৪৭৪
রাসূল (স)-এর দোয়ায় প্রচুর বরকত নিহিত ছিল-	৪৭৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
ব্যবসায়ের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে নেই-	৪৭৪
আমানতের খেয়ানত করা বড় গোনাহ-	৪৭৪
সত্যায়ন করে মাল দেওয়ার নিয়ম-	৪৭৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
অঙ্গীকারের ওপর বিক্রয় করলে বরকত হয়-	৪৭৪
কোরবানীর পত্তর ব্যবসা করা যায়-	৪৭৪

একাদশ অধ্যায় কারো সম্পদে অন্যায় হস্তক্ষেপ, ধার ও ক্ষতিপূরণ প্রথম পরিচ্ছেদ

জোর করে সম্পদ দখল করা গোনাহের কাজ-	৪৭৪
অন্যের পত্তর দুখ বিনা অনুমতিতে দোহন করা নিষেধ-	৪৭৫
কারও কোন জিনিস ক্ষতি করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়-	৪৭৫
লুণ্ঠন করা শক্ত গোনাহের কাজ-	৪৭৫
চুরি করা গোনাহের কাজ-	৪৭৫
রাসূল (স) অনুসন্ধানের বের হলেন-	৪৭৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
পতিত জমির মালিক তার আবাদকারী-	৪৭৫
কারও প্রতি জুলুম করা বড় অন্যায় কাজ-	৪৭৫
সম্পদ লুট করলে সে মুসলমান নয়-	৪৭৬
জোর করে কিছু নিলে তা ফেরত দিতে হবে-	৪৭৬
কারও কাছে ছবছ তার মাল যাবে তা তারই-	৪৭৬
যে যা গ্রহণ করে সে তার জন্য দায়ী-	৪৭৬
দিনে বাগানওয়ালা বাগান পাহারা দেবে-	৪৭৬
আঙুলে কোন কিছু ক্ষতি হলে তার দণ্ড নেই-	৪৭৬
অনুমতি ছাড়া কোন কিছু খাওয়া জায়েয নেই-	৪৭৬
বাগানে বসে খাওয়া যাবে কিন্তু সাথে করে নেওয়া যাবে না-	৪৭৬
ধারে জিনিস লওয়া যায়-	৪৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
ধারের বস্তু অবশ্যই ফেরত দিতে হবে-	৪৭৬
গাছের নিচে পড়ে থাকা ফল খাওয়া যায়-	৪৭৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
জোর করে সম্পদ দখল করা আল্লাহর আইনের বিরোধী-	৪৭৭
জবর দখল ভূমি কিয়ামতে গলায় বেঁধে দেওয়া হবে-	৪৭৭
জবর দখল জমির মাটি মাথায় করে কিয়ামতে হাজির হবে-	৪৭৭
দ্বাদশ অধ্যায়	
শোফার গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
প্রতিবেশীকে তার মাল রাখার অনুমতি দিতে হবে-	৪৭৭
বাড়ীর পাশে সাত হাত পরিমাণ রাস্তা রাখবে-	৪৭৭
কোন জমি ভাগ হয়ে গেলে আর দেওয়া যাবে না-	৪৭৭
রাসূল (স) অনেক সম্পদ ভাগ করে দিয়েছেন-	৪৭৭
নিকটতম প্রতিবেশীই বেশি হকদার-	৪৭৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
বাড়ী ও জমি বিক্রয় করলে তাতে বরকত নেই-	৪৭৭
প্রতিবেশী তার অংশীদার-	৪৭৮
প্রত্যেক জিনিসের ভাগ আছে-	৪৭৮
যে বড়ই গাছ কাটে আল্লাহ তার মাথা নিচু করে দেন-	৪৭৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
কূপ, নর খেজর গাছে ভাগ নেই-	৪৭৮
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
বাগান ও ভূমি বর্ণা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) খায়বারের জমি ইহুদীদের দান করলেন-	৪৭৮
জমি বর্ণা করা ঠিক নয়-	৪৭৮
জমি বর্ণা দিলে কাউকে ঠকান যাবে না-	৪৭৮
জমি বর্ণা চাষ জায়েয আছে-	৪৭৮
জমি বর্ণা দিলে কৃপণের উপায় হয়-	৪৭৯
জমি থাকলে চাষ করতে হবে-	৪৭৯
লাঙ্গল ও চাষের যন্ত্রপাতি অকল্যাণকর-	৪৭৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
অনুমতি ছাড়া অন্যের জমি চাষ করা যাবে না-	৪৭৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
বর্ণা যে নেবে সে জমির ফসলের অর্ধেক পাবে-	৪৭৯
চতুর্দশ অধ্যায়	
তাড়া ও শ্রম বিক্রয়	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
জমি ইজারা দেওয়া যায়-	৪৭৯
শিঙ্গাদাতার মজুরী হালাল-	৪৭৯
প্রত্যেক নবীই ছাগল চরাতেন-	৪৭৯
স্বাধীন মানুষকে বিক্রয় করা নিষেধ-	৪৮০
সাপে কাটলে সূরা ফাতিহা পড়ে ফুক দিতে হয়-	৪৮০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
সূরা ফাতিহা পড়ে ফুক দেওয়ায় পাগল ভাল হল-	৪৮০
শ্রমিকের পারিশ্রমিক ঘাম শুকাবার আগেই	
পরিশোধ করতে হবে-	৪৮০
যদি কেউ ঘোড়ায় চড়ে এসেও কিছু চায় তবে তাকে দিতে হবে-	৪৮০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
হযরত মুসা (আ) মোহরানার বিনিময়ে মজুরী খেটেছেন-	৪৮০
কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে হাদীয়ার ব্যাপারে ফয়সালা-	৪৮০
পঞ্চদশ অধ্যায়	
সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
অতিরিক্ত পানি নেওয়াতে বাধা দেবে না-	৪৮১

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না-৪৮১

অনাবাদী ভূমি আবাদ করলে তার মালিক আবাদকারী- ৪৮১

চারগভূমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের- ৪৮১

নিজের হক পুরোপুরি আদায় করা যায়- ৪৮১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঘোড়া দৌড় পরিমাণ ভূমি পেলেন- ৪৮১

অনাবাদী বা খাস ভূমির দখলকারই তার মালিক- ৪৮১

রাসূল (স) যুবায়রকে খেজুর বাগান দান করলেন- ৪৮১

রাসূল কর্তৃক হুজরাকে ভূমি দান- ৪৮২

রাসূল (স) কর্তৃক দানকৃত ভূমি ফেরৎ নেওয়া- ৪৮২

তিন জিনিসে সকল মুসলমানের অংশীদার- ৪৮২

খাস ভূমি বা সম্পদ প্রথম যে পাবে তা তার- ৪৮২

পতিত ভূমির মালিক আল্লাহ ও তার রাসূল- ৪৮২

রাসূল কর্তৃক পানি বন্টনের ব্যবস্থা- ৪৮২

সামুরা কর্তৃক রাসূলের নির্দেশ অমান্য- ৪৮২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল কর্তৃক আয়েশাকে উৎসাহিত করা- ৪৮৩

ষোড়শ অধ্যায়

ওয়াকফ বিষয়ক বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত ওমর কর্তৃক অপূর্ব দান- ৪৮৩

জীবনস্থত্ব দান প্রসঙ্গ- ৪৮৩

জীবনস্থত্বদানকারী ওয়ারিসরাই তার মালিক হবে- ৪৮৩

জীবনস্থত্ব দানে উত্তরাধিকার নেই- ৪৮৩

যদি জীবনস্থত্বের মধ্যে উত্তরাধিকারের কথা থাকে- ৪৮৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দান করার একটা বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে- ৪৮৩

ওমরা এবং রুকবা পদ্ধতিতে দান করতে হয়- ৪৮৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে উত্তম রূপে দান করেছে তা তারই- ৪৮৪

সপ্তদশ অধ্যায়

দান, হেবা ও উপহার সম্পর্কিত

আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুগন্ধি দান করলে ফেরত দেবে না- ৪৮৪

দান করে ফেরত নেওয়া যায় না- ৪৮৪

সকল সন্তানকে সমানভাবে দান করতে হয়- ৪৮৪

রাসূল (স) সুগন্ধি দ্রব্য ফিরিয়ে দিতেন না- ৪৮৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দান করে ফেরত নেওয়া জায়েয নেই- ৪৮৪

হেবা করলে তা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না- ৪৮৪

রাসূল (স) একটি উটের পরিবর্তে ছয়টি উট দিলেন- ৪৮৫

দান করলে প্রতিদান করা উচিত- ৪৮৫

ভাল ব্যবহারকারীকে প্রশংসা করতে হয়- ৪৮৫

মানুষের ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত- ৪৮৫

মদীনার আনছারগণ ছিলেন উত্তম সাহায্যদাতা- ৪৮৫

উপহার বিনিময় করা ইসলামের বিধান- ৪৮৫

হাদিয়া অন্তরের কলুষতা দূর করে- ৪৮৫

তিনটি জিনিস ফিরিয়ে দেওয়া যায় না- ৪৮৫

খোশবু বেহেশত থেকে বের হয়- ৪৮৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রত্যেক সন্তানকে সমানভাবে দান করতে হয়- ৪৮৫

প্রথম দেখলে শেষ দেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করা- ৪৮৬

অষ্টাদশ অধ্যায়

হারানো বস্তু প্রাপ্তির বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

হারানো দ্রব্য পেলে এক বছর প্রহর গুণতে হবে- ৪৮৬

হারানো পশু পেলে প্রচার করতে হবে- ৪৮৬

হাজীদের হারানো জিনিস ওঠানো নিষেধ- ৪৮৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গাছের ফল খাওয়া যাবে কিন্তু আঁচল করে নেওয়া যাবে না- ৪৮৬

হারানো বস্তু খাওয়া যায় কিন্তু মালিক আসলে ফিরিয়ে দিতে হয়- ৪৮৭

হারানো জিনিস পেয়ে প্রচার করা অবশ্য কর্তব্য- ৪৮৭

হারানো জিনিস পেলে দুই জন সাক্ষী রাখতে হয়- ৪৮৭

সাধারণ জিনিসের প্রতি কড়াকড়ি কম- ৪৮৭

উনবিংশ অধ্যায়

বষ্টন সম্পর্কীয় বয়ান

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুমিনদের ঋণ রাসূল (স) পরিশোধ করতেন- ৪৮৭

নির্ধারিত ভাগ হকদারদের পৌছে দিবে- ৪৮৭

কাফের মুসলিমের ওয়ারিস হবে না- ৪৮৭

যে গোত্রের মুক্ত ক্রীতদাস সে সেই গোত্রের- ৪৮৭

ভাগিনেয় বংশের একজন- ৪৮৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দু'জন ভিন্ন ধর্মের লোক পরস্পর ওয়ারিস হয় না- ৪৮৮

হত্যাকারী মিরাস থেকে বঞ্চিত হয়- ৪৮৮

দাদী ও নানীর অংশ নির্ধারিত- ৪৮৮

জীবিত সন্তান প্রসব হলে তার জানাযা পড়াতে হবে- ৪৮৮

গোত্রের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তি তাদেরই একজন- ৪৮৮

মুমিন ব্যক্তি রাসূল (স)-এর নিকটতম- ৪৮৮

ত্রীলোক তিনটি মিরাস পেয়ে থাকে- ৪৮৮

যেনার সন্তান ওয়ারিস হবে না- ৪৮৮

ওয়ারিস না থাকলে গ্রামবাসী কোন একজনের প্রাপ্য- ৪৮৮

লা ওয়ারিস ব্যক্তির সম্পদ একজনকে দেওয়া হল- ৪৮৮

যাদের ভাই বোন ওয়ারিস হবে- ৪৮৯

মিরাসের ব্যাপারে আল্লাহ ফয়সালা করলেন- ৪৮৯

সম্পদে কন্যা ও ভগ্ন অর্ধেক পাবে- ৪৮৯

দ্বিতীয় ষষ্ঠাংশ নিয়ামত হিসেবে পেল- ৪৮৯

নানী এবং দাদী মিরাসের অংশ পাবে- ৪৮৯

দাদী ছেলের সাথে থেকেও নাতীর মিরাস পাবে- ৪৮৯

ভাই পুত্র ভাইঝির ওয়ারিস হয় না- ৪৯০

ফারায়য শিক্ষা করা ফরজ- ৪৯০

রাসূল কর্তৃক যাহ্‌হাককে লিখিত নির্দেশ- ৪৯০

তামীমদারী কর্তৃক রাসূল (স) প্রশ্ন- ৪৯০

উত্তরাধিকারী না থাকলে যে কেউ তার সম্পদ পাবে- ৪৯০

যে মালের ওয়ারিস হয় সে ওলার ওয়ারিস হয়- ৪৯০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিরাস ইসলামের নীতি অনুসারেই করতে হবে- ৪৯০

বিংশ অধ্যায়

অসিয়তের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

অসিয়তনামা লিখে রাখা উচিত- ৪৯০

তিন ভাগের এক ভাগ অসিয়ত করা যায়- ৪৯১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিন ভাগের এক ভাগ অসিয়ত করা ইসলামের বিধান- ৪৯১

ওয়ারিসের জন্য অসিয়ত নেই- ৪৯১

অসিয়ত দ্বারা সম্পদের ক্ষতি করলে আল্লাহ বেজার হন- ৪৯১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অসিয়াত করে মৃত্যুবরণ করা ভাল-

৪৯১

মুসলমান ব্যতীত আখিরাতে কোন মূল্য নেই-

৪৯১

মিরাসের অংশ নিয়ে গোলমাল উচিত নয়-

৪৯২

একবিংশ অধ্যায়

বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত বিষয়াবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুবকের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে সে যেন বিয়ে করে-

৪৯২

বিয়ে করা ইসলামের একটি বিধান-

৪৯২

চার কারণে নারীকে বিয়ে করা হয়-

৪৯২

নারী হল দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ-

৪৯২

নারীদের মধ্যে উত্তম নারী কোরাইশী নারী-

৪৯২

নারীরাই পুরুষের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর-

৪৯২

দুনিয়া এবং নারী জাতি সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার আবশ্যিক-

৪৯২

তিনটি বস্তুতে অকল্যাণ রয়েছে-

৪৯২

রাসূল (স) কুমারী মেয়ে বিয়ে করতে বলতেন-

৪৯২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আবশ্যিক-

৪৯৩

দ্বীনদারী ও চরিত্রকে প্রধান্য দিয়ে বিয়ে দিতে হয়-

৪৯৩

অধিক সন্তান প্রসবকারী মহিলাদের বিয়ে করা উচিত-

৪৯৩

কুমারী মেয়ে বিয়ে করা ভাল-

৪৯৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ হল উত্তম বন্ধন-

৪৯৩

স্বাধীন নারী বিয়ে করা উচিত-

৪৯৩

নেককার স্ত্রী একটা বিরাট সম্পদ-

৪৯৩

বিয়ে করলে স্বীনের অর্ধেক পূর্ণ হয়-

৪৯৩

যে বিয়েতে কষ্ট কম তাই উত্তম বিয়ে-

৪৯৩

চারবিংশ অধ্যায়

পাত্র-পাত্রী দেখা ও পর্দার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিবাহিতা নারীর সাথে এক বিছানায় শয়ন করা নিষেধ-

৪৯৪

দেবর নারীর জন্য যমের সমতুল্য-

৪৯৪

স্ত্রীলোকেরা মহারাম ব্যতীত অন্য পুরুষ দেখা হারাম-

৪৯৪

কোন মেয়ের বুকের প্রতি দৃষ্টি পড়লে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হয়-

৪৯৪

নারী শয়তানের রূপে আসে আর শয়তানের রূপে যায়-

৪৯৪

আনছারী মহিলাদের চোখে একটা দোষ ছিল-

৪৯৪

কোন নারীর অপর নারীর সাথে বেশি মাখামাশি করা উচিত নয়-

৪৯৪

এক পুরুষ অন্য পুরুষের গোপনীয় অঙ্গের দিকে

৪৯৪

নজর করবে না-

৪৯৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহের জন্য নারীর জায়েয অঙ্গ ভালভাবে দেখতে নির্দেশ-

৪৯৪

বিয়ে করার পূর্বে ভাল করে দেখা উচিত-

৪৯৫

অন্য স্ত্রীকে দেখে মনসংযোগ হলে স্ত্রীর কাছে যেতে হয়-

৪৯৫

নারীরা বের হলে শয়তান তার পেছনে চলে-

৪৯৫

অন্য নারীকে হঠাৎ একবার দেখা যায়-

৪৯৫

দাসী অন্য বিয়ে করলে তার অঙ্গের দিকে আর

৪৯৫

তাকানো যাবে না-

৪৯৫

মানুষের রাগও একটি আবরণীয় অঙ্গ-

৪৯৫

রাগ প্রকাশ করা উচিত নয়-

৪৯৫

রাগ বের করে রাখা গোনাহ-

৪৯৫

কখনো উলঙ্গ হওয়া জায়েয নেই-

৪৯৫

অঙ্গ থেকেও নারীদের পর্দা করতে হবে-

৪৯৫

আল্লাহ পাককে বেশি লজ্জা করা উচিত-

৪৯৬

কোন নারী এবং পুরুষ একত্র হলে শয়তান তৃতীয় ব্যক্তি হয়-

৪৯৬

যে মহিলার স্বামী ঘরে নেই তার কাছে যাওয়া উচিত নয়-

৪৯৬

দাসের সাথে দেখা দেয়া যায়-

৪৯৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নপুংসক থেকেও পর্দা করতে হবে-

৪৯৬

উলঙ্গ হওয়া কোন ক্রমেই জায়েয নেই-

৪৯৬

লজ্জা স্থানের দিকে নজর করা উচিত নয়-

৪৯৬

হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে অবনত হবে-

৪৯৬

ইচ্ছা করে দৃষ্টিকারীর প্রতি লানত-

৪৯৬

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বিবাহে ওলী ও কনের অনুমতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

অনুমতি ব্যতীত প্রাপ্ত বয়স্ক নারীদের বিয়ে দেওয়া যাবে না-

৪৯৭

বিয়ের সময় অনুমতি নিতে হয়-

৪৯৭

বিয়ে পছন্দ না হলে ভেঙ্গে দেওয়া যায়-

৪৯৭

বালা বিবাহ ইসলামে জায়েয-

৪৯৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওলী ব্যতীত বিবাহ দেওয়া জায়েয নেই-

৪৯৭

ওলী ব্যতীত বিবাহ করলে সে বিবাহ অতর্ক হবে-

৪৯৭

প্রমাণ ব্যতীত বিয়ে হলে মিনাকার বলে সাব্যস্ত হবে-

৪৯৭

প্রাপ্ত বয়স্ক ইয়াতীম বালিকাকে বিয়ের ব্যাপারে

৪৯৭

অনুমতি চাইতে হবে-

৪৯৭

মনিবের অনুমতি ছাড়া কোন দাস বিয়ে করলে সে ব্যক্তিচারী-

৪৯৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিলে তা বাতিল করা যায়-

৪৯৮

একজন নারী অন্য নারীকে বিয়ে দিতে পারে না-

৪৯৮

সন্তান জন্মগ্রহণ করলে উত্তম নাম রাখবে-

৪৯৮

তাওরাত কিভাবে বর্ণিত আছে মেয়ের বার বছর

৪৯৮

পূর্ণ হলে বিয়ে দিতে হবে-

৪৯৮

চতুর্বিংশ অধ্যায়

বিবাহের ঘোষণা, খুতবা ও শর্ত

ইত্যাদি

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বলতেন না আগামীকাল কি হবে-

৪৯৮

আনছাররা আমোদ-প্রমোদ ভালবাসে-

৪৯৮

হযরত তামিম শাককে বেশি ভালবাসতেন-

৪৯৮

লজ্জা স্থান হালাল করার জন্য বিয়ে করতে হবে-

৪৯৮

একজনের বিয়ের প্রস্তাব দিলে সেখানে অন্যের

৪৯৮

প্রস্তাব দেওয়া উচিত নয়-

৪৯৮

কোন নারীর উচিত নয় তার বোনের তালাক চাওয়া-

৪৯৯

শেগার করা ইসলামে নিষেধ-

৪৯৯

মোতা বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন-

৪৯৯

আওতাস যুদ্ধে তিন দিনের জন্য মোতা বিয়ের অনুমতি ছিল-

৪৯৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ছাড়া কোন মানুষ নেই একথা বল বড় প্রশংসা-

৪৯৯

খোতবা দিলে তাতে তাশাহুদ থাকতে হবে-

৪৯৯

যে কোন কাজে আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শুরু করবে-

৫০০

বিবাহ মসজিদে হওয়া এবং তাতে দফ বাজানো উচিত-

৫০০

বিবাহে দফ বাজানো কর্তব্য-

৫০০

বিবাহে গানের আয়োজন থাকা কর্তব্য-

৫০০

আনসারী মহিলাগণ গান পছন্দ করতেন-

৫০০

ওলী ও ব্যবসায়ী সম্পর্কে সাবধানতা-

৫০০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর হালাল জিনিস হারাম করার নিষেধ-

৫০০

মোতা বিবাহ কার্যত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল-

৫০০

প্রথম দিকে বিয়ের সময় গানের অনুমতি ছিল-

৫০০

পঞ্চবিংশ অধ্যায় যাদের সাথে বিবাহ হারাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

একবার কিংবা দুবার দুধ চুষলে হারাম হবে না-	৫০১
কেউ যদি দশবার কোন নারীর দুধ খায় তবে তা হারাম-	৫০১
সবাই দুধ খেলে দুধ ভাই হবে না-	৫০১
দুধ ভাইয়ের বিয়ে হারাম-	৫০১
কোন নারীকে তার খালার সাথে একত্রে বিবাহ করা হারাম-	৫০১
দুধ সম্পর্কের কারণে যা হারাম, রক্ত সম্পর্কে তা হারাম-	৫০১
নারী চাচার সাথে দেখা দিতে পারবে-	৫০১
ভাতিকীকে বিয়ে করা যায় না-	৫০১
যুদ্ধ বন্দীগণ বন্টন হওয়ার পর তাদের সাথে সহবাস বৈধ-	৫০২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফুফু ভাইঝি একসাথে বিবাহ হারাম-	৫০২
মাকে বিয়ে করা সম্পূর্ণ হারাম-	৫০২
দুধ খাওয়ার পর পেটে যেতে হবে তবে হারাম-	৫০২
একটি দাস অথবা দাসী মুক্ত করলে দুধের হক আদায় হবে-	৫০২
দুধ মাতাকে আপন মাতার সম্মান করতে হয়-	৫০২
চারজন স্ত্রী একসাথে বিবাহে রাখা যায়-	৫০২
চারজন স্ত্রী একসাথে রাখা জায়েয আছে-	৫০২
দুই আপন বোন এক সাথে বিবাহে বন্ধনে থাকতে পারবে না-	৫০২
মুসলমানের স্ত্রী মুসলমান হতে হবে-	৫০৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্ত্রীর কন্যাকে বিয়ে করা হারাম-	৫০৩
সং মাকে বিবাহ করা সম্পূর্ণভাবে হারাম-	৫০৩

ষড়বিংশ অধ্যায়

মিলন বা আয়ল সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আয়ল করার ব্যাপারে রাসূল (স)-এর অনুমতি নেই-	৫০৩
স্ত্রী সহবাসে কোন বাধা নিষেধ নেই-	৫০৩
রাসূল (স)-এর আমলে আয়ল করা হত-	৫০৩
আব্বাহ নির্ধারিত যা তা আসবেই-	৫০৩
আব্বাহ যখন ইচ্ছা করেন তখন তা সৃষ্টি করেন-	৫০৪
আয়ল করা উচিত নয়-	৫০৪
আয়ল হল জীবন্ত সন্তান প্রার্থিত রাখা-	৫০৪
স্বামী-স্ত্রীর মিলনের কথা কারও কাছে প্রকাশ করা উচিত নয়-	৫০৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্ত্রীগণ পুরুষের ক্ষেতস্বরূপ-	৫০৪
আব্বাহ যা সত্য তা বলতে লজ্জা করেন না-	৫০৪
স্ত্রীর পিছনের রাস্তায় সহবাস করা হারাম-	৫০৪
স্ত্রীর মলদ্বারে সহবাস করলে আব্বাহ অসন্তুষ্ট হন-	৫০৪
পুরুষের সাথে সহবাস করলে দোষযুক্ত হবে-	৫০৪
আয়ল করা শুণ্ডভাবে সন্তান হত্যা করার সমান-	৫০৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নারীর অনুমতি নিয়ে আয়ল করতে পারে-	৫০৪
------------------------------------	-----

সপ্তবিংশ অধ্যায়

দাসত্ব থেকে মুক্তি ও বিচ্ছেদ

সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বান্দারকে স্বামীর কাছে ফিরে যেতে-	৫০৫
স্বাধীন মহিলা দাসদের সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে পারে-	৫০৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্ত্রীর আগে স্বামীর স্বাধীন হতে হবে-	৫০৫
স্বাধীন স্ত্রীর ইচ্ছায় বিবাহ ছিন্ন করতে পারে-	৫০৫

অষ্টবিংশ অধ্যায় বিবাহের মোহরানার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআনের বদলে বিবাহ জায়েয আছে-	৫০৫
রাসূল (স)-এর স্ত্রীদের মোহর ছিল পাঁচশত দেহরাম-	৫০৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নারীদের মোহর বৃদ্ধি করা উচিত নয়-	৫০৬
এক অঞ্জলি ছাত্ত হলেও মহার আদায় করতে হবে-	৫০৬
এক জোড়া চপ্পলের বিনিময়ে বিয়ে হল-	৫০৬
পরিবারের অন্যান্য মহিলাদের মত মোহর ধার্য করতে হয়-	৫০৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা (রা)-এর মোহর ছিল চার হাজার দেহরাম-	৫০৬
ইসলাম গ্রহণের ভিত্তিতে মোহর ধার্য করা যায়-	৫০৬

উনত্রিশতম অধ্যায় বিবাহের ওলীমা

প্রথম পরিচ্ছেদ

একটি খেজুর পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে মোহর আদায় হয়-	৫০৬
রাসূল (স) একটি ভেড়া দিয়ে ওলীমা করলেন-	৫০৭
যয়নব (রা)-এর বিয়ের ওলীমা গোশত রুটি ছিল-	৫০৭
মুক্তিপণকে মোহর ধার্য করলেন-	৫০৭
খেজুর ও পনির দিয়ে ওলীমা করা হয়েছিল-	৫০৭
দুই মুদ যব দিয়ে ওলীমা করা হয়েছিল-	৫০৭
বিবাহের দাওয়াত কবুল করতে হয়-	৫০৭
বিবাহের দাওয়াতে যোগদান করে ইচ্ছা করলে যেতে পারে-	৫০৭
সবচেয়ে মন্দ খানা হচ্ছে যেখানে গরীব নেই-	৫০৭
বিনা দাওয়াতে খাওয়া জায়েয নেই-	৫০৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অল্প হলেও ওলীমা করতে হয়-	৫০৭
নকশা করা ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়-	৫০৮
নিমন্ত্রিত হয়ে যাওয়া উচিত-	৫০৮
নিকটতম প্রতিবেশীই প্রথমে গ্রহণযোগ্য-	৫০৮
বিয়ের তৃতীয় দিনের খানা নাম প্রকাশের জন্য-	৫০৮
নাম প্রকাশের খানা খাওয়া উচিত নয়-	৫০৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিযোগিতা মূলক খানা খাওয়া উচিত নয়-	৫০৮
ফাসেকদের দাওয়াত কবুল করা যাবে না-	৫০৮
মুসলমানের বাড়ীতে গেলে খানা খাওয়া উচিত-	৫০৮

ত্রিশতম অধ্যায়

স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্ত্রীদের সাথে সমতা রক্ষা করতে হয়-	৫০৮
হযরত সাওলা (রা) তাঁর পাল্লা হযরত আয়েশা (রা)-কে দেন-	৫০৯
ইত্তেকালের পূর্বে রাসূল (স) হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে ছিলেন-	৫০৯
সকলে যাওয়ার পূর্বে স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করা যায়-	৫০৯
কুমারী নারী বিবাহ করলে একাধারে তিন দিন তার ঘরে থাকবে-	৫০৯
অবিবাহিতার জন্য সাত রাত নির্ধারিত করা হয়েছে-	৫০৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় ির করতেন-	৫০৯
স্ত্রীদের সাথে ন্যায় বিচার না করলে কিয়ামতে অর্থাৎ হয়ে উঠবে-	৫০৯
সর্বশেষ মৃত্যুবরণ করেন হযরত সাফিয়া (রা)-	৫০৯

একত্রিশতম অধ্যায়
স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা
প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণা খেলা দেখেছেন- ৫১০
হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর প্রতি
নাখোশ হলে বলতেন ইব্রাহীমের খোদা- ৫১০
নারীদেরকে পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে- ৫১০
নারী কখনো সোজা হয় না বাঁকাই থাকে- ৫১০
কোন মুমিন অন্য মুমিনকে শত্রু ভাবে না- ৫১০
হযরত হাওয়া (আ) না হলে নারীরা স্বামীর ক্ষতি করত না- ৫১০
নিজের স্ত্রীকে দাসীর মত মারধর করা উচিত নয়- ৫১০
হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর ঘরে
এসেও পুতুল খেলতেন- ৫১০
স্ত্রীকে স্বামী বিছানায় ডাকলে যেতে হবে- ৫১১
না পেয়ে বললে দ্বিগুণ মিথ্যুক হবে- ৫১১
রাসূল (স) স্ত্রীদের থেকে একমাস পৃথক ছিলেন- ৫১১
নবী (স)-এর স্ত্রীগণ খোরপোশ দাবী করেছেন- ৫১১
আল্লাহ পাক তাঁর রাসূল (স)-এর ইচ্ছা পূরণ করেছেন- ৫১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর সাথে আয়েশা (রা) দৌড়
প্রতিযোগিতা করেছিলেন- ৫১২
নিজ পরিবারের প্রতিটি ভাল লোকই সবচেয়ে ভাল- ৫১২
স্ত্রীলোকের বেহেশতে গমন সবচেয়ে সহজ- ৫১২
স্ত্রী স্বামীকে সবচেয়ে বেশি সম্মান করবে- ৫১২
স্ত্রী যদি তার স্বামী সন্তুষ্ট রেখে যায় সে বেহেশতী- ৫১২
স্বামীর প্রয়োজনে ডাকলে স্ত্রীর আসতে হবে- ৫১২
স্বামীকে স্ত্রীর কষ্ট দেওয়া উচিত নয়- ৫১২
নিজে যা খাবে স্ত্রীকে তা খাওয়াবে- ৫১২
স্ত্রীকে বুঝিয়ে রাখতে হবে- ৫১২
উত্তম ব্যবহারকারী ব্যক্তিই উত্তম মুমিন- ৫১৩
যার ব্যবহার ভাল সেই উত্তম- ৫১৩
হযরত আয়েশা (রা) পুতুল দিয়ে খেলতেন- ৫১৩
নারীদের অনর্থক মারধর করতে নিষেধ করা হয়েছে- ৫১৩
কোন নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে উসকে দেওয়া নিষেধ- ৫১৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা রাখা যাবে না- ৫১৩
আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা হারাম- ৫১৪
তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না- ৫১৪
যে স্ত্রীর চেহারা দেখলে স্বামীর মন জুড়ায় সে স্ত্রীই ভাল- ৫১৪
কৃতজ্ঞ অন্তর আল্লাহর কাছে প্রিয়- ৫১৪
মানুষকে সিজদা করা হারাম- ৫১৪
স্ত্রীকে মারধরের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে না- ৫১৪

সপ্তম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ক্রীতদাস মুক্তির সওয়াব

প্রথম পরিচ্ছেদ

দাসকে মুক্ত করলে দোষখ থেকে অব্যাহতি পাবে- ৫১৫
আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও জিহাদ করা সবচেয়ে উত্তম কাজ- ৫১৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে মসজিদ তৈরি করল সে বেহেশতে ঘর তৈরি করল- ৫১৫
প্রাণী ও গোলাম মস্ককারী বেহেশত পাবে- ৫১৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দাসত্ব মুক্তি দেওয়ার সুপারিশ করতে হয়- ৫১৬
হত্যার পূর্ববর্তে গোলাম আযাদ করলে মুক্তি- ৫১৬

দ্বিতীয় অধ্যায়
অসুহ দাসমুক্ত ও আত্মীয় ক্রয়
প্রথম পরিচ্ছেদ

এক ব্যক্তি ছয়জন ক্রীতদাস মুক্ত করলেন- ৫১৬
যৌথ মালিকানার দাস একজনে মূল্য পরিশোধ করতে পারে- ৫১৬
ক্রীতদাসের অংশ ছেড়ে দিলে মুক্ত- ৫১৬
পিতা যদি দাসত্বে থাকে সন্তান মুক্ত করতে পারে- ৫১৭
একটি দাসের মূল্য আটশত দেবহাম- ৫১৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রয় সূত্রে কোন মাহরামের মালিক হলে সে মুক্ত- ৫১৭
মালিকের মৃত্যুতে দাসী মুক্ত হন- ৫১৭
দাসী ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে- ৫১৭
গোলামের কাছে নিজের সম্পদ থাকলে সে পাবে- ৫১৭
গোলামের অংশ হিসাবে মুক্ত হয় না- ৫১৭
একজন দাসকে স্বাধীন করার পরেও রাসূল (স)-এর কাছে রইল- ৫১৭
দশ উকিয়া বাকী থাকলেও ক্রীতদাস মুক্ত হবে না- ৫১৮
ক্রীতদাস মুক্তির পরিমাণে সম্পদের মালিক হয়- ৫১৮
এক দেবহাম বাকী থাকলেও সে আজাদ নয়- ৫১৮
গোলামকে মুক্ত করার মত অর্থ থাকলে পর্দা করতে হবে- ৫১৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত আয়েশা (রা) অনেক গোলাম আযাদ করেছেন- ৫১৮
ক্রীতদাস ক্রয়ের সময় তার সম্পদের লাভের কথা বলতে হয়- ৫১৮
মাতার পক্ষ থেকে সন্তান গোলাম আযাদ করতে পারে- ৫১৮

তৃতীয় অধ্যায়

শপথ ও মান্নাত পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

অন্তর পরিবর্তনকারী প্রভুর শপথ করতে হয়- ৫১৯
বাপ-দাদার নামে শপথ করা জায়েয নেই- ৫১৯
প্রতিমার নামে শপথ করা হারাম- ৫১৯
সব্বীকে জম্মার আহ্বান করলে সদকা দিতে হয়- ৫১৯
সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা জায়েয নেই- ৫১৯
কসমের বিপরীত করলে কাফফারা আদায় করতে হয়- ৫১৯
নেতৃত্ব চেয়ে নিলে সে অযোগ্য বলে বিবেচিত- ৫১৯
শপথ করার পর ভঙ্গ করলে কাফফারা দিতে হয়- ৫২০
কসমের কাফফারা আদায় করতে হয়- ৫২০
সততা প্রমাণের জন্য শপথ করতে হয়- ৫২০
শপথকারী উদ্দেশ্যের উপর প্রযোজ্য হবে- ৫২০
অনর্থক কসমের জন্য আল্লাহ প্রশ্ন করবেন না- ৫২০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিশ্চিত না হয়ে আল্লাহর নামে শপথ করা উচিত নয়- ৫২০
গায়কুলাহর নামে শপথ করলে শেরেক করা হয়- ৫২০
আমানত শব্দের দ্বারা শপথ করা জায়েয নেই- ৫২০
আমি ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন একথা বলা উচিত নয়- ৫২০
শপথ করা যায় যে শপথ সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ- ৫২০
শপথ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়- ৫২০
কসম করে ইনশাআল্লাহ বললে বিপরীত কাজ
করলেও গোনাহগার হবে না- ৫২১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রয়োজনে কসম ভঙ্গ করলে কাফফারা আদায় করতে হয়- ৫২১

চতুর্থ অধ্যায়

মান্নত করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মান্নত তকদীর পরিবর্তন করে না- ৫২১
আল্লাহর আনুগত্য করার মান্নত করলে তা অবশ্যই করতে হবে- ৫২১
গুনাহের কাজের মান্নত পূরা করবে না- ৫২১

বিষয়	পৃষ্ঠা
মানুতেরও কাফফারা দিতে হয়-	৫২১
অনর্থক কসম ভঙ্গ করা যায়-	৫২১
যে মানুত কষ্ট হয় আল্লাহ তা পছন্দ করেন না-	৫২২
শিতা-মাতার মানুত সন্তান আদায় করতে পারে-	৫২২
সমস্ত সম্পদ সদকা করা উচিত নয়-	৫২২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুনাহের কাজে মানুত করবে না-	৫২২
অনির্দিষ্ট জিনিসের মানুত করলে কাফফারা দিতে হবে-	৫২২
আল্লাহর নাক্ষরমানীর কাজে মানুত করবে না-	৫২২
রাবুল (স) মানুত পুরো করার আদেশ দিলেন-	৫২২
এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ সদকা করা যায়-	৫২৩
শপথ ভঙের নির্দেশ দিলেন-	৫২৩
পায়ে হেঁটে হজ্জ করার শপথের কাফফারা দিতে হল-	৫২৩
একজন মানুত করল খালি পায়ে এবং খোলা মাথায় হজ্জ করবে-	৫২৩
আত্মীয়তা বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে কসম পুরো করবে না-	৫২৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নেক কাজের মানুত আল্লাহর ওয়াস্তে হয়-	৫২৩
মানুতের কাফফারা একটি দুধা কোরবানী দেওয়া-	৫২৪

পঞ্চম অধ্যায়

কেসাস পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিয়ামতের দিন রক্তপাতের বিচার আগে হবে-	৫২৪
মুসলমানকে হত্যার বিধান নেই-	৫২৪
তিনটি কালে রক্ত হালাল নয়-	৫২৪
মুমিন তার ঘিনের ব্যাপারে প্রশান্ত থাকে-	৫২৪
কালেমা পড়ার পর হত্যা করা যাবে না-	৫২৫
কোন মুজাহিদকে হত্যা করলে দোষী-	৫২৫
আত্মহত্যা করা মহাপাপ-	৫২৫
ফাঁসিতে আত্মহত্যা করলে দোষে তাই করবে-	৫২৫
মানুষ আত্মহত্যা করলে জাহান্নামী হবে-	৫২৫
স্বৈচ্ছায় নষ্ট করলে আল্লাহ পূরণ করেন না-	৫২৫
রক্তমূল্য পরিশোধ করাই ইসলামের বিধান-	৫২৬
যে পরিমাণ অপরাধ করবে শাস্তি সে পরিমাণ দিতে হবে-	৫২৬
দাঁতের পরিবর্তে দাঁত ভেঙে ফেলার আদেশ দিলেন-	৫২৬
কিতাব বোঝার জ্ঞান আল্লাহ পাক দান করেন-	৫২৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলমানকে হত্যা করা জঘন্য কাজ-	৫২৬
সকলে মিলে যদি একজন মুমিনকে হত্যা করে তবে সবাই দোষী-	৫২৬
নিহত ব্যক্তি হত্যার কপালের চুল ধরবে-	৫২৭
হত্যা সম্পর্কে হযরত উসমানের জিজ্ঞাসা-	৫২৭
অন্যায়ভাবে হত্যা করলে সে দোষী-	৫২৭
মুশরিক অবস্থায় মারা গেলে তার গোনাহ ক্ষমা হবে না-	৫২৭
সন্তানকে হত্যা করলে পিতার কাছ থেকে কেসাস নেবে না-	৫২৭
সন্তানের অপরাধ পিতার ওপর পড়ে-	৫২৭
পুত্র হতে পিতার কেসাস নেওয়া যায়-	৫২৭
যে কোন হত্যার পরিবর্তে হত্যা করাই ইসলামের বিধান-	৫২৭
নিহত ব্যক্তির রক্ত মূল্য বাবদ একশত উট দিতে হবে-	৫২৮
অমুসলিমদের মোকাবিলায় সকল মুসলমান এক অভিন্ন-	৫২৮
খুনের পরিবর্তে তিনটির যে কোন একটি নিতে পারবে-	৫২৮
স্বৈচ্ছায় হত্যা করলে কেসাস ওয়াজিব হয়-	৫২৮
রক্তমূল্য গ্রহণ করার পর হত্যা করলে তার কাছে থেকে কেসাস নেবে-	৫২৮
আহতকারীকে ক্ষমা করলে আল্লাহ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন-	৫২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
একজন লোককে যে কয়জনে হত্যা করবে সবই দোষী-	৫২৮
একজনকে দুজনে হত্যা করলে যে মূলত হত্যা করেছে সেই হত্যার যোগ্য-	৫২৯
নিহত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন হত্যাকারীকে ধরবে-	৫২৯
হত্যাকারীর ব্যাপারে সহায়তা করা জায়েয নেই-	৫২৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

হত্যার বিনিময় সংক্রান্ত বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কশিঠা ও বুদ্ধাঙ্গুলী সমান-	৫২৯
গর্ভস্থ জ্ঞান হত্যা করলে ক্রীতদাস মুক্ত করতে হয়-	৫২৯
জ্ঞান হত্যাকারীকে একটি ক্রীতদাস আজাদ করতে হবে-	৫২৯
জ্ঞান হত্যাকারীর দিয়ত মূল্য একটি দাস মুক্ত করা-	৫২৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হত্যার দিয়ত একশত উট দিতে হবে-	৫৩০
নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ ক্ষমা করতে পারে-	৫৩০
প্রতিটি দাঁতের জন্য পাঁচটি উট দিয়ত দিতে হবে-	৫৩০
উভয় হাতের পায়ের আঙ্গুলীর দিয়ত সমান-	৫৩০
দিয়তের ব্যাপারে সমস্ত দাঁতই সমান-	৫৩০
পশুর যাকাত এক জায়গায় বসে উসুল করা জায়েয নেই-	৫৩০
ভুলবশত হত্যার দিয়ত মূল্য একশত উট-	৫৩১
দিয়ত মূল্য হযরত ওমর পরিবর্তন করেননি-	৫৩১
দিয়তের পরিমাণ বার হাজার দিরহাম-	৫৩১
হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির সম্পদের মালিক হবে না-	৫৩১
দিয়ত পরিশোধ করলে তাকে হত্যা করা যাবে না-	৫৩১
চোখ নষ্ট হওয়ায় এক-চতুর্থাংশ ধার্য করলেন-	৫৩১
গর্ভস্থ জ্ঞান হত্যা করলে একটি ঘোড়া ক্ষতিপূরণ দেবে-	৫৩১
অন্যভাবে ডাক্তারের হাতে রোগী মারা গেলে ডাক্তার দোষী হবে-	৫৩২
অনেক সময় বিচারে কিছু ছাড় দিতে হয়-	৫৩২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তিন প্রকারের উট দিয়ে দিয়ত পরিশোধ করতে হয়-	৫৩২
তিন ধরনের উট দিয়ে মূল্য পরিশোধ করতে হয়-	৫৩২
জ্ঞান হত্যার কারণে অবশ্য দিয়ত স্বরূপ একটি দাসী মুক্ত করতে হবে-	৫৩২

সপ্তম অধ্যায়

যে সমস্ত অপরাধ ক্ষতিপূরণ

দিতে হয় না

প্রথম পরিচ্ছেদ

পশুর আঘাতে কোন ক্ষতিপূরণ নেই-	৫৩২
ঝগড়া করে দাঁত পড়লে দিয়ত মূল্য নেই-	৫৩২
নিজের মাল সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলে শহীদ-	৫৩৩
সম্পদ লুণ্ঠনকারীকে হত্যা করলে শহীদ হবে-	৫৩৩
অন্যের ঘরে উঁকি দেওয়া জায়েয নেই-	৫৩৩
দরজার ছিদ্রে উঁকি দিলে চোখ ফুটো করে দেওয়া যায়-	৫৩৩
কাঁকর নিক্ষেপ করা উচিত নয়-	৫৩৩
বাজারে ভীত নিয়ে গমন করলে ভীতের আগা ধরে রাখবে-	৫৩৩
অস্ত্রের দ্বারা কারও প্রতি ইশারা করা উচিত নয়-	৫৩৩
লোহার অস্ত্র দিয়ে ইশারা করা উচিত নয়-	৫৩৩
অস্ত্রধারণকারী আমাদের দলভুক্ত নয়-	৫৩৩
যে মুসলমানদের ওপর তলোয়ার উত্তোলন করল সে মুসলমান নয়-	৫৩৪
সরকারী খাজনার ব্যাপারে সহনশীল হতে হবে-	৫৩৪
অচিরেই একদল অত্যাচারী লোক দেখবে-	৫৩৪
দু'প্রকারের লোক জাহান্নামী হবে-	৫৩৪
মুখে মারধর করা উচিত নয়-	৫৩৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অনুমতি নেয়ার পূর্বে ঘরের পর্দা সরান উচিত নয়-
তলোয়ার খাণের মধ্যে রাখতে হয়-
ফিতা দু'আঙ্গুল দিয়ে চেঁচা উচিত নয়-
বীনের ব্যাপারে নিহত হলে শহীদ হবে-
জাহান্নামের দরজা সাটটি-

৫৩৪
৫৩৪
৫৩৪
৫৩৫
৫৩৫

অষ্টম অধ্যায়

শপথবিষয়ক বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপযুক্ত সাক্ষী ব্যতীত হত্যার বিচার করা যাবে না-
সাক্ষী ব্যতীত হত্যার বিচার করা যাবে না-

৫৩৫
৫৩৫

নবম অধ্যায়

ধর্মত্যাগী এবং বিশৃঙ্খলা
সৃষ্টিকারীদেরকে হত্যা করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ব্যতীত আশ্রয়ের শাস্তি কেউ দিতে পারে না-
আশ্রন দিয়ে শাস্তি দেওয়া নিষেধ-
এক ধরনের যুবক হবে যারা ধর্মের কথা বলবে
মূলত তারা ঈমানদার নয়-
একটি দল হবে সত্যের অধিক নিকটবর্তী-
কাফেররা পরস্পরে কাটাকাটি করবে-
দু মুসলমানে একে অপরের উপর অস্ত্র
উত্তোলন করলে উভয়ে জাহান্নামী-
চুরি করার অপরাধে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হল-

৫৩৬
৫৩৬
৫৩৬
৫৩৬
৫৩৬
৫৩৬
৫৩৬
৫৩৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মানুষের অস্ত্র কেটে বিকলাঙ্গ করা জায়েয নেই-
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ আশ্রন দিয়ে শাস্তি দিতে পারে না-
রাসূল (স) বলেছেন অচিরেই উম্মতের মধ্য
মত বিরোধ দেখা দেবে-
আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারীকে হত্যা করার হুকুম-
একজন মুসলমানকে অনর্থক ভয় দেখান জায়েয নেই-
খোরাঙ্গী জমি ক্রয় করা জায়েয নেই-
কাফেরদের অবস্থানে মুসলমানদের থাকা ঠিক নয়-
ঈমানদার লোক অনেক অন্যায় কাজ থেকে নিরাপদ থাকে-
শিরক করলে হত্যা করা জায়েয-
এক মহিলার রক্তমূল্য ক্ষমা করা হল-
জাদুকরকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করতে হয়-

৫৩৭
৫৩৭
৫৩৭
৫৩৭
৫৩৭
৫৩৭
৫৩৭
৫৩৭
৫৩৭
৫৩৭
৫৩৭
৫৩৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রদোষীকে হত্যা করা জায়েয আছে-
শেষ যমানার লোকেরা কোরআন পড়বে গলধঃকরণ হবে না-
কিছু সংখ্যক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে-

৫৩৮
৫৩৮
৫৩৮

দশম অধ্যায়

দশবিধি পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

যিনার শাস্তি পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা-
অবিবাহিত ব্যক্তি যিনা করলে একশত চাবুক মারতে হবে-
বিয়ের পর যিনা করলে রজম কার্যকর করতে হবে-
যুবক-যুবতী যিনা করলে একশ বেআযাত করতে হবে-
তাওরাত কিতাবে রজমের নির্দেশ দেওয়া আছে-
যিনা করার শাস্তি রজম করে হত্যা করা-
ময়েজ ইবনে মালেকের প্রতি মহানবীর হুকুম-
যিনার পর এক লোককে শাস্তি দেওয়া হল-
দাসী যিনা করলে চাবুক মারতে হবে-
দাস-দাসীদের ওপর শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে-

৫৩৯
৫৩৯
৫৩৯
৫৩৯
৫৩৯
৫৪০
৫৪০
৫৪০
৫৪১
৫৪১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যদি কেউ শান্তির ভয়ে পালাতে চায় তখন তাকে
যেতে দেওয়া উচিত-
দাসীর সাথে যিনা করলে রজম করতে হবে-
যিনার কথা স্বীকার করলে রজম করতে হবে-
হদের বিচার প্রার্থী হলে বিচার করা ওয়াজিব-
হত ব্যতীত সাধারণ ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করতে হয়-
মুসলমানদের ওপর যথাসাধ্য হদ মওকুফ রাখার নির্দেশ-
কোন মহিলাকে জোর করে যিনা করলে হদ মাফ হয়-
জোর করে যিনা করলে মহিলার হদ মাফ-
এক ব্যক্তিকে রাসূল (স) দোররা মারতে আদেশ দিলেন-
একশত ছড়া বিশিষ্ট খেজুরের ডাল দিয়ে আঘাত করা-
লাওয়াতাত করলে উভয়কে হত্যা করতে হবে-
জানোয়ারের সাথে কুকর্ম করলে জানোয়ার মেরে ফেলতে হয়-
রাসূল কর্তৃক লেওয়াতাতের ভয় বেশি-
অবিবাহিত যুবক যিনা করলে একশত চাবুক-
মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি দেওয়া হয়-

৫৪১
৫৪২
৫৪২
৫৪২
৫৪২
৫৪২
৫৪২
৫৪২
৫৪৩
৫৪৩
৫৪৩
৫৪৩
৫৪৩
৫৪৩
৫৪৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গোলামকে চাবুক মারা হল যিনার কারণে-
হদ কার্যকরের সময় পালাতে চাইলে যেতে দেওয়া উচিত-
ব্যভিচার দুর্ভিক্ষের প্রধানতম কারণ-
লেওয়াতাতকারী আল্লাহর অভিশপ্ত-
পিছনের রাস্তায় সঙ্গম করে রহমত থেকে বঞ্চিত-
জানোয়ারের সাথে কুকর্ম করলে শরীয়তে তার হদ নেই-
আত্মীয়দের ওপর হদ কায়েম করতে হবে-
আল্লাহর নির্ধারিত হদ কায়েম করার ফযিলত-

৫৪৩
৫৪৩
৫৪৪
৫৪৪
৫৪৪
৫৪৪
৫৪৪
৫৪৪

একাদশ অধ্যায়

চোরের হাত কাটার বিধান

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফলের স্থপ থেকে চুরি করলে হাত কাটা যাবে-
পাহাড়ে বিচরণশীল জানোয়ার চুরি করলে হাত কাটা যাবে না-
ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না-
আত্মসাৎকারীর হাত কাটা যাবে না-
দীনারের এক-চতুর্থাংশ চুরি করলে হাত কাটা যাবে না-
একটি ঢাল চুরির অপরাধে হাত কাটার হুকুম-
একটা ডিম চুরি করলেও হাত কাটা যাবে-
গাছের ফল চুরির দায়ে হাত কাটা যাবে না-
যুদ্ধ অভিযানে থাকা অবস্থায় চোরের হাত কাটা যাবে না-
প্রথমে চোরের ডান হাতের কজি পর্যন্ত কাটতে হয়-
চোরের ডান হাত প্রথমে কাটতে হয়-
চোরের গলায় কতিত হাত ঝুলিয়ে দেয়া হল-
গোলাম চুরি করলে তাকে বিক্রয় করার হুকুম আছে-

৫৪৫
৫৪৫
৫৪৫
৫৪৫
৫৪৫
৫৪৫
৫৪৫
৫৪৫
৫৪৬
৫৪৬
৫৪৬
৫৪৬
৫৪৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চোরের প্রতি বদান্যতা দেখান উচিত নয়-
গোলাম চুরি করলে হাত কাটা যাবে না-
কাফন চোরের হাত কাটা যাবে-

৫৪৬
৫৪৬
৫৪৬

দ্বাদশ অধ্যায়

দশবিধির ব্যাপারে সুপারিশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর দরবারে দশবিধির ব্যাপারে সুপারিশ নেই-

৫৪৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দশবিধির ব্যাপারে সুপারিশ করা-
চুরি প্রমাণিত হলে হাত কাটতে হবে-

৫৪৭
৫৪৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়
মদ্যপানের শাস্তির বিধান
প্রথম পরিচ্ছেদ

মদপানকারীর জন্য শাস্তির বিধান আছে- ৫৪৭
হযরত ওমর (রা) মদ্যপানকারীকে
চল্লিশ চাবুক মেরেছিলেন- ৫৪৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে মদপান করে তাকে দোররা মারতে হবে- ৫৪৮
রাসূল (স) মদপানকারীকে মারধর করার নির্দেশ দিলেন- ৫৪৮
মদ খেলে তাকে পেটানোর নির্দেশ- ৫৪৮
মাতলমি করার কেসাস জারি হয়নি- ৫৪৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মদপানের হদ নির্ধারিত হয়নি- ৫৪৯
মদপানকারীকে আশি দোররা মারতে হবে- ৫৪৯

চতুর্দশ অধ্যায়

সাজাপ্রাপ্তদের বদ দোয়া না করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সব অপরাধীকে অভিশাপ দেওয়া উচিত নয়- ৫৪৯
মদপানকারীকে মারধর করা যায়- ৫৪৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যিনার শাস্তি পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা- ৫৪৯
হদ কার্যকর করলে পাণ মুক্ত হয়- ৫৫০
দুনিয়ার হদ কার্যকর করলে আখেরাতে শাস্তি হবে না- ৫৫০

পঞ্চদশ অধ্যায়

সতর্কতামূলক শাস্তি প্রদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি ব্যতীত অন্যান্য শাস্তি দশ চাবুক- ৫৫০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুখমণ্ডলে মারধর করা উচিত নয়- ৫৫০
কোন মুসলমানকে ইহুদী বললে বিশ চাবুক মারতে হবে- ৫৫০
আল্লাহর সাথে খেয়ানত করলে মারধর করা যায়- ৫৫০

ষোড়শ অধ্যায়

মদ্যপায়ীর প্রতি ভীতিপ্রদর্শনের

শুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

নারীষ প্রতৃত করা জায়েয নেই- ৫৫১
মদ সিরকা হিসেবে ব্যবহৃত হবে না- ৫৫১
মদ ঔষধ নয় নেশা উৎপাদনকারী বস্তু- ৫৫১
খেজুর আশুর থেকে মদ উৎপন্ন হয়- ৫৫১
পাঁচ প্রকারে জিনিস দিয়ে মদ তৈরি হয়- ৫৫১
মদপান হারাম ঘোষিত হয়েছে- ৫৫১
বিতআ এক প্রকার মদ জাতীয় পানীয়- ৫৫১
প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী জিনিসই মদ- ৫৫১
নেশা সৃষ্টিকারী কোন কিছুই পান করা উচিত নয়- ৫৫১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন মদপান করলে চল্লিশ দিন নামায কবুল হবে না- ৫৫২
যে জিনিস বেশি পান করলে নেশা হয় তা হারাম- ৫৫২
প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস হারাম- ৫৫২
খেজুর কিশমিশ থেকে মদ তৈরি হয়- ৫৫২
মদ এতিমের সম্পদ হলেও তা চেলে ফেলতে হবে- ৫৫২
মদের পাত্রও ভেঙে ফেলার নির্দেশ আছে- ৫৫২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জ্ঞান-বুদ্ধি বিলোপকারী জিনিস ব্যবহার নিষেধ- ৫৫২
কোন অবস্থায়ই মদ পান করা যাবে না- ৫৫২
মদ, জুয়া কুবা ও গোবায়রা প্রভৃতি নিষেধ- ৫৫২

খোটাদানকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না- ৫৫৩

মদপান করলে দোষে পুঁজ পান করান হবে- ৫৫৩

দাইউস ব্যক্তি বেহেশতে যেতে পারবে না- ৫৫৩

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে যাবে না- ৫৫৩

মদ পান করা অবস্থায় মারা গেলে দোষী হবে- ৫৫৩

মূর্তিপূজা আর মদপানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই- ৫৫৩

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রশাসন ও বিচার পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমীরের আনুগত্য করা অবশ্য করণীয়- ৫৫৩

শাসনকর্তার আদেশ নিষেধ মেনে চল- ৫৫৩

যে কোন শাসনকর্তার হুকুম মানতে হয়- ৫৫৪

প্রত্যেক মুসলমানের আনুগত্য করা উচিত- ৫৫৪

ন্যায় ও সংকাজের ক্ষেত্রে আনুগত্য করতে হবে- ৫৫৪

সর্ব অবস্থায় আনুগত্য পালন করতে হয়- ৫৫৪

সাধ্যমত আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হয়- ৫৫৪

জামাত থেকে এক বিঘত দূরে সরলে জাহেলিয়াত

প্রবেশ করবে- ৫৫৪

আনুগত্য ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে জাহেলিয়াতের মৃত্যু- ৫৫৪

যাকে লোকজন ঘৃণা করে সেই খারাপ শাসক- ৫৫৪

যে পর্যন্ত নামায পড়ে সে পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিষেধ- ৫৫৫

স্বজনদের প্রাপ্য পরিশোধ করে দেবে- ৫৫৫

যার যার কর্তব্য পালন করবে- ৫৫৫

বায়আত না করলে জাহেলিয়াতের মৃত্যু- ৫৫৫

প্রথম জনের পর প্রথম জনের আনুগত্য করতে হবে- ৫৫৫

দুজন খলিফা দাবী করলে দ্বিতীয়জনকে হত্যা করবে- ৫৫৫

উম্মতের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে শাস্তি দিতে হবে- ৫৫৬

যে একা স্পষ্ট করতে চায় তাকে হত্যা করবে- ৫৫৬

বায়আত গ্রহণ করলে আনুগত্য করতে হবে- ৫৫৬

নেতৃত্ব চেয়ে নিতে নেই- ৫৫৬

মানুষ ক্ষমতার জন্য লালায়িত থাকবে- ৫৫৬

শাসকের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করলে মুক্তি- ৫৫৬

শাসন ক্ষমতার প্রার্থী হতে রাসূল (স)-এর নিষেধ- ৫৫৬

শাসনভারকে যারা ঘৃণা করে তারাই উত্তম লোক- ৫৫৬

প্রত্যেককে তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে- ৫৫৭

প্রতারক শাসকের জন্য বেহেশতে হারাম- ৫৫৭

প্রজাদের নিরাপত্তা বিধান না করলে দোষী- ৫৫৭

যালেম ও নির্যাতনকারী সবচেয়ে মন্দ শাসক- ৫৫৭

শাসক বিপজ্জনক কিছু চাপিয়ে দিলে তারও বিপদ হবে- ৫৫৭

রষ্ট্র পরিচালনায় সর্বক্ষেত্রে ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে- ৫৫৭

খলিফাদের জন্য আল্লাহ প্রেরিত দু'জন ফেরেশতা থাকে- ৫৫৭

রাসূল (স)-এর কাছে কায়স ইবনে সাদ-এর মর্যাদা- ৫৫৭

মহিলা শাসক হওয়া উচিত নয়- ৫৫৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলমানদের জামাতের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে- ৫৫৮

শাসককে অপমান করতে নিষেধ করা হয়েছে- ৫৫৮

সৃষ্টিকর্তার নামকরণের মধ্যে সৃষ্টির আনুগত্য নেই- ৫৫৮

শাসকের যুলুম নির্যাতন তাকে ধ্বংস করবে- ৫৫৮

রাসূল (স) শাসকদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন- ৫৫৮

সরদারী ও মাতব্বরী একটি সত্য বস্তু- ৫৫৮

যালিম শাসক অচিরেই আবির্ভূত হতে থাকবে- ৫৫৮

যে লোক শিকারের পিছনে দৌড়ায় সে গাফেল হয়- ৫৫৯

যাবতীয় পদ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করবে- ৫৫৯

অন্যায়ভাবে যাকাত ট্যাক্স ওশর আদায়কারী জাহান্নামী- ৫৫৯

কিয়ামতে আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদার অধিকার হবে বাদশাহগণ- ৫৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে কথা বলা জিহাদ-	৫৫৯
কল্যাণকামী শাসকের নিষ্ঠাবান উজির থাকেন-	৫৫৯
শাসকের উচিত নয় জনসাধারণের দোষ-ত্রুটি তালাশ করা-	৫৫৯
মানুষের গোপন দোষত্রুটি তালাশ করা উচিত নয়-	৫৫৯
পরবর্তী শাসকরা খাজনা উঠিয়ে নিজেরা ভোগ করবে-	৫৫৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমীর ও শাসকেরা কৈয়ামতে আল্লাহর আরশের ছায়া পাবে-	৫৬০
মানুষ তকদীরকে অবিশ্বাস করবে-	৫৬০
যখন কোন মন্দ কাজ করবে সাথে সাথে কোন সং কাজ করবে-	৫৬০
পৃথিবীতে যে অধিক লোকের অভিভাবক কৈয়ামতে তার অবস্থা-	৫৬০
শাসন পরিচালনায় ইনসাফ কৈয়ামে করতে হয়-	৫৬০
সত্তর হিজির গোড়ার দিকে ফেতনা বৃদ্ধি পাবে-	৫৬০
জনগণের চরিত্র অনুসারে শাসক নির্ধারিত হবে-	৫৬০
বাদশাহ জমিনে আল্লাহর ছায়া বিশেষ-	৫৬১
ন্যায়পরায়ণ শাসক আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়-	৫৬১
কোন মুসলমানের প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়-	৫৬১
সমস্ত রাজা-বাদশাহর অন্তর আল্লাহর হাতের মুঠোয়-	৫৬১

অষ্টাদশ অধ্যায়

শাসিত জনগনের প্রতি সহনশীলতা

প্রদর্শন করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

লোকেদের সবসময় আশার বাণী শোনাতে হয়-	৫৬১
লোকেদের সাথে সহজ ও সরল ব্যবহার করবে-	৫৬১
কষ্টসাধ্য কাজ চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়-	৫৬১
বিশ্বাসঘাতকতা বিষয়ে রাসুলের বাণী-	৫৬১
প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের পতাকা থাকবে-	৫৬২
কৈয়ামতের দিন বিশ্বাসঘাতকের পিছনে পতাকা ঝুলান হবে-	৫৬২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জনগণের অভাব অভিযোগের প্রতি শাসকের দৃষ্টি রাখতে হবে-	৫৬২
---	-----

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শাসকদের পাতলা মিহি কাপড় পরিধান নিষেধ-	৫৬২
শাসকদের রহমতের দ্বার বন্ধ করা উচিত নয়-	৫৬২

উনবিংশ অধ্যায়

প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিকে

ভয় করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিচার নিজে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছালে দ্বিগুণ সওয়াব-	৫৬২
বিচারকের রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করা উচিত নয়-	৫৬২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিচারকের কাজ খুব কঠিন-	৫৬৩
কোন পদ চেয়ে নেওয়া উচিত নয়-	৫৬৩
বিচারক তিন প্রকারের হয়-	৫৬৩
শাসক যদি ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন করে তবে বেহেশত-	৫৬৩
ইজতেহাদ করে বিচার ফয়সালা করা যায়-	৫৬৩
দু পক্ষের আরজি শ্রবণ করে বিচার করবে-	৫৬৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কৈয়ামতের দিন শাসকের বিচার হবে কঠিন-	৫৬৪
ন্যায় বিচারক শাসকবর্গের আক্ষেপ-	৫৬৪
শাসক জুলুম না করলে আল্লাহ সাহায্য করেন-	৫৬৪
হযরত ওমর ন্যায় বিচারক ছিলেন-	৫৬৪
ন্যায় বিচারকের হিসাব সমান সমান-	৫৬৪

বিষয়

বিংশ অধ্যায়

কর্মচারীদের বেতন নেওয়া ও উপটৌকন গ্রহণ করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) ছিলেন শুধু বন্টনকারী-	৫৬৪
গণিমতের মাল তহরুপ করা জায়েয নেই-	৫৬৫
হযরত আবু বকর (রা) বায়তুল মাল থেকে ভাতা পেতেন-	৫৬৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরিশ্রমের বেশি গ্রহণ করা খেয়ানত-	৫৬৫
কাজ করলে তার পারিশ্রমিক অবশ্যই প্রাপ্য-	৫৬৫
অনুমতি ব্যতীত কোন মাল ভক্ষণ করা জায়েয নেই-	৫৬৫
প্রশাসক একখানা ঘরের ব্যবস্থা করতে পারে-	৫৬৫
একটি সূচ পরিমাণ সম্পদ অনুমতি ব্যতীত নেওয়া জায়েয নেই-	৫৬৫
ঘুষ প্রদানকারী ও গ্রহণকারীর উপর আল্লাহর লা'নত-	৫৬৬
রাসূল (স) কর্তৃক আমার ইবনুল আসকে উপদেশ প্রদান-	৫৬৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রশাসককে হাদিয়া দেওয়া উচিত নয়-	৫৬৬
------------------------------------	-----

একবিংশ অধ্যায়

বিচার-বিধান ও সাক্ষ্যদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিচারে সাক্ষী হাজির করতে হবে-	৫৬৬
অর্থ-সম্পদ লাভের জন্য মিথ্যা শপথ কাজ হারাম-	৫৬৬
কসমের মাধ্যমে মুসলমানের হক দাবিয়ে	৫৬৬
রাখলে বেহেশত হারাম-	৫৬৬
মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া জায়েয নেই-	৫৬৭
ঝগড়াটে লোক অভিযুক্ত ঘৃণিত-	৫৬৭
কসম ও সাক্ষী দ্বারা বিচার করা যায়-	৫৬৭
দাবীর পক্ষে প্রমাণের প্রয়োজন -	৫৬৭
অন্যের জিনিস দাবী করা জায়েয নেই-	৫৬৭
যে সত্য সাক্ষ্য দেয় সেই উত্তম ব্যক্তি-	৫৬৭
রাসূল (স)-এর যুগের লোক উত্তম লোক-	৫৬৭
কসম বিষয়ে লটারি করা জায়েয-	৫৬৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাক্ষ্য-প্রমাণ বাদীকে হাজির করতে হবে-	৫৬৮
প্রমাণবিহীন দু ব্যক্তির মধ্যে রাসূল (স)-এর ফয়সালা-	৫৬৮
দখলদারের দাবী অগ্রগণ্য-	৫৬৮
দাবী সমান হলে অর্ধেক ভাগ করা যায় -	৫৬৮
লটারির মাধ্যমে ভাগ করা যায়-	৫৬৮
আল্লাহর নামে কসম করতে হয়-	৫৬৮
আল্লাহর নামে শপথ করলে তা বিশ্বাস করতে হবে-	৫৬৮
আল্লাহর নামে কসম করলে তা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট-	৫৬৮
আল্লাহর সাথে শরিক করা বড় গুনাহ-	৫৬৯
যে মিথ্যা কসম করবে সে দোষী-	৫৬৯
মিথ্যা সাক্ষ্য দান শিরকের সমতুল্য-	৫৬৯
আমানতে খেয়ানতকারী সাক্ষ্য দিতে পারবে না-	৫৬৯
ব্যক্তিচারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়-	৫৬৯
শহরবাসীর পক্ষের প্রামের লোকের সাক্ষ্য জায়েয নেই-	৫৬৯
আল্লাহ মুর্খকে নিন্দা করেন-	৫৭০
অপবাদের অভিযোগের বন্দি করা যায়-	৫৭০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিচারের সময় বাদী বিবাদী সামনে থাকবে-	৫৭০
---------------------------------------	-----

ষাণ্মাসিক অধ্যায়

জেহাদ পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান রাখলে বেহেশতী-	৫৭০
---	-----

বিষয়	পৃষ্ঠা
জিহাদকারী প্রচুর সওয়াবের অধিকারী হয়—	৫৭০
আল্লাহর পথে জিহাদকারী বেহেশতে যাবে—	৫৭০
আল্লাহর পথে জিহাদকারী ব্যক্তিই উত্তম—	৫৭০
ইসলামী রাজ্যের সীমান্ত পাহারা দেওয়া সওয়াবের কাজ—	৫৭১
আল্লাহর পথে জিহাদকারী সমস্ত জিনিস হতে উত্তম—	৫৭১
আল্লাহর রাস্তায় এক রাত্রি পাহারা দেওয়া অনেক সওয়াব—	৫৭১
আল্লাহর পথে যার পা মলিন হয় সে পা আওনে স্পর্শ করবে না—	৫৭১
হত্যাকারী ব্যক্তি জাহান্নামী—	৫৭১
আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকাও সওয়াব—	৫৭১
যুদ্ধে সাহায্য করলে যুদ্ধের সমান সওয়াব পাওয়া যায়—	৫৭১
জিহাদীদের স্ত্রীর মর্যাদা যারা জেহাদে যান তাদের মায়ের মত—	৫৭১
একটি উট আল্লাহর রাস্তায় দান করলে—	৫৭২
কেয়ামতে সাতশত উট পাওয়া যাবে—	৫৭২
মুসলমানগণ কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ করবে—	৫৭২
জিহাদে জখম হলে কিয়ামতের দিন রক্ত নির্গত অবস্থায় উঠবে—	৫৭২
শহীদগণ বেহেশত থেকে দুনিয়ায় আসতে চায়—	৫৭২
শহীদগণ তার প্রভুর কাছে রিযিকপ্রাপ্ত হন—	৫৭২
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা সবচেয়ে উত্তম আমল—	৫৭২
আল্লাহর রাস্তায় জাহিদ হলে ঋণ বাতীত সব মুছে দেয়—	৫৭৩
আল্লাহ দু ব্যক্তিকে দেখে হাসবেন—	৫৭৩
আল্লাহর কাছে শাহাদতের মর্যাদা কামনা করলে পাওয়া যায়—	৫৭৩
হযরত হারেসা বেহেশতের বাগানে ঘুরা-ফিরা করছে—	৫৭৩
জান্নাতের প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের সমান—	৫৭৩
যে আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত থাকে সে-ও শহীদ—	৫৭৩
জিহাদে গমনকারীর পুরস্কারের দুই-তৃতীয়াংশ দুনিয়ায় পেয়ে যায়—	৫৭৩
জিহাদের আশা করে মৃত্যুবরণ করতে হয়—	৫৭৪
আল্লাহর ধীনকে উন্নত করার যুদ্ধই আসল জিহাদ—	৫৭৪
যুদ্ধ না করেও অনেক সওয়াবের ভাগী হলেন—	৫৭৪
শিতামাতার খেদমত জেহাদের সওয়াবের তুল্য—	৫৭৪
মক্কা বিজয়ের পর আর কোন কোন হযরত নেই—	৫৭৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
উম্মতের একদল লোক সব সময় হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে—	৫৭৪
যে লোক জিহাদ করেনি সে কিয়ামতে বিপদে পড়বে—	৫৭৪
মুশরিকদের সাথে জিহাদ করতে হবে—	৫৭৪
সালামের প্রচলন করতে হয়—	৫৭৪
মৃত্যুর সাথে সাথে আমল বন্ধ হয়ে যায়—	৫৭৪
যে লোক অল্প সময়ও জিহাদ করে তার জন্য বেহেশত নির্ধারিত—	৫৭৫
আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলে সওয়াব সাতশত গুণ—	৫৭৫
বাচ্চা প্রজননকারী উট আল্লাহর রাস্তায় দান করা উত্তম সদকা—	৫৭৫
আল্লাহর ভয়ে রোদনকারী দোখখে যাবে না—	৫৭৫
দুই প্রকারের চোখ আওনে স্পর্শ করবে না—	৫৭৫
নিজ গৃহে অবস্থান করার চাইতে জিহাদে অনেক সওয়াব—	৫৭৫
সবচেয়ে বেশি ফযিলত আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত প্রহরায়—	৫৭৫
হারাম জিনিস বর্জনকারীরা বেহেশতে যাবে—	৫৭৫
দরিদ্র অবস্থান দান উত্তম—	৫৭৬
শহীদদের ছয়টি বিশেষ পুরস্কার আছে—	৫৭৬
আল্লাহর সাথে দেখা করার সময় জিহাদের চিহ্ন থাকতে হবে—	৫৭৬
শহীদের হত্যার ব্যথা যেমন পিপড়ের দংশন সমতুল্য—	৫৭৬
আল্লাহর কাছে দুটি চিহ্ন সবচেয়ে মূল্যবান—	৫৭৬
সাধারণ কাজে সামুদ্রিক অভিযানে বের হওয়া উচিত নয়—	৫৭৬
সমুদ্র ভ্রমণে মারা গেলে শহীদের মর্যাদা পায়—	৫৭৭
আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে মৃত্যুবরণকারী বেহেশতী—	৫৭৭
জিহাদ থেকে ফিরে এলে সমান সওয়াব—	৫৭৭
মুজাহিদ গাজী পূর্ণ সওয়াব পাবে—	৫৭৭
এমন সময় আসবে বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে	
যোগদান করতে হবে—	৫৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
মজুর হিসেবে জিহাদের খেদমত করা ব্যক্তি গণিমত পাবে না—	৫৭৭
মালের জন্য জেহাদকারীর কোন সওয়াব নেই—	৫৭৭
আল্লাহর ওয়াক্তে জিহাদকারী ঘুমিয়ে থাকলেও সওয়াব পাবে—	৫৭৭
আল্লাহর প্রতি ধৈর্যধারণ করে জিহাদ করতে হয়—	৫৭৮
শাসক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) এর নির্দেশে শাসন করবে—	৫৭৮
যুদ্ধে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়ালোর ফজিলত—	৫৭৮
জিহাদ করতে গিয়ে দুনিয়ার কিছু কামনা করা উচিত নয়—	৫৭৮
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার চেয়ে সওয়াব আর কিছুতে নেই—	৫৭৮
বেহেশতের দ্বারসমূহ তলোয়ারের ছায়ার তলে—	৫৭৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
জিহাদে যারা মারা যায় তারা তিন প্রকারের—	৫৭৯
এক রাত আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়ার কারণে জানাযা পড়লেন—	৫৭৯
জিহাদগণ বেহেশতে সবুজ পাখীর আকারে থাকবে—	৫৭৯
মুমিন লোক তিন ভাবে বিভক্ত—	৫৭৯
কোন মানুষ একবার মারা গেলে আর দুনিয়ায় আসতে চায় না—	৫৮০
নাবালগ সন্তান জান্নাতে যাবে—	৫৮০
জিহাদের জন্য আর্থিক সাহায্যও উপকার বয়ে আনবে—	৫৮০
শহীদ চার প্রকার হয়ে থাকে—	৫৮০

অষ্টম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

যুদ্ধের সরঞ্জাম ও প্রকৃতি গ্রহণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবু তালহা ছিলেন সুদক্ষ তীরন্দাজ—	৫৮১
ঘোড়া পালনে বরকত নিহিত আছে—	৫৮১
শত্রুর মোকাবিলায় শক্তি অর্জন করতে হয়—	৫৮১
রোম সাম্রাজ্য জয় করা—	৫৮১
তীরন্দাজের পেশা বর্জন ঠিক নয়—	৫৮১
তীর চালনা শিক্ষা র ব্যাপারে রাসূল (স)-এর নির্দেশ—	৫৮১
ঘোড়ার দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ আছে—	৫৮২
জিহাদের ঘোড়ার খানা পিনার গোবরে বরকত হবে—	৫৮২
ঘোড়ার ডান পা ও বাম হাত সাদা হওয়া ভালো নয়—	৫৮২
রাসূল (স) ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করতেন—	৫৮২
নির্ধারিত বিষয়ে সম্মুত জিনিস অবনত হয়—	৫৮২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তীরের বরকতে তিন ধরনের লোক বেহেশতে যাবে—	৫৮২
কাফেরের বিরুদ্ধে তীর নিক্ষেপকারী বিশেষ মর্যাদাবান—	৫৮২
ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতা করা জায়েয আছে—	৫৮২
কোন কথা দৃঢ়তার সাথে বলা উচিত নয়—	৫৮৩
জালাব ও জানাব জায়েয নেই—	৫৮৩
কালো রংয়ের ঘোড়া উত্তম—	৫৮৩
খয়েরী বর্ণের ঘোড়া কপালে ও পা সাদা হলে আরও ভালো—	৫৮৩
ঘোড়ার কপালের চুল কাটা উচিত নয়—	৫৮৩
ঘোড়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখতে হয়—	৫৮৩
হাশেমী বংশের লোকেরদের সদকা খাওয়া নিষেধ—	৫৮৩
রাসূল (স) হাদিয়া গ্রহণ করতেন—	৫৮৩
রাসূল (স)-এর তলোয়ারের বাট ছিল রূপোর তৈরি—	৫৮৩
রাসূল (স)-এর তরবারীতে সোনা-রূপো মোড়ানো ছিল—	৫৮৩
রাসূল (স) দুটি বর্ম পরিধান করতেন—	৫৮৪
রাসূল (স)-এর পতাকা ছিল চার কোণ বিশিষ্ট কালো রংয়ের—	৫৮৪
রাসূল (স) মক্কায় প্রবেশের সময় তাঁর পতাকা ছিল সাদা—	৫৮৪
রাসূল (স)-এর কালো রংয়ের বড় বাগা ছিল—	৫৮৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) ঘোড়া পছন্দ করতেন—	৫৮৪
আরবী ধনুক ব্যবহার করার নির্দেশ দিতেন—	৫৮৪

দ্বিতীয় অধ্যায়
সফরের নির্দিষ্ট বিষয়
প্রথম পরিচ্ছেদ

কুকুর সাথে থাকলে ফেরেশতা থাকে না-	৫৮৪
শয়তানের বাদ্যযন্ত্র হল ঘুটি ও ঝুমঝুমি-	৫৮৪
রাসূল (স) বৃহশ্চতিবার সফরে বের হওয়া পছন্দ করতেন-	৫৮৪
রাতে একা একা সফর করা উচিত নয়-	৫৮৪
উটের গলায় গলবেড়ি হওয়া উচিত নয়-	৫৮৫
গরমের সময় দ্রুত গতিতে সফর করতে হয়-	৫৮৫
অতিরিক্ত জিনিস দান করা ভালো-	৫৮৫
সফর করা আযাবের অংশ ভোগ করা-	৫৮৫
রাসূল (স) সফর হতে ফেরার সময় সন্তানদেরকে	
সওয়ারিতে আরোহন করাতেন-	৫৮৫
সফরে ত্রীকে সওয়ারীতে রাখতে হয়-	৫৮৫
রাসূল (স) সফর থেকে ফিরে রাতে বাড়িতে যেতেন না-	৫৮৫
দীর্ঘদিন সফর করলে রাতে বাড়ি ফিরতে নেই-	৫৮৫
রাতের বেলায় সফর হতে ফিরে সাথে সাথে ত্রীর কাছে যাবে না-	৫৮৫
রাসূল (স) সফর হতে প্রত্যাবর্তনের পর উট যবেহ করেছেন-	৫৮৬
রাসূল (স) সফর হতে ফিরে প্রথমে মসজিদে গমন করতেন-	৫৮৬
সফর হতে ফিরে মসজিদে দু'কাআত নামায পড়তে হয়-	৫৮৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যবসায়ী মাল দিনের প্রথম ভাগে পাঠানো উচিত-	৫৮৬
রাতের বেলায় সফর করা ভালো-	৫৮৬
সফরে দুজন আরোহী দুটি শয়তানের সমতুল্য-	৫৮৬
তিনজন সফরে গেলে একজন আমীর হবে-	৫৮৬
সফর সঙ্গী চার হওয়া ভালো-	৫৮৬
রাসূল (স) সফরে কাফেলার পেছনে থাকতেন-	৫৮৬
সফরে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অবস্থান করা জায়েয নেই-	৫৮৬
সফরে পালা করে সওয়ারিতে আরোহণ করতে হয়-	৫৮৭
পশুদেরকে আল্লাহ পাক মানুষের অধীন করে দিয়েছেন-	৫৮৭
পশুর পিঠ হতে না নামা পর্যন্ত নফল নামায নিষেধ-	৫৮৭
অন্যের বাহনে আরোহন করা উচিত নয়-	৫৮৭
শয়তানের জন্য এক প্রকার গৃহ আছে-	৫৮৭
অন্যের অসুবিধা করে সফরে গেলে সওয়াব নেই-	৫৮৭
সফর হতে ফিরে রাতের প্রথম ভাগে বাড়িতে যাবে-	৫৮৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সফরে গিয়ে বিশ্রাম করতে হয়-	৫৮৭
সফরে গেলে সঙ্গীদের খেদমত করতে হয়-	৫৮৮
ভোরে যুদ্ধে যাত্রায় সওয়াব বেশি-	৫৮৮
বাঘের চামড়া সাথে থাকলে রহমতের ফেরেশতা থাকে না-	৫৮৮

তৃতীয় অধ্যায়

কাফেরদের প্রতি দাওয়াতপত্র

পেয়গ ও ইসলামের দিকে

আহ্বান

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাফের বাদশাহ কায়েসারকে ধ্বিনের দাওয়াত-	৫৮৮
রাসূল (স) কিসরার শাসকের বিরুদ্ধে বদ লোখা করলেন-	৫৮৮
নাজ্জাশীকে রাসূল (স) ইসলামের দাওয়াত দিলেন-	৫৮৯
রাসূল (স) যুদ্ধের নীতিমালা নির্ধারণ করে দিলেন-	৫৮৯
তলোয়ারের ছায়ার নিচে বেহেশত অবস্থিত-	৫৮৯
রাসূল (স) খুব ভোরে যুদ্ধের ঘোষণা দিতেন-	৫৮৯
খুব ভোরে রাসূল (স) যুদ্ধ শুরু করতেন-	৫৯০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশেষ করে ঠাণ্ডার সময়ে যুদ্ধ শুরু করতেন-	৫৯০
---	-----

আসর নামাযের ওয়াক্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করার নিয়ম-	৫৯০
আযান শুনে সে বসিতে হত্যা করা যাবে না-	৫৯০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সঠিক পথের অনুসারীদের প্রতি সালাম-	৫৯০
-----------------------------------	-----

চতুর্থ অধ্যায়

জিহাদ অভিযান অংশগ্রহণের
বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের ময়দানে মহিলাদের যাওয়া জায়েয আছে-	৫৯১
মহিলাগণ যোদ্ধাদের সেবা করেছে-	৫৯১
মহিলারা যুদ্ধে যোগদান করলে তাদের হত্যা করা যাবে-	৫৯১
প্রতিটি কাজই আল্লাহর হুকুমে হয়-	৫৯১
শহীদ হলে তার ঠিকানা জ্ঞানতে-	৫৯১
যুদ্ধের প্রত্যেক অবস্থা গোপন রাখা ভালো-	৫৯১
যুদ্ধ একটি কলাকৌশল-	৫৯১
যুদ্ধের নারী শিশুদের হত্যা না করে বন্দী করা ভাল-	৫৯২
যুদ্ধে আগে আক্রমণ করা উচিত নয়-	৫৯২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বদরের যুদ্ধের প্রস্তুতি রাতে নেয়া হয়েছিল-	৫৯২
রাসূল (স) যুদ্ধের প্রতিধ্বনি শিকিয়ে দিলেন-	৫৯২
যুদ্ধে মুজাহিদদের সংকেত ছিল আবদুল্লাহ-	৫৯২
যুদ্ধের সময় বিভিন্ন সংকেত ব্যবহার করতে হয়-	৫৯২
লড়াইয়ের সময় আল্লাহর যিকির করতে হয়-	৫৯২
যুদ্ধের ময়দানে মুশরিকদের হত্যা করার নির্দেশ-	৫৯২
উবনা বস্তির ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ-	৫৯২
শত্রুর একবারে নিকটে না আসা পর্যন্ত আক্রমণ করা উচিত নয়-	৫৯২
যুদ্ধের বৃদ্ধ ও চাকরদের হত্যা করা নিষেধ-	৫৯২
রাসূল (স)-এর সাধুনা বাণী প্রদান-	৫৯৩
যুদ্ধের বৃদ্ধ শিশু মহিলা হত্যা করা নিষেধ-	৫৯৩
হয়রত আলী (রা) অন্যকে হত্যা করলেন-	৫৯৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তায়ফবাসীদের বিরুদ্ধে রাসূল (স)-এর আক্রমণ-	৫৯৩
--	-----

পঞ্চম অধ্যায়

যুদ্ধবন্দীদের প্রতি করুণা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিছু লোক শিকলাবদ্ধভাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে-৫৯৩	
এক ব্যক্তি হত্যা করার নির্দেশ-	৫৯৪
যে হত্যা করবে তার গনীমত সেই পাবে-	৫৯৪
নেতাকে সম্মান করতে হয়-	৫৯৪
রাসূল (স)-এর মহানুভবতায় কাফের মুসলমান হল-	৫৯৪
সুপারিশ করা জায়েয আছে-	৫৯৫
একদল কাফের বন্দী হল-	৫৯৫
চক্ষিশূন্য কোরাইশ নেতাকে কুপে নিক্ষেপ করা হল-	৫৯৫
মুক্তিপণ দিয়ে বন্দী ফেরত নেয়া যায়-	৫৯৫
সঠিক সময়ে ইমান আনলে কমিয়াব হওয়া যায়-	৫৯৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হয়রত য়নব (রা)-এর স্বামীর মুক্তিপণ পাঠিয়েছিলেন-	৫৯৬
আবু আযযাতুল জুমাহীকে মুক্তিপণ চাড়া মুক্তি দেয়া হল-	৫৯৬
ইবনে আবু মুয়াতকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত-	৫৯৬
বদরের যুদ্ধে বন্দীদের ব্যাপারে ফয়সালা-	৫৯৭
প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার জন্য পরীক্ষা করা হত-	৫৯৭
একদল ক্রীতদাস মক্কা হতে মদীনায় চলে এল-	৫৯৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বন্দীদের হত্যা করা জায়েয নেই-	৫৯৭
--------------------------------	-----

বষ্ট অধ্যায় নিরাপত্তা ও আশ্রয় দান

প্রথম পরিচ্ছেদ

উম্মে হানী ছিলেন রাসূল (স)-এর ফুফী-

৫৯৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একজন মহিলা কাউকেও নিরাপত্তা দেয় তবে তা মানতে হবে-

৫৯৮

নিরাপত্তা দানকারীকে হত্যা করা যায় না-

৫৯৮

চুক্তি ভঙ্গ করা ইসলামে জায়েয নেই-

৫৯৮

দূতকে আটক করা জায়েয নেই-

৫৯৮

দূতকে হত্যা করা নিষেধ-

৫৯৮

জাহেলী যুগের কসম পূরণ করার আদেশ-

৫৯৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দূতকে হত্যা করা জায়েয নয়-

৫৯৯

সপ্তম অধ্যায়

গনীমতের মাল বিতরণ ও খৈয়ানতের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঘোড়া সওয়ারের গনীমত অংশ তিন ভাগ-

৫৯৯

গনীমত মাল মুসলমানদের জন্য হালাল করা হয়েছে-

৫৯৯

নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ হত্যাকারী পাবে-

৫৯৯

ক্রীতদাস ও নারী গনীমতের সামান্য পাবে-

৬০০

পদাতিক সৈন্য গনীমত দু অংশ পায়-

৬০০

বিশেষ সৈনিকদের অতিরিক্ত কিছু দেয়া হত-

৬০০

গনীমত অতিরিক্ত দেয়া হত-

৬০০

পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাস ফেরত পাওয়া-

৬০০

বনী হাশেম ও মুত্তালিব একই বংশের-

৬০১

বিনা যুদ্ধে বিজিত এলাকায় অংশ থাকে-

৬০১

গনীমতের মাল খৈয়ানত করলে কঠিন আযাব-

৬০১

গনীমতের মাল খৈয়ানত করা জঘন্যতম অপরাধ-

৬০১

গনীমতের জুতার একটি ফিতার জন্য আযাব হবে-

৬০১

গনীমতের মাল চুরি করে জাহান্নামী হল-

৬০২

মধু ও আঙ্গুর বায়তুল মালে জমা হত না-

৬০২

গনীমতের মাল গোপন ভালো নয়-

৬০২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমস্ত উম্মতের উপর বর্তমান উম্মতের মর্যাদা-

৬০২

নিহত ব্যক্তির মাল হত্যাকারী পাবে-

৬০২

নিহত ব্যক্তির মাল পাবে হত্যাকারী-

৬০২

হিসাবের চেয়ে বেশি দেয়া জায়েয আছে-

৬০২

ঝাড় ফুক জায়েয আছে-

৬০২

অশ্বারোহী দু ভাগ গনীমতের মাল পেল-

৬০২

যুদ্ধ হতে ফেরার পথের যুদ্ধে গনীমতে এক তৃতীয়াংশ-

৬০৩

গনীমত হতে এক পঞ্চমাংশ বের করতে হয়-

৬০৩

পঞ্চমাংশের পর অতিরিক্ত নিহত হবে-

৬০৩

গনীমতের মাল হতে অনেকে বঞ্চিত-

৬০৩

গনীমতের খৈয়ানতকারীর জানাযা পড়তেন না-

৬০৩

রাসূল (স) গনীমত প্রাপ্ত হলে সকলকে জানিয়ে দিতেন-

৬০৩

হযরত ওমর (রা) খৈয়ানতকারীর সমস্ত মাল জ্বালিয়ে দেন-

৬০৩

খৈয়ানতকারীকে গোপন করা গোনাহের কাজ-

৬০৪

বন্টনের পূর্বে গনীমতের মাল ক্রয় করা যাবে না-

৬০৪

গনীমত বন্টনের পূর্বে বিক্রয় নিষেধ-

৬০৪

গনীমত তছরুপ করলে জাহান্নামে যাবে-

৬০৪

রাসূল (স) বদর যুদ্ধে একখানা তরবারী অতিরিক্ত নিলেন-

৬০৪

গনীমতের জানোয়ারের পিঠে আরোহণ করা যাবে না-

৬০৪

খায়বারের যুদ্ধে প্রচুর গনীমতের মাল পাওয়া গিয়েছিল-

৬০৪

এ যমনায় গনীমতের মালে খুশুস নেই-

৬০৪

উটের গোশত বন্টন হত না-

৬০৪

গনীমতের আত্মসাৎকারী কিয়ামতের দিন অপমানিত হবে-

৬০৪

গনীমত যত ক্ষুদ্রই হোক জমা দিতে হবে-

৬০৫

রাসূল (স)-এর গনীমতের মাল ছিল এক পঞ্চমাংশ-

৬০৫

বনী হাশেম ও মুত্তালিব একই গোত্র-

৬০৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এক সাহাবী আবু জাহেলকে চিনিয়ে দিল-

৬০৫

দুজন বান্ধা ছেলে আবু জেহেলকে হত্যা করল-

৬০৬

যোগ্য ব্যক্তিকে আগে দান করতে হয়-

৬০৬

যুদ্ধ ছাড়া গনীমতের মাল পাবে না-

৬০৬

দশটি বকরী একটি উটের সমান-

৬০৬

সদ্য বিবাহিত ব্যক্তি যুদ্ধে যাবে না-

৬০৬

মুমিন ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে না-

৬০৭

অষ্টম অধ্যায়

জিযিয়া কর সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মজুসীরাও জিযিয়া কর আদায় করবে-

৬০৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলমানদের উপর ওশর নেই-

৬০৭

অনেক ক্ষেত্রে বলপূর্বক আদায় করা জায়েয-

৬০৭

প্রাপ্ত বয়স্কদের জিযিয়া কর নিতে হবে-

৬০৭

মুসলমানদের হতে জিযিয়া নেয়া যায় না-

৬০৭

সব জাতি জিযিয়া আদায় শর্তে মুক্তি পায়-

৬০৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তিন দিন পর্যন্ত আর্থিতেয়তা করা যাবে-

৬০৮

নবম অধ্যায়

সন্ধি স্থাপন

প্রথম পরিচ্ছেদ

হোদায়বিয়ার সন্ধির বর্ণনা-

৬০৮

হোদায়কিয়ার সন্ধির শর্ত ছিল তিনটি-

৬০৯

হোদায়বিয়ার সন্ধি মক্কা বিজয়ের পূর্বাভাস-

৬০৯

মহিলাদের বায়আত করা যায়-

৬০৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হোদায়বিয়ার সন্ধি ছিল দশ বছরের চুক্তি-

৬০৯

সন্ধি শর্ত ভঙ্গ করা যাবে না-

৬০৯

মহিলাদের বায়আত গ্রহণ-

৬১০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হোদায়বিয়ার সন্ধিতে সাহাবিদের দ্বিমত পোষণ-

৬১০

দশম অধ্যায়

আরব উদদীপ থেকে ইহুদীদেরকে

বিতাড়ন

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইহুদীদের প্রতি হুশিয়ারী সংকেত-

৬১০

হযরত ওমর খায়বার হতে ইহুদীদের বহিষ্কার করলেন-

৬১১

রাসূল (স) তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দিলেন-

৬১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আরব উপদ্বীপ হতে ইহুদী নাসারা বহিষ্কার-

৬১১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইহুদী নাসারা শর্তের মাধ্যমে বসতি স্থাপন করল-

৬১১

একাদশ অধ্যায়

বিনা যুদ্ধে কাকেরদের সম্পদ

হস্তগত হওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

আব্বাস পাকের দেয়া সম্পদ রাসূল (স) ভোগ করতেন-

৬১১

আব্বাস পাক রাসূল (স)-কে বনী নজীরের সম্পদ দান করলেন-

৬১২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) গনীমতের মাল সাথে সাথে বন্টন করতেন—	৬১২
মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামরা প্রথমে ফায়ের মাল পেত—	৬১২
আযাদ গোলামের অগ্রাধিকার বেশি—	৬১২
ফায়ের মাল সবই সমানভাবে পাবে—	৬১২
বিনা যুদ্ধে অর্জিত মালকে ফায় মাল বলে—	৬১২
রাসূল (স) বনী নবীরের সম্পদ হতে প্রয়োজন পূরণ করতেন—	৬১৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফাদাক ভূমি নবী কন্যা ফাতিমা (রা) পাননি—	৬১৩
---	-----

দ্বাদশ অধ্যায়

শিকার ও যবাহ পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর নামে তীর ছুঁতে হয়—	৬১৩
আঘাতে মৃত জন্তু খাওয়া যাবে না—	৬১৪
শিকারী কুকুরের শিকার খাওয়া যায়—	৬১৪
শিকার তীর দিয়ে মারা হলে হালাল—	৬১৪
শিকার দুর্গন্ধ না হলে খাওয়া যায়—	৬১৪
পশু জবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ বলতে হয়—	৬১৪
যমীনের সীমানা চুরি করা জায়েয নেই—	৬১৪
যে জিনিস রক্ত প্রবাহিত করে তা দিয়ে জবেহ করা যায়—	৬১৪
পাখর দিয়ে পশু জবেহ করা যায়—	৬১৫
ধারালো চুড়ি দিয়ে পশু জবেহ করতে হয়—	৬১৫
প্রাণীকে হত্যা করার জন্য আবদ্ধ করে রাখা জায়েয নেই—	৬১৫
প্রাণীকে তীরের লক্ষ্যবস্তু বানানো টিক নয়—	৬১৫
প্রাণহীন বস্তুকে লক্ষ্যবস্তু বানানো যায়—	৬১৫
পশুর মুখমণ্ডলে আঘাত করা নিষেধ—	৬১৫
পশুর মুখমণ্ডলে আঘাত দেয়া জায়েয নেই—	৬১৫
ছদকা যাকাতে পশু দাগ দিতে হয়—	৬১৫
পশুর কানে দাগ দেয়া যায়—	৬১৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর নাম বলে যে কোন জিনিস দিয়ে জবেহ করা যায়—	৬১৫
পশুর গলা ছাড়া অন্য জায়গায় জবেহ করা যায়—	৬১৬
শিকারী কুকুর ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ বলতে হয়—	৬১৬
তীর ছোড়ার পরে দিন শিকার পেলে খাওয়া যায়—	৬১৬
মাজসীর কুকুরের শিকার খাওয়া যাবে না—	৬১৬
ইহুদী নাসারাদের পাত্র উত্তরূপে ধৌত করতে হয়—	৬১৬
খাদ্যের ব্যাপারে দ্বিধা সংকোচ থাকা উচিত নয়—	৬১৬
পশু বেঁধে দূর হতে তীর মেরে হত্যা করা জায়েয নেই—	৬১৬
হিংস্র জানোয়ারের শিকার খাওয়া জায়েয নেই—	৬১৬
জবেহ করার সময় রণ কাটতে হবে—	৬১৬
জবেহকৃত পশুর পেটের বাচ্চাও জবেহ করতে হয়—	৬১৭
জবেহকৃত পশুর পেটের বাচ্চা খাওয়া যায়—	৬১৭
প্রাণী যত চোটই হোক হত্যা করা যাবে না—	৬১৭
জীবিত পশুর গোশত খাওয়া হারাম—	৬১৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পেরেক দিয়ে উট জবেহ করল—	৬১৭
সামুদ্রিক প্রাণী জবেহ করতে হয় না—	৬১৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কুকুর সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুকুর পালন করা উচিত নয়—	৬১৭
গবাদি পশুর পাহারা দেখার জন্য কুকুর পালন করা যায়—	৬১৭
মিশকালো কুকুর হত্যা করতে হয়—	৬১৮
পাহারা দানকারী কুকুর ছাড়া অন্যগুলো মেরে ফেলবে—	৬১৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুকুরও আল্লাহর সৃষ্ট প্রাণী—	৬১৮
পশুদের লড়াই দেখা জায়েয নেই—	৬১৮

চতুর্দশ অধ্যায়

যে সমস্ত প্রাণী খাওয়া হালাল ও যা হারাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিংস্র জন্তুর গোশত খাওয়া হারাম—	৬১৮
যে পাখির পাঞ্জা ধারালো তার গোশত হারাম—	৬১৮
গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম—	৬১৮
যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার গোশত খাওয়া জায়েয—	৬১৮
বন্য গাধা খাওয়া জায়েয আছে—	৬১৮
খরগোশ খাওয়া জায়েয—	৬১৯
গোসাপ খাওয়া মাকরুহ—	৬১৯
রাসূল (স) গোসাপের গোশত খেলেন না—	৬১৯
মোরগের গোশত হালাল—	৬১৯
টিড্ডি পাখি খাওয়া জায়েয আছে—	৬১৯
সমুদ্রে মৃত মাছ খাওয়া জায়েয—	৬১৯
খাওয়ার পাত্রে মাছি পড়লে ভালোভাবে ডুবিয়ে দেন—	৬১৯
যিহে ইদুর মরলে ইদুর এবং আশপাশের ঘি উঠিয়ে ফেলবে—	৬১৯
লেজ কাটা সাপ অবশ্যই মেরে ফেলবে—	৬১৯
জ্বিনেরা সাপের রূপ ধরে ঘরে প্রবেশ করে—	৬২০
গিরগিট হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর অগ্নিকুণ্ডে ফুঁক দিয়েছিল—	৬২০
কালসাপ দেখলে মেরে ফেলতে হয়—	৬২০
গিরগিট প্রথম আঘাতে মারতে হয়—	৬২০
একটি পিপিলিকা দংশন করার কারণে সমস্ত বস্তি জ্বলিয়ে দিল—	৬২১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তরল যিহে ইদুর মরলে ফেলে দেবে—	৬২১
হোবারার গোশত খাওয়া যায়—	৬২১
জাফ্রার দুধ ও গোশত খাওয়া নিষেধ—	৬২১
গোসাপের গোশত খাওয়া নিষেধ—	৬২১
বিড়াল খাওয়া এবং তার মূল্য ভোগ করা হারাম—	৬২১
খচ্চরের গোশত খাওয়া হারাম—	৬২১
ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর খাওয়া না জায়েয—	৬২১
চুড়িপে আবদ্ধ জাতির মালপত্র অন্যভাবে ভোগ করা যাবে না—	৬২১
মাছ ও টিড্ডির রক্ত হালাল—	৬২১
সমুদ্রের মাছ খাওয়া জায়েয—	৬২২
সকল প্রাণী হালাল নয়—	৬২২
মোরগকে গালি দেয়া নিষেধ—	৬২২
মোরগ নামাযের জন্য জাগিয়ে দেয়—	৬২২
সাপকে প্রথমে অনুরোধ করতে হয়—	৬২২
সাপ মেরে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে—	৬২২
সাপ আজীবন শত্রু কাজেই মেরে ফেলতে হবে—	৬২২
সাপ মেরে ফেলার নির্দেশ—	৬২২
জমজম কূপের সাপ মেরে ফেলা হয়েছিল—	৬২২
সাদা বর্ণের ছোট সাপ মারা নিষেধ—	৬২২
পাত্রে মাছি পড়লে সম্পূর্ণ মাছি ডুবিয়ে দিতে হবে—	৬২২
মাছির এক ডানায় বিষ অন্য ডানায় ঔষধ—	৬২৩
চার প্রকারের জীব হত্যা করা নিষেধ—	৬২৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হারাম হালাল নির্ধারিত হচ্ছে—	৬২৩
গাধার মাংস খাওয়া নিষেধ—	৬২৩
জ্বিন জাতি তিন প্রকার—	৬২৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চদশ অধ্যায়	
আকীকার বর্ণনা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
শিশু জন্মের সাথে সাথে আকীকা করতে হয়-	৬২৩
শিশুদের তাহনীক করতে হয়-	৬২৩
আবদুল্লাহ ইবনে জুবারির মুহাজিরদের প্রথম শিশু-	৬২৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
ছেলের জন্য দুটি এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল জবেহ করবে-	৬২৪
শিশু জন্মালে আকীকা করতে হয়-	৬২৪
চুলের ওজনে রৌপ্য দান করতে হয়-	৬২৪
প্রয়োজনে একটি পশু দিয়ে আকীকা করা যায়-	৬২৪
সন্তানের আকীকা হল পশু জবাই করা-	৬২৪
সন্তান জন্মিলে কানে আযান দিতে হয়-	৬২৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
শিশু জন্মের সাতদিনে আকীকা করা উচিত-	৬২৪
ষোড়শ অধ্যায়	
খাদ্য পর্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
গ্রেটের সামনের দিক হতে খাওয়া উচিত-	৬২৪
বিসমিল্লাহ না বললে তা হয় শয়তানে খাদ্য-	৬২৫
খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বললে শয়তান দূরে চলে যায়-	৬২৫
ডান হাত দিয়ে খানা খেতে হয়-	৬২৫
বাম হাতে খাওয়া হারাম-	৬২৫
তিন আঙ্গুলে খানা খেতে হয়-	৬২৫
খাদ্য পাত্র চেটে খেতে হয়-	৬২৫
আঙ্গুল চেটে খেতে হয়-	৬২৫
প্রতিটি কাজের সাথে শয়তান উপস্থিত হয়-	৬২৫
হেলান দিয়ে খানা খাওয়া জায়েয নেই-	৬২৫
টেবিলে রেখে আহার করা উচিত নয়-	৬২৫
রাসূল (স) পাতলা রুটি দেখেন নি-	৬২৬
রাসূল (স)-এর সামনে ময়দা ছিল না-	৬২৬
খাদ্যের দোষ প্রকাশ করা জায়েয নেই-	৬২৬
মুমিন এক পাকস্থলীতে খায়-	৬২৬
তিনজনের খাবার চারজনে খেতে হয়-	৬২৬
একজনের খাবার দুজনে খেতে হয়-	৬২৬
তালবীনা রোগীর খাদ্য স্বরূপ-	৬২৬
কদু শরীরের জন্য উপযোগী-	৬২৬
গোশত খেয়ে অমু করতে-	৬২৬
মধু স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী-	৬২৭
সিরকা উত্তর তরকারী-	৬২৭
ব্যাঙের ছাতা মান্না জাতীয় খাদ্য-	৬২৭
কাঁকড়ি এক জাতীয় ফল-	৬২৭
সব নবী-রাসূলগণই বকরী চরাতেন-	৬২৭
তাড়াতিড়ি কিছু খাওয়া-	৬২৭
সাধীর অনুমতি ছাড়া একসাথে দু খেঁজুর খাওয়া নিষেধ-	৬২৭
যে ঘরে খেঁজুর নেই সে গৃহবাসী অভুত-	৬২৭
আজওয়া খেঁজুর বিষ নাশক-	৬২৭
আজওয়া খেঁজুর রোগের ঔষধ-	৬২৭
নবী পরিবারের এক মাস পর্যন্ত চুলা জ্বলত না-	৬২৭
নবী পরিবার এক নাগারে দুদিন পরিতপ্ত আহার করেন নি-	৬২৭
নবী পরিবার সব সময় খেঁজুর ও পানি খেতেন-	৬২৮
রাসূল (স)-এর জীবন কষ্টে অতিবাহিত হয়েছে-	৬২৮
রাসূল (স) রসুন পছন্দ করতেন না-	৬২৮
গন্ধ জাতীয় কিছু খাওয়া উচিত নয়-	৬২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
খাদ্যদ্রব্য মেপে নিতে হয়-	৬২৮
আহার করে আল্লাহর শোকর আদায় করতে হয়-	৬২৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
খানা খাওয়ার পূর্বে আল্লাহর নাম নিতে হয়-	৬২৮
বিসমিল্লাহ বলে খানা শুরু করবে-	৬২৮
বিসমিল্লাহ ছাড়া খানা কেলে শয়তান শরীক হয়-	৬২৮
খানা খাওয়ার পরের দোআ-	৬২৯
খানা খেয়ে শোকর করতে হয়-	৬২৯
খাওয়ার পূর্বে দোআ করতে হয়-	৬২৯
খানার পূর্বে ও পরে অমু করা ভালো-	৬২৯
নামাযের জন্য অবশ্যই অমু করতে হয়-	৬২৯
খাদ্যের বরকত মাঝখানে অবতীর্ণ হয়-	৬২৯
লোকদের পেছনে রেখে চলা উচিত নয়-	৬২৯
খাদ্য খাওয়ার পর হাত মুছে ফেলা যায়-	৬২৯
রাসূল (স) পাজরের গোশত ভালোবাসতেন-	৬২৯
গোশত ছুরি দিয়ে কেটে খাওয়া উচিত নয়-	৬২৯
সদ্য রোগমুক্ত অবস্থায় খেঁজুর খাওয়া উচিত নয়-	৬৩০
খাদ্য পাত্রের নিচের অংশ খাওয়া ভালো-	৬৩০
খাদ্যের পাত্র চেটে খেতে হয়-	৬৩০
খানা খেয়ে হাত ভালোভাবে ধুতে হয়-	৬৩০
রাসূল (স) রুটি সারাদ পছন্দ করতেন-	৬৩০
জয়তুনের তেল খাওয়া যায়-	৬৩০
সিরকা সাদান সমতুল্য-	৬৩০
রাসূল (স) ও খেঁজুর খেলেন-	৬৩০
অসুখ হলে চিকিৎসকের কাছে খেতে হয়-	৬৩০
রাসূল (স) খরবুজা খেতে ভালোবাসতেন-	৬৩০
পুরাতন খেঁজুরে পোকা থাকে-	৬৩১
রাসূল (স) পানির খেতে ভালোবাসতেন-	৬৩১
কোরআন ও হাদীসে যে বিষয়ে উল্লেখ নেই সে বিষয়ে নীরব থাকতে হবে-	৬৩১
যি দুধে মিশ্রিত আটার রুটি খুব পছন্দনীয়-	৬৩১
কাঁচা রসুন খাওয়া নিষেধ-	৬৩১
রাসূল (স) পেঁয়াজ খেয়েছেন-	৬৩১
রাসূল (স) মাখন ও খেঁজুর বেশি পছন্দ করতেন-	৬৩১
খানা সামনে হতে খাবে-	৬৩১
জ্বর হলে খানা খেতে হয়-	৬৩১
ব্যাঙের ছাতা চোখের রোগের জন্য উপশম-	৬৩২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) পাজরের গোশত পছন্দ করতেন-	৬৩২
আল্লাহর নাম নিয়ে খানা খেতে হয়-	৬৩২
কোন কিছু বেশি খাওয়া উচিত নয়-	৬৩২
লবণ খাদ্যের মধ্যে প্রিয় বস্তু-	৬৩২
জুতা খুলে খানা খেতে হয়-	৬৩২
খাদ্য ঢেকে রাখতে হয়-	৬৩২
খাদ্য পাত্র চেটে খেতে হয়-	৬৩২
সপ্তদশ অধ্যায়	
অতিথি আপ্যায়ন প্রসঙ্গ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
আত্মীয়ের হক আদায় করতে হয়-	৬৩৩
মুসলমানের কাজ হল অতিথি আপ্যায়ন করা-	৬৩৩
মেহমানের হক আদায় করার নির্দেশ-	৬৩৩
দুধওয়ালা বকরী জবেহ করা উচিত নয়-	৬৩৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
মেহমানের আতিথ্য করা অবশ্য কর্তব্য-	৬৩৪
যে যেকোন ধরনের লোককে মেহমানদারী করতে হয়-	৬৩৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাসূল (স) বরকত লাতে প্রতিযোগিতা করতেন-	৬৩৪
পরহেযপার লোকদের খানা খাওয়াতে হয়-	৬৩৪
এক পাশ হতে খাদ্য খেতে হয়-	৬৩৪
এক সাথে খানা খাওয়া সওয়াব বেশি-	৬৩৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তিনটি বিষয়ে কিয়ামতে প্রশ্ন করা হবে না-	৬৩৫
দস্তুরখানা না ওঠানো পর্যন্ত খানসার মজলিশ হতে উঠবে না-	৬৩৫

সবার শেষে খানা শেষ করতে হয়-	৬৩৫
কুখা থাকলে খাওয়া উচিত-	৬৩৫
একত্রে খানা খাওয়ায় বরকত আছে।-	৬৩৫
মেহমানকে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হয়-	৬৩৫
মেহমানের সমাদর করলে বরকত অবতীর্ণ হয়-	৬৩৫

অষ্টাদশ অধ্যায়

মৃত জানোয়ারের গোশত খাওয়ার বিষয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঁচার তাগিদে মৃত জানোয়ারের গোশত ভক্ষণ-	৬৩৬
মৃত জানোয়ার খাওয়ার অনুমতি আছে-	৬৩৬

উনবিংশ অধ্যায়

পানি পানের প্রতি গুরুত্বারোপ

প্রথম পরিচ্ছেদ

পানি বসেই পান করতে হয়-	৬৩৬
রাসূল (স)-এর আদেশ দাঁড়িয়ে পানি পান করবে না-৬৩৬	৬৩৬
পানি পান করতে তিনবার নিঃশ্বাস নিতে হয়-	৬৩৬
মশকের মুখ হতে পানি পান করা নিষেধ-	৬৩৬
মশক উল্টিয়ে পানি পান করা উচিত নয়-	৬৩৬
রাসূল (স) দাঁড়িয়ে জমজমের পানি পান করেছিলেন-	৬৩৭
পানি দাঁড়িয়ে পান করা যায়-	৬৩৭
রাসূল (স) বকরির দুধ পান করলেন-	৬৩৭
রোপোর পাত্র ব্যবহার করা জায়েয নেই-	৬৩৭
রেশমী বস্ত্র পরিধান করা নিষেধ-	৬৩৭
রাসূল (স) ডান পাশের ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিলেন-	৬৩৭
ডান পাশের লোকের অস্বাধিকার বেশি-	৬৩৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশেষ সময়ে চলা অবস্থায় খাওয়া যায়-	৬৩৭
রাসূল (স) দাঁড়ানে এবং বসে উভয় অবস্থায় পান করতেন-	৬৩৮
পায়ের মধ্যে ফুঁক দেয়া নিষেধ-	৬৩৮
এক স্থানে পানি পান করা উচিত নয়-	৬৩৮
পানীয় কবুতে ফুঁক দেয়া নিষেধ-	৬৩৮
পেয়ালার ছিদ্র দিয়ে পান করা জায়েয নেই-	৬৩৮
রাসূল (স)-এর মুখ লাগানো অংশ কেটে রাখা হল-	৬৩৮
রাসূল (স)-ঠাণ্ডা মিঠি পানি পছন্দ করতেন-	৬৩৮
খানা খেয়ে দোআ করতে হয়-	৬৩৮
রাসূল (স) সুকইয়ার মিঠা পানি পছন্দ করতেন-	৬৩৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সোনা রূপার পাত্রে পান করা হারাম-	৬৩৮
----------------------------------	-----

বিংশ অধ্যায়

নাকী ও নাবীয সম্পর্কীয় বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) হরেক রকম পানীয় পান করতেন-	৬৩৯
রাসূল (স) নবীয পান করতেন-	৬৩৯
নবীয সকলেই পান করতে পারে-	৬৩৯
পাথর নির্মিত পাত্রে নবীয তৈরি করা হত-	৬৩৯

বিষয়

চামড়ার মশকে নবীয প্রস্তুত করা যায়-	৬৩৯
নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক বস্তুই হারাম-	৬৩৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মানুষ মদের নাম পরিবর্তন করে পান করবে-	৬৩৯
---------------------------------------	-----

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সবুজ মটকায় নবীয তৈরি করা নিষেধ-	৬৩৯
----------------------------------	-----

একবিংশ অধ্যায়

বাসন-কোসন ইত্যাদি ঢেকে রাখা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বন্ধ মশক শয়তান ঢকতে পারে না-	৬৪০
ঘুমোনের পর ঘরে আতন রাখা ভালো নয়-	৬৪০
আতন মানুষের দূশমন-	৬৪০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাতে কুরুর চিকর জলে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে হয়-	৬৪০
রাতে ঘুমোনের সময় বাতি নিভিয়ে রাখতে-	৬৪০

দ্বাবিংশ অধ্যায়

পোশাক-পরিচ্ছেদ সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তৃতীয় বিছানা মেহমানের জন্য-	৬৪১
চাকরার নীচে কাপড় পরলে কিয়ামতে আল্লাহ দুটি দিবেন না-	৬৪১
অহংকার করে চাকরার নীচে কাপড় পড়া জায়েয নেই-	৬৪১
কাপড় মাটি দিয়ে হেঁচড়িয়ে চলা উচিত নয়-	৬৪১
চাকরার নীচে কাপড় পরা হারাম-	৬৪১
রাসূল (স) হিবারা কাপড় পছন্দ করতেন-	৬৪১
রাসূল (স) রোম দেশীয় আটশাট জুকা পড়তেন-	৬৪১
রাসূল (স) দুটি কাপড় ব্যবহার করতেন-	৬৪১
রাসূল (স) চামড়ার তৈরি বিছানায় শয়ন করতেন-	৬৪১
রাসূল (স) খেজুরের আশের বাগিশ ব্যবহার করতেন-	৬৪১
চাদর দিয়ে মাথা ঢাকা যায়-	৬৪১
লজ্জাহান উনুত রাখা হারাম-	৬৪২
পুরুষের জন্য রেশমী বস্ত্র হারাম-	৬৪২
দুনিয়ায় রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করলে আখেরাতে পাবে না-	৬৪২
মিহি ও রেশমী কাপড় পড়া জায়েয নেই-	৬৪২
রাসূল (স)-কে লাল রেশমী কাপড় হাদিয়া দেয়া হয়েছিল-	৬৪২
রাসূল (স) রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন-	৬৪২
রাসূল (স) জুব্বার গলায় নকশা করা ছিল-	৬৪২
দুজন সাহাবী রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি পেয়েছিলেন-	৬৪২
কমলা রংয়ের কাপড় ভালো নয়-	৬৪২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর কাছে প্রিয় ছিল কোর্তা-	৬৪২
জামার আন্তিন হাতের কড়ি পর্যন্ত হওয়া ভালো-	৬৪৩
জামা ডান দিক হতে পরিধান করতে হয়-	৬৪৩
মুমিনের ইয়ার পায়ের অর্ধনলা পর্যন্ত থাকবে-	৬৪৩
ইয়ার মাটিতে হেঁচড়িয়ে চলা জায়েয নেই-	৬৪৩
সাহাবীদের টুপি ছিল চ্যাপ্টা ধরনের-	৬৪৩
ইয়ার এক হাত পরিমাণ কুলিয়ে পরবে-	৬৪৩
রাসূল (স)-এর পিঠে মোহরে নবুয়ত ছিল-	৬৪৩
সাদা কাপড় পবিত্রতার চিহ্ন স্বরূপ-	৬৪৩
পাগড়ি বেঁধে কাঁধের মধ্যে কুলিয়ে দিতে হয়-	৬৪৩
মাথায় পাগড়ি ঝাড়া সুন্নতে রাসূল-	৬৪৩
টুপির ওপর পাগড়ি বাঁধতে হয়-	৬৪৪
বর্ণ ও রেশম ত্রীলোকেরা ব্যবহার করতে পারে-	৬৪৪
রাসূল (স) নতুন কাপড় পরিধান করে দোআ করতেন-	৬৪৪
খানা খেয়ে আল্লাহর শোকর করতে হয়-	৬৪৪

विषय

খনিদেৱে সান্নিধ্য হতে বেঁচে থাকাক নিৰ্দেশ-
সাদাসিধা জীৱন যাপন ইমানৰে অজ-
দুনিয়ায় সুনামেৰে পোশাক পড়া উচিত নয়-
যে ব্যক্তি যে সশুদায়েৰে অনুকরণ কৰে সে ভাৱে দলভুক্ত-
সৌন্দৰ্যেৰে পোশাক পৰিহাৰ কৰা ভালো-
নিয়ামতেৰে নিদৰ্শন প্ৰকাশ পায়-
কাপড় পৰিহাৰ ৰাখতে হৰে-
অত্যধিক কৃপণতা কৰা জায়েয নেই-
লাল বৰ্ণ ৰাসূল (স) পছন্দ কৰতেন না-
ৰাসূল (স) হলুদ বৰ্ণেৰে কাপড় পৰিধান কৰেননি-
ৰাসূল (স) দশটি কাজ নিষেধ কৰেছেন-
সোনাৰ আংটি ব্যবহাৰ কৰা নিষেধ-
চিতা বাঘেৰ চামড়া গদিতে থাকা নিষেধ-
লাল বৰ্ণেৰে জিন ব্যবহাৰ কৰা নিষেধ-
সবুজ বৰ্ণ ৰাসূল (স) পছন্দ কৰতেন-
ৰাসূল (স) কাতাৰী কাপড় পড়ে নামায পড়তেন-
ৰাসূল (স)-এৰ দু'খানা মোটা কাতাৰী কাপড়ও ছিল-
ৰাসূল (স) গোলাপী ৰং পছন্দ কৰতেন না-
ৰাসূল (স) খচ্ৰেৰে পিঠে বসে ভাষণ দিলেন-
পশমেৰে দুৰ্গন্ধযুক্ত কাপড় পৰিধান কৰা নিষেধ-
বালৰ বিশিষ্ট কাপড় পৰিধান কৰা যায়-
শৰীৰ দেখা যায় এমন কাপড় পড়া নিষেধ-
কাপড় দিয়ে এক প্যাচ দিলে চলে-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইয়ার দু পায়ের নলা পর্যন্ত পরতে হয়-
হযরত আবু বকর (রা)-এর জন্য কমা করা হল-
ইয়ারের পিছন দিক উঠিয়ে পরতে হয়-
পাগড়ি ফেরেশতাদের প্রতীক-
পাতলা কাপড় পরিধান করা জায়েয নেই-
নতুন কাপড় পরিধান করে দোআ করতে হয়-
রাসুল (স) নতুন কাপড় পরিধান করে দোআ করলেন-
মহিলাদের মোটা কাপড় পরিধান করতে হয়-
মহিলাদের কাপড় ধার দেয়া যায়-
রাসুল (স) রেশমী কাপড় খুলে ফেললেন-
রেশমের কাপড়ের খালর দেয়া যায়-
রেশমী কাপড় দিয়ে বর্ডার দেয়া যায়-
অপব্যয় ও অহংকার কমা জায়েয নেই-
অপব্যয় ও অহংকার বিষয়ে কড়া হুঁশিয়ারী দেয়া হয়েছে-
রাসুল (স) সাদা কাপড় পরিধান করতে বলতেন-

જાહેરાતિશન અધ્યાય

আংটির ব্যবহারের শুরুত্ব
প্রথম পরিচ্ছেদ

রূপার আংটি ব্যবহার-
 রাসূল (স)-এর আংটিতে আকিক পাথর ছিল-
 রাসূল (স) বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটি ব্যবহার
 করতেন-
 মাদ্যমা ও তজ্জনী আঙ্গুলে আংটি পড়তে হয়-
 কোরআনের কোন অংশ রুকুদ মধ্যে পাঠ করা নিষেধ-
 রাসূল (স) স্বর্ণের আংটি ফেলে দিলেন-
 রাসূল (স)-এর আংটি ছিল সিলমোহর-
 রাসূল (স)-এর আংটি নাম অংকিত ছিল-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ডান হাতে আংটি ব্যবহার করবে-
রাসুল (স) কোন সময় বাম হাতে আংটি পরতেন-
স্বর্ণ ও রেশমী বস্ত্র পরুষের জন্য হারাম-

ਮੁਠਾ

৬৪৪ পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম—
৬৪৪ সীসার আঘাতে মূর্তির পঙ্ক পাওয়া যায়—
৬৪৪ রাসূল (স) দশটি অভ্যাস পছন্দ করতেন না—
৬৪৪ বাজনাদার অলংকার পরিধান করা উচিত নয়—
৬৪৪ যে ঘরে বাদ্যযন্ত্র থাকে সে ঘরে ফেরেশতা
৬৪৫ একজনের নাক স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করার নির্দেশ
৬৪৫ স্বর্ণ বস্ত্র আঙনের সমতুল্য—
৬৪৫ স্বর্ণের বস্ত্র পরিধান করলে কিয়ামতে আঙনে পোড়ানো হবে—
৬৪৫ রূপার তৈরি অলংকার ব্যবহার করা যায়—
৬৪৫ **তৃতীয় পরিচ্ছেদ**
৬৪৫ দুনিয়ায় রেশমী পরিধান করলে আখেরাতে প
৬৪৫ রাসূল (স) আঘটি ফেললেন—
৬৪৫ স্বর্ণের বস্ত্র সবার জন্য হারাম—
৬৪৫ **চতুর্বিংশ অধ্যায়**
৬৪৬ **পাদুকা সশাকীয় ব**
৬৪৬ **প্রথম পরিচ্ছেদ**
৬৪৬ রাসূল (স) এর জুদায় পশম ছিল না—
৬৪৬ দু ফিতা বিশিষ্ট জুতা রাসূল (স) পরিধান কর
৬৪৬ জুতা ব্যবহার করা বাহনের সমতুল্য—
৬৪৬ জুতা ডান পা দিয়ে পরতে হয়—
৬৪৬ উভয় পায়ে জুতা রাখতে হয়—
৬৪৬ এক পায়ে জুতা পরিধান উচিত নয়—
৬৪৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৬৪৭	রাশুল (স)-এর সাপ্তাহের কিতা কিরগা ছিল-	৬৫২
৬৪৭	দাড়িয়ে জুতা পরিধান করা উচিত নয়-	৬৫২
৬৪৭	কখনো একাধা জুতা পরিধান করা যায়-	৬৫২
৬৪৭	বসার সময় জুতা খুলে পাশে রাখবে-	৬৫২
৬৪৭	রাশুল (স)-এর মোজা ছিল সাদা-	৬৫২

પચ્ચવિંશ અધ્યાય

চুল আঁচড়ানো

अथम परिच्छेदः

৬৪৮	ঋতুভঙ্গী অবস্থায় অন্যান্য কাজ করতে পারে-	৬৫২
৬৪৮	পাঁচটি জিনিস ফিতরাত-	৬৫৩
৬৪৮	প্রত্যেক কাজ মুশরিকদের বিপরীত করা উচিত-	৬৫৩
৬৪৮	নাভির নীচের পশম চল্লিশ দিনের আগেই ফেলাতে হয়-	৬৫৩
৬৪৮	দাড়ি চুলে খেঁচাব লাগানো জায়েয আছে-	৬৫৩
৬৪৮	চুলে কালো রং ব্যবহার করা উচিত নয়-	৬৫৩
৬৪৮	রাসূল (স) পিছনের দিকে চুল ছেঁটে রাখতেন-	৬৫৩
৬৪৮	মাথার চুল সমানভাবে রাখতে হবে-	৬৫৩
	চুলের কিছু অংশ মুড়ানো ভালো নয়-	৬৫৩
	নারীদের উচিত নয় পুরুষের বেশ ধারণ করা-	৬৫৩
	কোন পুরুষের উচিত নয় নারীর বেশ ধারণ করা-	৬৫৩
৬৪৯	মাথায় কুন্ডিম চুল লাগানো জায়েয নেই-	৬৫৪
৬৪৯	শরীরে উকি মারা উচিত নয়-	৬৫৪
	মানুষের বদ নজর লাগতে পারে-	৬৫৪
৬৪৯	চুল পরিপাটি করে রাখতে হয়-	৬৫৪
৬৪৯	জাকরান রং ব্যবহার করা উচিত নয়-	৬৫৪
৬৪৯	খোশবু ব্যবহার করা ভালো-	৬৫৪
৬৪৯	ঘরে খনি ব্যবহার করা যায়-	৬৫৪

ଦ୍ଵିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ

৬৪৯	গৌফ ছাঁটা য়ায়—	৬৫৪
	গৌফ ছাঁটার প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে—	৬৫৪
৬৪৯	রাসুল (স) দাড়ি ছাঁটবেন—	৬৫৪
৬৫০	খালুকা দ্বারা সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয নেই—	৬৫৫
৬৫০	খালক রং শরীরে লাগালে নামায হবে না—	৬৫৫

বিষয়

পুরষের জন্য বর্ণ ব্যবহার হারাম-	৬৫০
সীসার আঘাতে মূর্তির গন্ধ পাওয়া যায়-	৬৫০
রাসূল (স) দশটি অভ্যাস পছন্দ করতেন না-	৬৫০
বাজনাদার অলংকার পরিধান করা উচিত নয়-	৬৫০
যে ঘরে বাদ্যযন্ত্র থাকে সে ঘরে ফেরেশতা থাকে না-	৬৫০
একজনের নাক বর্ণ দিয়ে তৈরি করার নির্দেশ দিলেন-	৬৫০
বর্ণ বস্তু আঙনের সমতুল্য-	৬৫১
হবের বস্তু পরিধান করলে কিয়ামতে আঙনে গোড়ানো হবে-	৬৫১
রূপার তৈরি অলংকার ব্যবহার করা যায়-	৬৫১
তৃত্বীয় পরিচ্ছেদ	
দুনিয়ার রেশমী পরিধান করলে আখেরাতে পাবে না-	৬৫১
রাসূল (স) আঘটি ফেললেন-	৬৫১
হবের বস্তু সবার জন্য হারাম-	৬৫১

চতুর্বিংশ অধ্যায়

પાપુકા અનાર્કીય રર્ષના

ଆଥ୍ୟକ୍ଷ୍ୟ ପରିଚ୍ଛେଦ

রাসুল (স)-এর জুদায় পশম ছিল না-	৬৫১
দু ফিতা বিশিষ্ট জুতা রাসুল (স) পরিধান করতেন-	৬৫১
জুতা ব্যবহার করা বাহনের সমতুল্য-	৬৫১
জুতা ডান পা দিয়ে পরতে হয়-	৬৫২
উভয় পায়ে জুতা রাখতে হয়-	৬৫২
এক পায়ে জুতা পরিধান উচিত নয়-	৬৫২

વિઠ્ઠીય પત્રિકા

রাসাল (স)-এর স্যাণ্ডেলের ফিতা কিরূপ ছিল-	৬৫২
দাঁড়িয়ে জুতা পরিধান করা উচিত নয়-	৬৫২
কখনো একখানে জুতা পরিধান করা যায়-	৬৫২
বসার সময় জুতা খুলে পাশে রাখবে-	৬৫২
রাসাল (স)-এর মোজা ছিল সাদা-	৬৫২

પચ્ચવિંશ અધ્યાય

চুল আঁচড়ানো

अथम परिच्छेदः

কৃতবতী অবস্থায় অন্যান্য কাজ করতে পারে-	৬৫২
পাঁচটি জিনিস ফিতরাত-	৬৫৩
প্রত্যেক কাজ মুশরিকদের বিপরীত করা উচিত-	৬৫৩
নাভির নীচের পশম চল্লিশ দিনের আগেই ফেলাতে হয়-	৬৫৩
দাড়ি চুলে খেঁচাব লাগানো জায়েয আছে-	৬৫৩
চুলে কালো রং ব্যবহার করা উচিত নয়-	৬৫৩
রাসূল (স) পিছনের দিকে চুল ছেঁটে রাখতেন-	৬৫৩
মাথার চুল সমানভাবে রাখতে হবে-	৬৫৩
চুলের কিছু অংশ মুড়ানো ভালো নয়-	৬৫৩
নারীদের উচিত নয় পুরুষের বেশ ধারণ করা-	৬৫৩
কোন পুরুষের উচিত নয় নারীর বেশ ধারণ করা-	৬৫৩
মাথায় কৃত্রিম চুল লাগানো জায়েয নেই-	৬৫৪
শরীয়ে উকি মারা উচিত নয়-	৬৫৪
মানুষের বদ নজর লাগতে পারে-	৬৫৪
চুল পরিপাটি করে রাখতে হয়-	৬৫৪
জফরান রং ব্যবহার করা উচিত নয়-	৬৫৪
খোশবু ব্যবহার করা ভালো-	৬৫৪
ঘরে খনি ব্যবহার করা যায়-	৬৫৪

ଦ୍ଵିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ

গৌফ হাটা য়া-	৬৫৪
গৌফ হাটার প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে-	৬৫৪
রাসুল (স) দাড়ি ছাঁটবেন-	৬৫৪
খালুকা দ্বারা সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয নেই-	৬৫৫
খালুক রং শরীরে লাগালে নামায হবে না-	৬৫৫

বিষয়

কোনভাবে জাফরান রং ব্যবহার করা যাবে না-	৬৫৫
মহিলাদের সুগন্ধি হবে উজ্জ্বল বর্ণের গন্ধ থাকবে না-	৬৫৫
মাথায় তেল ব্যবহার করা সুনতে রাসূল-	৬৫৫
রাসূল (স)-এর মাথায় জুলফি ছিল-	৬৫৫
মাথার চুলে সিঁথি কাটতে হল-	৬৫৫
প্রতিদিন মাথা আচড়ানো উচিত নয়-	৬৫৫
অধ্যিক বিলাসিতা ভালো নয়-	৬৫৫
চুলের যত্ন করতে হয়-	৬৫৫
খেঁচাব বার্ষিক্যকে পরিবর্তন করে-	৬৫৬
কালো খেঁচাব ব্যবহার করা জায়েয নেই-	৬৫৬
চুল দাড়ি হুদুদ রং করা যায়-	৬৫৬
মেহেদীর খেঁচাব খুবই ভালো-	৬৫৬
খেঁচাব লাগানোর অনুমতি আছে-	৬৫৬
সাদা চুল ওঠানো উচিত নয়-	৬৫৬
ইসলামে থেকে বার্ষিক্যে পৌছা উত্তম-	৬৫৬
রাসূল (স) ঘাড় পর্যন্ত চুল লম্বা করতেন-	৬৫৬
চুল লম্বা রাখা জায়েয নেই-	৬৫৬
মাথার এক দিকে চুল লম্বা রাখা ঠিক নয়-	৬৫৬
সন্তানদের মাথার চুল মুড়ানো যায়-	৬৫৭
মেয়েদের খতনা করতে হয়-	৬৫৭
হযরত আয়েশা (রা) মেহেদীর খেঁচাব ব্যবহার করেন নি-	৬৫৭
মহিলাদের হাতে মেহেদী দিতে হয়-	৬৫৭
চোখের ফ্রর চুল উপড়ানো জায়েয নেই-	৬৫৭
পুরুষ নারীর পোষাক পরিধান করবে না-	৬৫৭
মহিলাগণ পুরুষের মত জুতা পরিধান করবে না-	৬৫৭
রাসূল (স) সফর হতে ফিরে ফাতেমা (রা)-এর সাথে দেখা করতেন-	৬৫৭
চোখে সুরমা লাগাতে হয়-	৬৫৮
ফেরেশতাগণ সিন্ধা লাগাতে বললেন-	৬৫৮
মহিলাদের গোসলখানায় পুরুষের প্রবেশ নিষেধ-	৬৫৮
মহিলাগণ নিজদের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও কাপড় খুলবে না-	৬৫৮
গোসল খানায় উলঙ্গ হয়ে যাওয়া উচিত নয়-	৬৫৮
ইযার ছাড়া হামাম খানায় প্রবেশ নিষেধ-	৬৫৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) কখনো মাথায় খেঁচাব লাগান নি-	৬৫৯
হুদুদ রং ব্যবহার করা উত্তম-	৬৫৯
রাসূল (স) চুলে মেহেদীর খেঁচাব দিতেন-	৬৫৯
রাসূল (স) হিযড়াদের পছন্দ করতেন না-	৬৫৯
ছোট ছেয়ে-মেয়েদের স্নেহ করতে হয়-	৬৫৯
চুল পরিপাটি করে রাখতে হয়-	৬৫৯
পুরুষের চুলে বেণী বাঁধা উচিত নয়-	৬৫৯
মহিলাদের মাথার চুল কাটা যাবে না-	৬৫৯
পাকা চুল মর্দাদার প্রতীক-	৬৬০
এলোমেলো চুল শয়তানের লক্ষণ-	৬৬০
নিজের আঙিনাকে পরিষ্কার রাখতে হয়-	৬৬০

ষড়বিংশ অধ্যায়

জীব-জন্তুর ছবি সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

জিব্রাইল (আ) কুকুরের কারণে ফেরত গেলেন-	৬৬০
কুকুর থাকলে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না-	৬৬০
কোন ঘরে প্রাণীর ছবি রাখা ঠিক নয়-	৬৬১
ছবিওয়ালা ঘরে রাসূল (স) প্রবেশ করলেন না-	৬৬১
ঘরে ছবিযুক্ত পর্দা রাখা উচিত নয়-	৬৬১
রাসূল (স) নিজের ঘরের পর্দা ছিড়ে ফেললেন-	৬৬১
আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ করা জায়েয নেই-	৬৬১
আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য করে কিছু বানানো জায়েয নেই-	৬৬১

পৃষ্ঠা

বিষয়

ছবি প্রস্তুতকারীর শাস্তি হবে বেশি-	৬৬১
প্রাণী ছাড়া ছবি অংকন করা যায়-	৬৬১
মিথ্যা স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলা উচিত নয়-	৬৬১
দাবা খেলা হারাম-	৬৬২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঘরে ছবি থাকার কারণে জিবরাঈল প্রবেশ করেননি-	৬৬২
তিন শ্রেণীর লোককে জাহান্নামে নেয়া হবে-	৬৬২
জুয়া খেলা হারাম-	৬৬২
মদ, জুয়া ও কুবা হারাম-	৬৬২
নারদ খেলা হারাম-	৬৬২
কবুতরের পেছনে দৌড়ান উচিত নয়-	৬৬২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছবি তৈরি করলে আল্লাহ কঠিন শাস্তি দেবেন-	৬৬২
কোনক্রমেই দাবা খেলা জায়েয নেই।-	৬৬৩
বিড়াল কুকুর হতে ভিন্ন প্রাণী-	৬৬৩
কবরে ইবাদতগাহ বানানো জায়েয নেই-	৬৬৩
যে লোক কোন নবীকে হত্যা করেছে সে বেশি শাস্তি পাবে-	৬৬৩
দাবা খেলা এক প্রকারের জুয়া-	৬৬৩
পাণী ব্যক্তি দাবা খেলায় লিপ্ত হয়-	৬৬৩

সত্তবিংশ অধ্যায়

চিকিৎসা ও মস্তিষ্ক প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

সঠিক ঔষধে রোগ মুক্ত হয়ে যায়-	৬৬৩
প্রতিটি রোগের ঔষধ আছে-	৬৬৩
তিন জিনিসের মধ্যে রোগের নিরাময় আছে-	৬৬৪
ক্ষতস্থানে দাগ দিলে আরোগ্য হয়-	৬৬৪
একবারে না সারলে দ্বারা দাগাতে হয়-	৬৬৪
অসুস্থ লোকের রগ কেটে দাগ লাগান হয়-	৬৬৪
কালজিরা খুব উপকারী ঔষধ-	৬৬৪
যে কোন রোগের জন্য মধু উত্তম ঔষধ-	৬৬৪
কোস্ত ব্যবহার করা উত্তম পদ্য-	৬৬৪
শিশুদের উষরা রোগের জন্য কোস্ত ব্যবহার করা যায়-	৬৬৪
বাল্যদের রোগের জন্য উদে হিন্দী ব্যবহার করা যায়-	৬৬৪
জ্বরের উৎপত্তি হয় জাহান্নামের তাপ হতে-	৬৬৪
অসুখের জন্য ঝাড় ফুঁক করা যায়-	৬৬৫
বদ নজর লাগলে ঝাড় ফুঁকের নির্দেশ আছে-	৬৬৫
বদ নজর লাগলে চেহারা পরিবর্তন হয়-	৬৬৫
সাপ বিছুর দংশনে ঝাড় ফুঁক করা যায়-	৬৬৫
মস্তুর দিয়ে ঝাড় ফুঁক করা যায়-	৬৬৫
মানুষের নজর লাগা একটি বাস্তব সত্য-	৬৬৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রোগের জন্য ঔষধ ব্যবহার করা সম্পূর্ণ বৈধ-	৬৬৫
রোগীদের পানাহারের জন্য জোর-জবরদস্তি করা উচিত নয়-	৬৬৫
অগ্নি বাতের ঔষধ হল গরম লোহার ছেদ দেবে-	৬৬৫
পাঁজরের ব্যথার জন্য কোস্ত ব্যবহার করা যায়-	৬৬৫
পাঁজরের ব্যথার জন্য জয়তুনের তেল ব্যবহার করতে হয়-	৬৬৬
সানা খুব উত্তম ঔষধ-	৬৬৬
প্রত্যেক রোগের নির্ধারিত ঔষধ আছে-	৬৬৬
হারাম জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করা যাবে না-	৬৬৬
পায়ের কষ্টের জন্য মেহেদী লাগাতে হয়-	৬৬৬
জখম হলে মেহেদী লাগানোর বিধান আছে-	৬৬৬
শিংগা লাগালে দূষিত রক্ত বের হয়ে যায়-	৬৬৬
নিত্য ব্যথা হলে শিংগা লাগানো যায়-	৬৬৬
ফেরেশতারা রাসূল (স)-কে শিংগালাগাতে বলেছেন-	৬৬৬
ব্যাঙ ঔষধে ব্যবহার করা যাবে না-	৬৬৬

বিষয়

পথ দেখিয়ে দেয়াও রাস্তার হক আদায়-

মজলুমের করিয়াদ কবুল করাও রাস্তার হক-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অসুস্থ মুসলমানদের খোজখবর নিতে হয়-

সালাম পূর্ণরূপে আদায় করতে হয়-

সালামের সওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকে-

প্রথমে সালাম দেওয়া ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রিয়-

মহিলাদের সালাম দেয়া যায়-

একজনকে সালাম দিলে দলের সবার উপরই বর্তে-

অন্য কোন জাতির অনুসরণ করা যাবে না-

কোন মুসলমানদের সাথে দেখা হলেই সালাম করতে হয়-

গৃহবাসীদের সালাম দিয়ে গৃহে প্রবেশ করবে-

ঘরে সালাম দিলে বরকত হয়-

কথাবার্তার আগে সালাম করতে হয়-

জাহেলী যুগে সালামের পরিবর্তে বলত

তোমার চোখ শীতল হোক-

অন্যের মারফতে সালাম প্রেরণ করা যায়-

পত্র লিখতে নিজের নাম লিখে শুরু করতে হয়-

পত্রের মধ্যে কিছু মাটি ছিটিয়ে দেওয়া উচিত-

কলম কানে রাখলে কথা বেশি স্মরণ হয়-

যে কোন ভাষা শিক্ষা করা যায়-

মজলিসে প্রবেশ করেই সালাম দিবে-

রাস্তায় বসার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সালামের জবাবে ইয়ার হামুকাহ্নাহ বলতে হয়-

রাসূল (স.) সবাইকে সালাম দিতেন-

ছোট-বড় সবাইকে সালাম প্রদান করতে হয়-

যে সালাম দিতে কুপণতা করে সে বেশি কুপণ-

আগে সালামকারী ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম-

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুমতি প্রার্থনার শুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

আহলে ছফকা অনুমতি চাইলেন-

কারও বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে তিনবার সালাম দিবে-

অন্যের গোপন কথাবার্তা শোনা নিষেধ-

সালাম জানিয়ে নাম বলতে হয়-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাথে আসলে অনুমতির প্রয়োজন নেই-

সালাম না দেওয়ায় রাসূল (স.) কেরত পাঠালেন-

কারো বাড়ির দরজা বরাবর দাঁড়ানো নিষেধ-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স.)-এর কাছে রাতে গেলে অনুমতি প্রার্থনা করতে হত-

সালাম না দিলে প্রবেশের অনুমতি দিবে না-

মায়ের ঘরে প্রবেশ করতে অনুমতি প্রয়োজন-

তৃতীয় অধ্যায়

মুসাফাহা বা আলিঙ্গনের শুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স.) শিতদের চুষন দিতেন-

সাহাবীদের মধ্যে মুসাফাহার প্রচলন ছিল-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কারও সাথে দেখা হলে মুসাফাহা করতে হয়-

দুজন মুসলমানের সাথে দেখা হলে মুসাফাহা করবে-

রোগীর কপালে হাত লাগাতে হয়-

রাসূল (স.) কখনও খালি গায়ে থাকতেন না-

আনন্দের আতিশয্যে একজনকে আরেকজন বুকে জড়িয়ে ধরা যায়-

পৃষ্ঠা

৬৮১

৬৮১

৬৮১

৬৮১

৬৮১

৬৮১

৬৮১

৬৮২

৬৮২

৬৮২

৬৮২

৬৮২

৬৮২

৬৮২

৬৮২

৬৮২

৬৮২

৬৮৩

৬৮৩

৬৮৩

৬৮৩

৬৮৩

৬৮৩

৬৮৩

৬৮৪

৬৮৪

৬৮৪

৬৮৪

বিষয়

হিজরতকারীর সওয়াবের প্রতি সুবারক-

মানুষকে চুষন দেওয়া যায়-

চোখের মাঝখানে চুষন করা যায়-

রাসূল (স.) মুয়ানাকা করতেন-

রাসূল (স.)-এর হাতে চুষন করা যেত-

সন্তানকে চুষন দেয়া যায়-

শিতরা আল্লাহর দেয়া সুগন্ধি-

কাতিমা (রা.) রাসূল (স.)-এর চেহারার অনুরূপ ছিলেন-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুসাফাহা করলে অন্তরের কষ্ট দূর হয়-

পরস্পর মুসাফাহা করলে গোনাহ ঝরে যায়-

সন্তান কার্পণ্যতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ-

চতুর্থ অধ্যায়

উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানোর

শুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

নেতাকে দাঁড়িয়ে সম্মান করা-

অন্যকে উঠিয়ে তার জায়গায় বসা উচিত-

যে স্থানে যে আগে বসে তার হক-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাহাবাগণ রাসূল (স.)-কে দেখে দাঁড়াতে না-

রাসূল (স.)-কে দেখে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন-

আব্বাসী লোকেরা দাঁড়িয়ে একে অপরকে সম্মান করে-

একজনকে দেখে দাঁড়ানোর ব্যাপারে রাসূল (স.) নিষেধ করেছেন-

বসা থেকে প্রয়োজনে উঠে গেলে সেখানে কিছু রেখে যেতে হয়-

দুজন লোকের মাঝখানে অনুমতি ছাড়া বসা নিষেধ-

দুজন লোকের মধ্যে বসতে হলে অনুমতি প্রয়োজন-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স.) বাড়ির ভেতরে বাগানের পর সাহাবাগণ চলে যেতেন-

মজলিসে কেউ উপস্থিত হলে চেপে বসতে হয়-

পঞ্চম অধ্যায়

বসা, নিদ্রা ও চলাচল শুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক পায়ের ওপর আরেক পা দিয়ে শোয়া নিষেধ-

চিক হয়ে শোয়া নিষেধ-

রাসূল (স.) কাবার প্রাঙ্গণে বসতেন-

রাসূল (স.) এক পায়ের ওপর অন্য পা রেখে শুয়েছেন-

অহংকার করা খুবই অন্যায়-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স.) কুরকুহা অবস্থায় বসা ছিলেন-

সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত কজরের নামাবের আসনে বসে থাকতে হয়-

রাসূল (স.) বালিশের ওপর হেলান দিয়ে বসেছেন-

রাসূল (স.) উভয় হাত দিয়ে ইহতাবা করতেন-

রাসূল (স.)-এর বিশ্রাম-

রাসূল (স.)-এর বিছানা কাফনের কাপড়ের মত ছিল-

উপুড় হয়ে শোয়া উচিত নয়-

উপুড় হয়ে শোয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না-

রেলিফবিহীন ছাদে শয়ন করা উচিত নয়-

ছাদের ওপর শোয়া উচিত নয়-

মসজিদের মাঝখানে বসা উচিত নয়-

যে মজলিশ প্রশস্ত তাই ভালো-

বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসা উচিত নয়-

শরীরে কিছু অংশ ছায়ায় রেখে বসা উচিত নয়-

মহিলাগণ পুরুষের পিছনে বসবে-

মজলিসের শেষ স্থানে বসতে হয়-

পৃষ্ঠা

৬৮৭

৬৮৭

৬৮৭

৬৮৭

৬৮৭

৬৮৭

৬৮৮

৬৮৮

৬৮৮

৬৮৮

৬৮৮

৬৮৮

৬৮৮

৬৮৮

৬৮৮

৬৮৮

৬৮৯

৬৮৯

৬৮৯

৬৮৯

৬৮৯

৬৮৯

৬৮৯

৬৮৯

৬৮৯

৬৮৯

৬৮৯

৬৮৯

৬৯০

৬৯০

৬৯০

৬৯০

৬৯০

৬৯০

৬৯০

৬৯০

৬৯০

৬৯০

৬৯০

৬৯০

৬৯০

৬৯০

৬৯১

৬৯১

৬৯১

৬৯১

৬৯১

৬৯১

৬৯১

৬৯১

৬৯১

৬৯১

৬৯১

৬৯২

বিষয়	পৃষ্ঠা
দুজন মহিলার মাঝে পুরুষের চলা নিষেধ-	৬৯২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
উপড় হয়ে শোয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না-	৬৯২
আল্লাহর অভিশপ্ত লোকদের মত বসা উচিত নয়-	৬৯২
ষষ্ঠ অধ্যায়	

হাঁচি ও হাই সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আলহামদুলিল্লাহ না বললে হাঁচির জবাব দিতে নেই-	৬৯২
হাঁচি দেয়া আল্লাহ পছন্দ করেন-	৬৯২
কেউ হাঁচি দিলে জবাব দিতে হয়-	৬৯২
হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ না বললে জবাব দিবে না-	৬৯৩
হাঁচির জওয়াব হলো ইয়ারহামুকাল্লাহ-	৬৯৩
হাই আসলে বাম হাত দিয়ে মুখ ঢাকতে হয়-	৬৯৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স.) হাঁচি দেয়ার সময় কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকতেন-	৬৯৩
হাঁচির নির্দিষ্ট দোয়া পাঠ করতে হয়-	৬৯৩
হাঁচির নির্দিষ্ট দোয়া পাঠ করতে হয়-	৬৯৩
হাঁচিদাতার জবাব তিনবার পর্যন্ত দেয়া সুন্নত-	৬৯৩
হাঁচির জবাব তিনবারের বেশি দিবে না-	৬৯৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাঁচি দিলে সুন্নত পদ্ধতিতে উত্তর দিবে-	৬৯৩
সপ্তম অধ্যায়	

হাসির গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স.) কখনো অটহাসি দেননি-	৬৯৪
রাসূল (স.) মুচকি হাসি দিতেন-	৬৯৪
ফজরের নামাযের পর সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকা সুন্নত-	৬৯৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স.) অধিক মুচকি হাসি দিতেন-	৬৯৪
-----------------------------------	-----

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাহাবাগণ একে অপরের কথায় হাসতেন-	৬৯৪
----------------------------------	-----

অষ্টম অধ্যায়

নাম রাখার প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নাম-	৬৯৪
রাসূল (স.)-এর উপনামে কারও নাম রাখা উচিত নয়-	৬৯৪
রাসূল (স.)-এর নামের সাথে মিলিয়ে নাম রাখা যায়-	৬৯৪
বরকতপূর্ণ নামগুলো রাখা উচিত নয়-	৬৯৫
রাসূল (স.) নামের ব্যাপারে কোন বিধি-নিষেধ করেননি-	৬৯৫
শাহানশাহ নামধারী লোকেরা হবে ঘৃণিত-	৬৯৫
রাসূল (স.) নাম পরিবর্তন করে দিলেন-	৬৯৫
রাসূল (স.) নিজের জীবন নাম পরিবর্তন করলেন-	৬৯৫
ওমর (রা.)-এর মেয়ের নাম পরিবর্তন করা হলো-	৬৯৫
রাসূল (স.) মুনির নাম রেখে দিলেন-	৬৯৫
কাউকেও আমার বান্দা বলে ডাকা উচিত নয়-	৬৯৫
কলব হলো মুমিনের অন্তর-	৬৯৫
আম্বুরকে কুরম বলা ঠিক নয়-	৬৯৫
যমানাকে গালি দেয়া উচিত নয়-	৬৯৬
অন্তরাখা খবিস হয়েছে এ কথা বলা উচিত নয়-	৬৯৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবুল হাকাম নাম রাখা উচিত নয়-	৬৯৬
আজদা নাম শয়তানের-	৬৯৬
কিয়ামতের দিন পিতার নামে ডাকা হবে-	৬৯৬
রাসূল (স.)-এর নাম ও উপনাম এক সাথে রাখতে নিষেধ করেছেন-	৬৯৬
রাসূল (স.)-এর উপনামের উপনাম রাখতে নিষেধ করেছেন-	৬৯৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
আবুল কাশেম নাম রাসূল (স.) পছন্দ করেন নি-	৬৯৬
রাসূল (স.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর উপনামে নাম রাখা যাবে-	৬৯৬
শাক-সবীজের নামানুসারে নাম রাখলেন-	৬৯৭
রাসূল (স.) খারাপ নাম পরিবর্তন করলেন-	৬৯৭
আছুরাম নাম রাখা উচিত নয়-	৬৯৭
যাজ্জাম নাম ভালো নয়-	৬৯৭
কথা বলার সময় সতর্ক থাকতে হয়-	৬৯৭
মুনাফিককে সর্দার বলা উচিত নয়-	৬৯৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাফস নাম ভালো নয়-	৬৯৭
রাসূল (স.)-এর নামানুসারে নাম রাখা যায়-	৬৯৭

নবম অধ্যায়

কবিতা পাঠ ও বক্তৃতা প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স.) কবিতা শুনতেন-	৬৯৮
যা কিছু হয় আল্লাহর রাস্তায়ই হওয়া উচিত-	৬৯৮
কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের ভ্রমসাধা করার নির্দেশ-	৬৯৮
কুরাইশদের দুর্নীমজনিত কবিতা আবৃত্তি করার উপদেশ-	৬৯৮
কবিতার দ্বারা কাকেরদকে নিদ্রা করলে জিব্রাইল সাহায্য করেন-	৬৯৮
কোন বক্তৃতা যাদুর মত কাজ করে-	৬৯৮
কোন কোন কবিতা ভালো-	৬৯৮
কথার মধ্যে অতিরঞ্জিত করা উচিত নয়-	৬৯৮
আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই বাতিল-	৬৯৮
আল্লাহ হেদায়েত না করলে হেদায়েত পাওয়া যাবে না-	৬৯৯
পরকালের জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই-	৬৯৯
পুঙ্খ দ্বারা পেট ভর্তি হওয়া কবিতা থেকে উদ্ভূত-	৬৯৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুমিন রসনা ও তলোয়ার দিয়ে জিহাদ করে-	৬৯৯
লজা এবং কম কথা বলা ঈমানের দুটি শাখা-	৬৯৯
উত্তম চরিত্রের লোক রাসূল (স.)-এর নিকটবর্তী-	৬৯৯
কিয়ামতের আলামত বর্ণনা-	৬৯৯
আল্লাহ পাক বাকচাতুর্যকে ঘৃণা করেন-	৬৯৯
কথার সাথে কাজের মিল থাকিতে হবে-	৭০০
যার বক্তৃতা মানুষ সন্তোষিত হয় তার ফরব আমলও কবুল হবে না-	৭০০
বক্তৃতার মধ্যে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে-	৭০০
কোন কোন বিদ্যা মূর্খতার নামান্তর-	৭০০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কবিতা আবৃত্তি করলে হযরত জিব্রাইল (খা) সাহায্য করেন-	৭০০
গান পরিবেশনে নারীদের মন দুর্বল হয়-	৭০০
কবিতার মধ্যে ভালো-মন্দ আছে-	৭০০
গান হলো শয়তানের কাজের অনুরূপ-	৭০০
গান মানুষকে মুনাফেকীতে লিপ্ত করে-	৭০০
রাসূল (স.) বাঁশির সুর পছন্দ করতেন না-	৭০১

দশম অধ্যায়

গীবত ও জিহ্বার সংযমের প্রতি

গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাফের বলে গালি দেয়া উচিত নয়-	৭০১
কাউকে ফাসেক বলবে না-	৭০১
কাউকেও কাফের বলে ডাকা উচিত নয়-	৭০১
যে প্রথমে গালি দেবে তার ওপরই বর্তাবে-	৭০১
দুইটি বস্তুর সংশোধন করলে সে বেহেশতী-	৭০১
কথার দ্বারা আল্লাহ মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন-	৭০১
মুসলমানকে হত্যা করা কুফরী, গালি দেয়া ফাসেকী-	৭০১
কারণ প্রতি অভিসম্পাত দেয়া উচিত নয়-	৭০২

বিষয়

লানতকারী কিয়ামতে সাক্ষ্য দিতে পারবে না- ৭০২
মানুষ ধ্বংস হয়েছে এ কথা বলা উচিত নয়- ৭০২
খ্রিস্টীয় লোক সবচেয়ে খারাপ- ৭০২
চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করবে না- ৭০২
সত্য পুণ্যের দিকে নেয় আর পুণ্য নেয় বেহেশতে- ৭০২
মানুষের মধ্যে আপস-মীমাংসা করা ভালো কাজ- ৭০২
অত্যধিক প্রশংসা করা উচিত নয়- ৭০২
কারণ সামনে প্রশংসা করা উচিত নয়- ৭০২
গীবত হলো জঘন্য পাপ- ৭০২
কারণ সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা উচিত নয়- ৭০৩
নিজের কুকর্ম বলে বেড়ান উচিত নয়- ৭০৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মিথ্যা পরিত্যাগকারী বেহেশতে যাবে- ৭০৩
খোদাভীতি ও উত্তম চরিত্র মানুষকে বেহেশতে পৌছাবে- ৭০৩
কোনক্রমেই খারাপ কথা বলা উচিত নয়- ৭০৩
মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলা জায়েয নেই- ৭০৩
মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বললে সে দোষে যাবে- ৭০৩
নীরব ব্যক্তিই সবচেয়ে ভালো- ৭০৪
নিজের জিহ্বাকে আয়ত্তে রাখলে বেহেশতে যেতে পারবে- ৭০৪
মানুষ ভয়ে উঠলে জিহ্বা বলতে থাকে আমাকে সংঘত রাখ- ৭০৪
নিরর্থক বস্তু পরিহার করা উচিত- ৭০৪
কারণ সম্পর্কে বেহেশতের সুসংবাদ বলা উচিত নয়- ৭০৪
জিহ্বা হল সবচেয়ে ভয়ংকর- ৭০৪
মিথ্যা বললে ফেরেশতা দূরে সরে যায়- ৭০৪
সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসঘাতক হলো মিথ্যাবাদী- ৭০৪
দুমুখো ব্যক্তির জিহ্বা হবে আগুনের- ৭০৪
মুমিন ব্যক্তি অশ্লীল গালমন্দকারী হতে পারে না- ৭০৪
কোন ঈমানদার অভিসম্পাত দিতে পারে না- ৭০৫
আল্লাহর গণ্য পড়বে এ কথা বলা উচিত নয়- ৭০৫
লানৎ করলে আকাশের দরজা বন্ধ হয়ে যায়- ৭০৫
যা লানতের উপযোগী নয় তাকে লানৎ করা জায়েয নেই- ৭০৫
একজনের মন কথা বলে অন্যের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করা উচিত নয়- ৭০৫
কারো সম্পর্কে কুটনামী করা উচিত নয়- ৭০৫
নির্লজ্জতা কোন জিনিসকে কলুষিত করে- ৭০৫
কাউকে লজ্জা দেয়া উচিত নয়- ৭০৫
মানুষের বিপদ দেখে আনন্দিত হওয়া উচিত নয়- ৭০৫
রাসূল (স.) বলেছেন তিনি কাউকেও বিদ্রূপ করা পছন্দ করেন না- ৭০৬
মুখ বেদুঈনের দোয়ার ব্যাপারে রাসূল (স.)-এর বক্তব্য- ৭০৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফাসেক ব্যক্তির প্রশংসা করলে আল্লাহ নারাজ হন- ৭০৬
মুমিন এর স্বভাবে খেয়ানত আচরণ থাকতে পারে না- ৭০৬
মুমিন মিথ্যাবাদী হতে পারে না- ৭০৬
শয়তান মানুষের মধ্যে এসে মিথ্যা কথা বলে- ৭০৬
অসৎ সঙ্গের চেয়ে নিঃসঙ্গ অনেক ভালো- ৭০৬
নীরবতা পালন করা ইবাদতের তুল্য- ৭০৬
খোদাভীতি সবচেয়ে বড় উপদেশ- ৭০৬
সন্ধরিত্রতা ও দীর্ঘ নীরবতা সবচেয়ে উত্তম আমল- ৭০৭
সিদ্ধিক ভরসনাকারী হতে পারে না- ৭০৭
জিহ্বা মানুষকে ধ্বংস করে- ৭০৭
ছয়টি জিনিস থেকে বেঁচে থাকলে বেহেশতী- ৭০৭
আল্লাহর উত্তম ও নিকট রহস্য- ৭০৭
গীবত করলে রোযা নষ্ট হলে যায়- ৭০৭
গীবত ব্যভিচার থেকেও জঘন্য- ৭০৭
যার গীবত করবে তার মাগফেরাত কামনা করতে হয়- ৭০৮

পৃষ্ঠা

বিষয়

পৃষ্ঠা

একাদশ অধ্যায় অজ্ঞীকার বা প্রতিশ্রুতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স.)-এর স্বপ্ন পরিশোধ করলেন আবু বকর (রা.)- ৭০৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মৃত্যুর পূর্বে রাসূল (স.)-এর চুল কিছুটা সাদা হয়েছিল- ৭০৮
ওয়াদা করলে তিন দিন এক জায়গায় অবস্থান করতে হয়- ৭০৮
যদি নিয়ত থাকে বিশেষ অসুবিধার কারণে সন্তান না হলে গোনাহ হবে না- ৭০৮
ওয়াদা করে তা রক্ষা না করলে গোনাহ হয়- ৭০৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের উদ্দেশ্যে ওয়াদা ভঙ্গ করলে গোনাহ হবে না- ৭০৯

দ্বাদশ অধ্যায়

হাসি-ঠাট্টা ও কৌতুক

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স.) হাসি-তামাশা করতেন- ৭০৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সত্য কৌতুক করা যায়- ৭০৯
উজ্জীই বাচ্চা প্রসব করে থাকে- ৭০৯
রাসূল (স.) দু কানওয়ালা বলে ডাক দিতেন- ৭০৯
বেহেশতে যুবক-যুবতী প্রবেশ করবে- ৭০৯
কুৎসিত হাবশীও রাসূল (স.)-এর কাছে ছিল- ৭০৯
রাসূল (স.)-এর সাথে এক সাহাবী কৌতুক করলেন- ৭১০
স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ দ্রুত মীমাংসা করা উচিত- ৭১০
ঝগড়া বিবাদ করা ইসলামে নিষেধ- ৭১০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অহংকার এবং পক্ষপত্তিত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৃত্যুকী ও খোদাভীর লোক সবচেয়ে সম্মানিত- ৭১০
শরীফের চেয়ে শরীফ- ৭১০
রাসূল (স.) ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ- ৭১১
সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ হযরত ইবরাহীম (আ)- ৭১১
খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে- ৭১১
পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিনয়ী হওয়ার নির্দেশ- ৭১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাপ-দাদার গর্ব করা উচিত নয়- ৭১১
রাসূল (স.) মহা মর্যাদাবান ব্যক্তি- ৭১১
ডাকওয়া অবলম্বন ভ্রাতার পরিচয়- ৭১১
জাহেলী যুগের ওপর গর্ব করা উচিত নয়- ৭১১
নিজের গোত্রের লোককে অন্যায় করলে প্রশ্রয় দেবে না- ৭১১
অন্যায় করলে নিজের গোত্রের লোককে সহায়তা করা যাবে না- ৭১২
অন্যায়ের প্রতিরোধকারী সবচেয়ে উত্তম- ৭১২
অন্যায়ের পক্ষে থাকা ইসলামে নিষেধ- ৭১২
জাগতিক বস্তুর প্রেমে পড়া উচিত নয়- ৭১২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিজের গোত্রের লোকদের ভালোবাসা যায়- ৭১২
মানুষ সবাই হযরত আদম (আ)-এর সন্তান- ৭১২

চতুর্দশ অধ্যায়

সৎকাজ ও সম্মতবহার

প্রথম পরিচ্ছেদ

সৌজন্যমূলক আচরণ পাওয়ার অধিকারী হলেন মাতা- ৭১২
পিতা-মাতা জীবিত থাকলে বেহেশত অর্জন করা যায়- ৭১২
মাতা-পিতা মৃত্যুর পরেও তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে- ৭১৩
আল্লাহই মানুষের প্রকৃত বন্ধু- ৭১৩
মায়ের অবাধ্যতা ইসলামে হারাম করা হয়েছে- ৭১৩
পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া কবির গোনাহ- ৭১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
পিতার অবর্তমানে পিতার বন্ধুদের সাথে সদ্যবহার করবে-	৭১৩
আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্যবহার করলে আয়ু বৃদ্ধি পায়-	৭১৩
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখলে আল্লাহ খুশি হন-	৭১৩
রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা মুসলমানের কাজ নয়-	৭১৩
রেহেম আল্লাহর আরশের সাথে যুক্ত থাকে-	৭১৩
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী দোষখের অধিবাসী-	৭১৪
আত্মীয়তা ছিন্ন করলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে-	৭১৪
সবার সাথে সদাচরণ করতে হবে-	৭১৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দোয়া তকদীর ফেরাতে পারে-	৭১৪
মায়ের সাথে উত্তম আচরণের প্রতিফল বেহেশত-	৭১৪
পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি-	৭১৪
পিতা-মাতা হলেন বেহেশতের মধ্যম দরজা-	৭১৪
মাতা সর্বাধিক সদাচরণ পাওয়ার অধিকারী-	৭১৪
রেহেম শব্দটি আল্লাহর নামের সাথে সংশ্লিষ্ট-	৭১৫
আত্মীয়তা ছিন্নকারীদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না-	৭১৫
পিতা-মাতার বিরুদ্ধাচারণকারী দোষখী-	৭১৫
আত্মীয়তার বন্ধনে দীর্ঘ জীবন লাভ হয়-	৭১৫
খালা মায়ের সমতুল্য মর্যাদা পাবে-	৭১৫
পিতার মৃত্যুর পর দোয়া করতে হয়-	৭১৫
দুখ মাতার প্রতি রাসূল (স.)-এর সদাচরণ-	৭১৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নেক কাজের দরুন ওহার পাথর সরে গেল-	৭১৫
পিতা জীবিত থাকলে জিহাদ ফরয নয়-	৭১৬
পিতার ইচ্ছায় জীকে তালুক দিল-	৭১৬
পিতা-মাতাই হল সন্তানের বেহেশত-দোষখ-	৭১৬
পিতা-মাতার জন্য দোয়া করলে সন্তান মুক্তি পেতে পারে-	৭১৬
যে পিতা-মাতার নাক্ষরমান অবস্থায় জোর করে	
সে দোষখের দৃষ্টি দরজা খুলে দেয়-	৭১৭
সন্তান পিতা-মাতার প্রতি দৃষ্টি দিলে আল্লাহ	
বান্দার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন-	৭১৭
বড় ভাইয়ের অধিকার পিতার সমতুল্য-	৭১৭

পঞ্চদশ অধ্যায়

সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে মানুষকে দয়া করে না তাকে আল্লাহ দয়া করবেন না-	৭১৭
শিশুদের চুষন করলে অন্তর নরম হয়-	৭১৭
সন্তানের প্রতি পিতামাতার মেহ পরিমাপ করা যায় না-	৭১৭
দুটি কন্যাকে লালন-পালন করলে রাসূল (স.)-এর সাথে থাকবে-	৭১৮
বিধবা ও মিসকিনদের তত্ত্বাবধান করা জিহাদের সমতুল্য-	৭১৮
ইয়াতীমদের দায়িত্ব নিলে আল্লাহ রাসূল (স.) খুশি হন-	৭১৮
ঈমানদার প্রতি সহানুভূতি দেখাতে হয়-	৭১৮
সকল মুমিন এক ব্যক্তির মত-	৭১৮
একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের ঘরের মত-	৭১৮
দানের জন্য সুপারিশ করলেও সওয়াব আছে-	৭১৮
অত্যাচারী হলেও তাকে সাহায্য করা উচিত-	৭১৮
মুসলমানের ওপর জুলুম করবে না-	৭১৮
কোন মুসলমানকে লজ্জিত করবে না-	৭১৯
তিন প্রকারের লোক বেহেশতে যাবে-	৭১৯
নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অন্যের জন্যও	
তা পছন্দ করবে-	৭১৯
প্রতিবেশীর প্রতি অন্যায়কারী দোষখী-	৭১৯
যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে জাহান্নামী-	৭১৯
হয়রত জিবরীল (আ) প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিতেন-	৭১৯
তিনজন একত্রে থাকলে দুজন চুপে কথা বলবে না-	৭১৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
অকপট আচরণের নামই ইসলাম-	৭১৯
নামায প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকার করা উচিত-	৭১৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হতভাগ্যদের অন্তর থেকে দয়া উঠিয়ে নেয়া হয়-	৭২০
মানুষের প্রতি দয়া করলে আল্লাহ দয়া করেন-	৭২০
ছোটদের মেহ করা উচিত-	৭২০
বার্ধক্যের কারণে বৃদ্ধকে সম্মান করতে হয়-	৭২০
কুরআন সংরক্ষণকারীকে সম্মান করা উচিত-	৭২০
যে ঘরে ইয়াতিম আছে সে ঘর উত্তম-	৭২০
ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলালে চুলের পরিমাণ সওয়াব হয়-	৭২০
যে ইয়াতিমকে খাওয়ায় সে বেহেশতী-	৭২০
সন্তানকে আদব শিক্ষা দেওয়া উচিত-	৭২০
সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া উচিত-	৭২১
বিধবা মহিলা কিয়ামতের দিন মর্যাদা পাবে-	৭২১
কন্যার তুলনায় পুরুষকে প্রাধান্য দিতে নেই-	৭২১
কারণ সামনে অন্যের গীবত করলে নিষেধ করা উচিত-	৭২১
কারণ অনুপস্থিতিতে গীবত করা উচিত নয়-	৭২১
একজন অন্যজনকে অপমান করলে তাকে	
নিষেধ করা উচিত-	৭২১
ইচ্ছতহানির আশঙ্কায় সাহায্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়-	৭২১
মুসলমানের দোষ গোপন রাখতে হয়-	৭২১
এক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমান আয়ানাহরূপ-	৭২১
মুনাফিকের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করে যে সব বেহেশতী-	৭২২
যে নিজের সঙ্গীসাথীদের কাছে ভালো সে	
আল্লাহর নিকটও ভালো-	৭২২
প্রতিবেশীর প্রশংসা উত্তম আমলের তুল্য-	৭২২
মানুষের সাথে মর্যাদা অনুযায়ী ব্যবহার করবে-	৭২২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করলে আল্লাহ খুশি হন-	৭২২
প্রতিবেশীকে অকৃত রমে নিজে পুটে গুণে খাওয়া উচিত নয়-	৭২২
প্রতিবেশীকে গালি দিলে ইবাদত কবুল হবে না-	৭২২
ভালো ও মন্দ ব্যক্তি-	৭২২
একৃত মুসলমান ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা-	৭২৩
যে অন্যকে ভালোবাসে না তার মধ্যে কল্যাণ নেই-	৭২৩
যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল সে বেহেশতে গেল-	৭২৩
ময়লুমের সাহায্য করলে কিয়ামতে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে-	৭২৩
যে পরিবারের সাথে সদ্যবহার করে সেই শ্রেষ্ঠ-	৭২৩
প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করা উচিত নয়-	৭২৩
ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলালে অন্তর নরম হয়-	৭২৩
কন্যার হেফযত সাদকার সমতুল্য-	৭২৩

ষোড়শ অধ্যায়

আল্লাহকে ভালোবাসার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

মনুষ্যকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ভালবাসতে হয়-	৭২৪
যে যাদেরকে ভালবাসবে কিয়ামতের দিন	
সে তাদের সাথেই থাকবে-	৭২৪
আল্লাহ ও রাসূল (স.)-এর ভালবাসা কিয়ামতের সম্পদ-	৭২৪
রুহ সেনাবাহিনীর মত সারিবদ্ধ ছিল-	৭২৪
আল্লাহ যাকে ভালবাসেন সমস্ত ফেরেশতাপণ্ড তাকে ভালবাসেন-	৭২৪
কিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না-	৭২৪
ভাল লোকের নমুনা যেমন আতর বিক্রেতা-	৭২৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর উদ্দেশ্যেই লোকদের ভালবাসতে হয়-	৭২৫
কিয়ামতে যাদের মর্যাদা দেখে শহীদগণ ঈর্ষা করবেন-	৭২৫
আল্লাহর খুশির জন্য তাকেও ঘৃণা করা	

বিষয়
ঈমানের একটি শাখা-
কুণ্ড ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া উত্তম কাজ-
যাকে মহব্বত করবে তারও উচিত মহব্বত করা-
যার সাথে মহব্বত থাকবে কিয়ামতের
দিন তার সাথেই থাকবে-
ঈমানদার ব্যতীত কাকেও সাথী করা উচিত নয়-
সব সময় ভাল চরিত্রবান বন্ধু বাবাতে হয়-
কারণ সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করতে হলে
পরিচয় জেনে নেওয়া উচিত-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর জন্য মহব্বত করা উত্তম কাজ-
এক বান্দাকে সম্মান করলে আল্লাহকেই সম্মান করা হয়-
যাদের দেখলে আল্লাহর স্বরণ হয় তারাই ভাল-
যত দূরই থাকুক না কেন দুই বন্ধু কিয়ামতের দিন একত্র হবে-
আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসবে-
বেহেশতে ইয়াকুত পাথরের স্তম্ভ রয়েছে-

সপ্তদশ অধ্যায়

সম্পর্ক ত্যাগ, বিচ্ছিন্নতা ও দোষাবেষণের নিষেধাজ্ঞা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তিনদিনের বেশি কথা না বলে থাকা উচিত নয়-
ক্রয়-বিক্রয় ধোঁকাবাজি করবে না-
পরস্পর মীমাংসা করার সুযোগ দিতে হয়-
সঙ্গেই দুবার মানুষের কার্যাবলী আল্লাহর
দরবারে পেশ করা হয়-
তিনিটি ব্যাপারে মিথ্যা অনুমতি আছে -

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিন বিষয়ে মিথ্যা বলা যাবে-
দেখা হওয়ার পর তিনবার সালাম দেবে-
তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা উচিত নয়-
এক বছর পর্যন্ত কথা-বার্তা বন্ধ থাকা হত্যারই নামান্তর-
তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা জায়েয নেই-
আপোষ মীমাংসা করা সবচেয়ে বড় মর্যাদা-
হত্যা ও শত্রুতা মুসলমানের কাজ নয়-
হিংসা আশুনের মত মানুষ ধ্বংস করে-
বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা জঘন্য পাপ-
কারণ ক্ষতি করলে আল্লাহ তার ক্ষতি করবেন-
ঈমানদারকে কষ্ট দেওয়া অভিশপ্তের কাজ-
মুসলমানদের লজ্জা দেওয়া জায়েয নেই-
অন্যায়ভাবে মুসলমানদের মান-সম্মান
ক্ষুণ্ণ করা যুদ্ধের সমতুল্য-
মানুষের ইচ্ছা-আবু হানি করা জঘন্য অপরাধ-
গীবত অল্প হলেও তা অন্যায়-
আল্লাহ সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করা ইবাদতের অংশ-
কোন বিষয়ে হিংসা করা জায়েয নেই-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দোষ নিজের ওপর চাপিয়ে নেয়া উত্তম-
দরিদ্রতা কুফরীতে লিপ্ত করতে পারে-
কমা প্রার্থনা করলে কমা করা উচিত-

অষ্টাদশ অধ্যায়

সব কাজে সাবধানতা ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুমিনকে একই গর্তে দুবার দংশন করা যায় না-
সহনশীলতা ও গাফীর্য় উত্তম গুণ-

পৃষ্ঠা বিষয়

৭২৫

৭২৫

৭২৫

৭২৫

৭২৬

৭২৬

৭২৬

৭২৬

৭২৬

৭২৬

৭২৬

৭২৬

৭২৭

বিষয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাড়াহুড়া করা শয়তানের কাজ-
অভিজ্ঞতা অর্জন না করলে জ্ঞান হওয়া যায় না-
যে কোন কাজ চিন্তা-ভাবনা করে করা উচিত-
কাজ ধীরে-সুস্থে করার মধ্যে কল্যাণ নিহিত-
মধ্যম পন্থা অবলম্বন নবুওয়াতের চরিত্র ভাগের এক ভাগ-
সচ্চরিত্রতা ও উত্তম চালচলন নবুয়তের পঁচিশ
ভাগের এক ভাগ-
আমানতদারীর প্রকৃত লক্ষণ-
যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় সে আমানতদার-
ব্যতিচার গোপন আলাপের আমানত নয়-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জবানের চেয়ে সুন্দর বস্তু আর নেই-
কিয়ামতে জ্ঞান পরিমাণ প্রতিফল পাবে-
পরিমাণ সম্পর্কে চিন্তা করা সবচেয়ে ভাল জ্ঞান-
মানুষের সাথে ভালবাসা রাখা জ্ঞানের অর্ধেক-

উনবিংশ অধ্যায়

কোমলতা, লাজুক ও সচ্চরিত্রতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ কোমলতা পছন্দ করেন-
কোমলতা ও নরমতা বঞ্চিত মানুষ সর্ব কল্যাণ থেকে বঞ্চিত-
লজ্জা ঈমানের অঙ্গ-
লাজুকতা পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছু নয়-
লজ্জাহীন লোক যা ইচ্ছা করে তাই করতে পারে-
পুণ্য হল উত্তম স্বভাব-
যার চরিত্র ভাল সে উত্তম-
যে ভাল লোক তার চরিত্রও ভাল-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যার নরমতা আছে সে বিরাট অংশ পেয়েছে-
ঈমানদারের স্থান বেহেশতে-
উত্তম চরিত্র সর্বোত্তম বস্তু-
কঠোর ও কুক্ষ স্বভাবের লোক বেহেশতে যাবে না-
উত্তম চরিত্র সবচেয়ে ভারী বস্তুর সমান-
নফল ইবাদতের সওয়াব হয় উত্তম চরিত্রে-
ভাল কাজ মন্দ কাজকে মুছে দেয়-
যার মেজাজ নরম তাকে দোষের স্পর্শ করবে না-
সরল হৃদয়লোক ঈমানদার হয়ে যাবে-
ঈমানদার সহজ সরল হয়ে থাকে-
যে ব্যক্তি মানুষের জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে সে উত্তম-
যে লোক ক্রোধকে সংযত করে সে বেহেশত পাবে-

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্মের বিশেষ স্বভাব হল লজ্জা-
লজ্জা ছাড়া ঈমান থাকতে পারে না-
মানুষের সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শন করতে হয়-
রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য উত্তম চরিত্র গঠন করা-
আয়না দেখে দোয়া করতে হয়-
স্বভাব চরিত্র উত্তম করার জন্য দোয়া করতে হয়-
যিনি স্বভাব চরিত্রে ভাল তিনিই উত্তম-
চরিত্রবান ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানদার-
আত্মীয়দের সাহায্য করলে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়-
কোমলতা দান করা আল্লাহর উপকার পাওয়া-

বিংশ অধ্যায়

ক্রোধ ও অহংকার প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাগ না করার জন্য রাসূল (স) নির্দেশ দিয়েছেন-

পৃষ্ঠা

৭৩০

৭৩০

৭৩০

৭৩০

৭৩০

৭৩০

৭৩০

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

৭৩১

বিষয়	পৃষ্ঠা
ক্রোধকে দমন করাই প্রকৃত বীরের কাজ-	৭৩৫
দুর্বল ব্যক্তি বেহেশতবাসী-	৭৩৫
সর্ব পরিমাণ ঈমান থাকলে বেহেশতে যাবে-	৭৩৫
বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকলে দোযখে যাবে-	৭৩৫
বৃদ্ধ ব্যক্তিকারী দোযখে যাবে-	৭৩৫
শ্রেষ্ঠত্বের মালিক একমাত্র রাসূল (স)-	৭৩৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আত্মগর্ব করতে করতে মানুষ অহংকারী হয়ে যায়-	৭৩৬
অহংকারীদের বাওলাস নামক দোযখে দেয়া হবে-	৭৩৬
ক্রোধ আসে শয়তানের পক্ষ হতে-	৭৩৬
রাগান্বিত ব্যক্তি দাঁড়ানো থাকলে বসে যাবে-	৭৩৬
যে নিজেকে অন্যের চেয়ে ভাল মনে করে সে মন্দ লোক-	৭৩৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগ দমন করা ভাল-	৭৩৬
ক্রোধের সময় ধৈর্যধারণ করা উচিত-	৭৩৬
ক্রোধ ঈমানকে ধ্বংস করে-	৭৩৭
আল্লাহর জন্য বিনয়ী হলে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়-	৭৩৭
ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করা মহত্বের লক্ষণ-	৭৩৭
রসনা নিয়ন্ত্রণকারীর দোষ-ত্রুটি গোপন থাকে-	৭৩৭
প্রবৃত্তি অনুসরণ ধ্বংসের লক্ষণ-	৭৩৭

একবিংশ অধ্যায়

যুশুম অত্যাচার প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুশুম কিয়ামতের দিন অন্ধকার রূপ ধারণ করবে-	৭৩৭
অত্যাচারী অবকাশ পেয়ে থাকে-	৭৩৭
জালিম বস্তিতে প্রবেশ করা উচিত নয়-	৭৩৭
কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি জুলুম করা উচিত নয়-	৭৩৮
পাপের কাজ ও পুণ্যের কাজ এক সাথে করা যায় না-	৭৩৮
কিয়ামতে হকদারদের প্রাণ বেশি করা হবে-	৭৩৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লোকেরা খারাপ আচরণ করলে তাদের সাথে খারাপ আচরণ কর না-	৭৩৮
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সব কাজ করা উচিত-	৭৩৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না-	৭৩৮
পার্থিব কল্যাণের জন্য পরকাল ধ্বংস করা উচিত নয়-	৭৩৮
আল্লাহর সাথে শিরক করলে ক্ষমা পাবে না-	৭৩৯
মজলুমের বদ দোয়া কবুল হয়-	৭৩৯
জালিমের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তার সাথে থাকা উচিত নয়-	৭৩৯
জালিম ব্যক্তি নিজেরই ক্ষতি করে-	৭৩৯

দ্বাবিংশ অধ্যায়

সং কাজের আদেশ প্রসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

খারাপ কাজ হতে দেখলে প্রতিবাদ করতে হয়-	৭৩৯
আল্লাহ নির্ধারিত বিধান লঙ্ঘনকারীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-	৭৩৯
ভাল কাজের আদেশ করে আমল করতে হয়-	৭৩৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভাল কাজের আদেশ করবে খারাপ কাজে নিষেধ করবে-	৭৪০
পাপের কাজ দেখলে ঘৃণা করতে হয়-	৭৪০
খারাপ কাজ দেখলে নিষেধ করতে হয়-	৭৪০
জাতির এক ব্যক্তি পাপ করলে অন্যদে রতা প্রতিরোধ করতে হয়-	৭৪০
ঈমানদারদের উচিত ভাল কাজের আদেশ করা-	৭৪০
ওয়াদা ভঙ্গের জন্য কিয়ামতে শাস্তি দেওয়া হবে-	৭৪১
পাপাচারে লিপ্ত হলে ধ্বংস হবে-	৭৪১
দোষী ব্যক্তিকে আল্লাহ শাস্তি প্রদান করেন-	৭৪১

বিষয়	পৃষ্ঠা
পাদীদের পাপ কাজে সাহায্য করলে দোযখে যাবে-	৭৪২
যে মুমিনগণ আমল করে না অথচ লোকদের বলে তারা দোষী-	৭৪২
বনী ইসরাঈলদের জন্য আসমান থেকে খানা নাযিল হত-	৭৪২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুখ, হাত ও অন্তর দিয়ে জিহাদ করতে হয়-	৭৪২
পাপাচার হতে দেখলে তা প্রতিরোধ করতে হয়-	৭৪২
জালামকে ভয় পেলেও ঘৃণা করতে হয়-	৭৪৩
নেকী ও বদী মানুষের সামনে হাজির করা হবে-	৭৪৩

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মন গলানো উপদেশমালা

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বাস্থ্য ও অবসরের সদ্যবহার করতে হয়-	৭৪৩
আখেরাতের কোন তুলনা করা যায় না-	৭৪৩
আল্লাহর কাছে দুনিয়া নিকট-	৭৪৩
দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা-	৭৪৩
আল্লাহ মুমিনের নেক কাজকে নষ্ট করেন না-	৭৪৩
বিপদ মুহিবত দিয়ে বেহেশতকে ঢেকে রাখা হয়েছে-	৭৪৩
জিহাদের জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকা সওয়ারের কাজ-	৭৪৩
কল্যাণ কখনো মন্দ আনে না-	৭৪৪
দুনিয়ার মোহ মানুষকে ধ্বংস করে-	৭৪৪
পরিবারের প্রয়োজনের জন্য দোয়া করতে হয়-	৭৪৪
আল্লাহ যা দেন তাতে সন্তুষ্ট থাকতে হবে-	৭৪৪
যে সম্পদ দান করা হয় তাই কাজে লাগবে-	৭৪৪
মৃত লাশের সাথে তার আমল থাকে-	৭৪৪
আল্লাহর পথে যা খরচ করবে তাই প্রকৃত সম্পদ-	৭৪৪
তিন ধরনের মালই প্রকৃত নিজের সম্পদ-	৭৪৫
যার অন্তর শক্তিশালী সেই প্রকৃত সম্পদশালী-	৭৪৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর নির্দেশিত হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে-	৭৪৫
আল্লাহর ইবাদত না করলে অভাব কাটবে না-	৭৪৫
পরহেজগারী সবচেয়ে ভাল পন্থা-	৭৪৫
পাঁচটি কাজ সঠিক সময়ে করতে হয়-	৭৪৫
ধনী হলে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে-	৭৪৫
জ্ঞানী ও জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাড়া সবই অভিশপ্ত-	৭৪৬
দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে মাছির সমতুল্য ও নয়-	৭৪৬
বাগ-বাগিচা দুনিয়ার মোহ সৃষ্টি করে-	৭৪৬
দুনিয়াকে ভালবাসলে আখেরাত নষ্ট হবে-	৭৪৬
দিনারের দাসের ওপর লানৎ করেছেন-	৭৪৬
ধন-সম্পদের মানুষকে ধর্মের দিক থেকে বিবর্ত রাখে-	৭৪৬
মুমিন যা খরচ করবে তাতে সওয়াব আছে-	৭৪৬
প্রয়োজনীয় খরচ আল্লাহর পথে ব্যয় করার সমান-	৭৪৬
প্রয়োজনীয় ঘর ছাড়া বাড়তি জিনিস রাখা নিষেধ-	৭৪৬
একজন খাদেম ও একটি উষ্ট্রই যথেষ্ট-	৭৪৭
প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছুই ভাল নয়-	৭৪৭
দুনিয়া ত্যাগ করলে আল্লাহ ভালবাসেন-	৭৪৭
রাসূল (স) খালি চাটাইয়ে ঘুমাতে -	৭৪৭
অল্পে তুষ্ট মানুষই প্রকৃত সুখি-	৭৪৭
রাসূল (স) সম্পদশালী হতে চাইলেন না-	৭৪৭
প্রাণ রক্ষার পরিমাণ রিয়িক থাকা উচিত-	৭৪৭
প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাদ্যের প্রয়োজন নেই-	৭৪৭
দুনিয়াতে পরিভ্রমণ হলে কিয়ামতে ক্ষুধার্ত থাকবে-	৭৪৮
উষ্মতের ফেতনা হল সম্পদ-	৭৪৮
আখেরাতের জন্য নেক আমল না করলে সে দোষী-	৭৪৮
ঠাণ্ডা পানি এবং ভাল স্বাস্থ্যের জন্য জিজ্ঞেস করা হবে-	৭৪৮
বয়স ও যৌবন সম্পর্কে কিয়ামতে প্রশ্ন করা হবে-	৭৪৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
আল্লাহর ভয় করলে সম্পদে কোন দোষ নেই-	৭৬০
মাল সম্পদ মুমিনদের ঢাল স্বরূপ-	৭৬০
মানুষের বয়স সীমা সাধারণত ষাট বছর-	৭৬০
দুনিয়ায় নেক কাজে থাকলে আমল বৃদ্ধি পায়-	৭৬০
জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্য করতে হয়-	৭৬১

সপ্তবিংশ অধ্যায়

তাওয়াযুফ ও ছবর প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর উপর ভরসা রাখলে সে বেহেশতে যাবে-	৭৬১
কিয়ামতে বড় জামাত হবে যারা আল্লাহর	
ওপর ভরসা করেছেন-	৭৬১
বিপদ এলে ছবর করা কল্যাণকর-	৭৬২
কাজের মধ্যে যদি শব্দ দ্বারা শয়তানের পথ পরিষ্কার হয়-	৭৬২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহতে ভরসা করলে অনুকূপ রিযিক প্রাপ্ত হয়-	৭৬২
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর আদেশ নিষেধ মানতে হবে-	৭৬২
আল্লাহর কুদরতী হাতের প্রতি বিশ্বাস করা উচিত-	৭৬২
আল্লাহর হুকু আদায় করলে আল্লাহ সাথে থাকেন-	৭৬২
মানুষের উচিত আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা-	৭৬৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এক বেদুইন রাসূল (স)-এর প্রতি তরবারি উত্তোলন করল-	৭৬৩
আল্লাহকে ভয় করলে মুক্তি পথ বের হয়-	৭৬৩
আল্লাহ পাকই ক্ষমতার আধার-	৭৬৩
একজনের উসিলায় অন্যজনের রিযিক বরাদ্দ হয়-	৭৬৩
আল্লাহর ওপর বরসা করলে নিরাপদ থাকা যায়-	৭৬৩
আল্লাহর আনুগত্য করলে রহমত বর্ষিত হয়-	৭৬৪
আল্লাহর তরফ অফুরন্ত সাহায্য-	৭৬৪
রিযিক তার মালিককে খুঁজতে থাকে-	৭৬৪
নবীজী তাঁর জাতির জন্য বদদোয়া করতেন না-	৭৬৪

অষ্টবিংশ অধ্যায়

রিয়া ও সুমআ সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ পাক মানুষের অন্তর দেখেন-	৭৬৪
আল্লাহ পাক অংশীদার হতে মুক্ত-	৭৬৪
সুনাম অর্জনের জন্য কোন কাজ করা উচিত নয়-	৭৬৪
মুমিনের নগদ সুসংবাদ হল লোক তাকে ভালবাসে-	৭৬৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করা যাবে না-	৭৬৫
নিজের আমলের কথা বলা উচিত নয়-	৭৬৫
পরকালের প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে তার কাজকর্ম গোপন হয়ে যায়-	৭৬৫
ইবাদত ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করা উচিত নয়-	৭৬৫
এক দল লোকের মুখের ভাষা হবে মিষ্টি-	৭৬৫
এক ধরনের প্রাণী আছে যাদের মুখের ভাষা চিলির চেয়েও মিষ্টি-	৭৬৫
যে কোন কাজের মধ্যম পন্থা উত্তম-	৭৬৬
আল্লাহ পাক হেফাযত করলে তার কোন ক্ষতি হয় না-	৭৬৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিজের আমলের কথা প্রকাশ করলে	
কিয়ামতের অপমানিত হবে-	৭৬৬
আত্মগোপনকারী ব্যক্তিই প্রকৃত মুমিন-	৭৬৬
গোপনে ইবাদত করা সবচেয়ে উত্তম-	৭৬৬
শেষ যমানায় প্রকৃত বন্ধু পাওয়া যাবে না-	৭৬৬
লোক দেখানো ইবাদত শিরক সমতুল্য-	৭৬৬
শেষ যমানায় মানুষের ঈমান কমজোরি হবে-	৭৬৭
লোক দেখানো ইবাদত কবুল হয় না-	৭৬৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
রিয়া হল শিরকের মধ্যে ছোট-	৭৬৭
যত গোপনেই ইবাদত করুক না কেন প্রকাশ হবেই-	৭৬৭
আল্লাহ পাক গোপন ইবাদতের চিহ্ন প্রকাশ করেন-	৭৬৭
মুনাফিকের কথা ও কাজ এক হয় না-	৭৬৭
আল্লাহ পাক নিয়ত ও প্রেরনাকে গ্রহণ করবেন-	৭৬৭

ঊনত্রিশতম অধ্যায়

কান্না ও ভীতির প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাপ বেশি হলে নেককারগণও মুক্তি পায় না-	৭৬৮
পরবর্তী উন্নতগণ রেশমী কাপড় পরিধান করবে-	৭৬৮
আত্মেরাতে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী উত্তিত হবে-	৭৬৮
কিয়ামতের দিন মৃত্যুবরণ করার সময়ের অবস্থায় ওঠান হবে-	৭৬৮
মানুষ সবকিছু জানলে সবসময় কাঁদতে থাকত-	৭৬৮
কিয়ামতে আল্লাহ কি ব্যবহার করবেন	
তা রাসূল (স) অবগত নয়-	৭৬৮
বিড়ালের কারণে মহিলার আঁচল-	৭৬৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেহেশতের চেয়ে আনন্দের আর কিছু নেই-	৭৬৯
আসমানের সর্বত্রই ফেরেশতাগণ সিঁজদা দিয়েছেন-	৭৬৯
আল্লাহর পণদ্রব্য হল বেহেশত-	৭৬৯
শস্যের পরিমাণ ঈমান থাকলে ও বেহেশতী-	৭৬৯
ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে থাকে-	৭৬৯
কিয়ামত আগত প্রায়-	৭৬৯
মৃত্যুকে স্মরণ করলে মানুষ হাসতে পারে না-	৭৬৯
সূরা হুদে ভয়াবহ সংকটের কথা বর্ণিত আছে-	৭৭০
কুরআনের কিছু সূরায় মানুষের ভয়াবহ	
অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে-	৭৭০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম জিনিসও গোনাহ হতে পারে-	৭৭০
ছোট গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে-	৭৭০
রাসূল (স) জীবিত থাকাকালীন আমলই যথেষ্ট-	৭৭০
আল্লাহ পাক নয়টি আদেশ দিয়েছেন-	৭৭০
আল্লাহর ভয়ের অংশ যতই কমই হোক তা উত্তম-	৭৭১

ত্রিশতম অধ্যায়

মানুষের পরিবর্তন সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভাল ও নেকবান্দারা ইত্তেকাল করবে-	৭৭১
মানুষ উঠের সওয়ার বিশিষ্ট-	৭৭১
পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করতে হবে-	৭৭১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অধমদের সন্তান হবে সৌভাগ্যশালী-	৭৭১
মন্দ লোকেরা ভাল লোকদের উপর শাসক হয়-	৭৭১
খলিফা বা দাদশাহকে হত্যা না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না-	৭৭১
পরবর্তী সময়ে মুসলমানগণ সম্পদশালী হবে-	৭৭২
শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত লোক খুব কম হবে-	৭৭২
নারীরা প্রধান হলে দুনিয়ার জীবনে মুসিবত আসবে-	৭৭২
ইসলাম বিরোধী সবাই একত্রিত হবে-	৭৭২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমানতের খেয়ানত করলে বাড়িচার বৃদ্ধি পায়-	৭৭২
--	-----

একত্রিশতম অধ্যায়

দাওয়াত ও সতর্কতার প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) নিজের গোত্রের লোকদের দাওয়াত দিলেন-	৭৭৩
রাসূল (স) পরিবারকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন-	৭৭৩
মানুষ সত্য ও ন্যায়ের উপর সৃষ্টি হয়েছে-	৭৭৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
পরবর্তীতে মদকে হালাল মনে করা হবে-	৭৭৪
রহমতপ্রাপ্ত উম্মতদের আযাব হবে না-	৭৭৪
নবুয়ত ও রহমতের মাধ্যমে ধীনের সূচনা হয়েছে-	৭৭৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
নবুয়ত আদ্বাহর ইচ্ছানুযায়ী বহাল থাকবে-	৭৭৪

দশম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ফিতনার রূপ সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষের অন্তরে ফিতনা প্রবেশ করে-	৭৭৫
আমানত মানুষের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকে-	৭৭৫
দীর্ঘদিন পরে দেখলেও চেনা যায়-	৭৭৫
কল্যাণের পর পুনরায় অকল্যাণ আসবে-	৭৭৬
নেক আমলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হবে-	৭৭৬
যে দিন গত হয়েছে তা ভাল গেছে-	৭৭৬
বড় ফিতনা আগমনের সময় হয়ে গেছে-	৭৭৬
মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ হবে বকরী-	৭৭৭
ফিতনা বৃষ্টির মত পতিত হয়-	৭৭৭
কুরাইশদের হাতে উম্মতের ধ্বংস-	৭৭৭
হত্যাকাণ্ড আরো বৃদ্ধি পাবে-	৭৭৭
বিনা কারণে মানুষকে হত্যা করা হবে-	৭৭৭
ফিতনায় লিগু না হয়ে হিজরত করা ভাল-	৭৭৭
সামনের যমানা আগের চেয়ে ভয়াবহ-	৭৭৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) সব রকমের ফিতনার বিবরণ দিয়েছেন-	৭৭৮
পথভ্রষ্ট নেতারা মুসলমানদের ক্ষতি করে-	৭৭৮
খেলাফত ত্রিশ বছর স্থায়ী থাকার ভবিষ্যদ্বাণী-	৭৭৮
সব ফেতনার পর দাঙ্জালের আবির্ভাব হবে-	৭৭৮
হারাম মাল উদ্ধরণ করবে না-	৭৭৮
যেটা সত্য সেটাই মানতে হবে-	৭৭৯
ফিতনার সময় সকালে যমিন থাকবে বিকালে কাসের হবে-	৭৭৯
ফিতনার সময় আদ্বাহর ইবাদতে মশগুল থাকতে হবে-	৭৭৯
ফিতনার যুগে যুগের ভাষা খুব কঠিন হয়-	৭৭৯
ফিতনার দিকে তাকাতে নেই-	৭৭৯
ফিতনায় আহলাস হল পলায়ন ও ছিনতাই-	৭৮০
ফিতনার সময় নিজের হাত গুটিয়ে রাখতে হবে-	৭৮০
ফিতনায় পতিত হলে ধৈর্যধারণ করবে-	৭৮০
ত্রিশজন মিথ্যা নবীর আবির্ভাব হবে-	৭৮০
ইসলামের চাকা সাইপ্রিশ বছর থাকবে-	৭৮০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুশরিকরা তরবারী গাছে বুলিয়ে রাখত-	৭৮০
ইসলামে হয়ত ওসমান (রা)-কে হত্যার মাধ্যমে ফিতনা শুরু-	৭৮১

দ্বিতীয় অধ্যায়

খুন ও যুদ্ধের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

তুর্কীদের সাথে যুদ্ধে কিয়ামতের আলামত-	৭৮১
খুন ও কিয়ামত জাতির সাথে যুদ্ধের পর কিয়ামত হবে-	৭৮১
খুন খারাবী বৃদ্ধি পাবে ভূমিকম্প হবে-	৭৮১
মুসলমানগণ ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ না করা	
পর্বন্ত কিয়ামত হবে না-	৭৮২
কাছতান গোবের এক ব্যক্তির আবির্ভাবের পর কিয়ামত হবে-	৭৮২
আহজাহ নামক শাসকের সময় কিয়ামত হবে-	৭৮২

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুসলমানরা কিসরার গোপন সম্পদ হস্তগত করবে-	৭৮২
কিসরা ধ্বংস হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী-	৭৮২
মুসলমানরা সর্বশেষ দাঙ্জালের সাথে লড়াইবে-	৭৮২
কিয়ামতের আগে ছয়টি নিদর্শন দেখা যাবে-	৭৮২
কিয়ামত কয়েকের আগের ঘটনাবলি-	৭৮২
যখন গণিমতের মালে মানুষ আনন্দিত হবে না তখন কিয়ামত-	৭৮৩
কালেমার ধ্বনিতে প্রাসাদ ভেঙে যাবে-	৭৮৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
মদীনী শরীফ ধ্বংস হয়ে বায়তুল মুকাদাস উন্নত হবে-	৭৮৪
মহাযুদ্ধ ও দাঙ্জালের আবির্ভাব সাত মাসের মধ্যে হবে-	৭৮৪
বিশ্বযুদ্ধের সাত বছর পর দাঙ্জালের আবির্ভাব হবে-	৭৮৪
মুসলমানরা মদীনায় আবদ্ধ হবে-	৭৮৪
একদল মুসলমান শহীদ হবে-	৭৮৪
এক হাবশী কা'বার গুপ্ত সম্পদ খের করবে-	৭৮৪
আক্রমণ না করা পর্যন্ত হাবশীদের ছেড়ে রাখ-	৭৮৫
তৃতীয় বার তুর্কীদের হত্যা করা হবে-	৭৮৫
বসরা মুসলমানদের অন্যতম শহর হবে-	৭৮৫
বসরা এক সময় ধ্বংস হবে-	৭৮৫
এর সওয়াব আবু হুরায়রা (রা) এর জন্যে-	৭৮৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
ফিতনা সময়ের তরঙ্গমালার মত উদ্ভিত হবে-	৭৮৫
কিয়ামত সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী-	৭৮৬

তৃতীয় অধ্যায়

কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমানত যখন নষ্ট হবে তখন কিয়ামত হবে-	৭৮৬
ধন সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দিলে কিয়ামত-	৭৮৬
কিয়ামতের আগে ইলম উঠে যাবে-	৭৮৬
কিয়ামতের আগে মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে-	৭৮৬
শেষ যমানায় একজন ভাল শাসক হবেন-	৭৮৭
ফোরাতি নদীর তলদেশ থেকে স্বর্ণ খের হবে-	৭৮৭
ফোরাতি নদীর স্বর্ণ নিয়ে মানুষ খুনখুনি করবে-	৭৮৭
কিয়ামতের আগে যমিনের স্বর্ণ খের করে দিবে-	৭৮৭
মানুষ মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করবে-	৭৮৭
হোয়ায থেকে আগুন প্রকাশিত হবে-	৭৮৭
কিয়ামতের আলামত হিসেবে আগুন প্রকাশ পাবে-	৭৮৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যমিন সংকুচিত হলে কিয়ামত হবে-	৭৮৭
খেলাফত সিরিয়ায় যাবে-	৭৮৭
পিতাকে দূরে রেখে বন্ধুকে কাছে বসাবে-	৭৮৮
পনেরটি কাজে লিগু হলে কিয়ামত হবে-	৭৮৮
মুহাম্মদ নামে একজন শাসক হবে-	৭৮৮
নবী বংশে মাহদীর জন্ম হবে-	৭৮৮
মাহদী ন্যায় বিচারক হবেন-	৭৮৮
অঞ্জলি ভরে মাল বিতরণ করা হবে-	৭৮৮
সিরিয়ার সেনাবাহিনী মাটিতে ধ্বংস যাবে-	৭৮৯
আকাশে এক ফোটা পানিও অবশিষ্ট থাকবে না-	৭৮৯
ইমানদারদের উচিত আমীরের সাহায্য করা-	৭৮৯
পশু মানুষের সাথে কথা বলবে-	৭৮৯
কিয়ামতে নিদর্শন প্রকাশ পাবে-	৭৮৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
খোরাসান থেকে পতাকাবাহী আসবে-	৭৮৯
রাসূল (স)-এর নামানুসারে একজন শাসক হবেন-	৭৮৯
টিডিড প্রাণী প্রথম ধ্বংস হবে-	৭৯০

চতুর্থ অধ্যায়

কিয়ামতের নিদর্শনের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিয়ামতের প্রথম আলামত সূর্য পশ্চিমে উঠা-	৭৯০
কিয়ামতের আগে দশটি নিদর্শন প্রকাশ পাবে-	৭৯০
দাব্বাতুল আরদ প্রকাশ পাবে-	৭৯০
তিশটি আলামত প্রকাশ গেলে ইমান আমল কার্যকরী হবে না-	৭৯১
সূর্য আরশের নিচে সিঁজদা দেয়-	৭৯১
সবচেয়ে বড় ফিতনা দাঙ্জালের-	৭৯১
দাঙ্জালের এক চোখ কানা থাকবে-	৭৯১
দাঙ্জালের কপালে কাকের লেখা থাকবে-	৭৯১
রাসূল (স) সাবধান করে দিয়েছেন-	৭৯১
দাঙ্জাল পানি ও আশুন নিয়ে আসবে-	৭৯১
দাঙ্জালের মাথার চুল বেশি থাকবে-	৭৯১
দাঙ্জালের আবির্ভাব হলে সূরা কাহাফের প্রথম অংশ পড়বে-	৭৯২
দাঙ্জালের হত্যাকারী হবে বড় শহীদ-	৭৯৩
দাঙ্জালের ভয়ে মানুষ পাহাড়ে আশ্রয় নিবে-	৭৯৪
সত্তর হাজার ইহুদী দাঙ্জালের অনুসরণ করবে-	৭৯৪
দাঙ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না-	৭৯৪
দাঙ্জাল সিরিয়ায় নিহত হবে-	৭৯৪
মদীনার দরজা ফেরেশতা পাহারা দিবে-	৭৯৪
দাঙ্জাল পূর্ব দিক থেকে আসবে-	৭৯৪
দাঙ্জালের চেহারা ইবনে কাতানের মত-	৭৯৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাঙ্জাল সমুদ্রের কোনো ধীপে বাঁধা আছে-	৭৯৬
দাঙ্জালের এক চোখ সামনে থাকবে-	৭৯৬
প্রত্যেক নবী দাঙ্জাল সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন-	৭৯৬
চেন্দী ধরনের লোক দাঙ্জালের আনুগত্য করবে-	৭৯৬
দাঙ্জালের কাছে গেলে ইমান থাকবে না-	৭৯৬
দাঙ্জাল চল্লিশ বছর যমীনে অবস্থান করবে-	৭৯৬
সত্তর হাজার লোক দাঙ্জালের আনুগত্য করবে-	৭৯৬
দাঙ্জালের আবির্ভাবের আগে গরু ছাগল ধ্বংস হবে-	৭৯৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দাঙ্জালের কাছে কুটির পাহাড় থাকবে-	৭৯৭
দাঙ্জাল সাদা গাধায় সওয়ার হয়ে আসবে-	৭৯৭

পঞ্চম অধ্যায়

ইবনে সাইয়্যাদের ঘটনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইবনে সাইয়্যাদ ছিল কাকের-	৭৯৭
ইবনে সাইয়্যাদ শয়তানের সিংহাসন দেখত-	৭৯৮
বেহেশতের মাটি হবে সাদা-	৭৯৮
দাঙ্জাল ক্রোধাঙ্কিত হয়ে বের হবে-	৭৯৮
ইবনে সাইয়্যাদকে দাঙ্জাল বলা হত-	৭৯৯
ইবনে সাইয়্যাদের নাকের ছিদ্র দিয়ে গাধার ন্যায় আগুয়াজ হত-	৭৯৯
ইবনে সাইয়্যাদের চেহারা ছিল দাঙ্জালের মত-	৭৯৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
ইবনে ওমর (রা) ইবনে সাইয়্যাদকে সম্মান করতেন-	৭৯৯
ইবনে সাইয়্যাদ হারিয়ে গেল-	৭৯৯
ইবনে সাইয়্যাদের চোখ ঘুমায় অন্তর ঘুমায় না-	৭৯৯
রাসূল (স) ইবনে সাইয়্যাদকে দেখতে গেলেন-	৮০০

ষষ্ঠ অধ্যায়

হযরত ইসা (আ)-এর প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত ইসা (আ) হবেন ন্যায়পরায়ণ শাসক-	৮০০
একদল লোক সত্যের সংগ্রাম করবে-	৮০০
হযরত ইসা (আ) অবতরণ করলে সবাই ইমান আনবে-	৮০০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত ইসা (আ) পর্যাটল্লিশ বছর জীবিত থাকবেন-	৮০১
--	-----

সপ্তম অধ্যায়

কিয়ামত নিকটবর্তী ও তা সংঘটিত হওয়ার বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

নবীর আগমানেই কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার ইঙ্গিত-	৮০১
সাহাবীদের বেঁচে থাকার সময়-	৮০১
একশত বছরের মাথায় কেউ জীবিত থাকবে না-	৮০১
কিয়ামতের সময় সম্পর্কে রাসূলের বাণী-	৮০১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিয়ামত খুব নিকটবর্তী-	৮০১
অর্ধদিনের সময়ের পরিমাণ হবে পাঁচশত বছর-	৮০১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুনিয়ায় স্থায়িত্ব খুব অল্প হবে-	৮০১
------------------------------------	-----

অষ্টম অধ্যায়

কিয়ামতের ফল ভোগ করবে নিকৃষ্ট লোকেরা

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিকৃষ্ট মানুষের উপরই কিয়ামত আসবে-	৮০২
মুলাখালাসা একটি মূর্তির নাম-	৮০২
মানুষ আগের গোড়ামিতে ফিরে যাবে-	৮০২
কিয়ামত হবে যখন মানুষ আল্লাহকে স্বরণ করবে না-	৮০২
দাঙ্জালের আবির্ভাবে মানুষের সংকটময় অবস্থা হবে-	৮০২

নবম অধ্যায়

সিদ্ধায় ফুৎকারের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিয়ামতের দিন আল্লাহ আসমান-যমিনকে দুহাতে ধরবেন-	৮০৩
একজন ইহুদী পাদ্রীর কিয়ামতের বর্ণনা-	৮০৩
মাটি মানুষকে খেয়ে ফেলবে-	৮০৩
আল্লাহ কিয়ামতের দিন যমিনকে মুঠোয় ভরবেন-	৮০৩
কিয়ামতের দিন মানুষ থাকবে পুলসিরাতের উপর-	৮০৪
সূর্য-চন্দ্রকে একত্রে পেঁচিয়ে নেয়া হবে-	৮০৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইস্রাফিল (আ) শিঙ্গা মুখে রেখেছেন-	৮০৪
-----------------------------------	-----

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইস্রাফিলের শিঙ্গা দেখতে শিং-এর মত-	৮০৪
দুবার শিঙ্গা ফুক দেয়া হবে-	৮০৪
আল্লাহ মৃতকে জীবিত করবেন-	৮০৪

দশম অধ্যায়
হাশরের বর্ণনা
প্রথম পরিচ্ছেদ

লাল-সাদা মিশ্রিত যমিনে মানুষকে একত্রিত করা হবে-	৮০৪
বেহেশতে প্রথম খানার বর্ণনা-	৮০৫
তিন প্রকার লোকের হাশর হবে-	৮০৫
বেদআতী লোকদের শাস্তি-	৮০৫
মানুষ নগ্ন শরীরে হাশরের ময়দানে উঠবে-	৮০৫
কিয়ামত দিন মানুষ মুখের উপর ভর দিয়ে চলবে-	৮০৫
কাফেরদের জন্য বেহেশত হারাম-	৮০৫
কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ ঘর্মাক্ত হবে-	৮০৬
কিয়ামতের দিন মানুষ ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে-	৮০৬
উম্মতের অর্ধেক বেহেশতে যাবে-	৮০৬
রিয়াকারী বেহেশতে যাবে না-	৮০৬
কিয়ামতের দিন কাফেরদের কোনো সম্মান থাকবে না-	৮০৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যমিন কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবে-	৮০৬
মানুষ মৃত্যুতে অনুতপ্ত হয়-	৮০৭
কিয়ামতের দিন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হবে-	৮০৭
কেয়ামত চোখের সামনে-	৮০৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সওয়ারীর উপর বিপদ আসবে-	৮০৭
-------------------------	-----

একাদশ অধ্যায়
হিসাব-নিকাশ, প্রতিশোধ গ্রহণ ও
মীযানের বর্ণনা
প্রথম পরিচ্ছেদ

কিয়ামতে হিসাব নিলে সে ধ্বংস হবে-	৮০৭
আল্লাহ প্রত্যেকের সাথে কথা বলবেন-	৮০৭
আল্লাহর কুদরতী বাজুতে মুমিনরা ঢাকা থাকবে-	৮০৮
মুসলমানেরা একটি নাসারা পাবে-	৮০৮
মুসলমানরা কিয়ামতে সাক্ষী দিবে-	৮০৮
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দেবে-	৮০৮
কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখা যাবে-	৮০৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সত্তর হাজার বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে-	৮০৯
কিয়ামতের দিন তিনবার আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে-	৮০৯
ফেরেশতারা মানুষের প্রতি জুলুম করবে না-	৮০৯
আমল নামা পড়া যাবে-	৮১০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপরাধ ও পুণ্য সমান হলে সাওয়াব যাবে না-	৮১০
কিয়ামতে সহজ হিসাব নেয়ার প্রার্থনা করবে-	৮১০
কিয়ামতে হিসেব সহজ করা হবে-	৮১০
মুমিনের কাছে সময় কম মনে হবে-	৮১১
অল্প কিছু লোক বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে-	৮১১

দ্বাদশ অধ্যায়

হাউজে কাউসার ও শাফা'আতের
বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাউজে কাউসারের পানি মিশকের ন্যায় সুগন্ধি-	৮১১
পানি পাত্র আকাশের তারকার মত-	৮১১

হাউজে কাউসারের পানি দুধের চেয়ে সাদা-	৮১১
ধর্মের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই-	৮১১
কিয়ামতের দিন রাসূল (স) ছাড়া আর কেউ সুপারিশ করতে পারবে না-	৮১২
অণু পরিমাণ ঈমান থাকলে সে বেহেশতী-	৮১৩
শুধু কালেমা পড়লেও বেহেশতে যাবে-	৮১৩
বেহেশতের দরজার উভয়পাটের দূরত্ব হবে মক্কা থেকে হিজর পর্যন্ত-	৮১৪
আত্মীয়তা রক্ষা করা খুবই জরুরী বিষয়-	৮১৪
মুমিনদের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে-	৮১৪
সর্বশেষ দল হবে আন্তনে পোড়া কয়লার মত-	৮১৪
দোষের আন্তনে পোড়া মানুষকে নহর গোসল করান হবে-	৮১৫
আল্লাহ পরিমাণের চেয়ে বেশি দিবেন-	৮১৬
মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই-	৮১৬
দোষের শাস্তির পর বেহেশতে যাবে-	৮১৮
একদল বেহেশতীকে জাহান্নামী ডাক্তার হবে-	৮১৮
দোষ থেকে সর্বশেষ পবিত্রাণ পাওয়া দলের মর্যাদা ভিন্ন হবে-	৮১৮
বড় গোনাহ সরিয়ে ফেলা হবে-	৮১৮
দোষ থেকে মুক্তি দেয়া হবে-	৮১৮
বেহেশতের স্থান চিনতে পারবে-	৮১৮
দোষীদের বেহেশত দেখানো হয়-	৮১৮
মুমিনগণ অন্তকাল বেহেশতে অবস্থান করবে-	৮১৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাউজে কাউসারের পানি দুধের চেয়ে মিষ্টি হবে-	৮১৯
অগণিত লোক হাউজে কাউসারের পানি পান করবে-	৮১৯
প্রত্যেক নবীর হাউজ থাকবে-	৮১৯
কিয়ামতের দিন রাসূল (স) তিন জায়গায় অবস্থান করবেন-	৮১৯
বেহেশতে সর্বপ্রথম পোশাক পরানো হবে ইব্রাহীম (আ)-কে-	৮১৯
যারা কবীরা গোনাহ করবে তারা শাফায়াত পাবে-	৮২০
যারা শিরক করবে তারা শাফায়াত পাবে না-	৮২০
সুপারিশের কারণে অনেক লোক বেহেশতে যাবে-	৮২০
সকল উম্মতে মুহাম্মদী বেহেশতে প্রবেশ করবে-	৮২০
চার লক্ষ লোক বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে-	৮২০
অম্বর পানির বিনিময়ে সুপারিশ পাবে-	৮২০
বিশেষ অনুগ্রহে বেহেশতে প্রবেশ-	৮২০
বিদ্যুতের গতিতে পুলসিরাতে পার হবে-	৮২১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাউজে কাউসারের পানি পান করলে তৃষ্ণার্ত হবে না-	৮২১
বেহেশতের গভীরতা সত্তর বছর রাস্তার দূরত্বের সমান-	৮২১
কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক শাফায়াত করবে-	৮২২
জাহান্নাম থেকে বের হবে সা'আরীর মত-	৮২২

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বেহেশতে প্রবেশকারীদের প্রতি

গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

জান্নাতুল ফেরদাউসের স্তর সর্বোপরি-	৮২২
পুণ্যবানদের জন্য অমরত্ব নেয়ামত-	৮২২
বেহেশত গোটা দুনিয়া থেকে উত্তম-	৮২২
বেহেশতে প্রকাণ্ড একটি গাছ আছে-	৮২২
ষাট মাইল লম্বা একটি তাঁবু থাকবে-	৮২২

বিষয়

বেহেশতে রূপ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাবে-	৮২৩
বেহেশতের প্রথম দল হবে পূর্ণিমার চাদের মত-	৮২৩
বেহেশতীগণ মল-মূত্র ত্যাগ করবে না-	৮২৩
বেহেশতে আরাম আয়েশে থাকবে-	৮২৩
বেহেশতীগণ রোগাক্রান্ত হবে না-	৮২৩
যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে তারা বেহেশতী-	৮২৩
পাখীদের অন্তরের ন্যায় একদল লোক বেহেশতে যাবে-	৮২৩
আল্লাহ বেহেশতীদের প্রতি সন্তুষ্ট-	৮২৩
বেহেশতে বান্দার আশা আকাঙ্ক্ষার দ্বিগুণ দেয়া হবে-	৮২৪
ফোরাতে ও নীল নদ বেহেশতের নহর-	৮২৪
বেহেশত পরিপূর্ণ হয়ে যাবে-	৮২৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেহেশতীদের পোশাক ময়লা হবে না-	৮২৪
বেহেশতের সব গাছ স্বর্ণের তৈরি-	৮২৪
বেহেশতের একশতটি স্তর আছে-	৮২৪
সারা বিশ্বের লোক বেহেশতের এক স্তর হবে-	৮২৪
বেহেশতের বিছানার উচ্চতা আসমান ও যমিনের মধ্যবর্তী ব্যবধানের সমান-	৮২৪
বেহেশতের প্রথম দল হবে পূর্ণিমার চাদের মত-	৮২৪
বেহেশতে প্রত্যেক ব্যক্তির একশ পুরুষের সমান শক্তি হবে-	৮২৫
জান্নাতীদের নখের জ্যোতি সূর্যের থেকে আলোকিত হবে-	৮২৫
জান্নাতীগণ কেশ ও দাড়ি বিহীন হবেন-	৮২৫
জান্নাতে যুবকবেশে প্রবেশ করবে-	৮২৫
বেহেশতের গাছের ফল হবে মটকার মত-	৮২৫
বেহেশতে পাখি থাকবে যাদের গর্দান উটের গর্দানের মত-	৮২৫
বেহেশতে সবকিছু চাওয়া মাত্র পাওয়া যাবে-	৮২৫
বেহেশতে মুক্তার তৈরি ঘোড়া থাকবে-	৮২৬
উন্নত মুহাম্মদী হবে আশি কাতার-	৮২৬
বেহেশতের দরজা তিন বছর পথের দূরত্বের সমান প্রশস্ত হবে-	৮২৬
বেহেশতে ক্রয়-বিক্রয় নেই-	৮২৬
আল্লাহ বেহেশতের কাননে আশ্বস্তকাজ করবেন-	৮২৬
বেহেশতীগণের বাহান্তর জন স্ত্রী থাকবে-	৮২৭
বেহেশতীগণ দৃষ্টিশক্তি পতিত হবে না-	৮২৭
বেহেশতে মধু ও দুধের নহর থাকবে-	৮২৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বেহেশীগণ সত্তরটি তাকিয়াম হেলান দিয়ে বসবে-	৮২৭
বেহেশতীগণ কৃষিকাজ করবে-	৮২৮
বেহেশতীগণ নিদ্রা যাবে না-	৮২৮

চতুর্দশ অধ্যায়

আল্লাহ তায়ালার দর্শনলাভ

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামায যথাসময়ে পড়তে হবে-	৮২৮
অতিরিক্ত পুরস্কার দীদারে এলাহী-	৮২৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিয়ামতের দিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে-	৮২৮
কিয়ামতের দিন আল্লাহকে পরিকারভাবে দেখা যাবে-	৮২৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ পাক একটি বিরাট জ্যোতি-	৮২৯
রাসূল (স) আল্লাহকে দুবার দেখেছেন-	৮২৯

পৃষ্ঠা

৮২৩
৮২৩
৮২৩
৮২৩
৮২৩
৮২৩
৮২৩
৮২৩
৮২৪
৮২৪
৮২৪

পৃষ্ঠা

৮২৪
৮২৪
৮২৪
৮২৪
৮২৪
৮২৪
৮২৫
৮২৫
৮২৫
৮২৫
৮২৫
৮২৫
৮২৬
৮২৬
৮২৬
৮২৬
৮২৭
৮২৭

বিষয়

রাসূল (স) আল্লাহকে দেখেছেন কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ আছে-	৮২৯
ঈমানদারগণ কিয়ামতে আল্লাহকে চাক্ষুষ দেখবে-	৮৩০

পঞ্চদশ অধ্যায়

জাহান্নামবাসীদের প্রতি স্তব্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ

জাহান্নামের সত্তরটি লাগাম থাকবে-	৮৩০
জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশি উত্তাপ-	৮৩০
আগুনের জ্বালা হবে সবচেয়ে কম শাস্তি-	৮৩১
দোযখে কম শাস্তি হবে আবু তালিবের-	৮৩১
মালদার ব্যক্তিকে দোযখে প্রবেশ করিয়ে বের করা হবে-	৮৩১
আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না-	৮৩১
দোযখের আযাব হবে আমলের কম-বেশির ভিত্তিতে-	৮৩১
কাফেরের দাঁত হবে পাহাড়ের মত-	৮৩১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দোযখের আগুনকে তিন হাজার বছর উত্তাপ দেয়া হয়েছে-	৮৩১
কাফেরদের রান হবে বাইয়া পাহাড়ের মত-	৮৩১
কাফেরদের গায়ের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ হাত মোটা-	৮৩২
কাফেরদের জিহ্বা হবে দুকোশ লম্বা-	৮৩২
কাফের ব্যক্তি দোযখের মধ্যে পাহাড়ে আরোহণ করতে থাকবে-	৮৩২
দোযখে জন্মতুন তেলের উত্তাপে মুখের চামড়া উঠে যাবে-	৮৩২
দোযখীদের মাথায় গরম পানি ঢালা হবে-	৮৩২
পুঁজ, রক্ত জাহান্নামীদের পানি করানো হবে-	৮৩২
দোযখ চারটি প্রাণীর দিয়ে ঘেরা থাকবে-	৮৩২
দোযখীদের পানীয় পুঁজ অতি দুর্গন্ধযুক্ত হবে-	৮৩২
যাকুম ফল দোযখীদের খাদ্য হবে-	৮৩২
দোযখীদের ওপরের চাঁট মাথার তালুতে গিয়ে ঠেকবে-	৮৩৩
দোযখীদের চোখ দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হবে-	৮৩৩
দোযখে কাফেরদের কোন কথাই আল্লাহ শুনবেন না-	৮৩৩
রাসূল (স) উন্নতকে দোযখ সম্পর্কে ইশিয়ার করেছেন-	৮৩৩
আসমান যমীনের দূরত্ব পাঁচশত বছরের রাস্তা-	৮৩৪
হাব্‌হাব নামে দোযখে একটি গর্ত আছে-	৮৩৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দোযখীদের দেহ হবে বিরাট আকৃতির-	৮৩৪
দোযখের সাপ হবে খোরাশানী উটের ন্যায়-	৮৩৪
চন্দ্র ও সূর্য পনিরের আকৃতিতে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে-	৮৩৪
হতভাগ্য ছাড়া কেউই দোযখে যাবে না-	৮৩৪

ষোড়শ অধ্যায়

জান্নাত ও জাহান্নামের সৃষ্টি

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিয়ামতের দিন আল্লাহ কারো প্রতি অবিচার করবেন না-	৮৩৪
আল্লাহ পাক পা রাখলে দোযখ পূর্ণ হবে-	৮৩৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেহেশত ও দোযখ জিবরাঈল (আ) চুকে ঘুরে দেখলেন-	৮৩৫
---	-----

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) নামাযে বেহেশত ও দোযখ দেখলেন-	৮৩৫
--	-----

সপ্তদশ অধ্যায়

সৃষ্টির সূচনা ও নবীদের আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বনু তামীম গোত্র শুভ সংবাদ গ্রহণ করল না-	৮৩৫
রাসূল (স) সৃষ্টির সূচনা বর্ণনা করলেন-	৮৩৬
আল্লাহর রহমত আযাবের ওপর অগ্রগামী-	৮৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
ফেরেশতা নূরের তৈরি-	৮৩৬
আদমের আকৃতির মধ্যে শয়তান প্রবেশ করেছিল-	৮৩৬
হযরত ইব্রাহীম নিজ হাতে নিজের খতনা করেছেন-	৮৩৬
হযরত ইব্রাহীম (আ) তিনটি মিথ্যা বলেছিলেন-	৮৩৬
হযরত ইউসুফ (আ) ধৈর্যশীল ছিলেন-	৮৩৭
হযরত মুসা (আ) দোষ মুক্ত হলেন-	৮৩৭
হযরত আইয়ুব (আ) নগ্ন অবস্থায় গোসল করেছেন-	৮৩৭
নবীদের মর্যাদা কমবেশি করা যাবে না-	৮৩৮
কোন নবীকে অন্য নবীর উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না-	৮৩৮
হযরত খিযির (আ) কাকের বালককে হত্যা করেছিলেন-	৮৩৮
খিযির নাম হওয়ার কারণ-	৮৩৮
হযরত মুসা (আ)-এর ইস্তেকাল-	৮৩৮
হযরত জিব্রাইল (আ) দেহইয়া ক্বালবির সদ্শ-	৮৩৯
মে'রাজে রাসূল (স) যাদের সদ্শ্য দেখেছেন-	৮৩৯
রাসূল (স) মেরাজে দুধ পান করেছিলেন-	৮৩৯
রাসূল (স) উপত্যকায় মুসা (আ)-কে দেখলেন-	৮৩৯
হযরত দাউদ (আ)-কে যাবুর কিভাবে দেয়া হয়েছিল-	৮৩৯
অপূর্ব বিচার পদ্ধতি-	৮৩৯
হযরত সুলায়মান (আ)-এর ইনশাআল্লাহ না বলার ফল-	৮৪০
হযরত যাকারিয়া (আ) সুতার মিজ্রি ছিলেন-	৮৪০
নবীগণ পরস্পর আত্মাতি ভাই-	৮৪০
শয়তান শিশু সন্তানকে খোঁচা দেয়-	৮৪০
হযরত আয়েশা (রা)-এর মর্যাদা-	৮৪০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ পানির মধ্যে ছিলেন-	৮৪০
আল্লাহ কোথায় থাকেন তার বর্ণনা-	৮৪০
আল্লাহর মর্যাদা অতি মহান-	৮৪১
ফেরেশতার অবস্থা-	৮৪১
কৈপে ওঠলেন জিব্রাইল-	৮৪১
ইসরাফিল ও আল্লাহর মাঝখানে সত্তরটি নূরের পর্দা রয়েছে-	৮৪১
মানুষ আল্লাহর সেরা সৃষ্টি-	৮৪১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কামেল মুমিন ফেরেশতার চেয়ে মর্যাদাবান-	৮৪২
আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন ওজুবারে-	৮৪২
আসমান সাতটি-	৮৪২
আদম (আ)-এর উচ্চতা যাট হাত ছিল-	৮৪২
প্রথম নবী ছিলেন হযরত আদম (আ)-	৮৪২
শোনা খবর চোখে দেখার মত স্পষ্ট নয়-	৮৪৩

অষ্টাদশ অধ্যায়

নবীকুল শিরোমণি (স)-এর

মর্যাদাসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল কিয়ামতে নেতা হবেন-	৮৪৩
উম্মতে মুহাম্মদীর সংখ্যা বেশি হবে-	৮৪৩
সবার আশা বেহেশতের দরজা খোলা হবে রাসূল (স)-এর জন্য-	৮৪৩
রাসূল (স)-এর উম্মত হবে সবচেয়ে বড়-	৮৪৩
রাসূল (স) নবুয়ত প্রাসাদের শেষ ইঁট-	৮৪৩
হযরত মুহাম্মদ (স) প্রতিশ্রুতি নবী-	৮৪৩
বনু হাশেম থেকে নবী মনোনীত-	৮৪৩
রাসূল (স)-এর অনুসারী হবেন সর্বাধিক-	৮৪৪
রাসূল (স)-এর পাঁচটি বিশেষত্ব-	৮৪৪

বিষয়

রাসূল (স) সকল মানব জাতির জন্য-	৮৪৪
ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যের যোগ্যতাপ্রাপ্ত-	৮৪৪
রাসূল (স)-এর জন্য ভূপৃষ্ঠকে সংকুচিত করা হয়েছে-	৮৪৪
রাসূল (স)-এর উম্মত দুর্ভিক্ষ ও পানিতে ডুবে শেষ হবে না-	৮৪৪
তাওরাতে রাসূল (স)-এর গুণাবলি-	৮৪৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) তিনটি জিনিস চেয়েছিলেন-	৮৪৫
রাসূল (স)-এর উম্মত গোমরাহির ওপর একত্রিত হবে না-	৮৪৫
আল্লাহ তায়ালা দুই তলোয়ার একত্রিত করবেন না-	৮৪৫
আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মোত্তালিবের পুত্র মুহাম্মদ (স)-	৮৪৫
রাসূল (স)-এর নবুয়ত নির্ধারিত-	৮৪৬
খাতামুন নাবীয়েয়ন-	৮৪৬
সকল নবীই রাসূল (স)-এর পতাকার নিচে থাকবেন-	৮৪৬
আল্লাহর রাসূল সবচেয়ে সম্মানিত হবেন-	৮৪৬
সকল মুসলমান কখনো পথভ্রান্ত হবে না-	৮৪৬
রাসূল (স) হবেন নবীদের অগাধী-	৮৪৬
রাসূল (স)-হবেন সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি-	৮৪৭
রাসূল আরশে এলাহীর ডান পাশে থাকবেন-	৮৪৭
বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থান রাসূল (স)-এর-	৮৪৭
রাসূল (স) হবেন নবীদের ইমাম-	৮৪৭
ইব্রাহীম (আ) আল্লাহর বন্ধু-	৮৪৭
রাসূল (স) উত্তম কাযাবলীর পরিপূরক-	৮৪৭
রাসূল (স) আল্লাহর সর্বোৎকৃষ্ট বান্দা-	৮৪৭
তাওরাতে রাসূল (স)-এর গুণাবলি লিপিবদ্ধ আছে-	৮৪৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর মর্যাদা সকল নবী ও ফেরেশতাদের উপরে-	৮৪৮
রাসূল (স) গুজনে সবার চেয়ে ভারি হবেন-	৮৪৮
রাসূল (স)-এর উপর কুরবানি ফরজ রা হয়েছে-	৮৪৮

উনবিংশ অধ্যায়

রাসূল (স)-এর নামের গুণাবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর পরে আর নবী নেই-	৮৪৯
সবাই রাসূল (স)-এর পরে থাকবে-	৮৪৯
রাসূল (স) মহাপ্রশংসিত-	৮৪৯
রাসূল (স)-এর চেহারা ছিল অত্যন্ত ধারালো-	৮৪৯
মোহরে নবুয়ত-	৮৪৯
রাসূল (স)-এর মোহরে নবুয়ত দেখা গেল-	৮৪৯
রাসূল (স)-এর চেহারা ছিল অত্যন্ত সুন্দর-	৮৪৯
রাসূল (স) মধ্যম গড়নের ছিলেন-	৮৪৯
মানহুমুল আকেবাইন-	৮৪৯
রাসূল (স) অত্যন্ত লাবণ্যময়ী ছিলেন-	৮৪৯
রাসূল (স)-এর চুল-দাড়ি খুব বেশি পাকেনি-	৮৪৯
রাসূল (স)-এর ঘাম ছিল মুক্তর মত-	৮৪৯
রাসূল (স)-এর ঘাম ছিল অত্যন্ত সুগন্ধিযুক্ত-	৮৪৯
রাসূল (স) শিশুদের বড়ই ভালবাসতেন-	৮৪৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) ছিলেন মধ্যমাকৃতির-	৮৪৯
রাসূল (স) ছিলেন মধ্যম গড়নের-	৮৪৯
রাসূল (স) চললে বুঝা যেত-	৮৪৯
রাসূল (স) সূর্যের ন্যায় আলোকিত ছিলেন-	৮৪৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাসূল (স) উচ্চস্বরে হাসতেন না-	৮৫২
রাসূল (স) লাল বর্ণের পোশাক পরেছেন-	৮৫২
রাসূল (স)-এর চেয়ে সুন্দর ও দ্রুতগতি কেউ নেই-	৮৫২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইহুদী বালক সাক্ষ্য দিল তিনি নবী-	৮৫২
রাসূল (স) আল্লাহর প্রেরিত রহমত-	৮৫২
রাসূল (স)-এর দাঁত দিয়ে আলো বিচ্ছুরিত হত-	৮৫২
হাসলে তাঁর চেহারা আলোকিত হয়ে ওঠত-	৮৫২

বিংশ অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বড়ই সহিষ্ণু ও হৃদয়বান-	৮৫২
রাসূল (স) চাইলে কখনো না বলেন নি-	৮৫৩
রাসূল (স) ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন-	৮৫৩
রাসূল (স) কুপণ স্বভাবের নন-	৮৫৩
রাসূল (স) ছিলেন সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের মানুষ-	৮৫৩
রাসূল (স) রেগে কিছু দিতে বললেন-	৮৫৩
রাসূল (স) ছিলেন সবচেয়ে সাহসী ও দানশীল-	৮৫৩
দাস-দাসীরা তাঁর সাক্ষাৎ পেত-	৮৫৪
রাসূল (স)-এর হাত ধরে ইচ্ছেমত নিয়ে যেত-	৮৫৪
রাসূল (স)-এর সাক্ষাৎপ্রার্থী হল মহিলা-	৮৫৪
রাসূল অশ্লীল কথা বলতেন না-	৮৫৪
রাসূল (স) অভিসম্পাতকারী নন-	৮৫৪
রাসূল (স) বড়ই লাজুক ছিলেন-	৮৫৪
রাসূল (স) দাঁত খুলে হাসতেন না-	৮৫৪
রাসূল (স) অনর্গল কথা বলতেন না-	৮৫৪
রাসূল (স) গৃহকর্মাদী করতেন-	৮৫৪
রাসূল (স) ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রতিশোধ নিতেন না-	৮৫৪
রাসূল (স) কখনো কাউকে প্রহার করেননি-	৮৫৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) কাউকে তিরস্কার করেননি-	৮৫৫
রাসূল (স) ক্ষমাশীল ছিলেন-	৮৫৫
রাসূল (স) রোগীর সেবা করতেন-	৮৫৫
রাসূল (স) সমস্ত কাজই করতেন-	৮৫৫
রাসূল (স) আলোচনায় অংশ নিতেন-	৮৫৫
রাসূল (স)-এর শিষ্টতার তুলনা হয় না-	৮৫৫
রাসূল (স) জমা করতেন না-	৮৫৫
রাসূল (স) অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন-	৮৫৬
রাসূল (স)-এর ভাষা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট-	৮৫৬
রাসূল (স) পৃথক উচ্চারণে কথা বলতেন-	৮৫৬
রাসূল (স) মুচকি হাসতেন-	৮৫৬
রাসূল (স) আকাশের দিকে তাকাতেন-	৮৫৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) অধিক স্নেহময় ছিলেন-	৮৫৬
ইহুদি ইসলাম গ্রহণ করল-	৮৫৬
রাসূল (স) বিনয় গ্রহণ করলেন-	৮৫৭
রাসূল (স) সবচেয়ে বেশি জিকিরকারী ছিলেন-	৮৫৭
সীমালংঘনকারীরা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে-	৮৫৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
একবিংশ অধ্যায়	
রাসূল (স)-এর প্রতি অহীর গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	

রাসূল (স)-এর ওফাত-	৮৫৭
অহী থেকে হিজরত-	৮৫৭
রাসূল (স) ফেরেশতার আওয়াজ পেতেন-	৮৫৭
রাসূল (স) আবু বকর ও ওমর (রা) একই বয়স পেয়েছিলেন-	৮৫৮
প্রথম অহী-	৮৫৮
অহী কিছু দিন বন্ধ থাকল-	৮৫৮
কঠিন অহী-	৮৫৯
অহীর সময়ে চেহারা বিবর্ণ হয়ে পড়ত-	৮৫৯
আবু লাহাব অভিশপ্ত হল-	৮৫৯
রাসূল (স)-এর অভিশাপে জড়িত হল-	৮৫৯
রাসূল (স) অভিশাপ দিলেন না-	৮৬০
ওহুদের যুদ্ধে রাসূল (স)-এর একটা দাঁত শহীদ হয়েছিল-	৮৬০
রাসূল (স)-কে আঘাতকারী আল্লাহর রোযানলে নিপতিত-	৮৬০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) অহী লাভ করলেন-	৮৬০
--------------------------	-----

দ্বাবিংশ অধ্যায়

নবুয়্যাত শ্রান্তির নিদর্শন ও গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিন্তিল্লি হত আবু জাহল-	৮৬১
বালক নবী (স)-এর বন্ধ বিদারক-	৮৬১
পাথর রাসূল (স)-কে সালাম দিত-	৮৬১
রাসূল (স)-এর ইশরায় চাঁদ দ্বিগুণিত হল-	৮৬১
খণ্ডিত চাঁদ পাহাড়ের উপর এবং নিচের দিকে ছিল-	৮৬১
হীরা থেকে কাবা একটি নিশ্চিত পৌছানোর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হল-	৮৬১
আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না-	৮৬২
স্বপ্নে রাসূল (স)-এর সমুদ্র যাত্রার ভবিষ্যদ্বাণী-	৮৬২
যিমাদ রাসূল (স)-এর হাতে বায়আত হল-	৮৬৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হিরাক্রিম্যাসের দরবারে আবু সুফিয়ান-	৮৬৩
--------------------------------------	-----

একাদশ খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

মি'রাজ এর প্রেক্ষিতে রাসূল (স)-

এর গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর জীবনে মি'রাজ-	৮৬৫
মিরাজের পথে-	৮৬৭
জাৱাতে গম্বুজ মুক্তার মাটি মেশকের-	৮৬৮
মি'রাজ নিয়ে কোরাইশদের জিজ্ঞাসাবাদ-	৮৬৯
সিদরাতুল মুনতাহা-	৮৬৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বায়তুল মুকাদ্দাস রাসূল (স)-এর সম্মুখে উপস্থিত-	৮৬৯
---	-----

দ্বিতীয় অধ্যায়

মোজেযায় গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বয়ং আল্লাহ মহান-	৮৬৯
হিজরতের পথে-	৮৭০
আবদুল্লাহ ইবনে সালামের ইসলাম গ্রহণ-	৮৭০

বিষয়	পৃষ্ঠা
বদর যুদ্ধের কথা-	৮৭১
বদর যুদ্ধে রাসূল (স)-এর দোয়া-	৮৭১
বদর যুদ্ধে জিব্রাইল-	৮৭১
জিব্রাইলের ঘোড়া-	৮৭১
বদর যুদ্ধে জিব্রাইল ও মিকাইল-	৮৭১
আশ্বারের প্রতি রাসূল (স)-এর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ-	৮৭২
রাসূল (স)-এর মোজেরা-	৮৭২
আবু রাফে'র হত্যা কাণ্ড-	৮৭২
খন্দক যুদ্ধে মুসলমানরাই আক্রমণকারী-	৮৭৩
বনু কুরায়জা অভিযান-	৮৭৩
হোদায়বিয়ার রাসূল (স)-এর মো'জেজা-	৮৭৩
হোদায়বিয়ার কূপের পানি-	৮৭৩
পানির সন্ধানে-	৮৭৩
গাছ রাসূল (স)-এর অনুগত হয়ে গেল-	৮৭৪
খায়বার যুদ্ধের আঘাত-	৮৭৪
আল্লাহ মুসলমানদের বিজয়ী করেছেন-	৮৭৪
হোনাইনের যুদ্ধে আসহাবে সামুরাকে আহ্বান-	৮৭৪
হোনাইনের যুদ্ধে রাসূল (স)-এর প্রার্থনা-	৮৭৫
সাহাতিল উজুহ-	৮৭৫
জেহাদী হয়েও জাহান্নামী-	৮৭৫
রাসূল (স) যাদু মুক্ত হলেন-	৮৭৫
নবীর ইনসাফ অস্বীকারকারীর ধ্বংস-	৮৭৬
আবু হোরায়রার মায়ের ইসলাম গ্রহণ-	৮৭৭
আবু হোরায়রা (রা) অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী-	৮৭৭
ইয়ামামার মন্দির ধ্বংসের ঘটনা-	৮৭৭
যমীন মুরতাদকে গ্রহণ করে না-	৮৭৭
কবরে ইহুদিদের আওয়াজ-	৮৭৭
মুনাফেকের মৃত্যুতে ধূলি-ঝড়-	৮৭৮
মদীনায় মুনাফেকদের আক্রমণ-	৮৭৮
রাসূল (স)-এর দোয়ায় বৃষ্টি নামল-	৮৭৮
খেজুর কাণ্ড কেন্দ্রে ওঠল-	৮৭৮
রাসূলের বদদোয়ায় ডান হাত ধ্বংস হল-	৮৭৯
সমুদ-স্রোতের মত দ্রুতগামী ঘোড়া-	৮৭৯
রাসূল (স)-এর হাতে ঋণ পরিশোধ-	৮৭৯
পাত্র নিংড়ে ফেলাতে বরকত চলে গেল-	৮৭৯
সামান্য খানা আশিজন খেলেন তবুও রয়ে গেল-	৮৭৯
আঙুলের ফাঁক দিয়ে পানির ফোয়ারা বয়ে গেল-	৮৮০
কুরআনের আয়াত বড়ই বরকতপূর্ণ-	৮৮০
রাসূল (স)-এর আর এক মোজেরা-	৮৮০
সবাই তৃপ্তিসহকারে খেল-	৮৮১
রাসূল (স)-এর দাওয়াতে বহু লোক খেলেন-	৮৮১
রাসূল (স)-এর দোয়ার বরকতে ঘোড়া খুব বেশি শক্তি পেল-	৮৮২
তাবুকের পথে-	৮৮২
মিসর জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী-	৮৮২
মুনাফেক বেহেশতের দ্বাণ্ড পাবে না-	৮৮২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
বুহাইরা পাত্রী নবীকে চিনে নিলেন-	৮৮৩
রাসূল (স)-কে সালাম-	৮৮৩
বোরাক ঘর্মাঙ হয়ে গেল-	৮৮৩
বোরাক বাঁধা হল-	৮৮৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাসূল (স)-এর তিন অলৌকিক বস্তু-	৮৮৩
রাসূল (স)-এর দোয়ার জিন পালল-	৮৮৪
জিব্রাইলের মোজেরা-	৮৮৪
গাছ সাক্ষ্য দিল তিনি নবী-	৮৮৪
বেদুইনের ইসলাম গ্রহণ-	৮৮৪
বাঘ কথা বলল-	৮৮৪
খাদ্যের অক্ষুরন্ত ভাণ্ডার-	৮৮৫
বদরে রাসূল (স)-এর দোয়া কবুল হল-	৮৮৫
আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি-	৮৮৫
ইহুদিনি রাসূল (স)-কে বিষ খাওয়াল-	৮৮৫
হোনাইন মুসলমানদের পদনত হল-	৮৮৫
রাসূল (স)-এর দোয়ার বরকত-	৮৮৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
কাফিররা বিভ্রান্ত হল-	৮৮৬
রাসূল (স) এর সততা প্রতিষ্ঠিত হল-	৮৮৭
রাসূল (স)-এর ভাষণে কিয়ামতের প্রসঙ্গ-	৮৮৭
জিনেদের কথা বৃক্ষ জানিয়েছিল-	৮৮৭
বদর যুদ্ধে রাসূল (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণী-	৮৮৭
সবরকারীর জন্য জাহান্নাত-	৮৮৮
রাসূলের নামে মিথ্যা রচনাকারী জাহান্নামী-	৮৮৮
মাগার ফলে বরকত শেষ হয়ে গেল-	৮৮৮
রাসূল গোপনত খেলেন না-	৮৮৮
রাসূল (স) হাত দিতেই দুধের ফোয়ারা বইতে লাগল-	৮৮৮
তৃতীয় অধ্যায়	
কারামত সম্পর্কে বর্ণনা-	৮৮৯
প্রথম পরিচ্ছেদ	
ওহুদ যুদ্ধের প্রথম শহীদ-	৮৮৯
লাঠি আলোকিত হয়ে পথ দেখাল-	৮৮৯
একটি মুজেরা-	৮৮৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
নায্জাসির কবরে আলো-	৮৯০
রাসূল করীম (স)-এর গোসল-	৮৯০
সিংহ সাফিনার সঙ্গী হল-	৮৯০
'আমাল ফতক'-	৮৯০
নবীর মসজিদে সময় নির্ধারণ-	৮৯১
রাসূল করীম (স) আনাস (রা)-এর জন্য দোয়া করেছেন-	৮৯১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
জমি আত্মসাৎকারীর পরিণাম ভয়ানক হবে-	৮৯১
ইয়া সারিয়া আল-জাবাল-	৮৯১
রওয়া শরীফে ফেরেশতা দরদ পড়ে-	৮৯১
চতুর্থ অধ্যায়	
রাসূল (স)-এর ওফাতের প্রতি	
ভরস্তু	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
আট বছর পর ওহুদের শহীদদের জানাজা পড়ানো হয়-	৮৯২
প্রথম হিজরতকারী দল-	৮৯২
আল্লাহর এখতিয়ার প্রাপ্ত বান্দা ছিলেন রাসূল (স)-	৮৯২
আল্লাহর অনুগ্রহ আয়েশা (স)-এর প্রতি -	৮৯২
রাসূল (স) আখিরাত গ্রহণ করলেন-	৮৯৩
প্রভুর আহ্বানে রাসূল (স) চলে গেলেন-	৮৯৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর আগমনের হাবশিরা আনন্দ করল-
রূহ কবয়ের স্থলে দাফনের ইঙ্গিত-

৮৯৩

৮৯৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর রাসূল (স)-কে জন্মতে তাঁর নিবাস দেখানো হল-
খায়বারের বিষ তাকে কষ্ট দিয়েছিল-
অন্তিমকালে রাসূল (স)-এর নির্দেশ-
রাসূল (স)-এর ওফাতে অহি চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল-
রাসূল (স) হাউয়ে কাউসার দেখলেন-
অন্তিম রোগে রাসূল (স)-
রাসূল (স)-এর মৃত্যু সংবাদ এসে গেল-
প্রথম খিলাফত আবু বকরের-
ফেরেশতা নবীর সাক্ষ্য চাইল-

৮৯৩

৮৯৪

৮৯৪

৮৯৪

৮৯৪

৮৯৫

৮৯৫

৮৯৫

৮৯৫

পঞ্চম অধ্যায়

রাসূল (স)-এর সম্পদের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর সম্পদ সদকা-
রাসূল কিছুই রেখে যাননি-
রাসূল তাঁর পরিবারে ভাগ বন্টন রাখেননি-
নবী-রাসূলগণ ওয়ারিস রেখে যান না-
আল্লাহ যে জাতির ধ্বংস চান-
রাসূল সবচেয়ে প্রিয় হবেন-

৮৯৬

৮৯৬

৮৯৭

৮৯৭

৮৯৭

৮৯৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

কোরাইশ ও অন্যান্য গোত্রসমূহের
গণাবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধীনের ব্যাপারে লোকজন কোরাইশদের অনুসারী-
ভাল-মন্দ উভয়ই কোরাইশদের মধ্যে আছে-
শাসন কর্তৃত্ব কুরাইশদের থাকবে-
ধীনে প্রতিষ্ঠিত থাকলে কোরাইশদের বিরোধিতা নিষেধ-
খলীফাদের কালে ইসলাম শক্তিশালী থাকবে-
উমাইয়্যা গোত্র নাক্ষরমানী করেছে-
কয়েক গোত্র রাসূল (স)-এর বন্ধু-
কয়েক গোত্র খুবই উত্তম-
বনু তামীম রাসূলের ভালবাসার পাত্র-

৮৯৭

৮৯৭

৮৯৭

৮৯৭

৮৯৭

৮৯৮

৮৯৮

৮৯৮

৮৯৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুরাইশদের অপমান করা উচিত নয়-
কুরাইশদের জন্য রাসূলের দোয়া-
আসাদ ও আশআর বড়ই উত্তম গোত্র-
আসাদ গোত্র ধীনের সাহায্যকারী-
রাসূল (স) তিনটি গোত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন-
সাকীফ গোত্র মিথ্যাবাদী-
সাকীফ গোত্রের জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া-
হিমিয়ার গোত্রের জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া-
দাউস গোত্রের কথা-
রাসূল (স)-এর প্রতি হিংসা নয়-
আরবের সাথে প্রতারণা নয়-
কিয়ামতের একটি আলামত-
কয়েকটি গোত্রের বিশেষত্ব-

৮৯৮

৮৯৮

৮৯৮

৮৯৮

৮৯৮

৮৯৮

৮৯৯

৮৯৯

৮৯৯

৮৯৯

৮৯৯

৮৯৯

৮৯৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কোন কুরাইশীদের বন্দী অবস্থায় হত্যা করা যাবে না-
রক্ত পিপাসু হাজ্জাজ-
লড়াই ফেতনা নিরুণের জন্য-
দাউস গোত্রের জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া-
আরবী জালালের ভাষা হবে-

৯০০

৯০০

৯০০

৯০১

৯০১

সপ্তম অধ্যায়

সাহাবীদের কথীলত

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাহাবীদের মর্যাদা গণনচূরী-
সাহাবীরা নক্ষত্রের মত-
তাবেয়ীদের বরকতে বিজয় লাভ হবে-
তাবেয়ী পরবর্তী যুগের লোকেরা নিকৃষ্ট হবে-

৯০১

৯০১

৯০১

৯০২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দল ছাড়া হয়ো না-
রাসূল দর্শনকারীকে আত্মন স্পর্শ করবে না-
সাহাবীদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ নয়-
সাহাবীরা খাদ্যের পবনের মত-
সাহাবী হবেন আলো বরূপ-

৯০২

৯০২

৯০২

৯০২

৯০৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাহাবীরা তারাকারাজির মত-
সাহাবীদের গালিদাতা অভিশপ্ত-

৯০৩

৯০৩

অষ্টম অধ্যায়

রাসূল (স)-এর বন্ধু রূপে আবু
বকর (রা)

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবু বকর (রা) খিলাফতের যোগ্য-
একমাত্র আবু বকরই রাসূল (স)-এর বন্ধু-
আবু বকর (রা)-কে বন্ধুরূপে গ্রহণ-
রাসূল (স)-এর অবর্তমানে আবু বকর-
রাসূলের সর্বাধিক প্রিয় আয়েশা (রা)-
আবু বকর ও ওমর (রা)-
কয়েকজন মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তি-

৯০৩

৯০৩

৯০৩

৯০৪

৯০৪

৯০৪

৯০৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবু বকরকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করতেন-
আবু বকর (রা) রাসূল (স)-এর সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন-
আবু বকর (রা) হাউজে কাউসারে রাসূল (স) এর সাথী হবেন-
ইমামতের যোগ্য আবু বকর-
জয়লাভ করলেন আবু বকর (রা)-
আল্লাহর আতীক-
রাসূল (স) প্রথম উখিত হবেন-
রাসূল (স) বেহেশতের দরজা দেখলেন-

৯০৪

৯০৪

৯০৪

৯০৪

৯০৫

৯০৫

৯০৫

৯০৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হেরা শুহায় আবু বকর ও ওমর (রা)-

৯০৫

নবম অধ্যায়

হযরত ওমর (রা)-এর গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওমর (রা) ধীনকে টেনে নিলেন-
ওমর হবেন উম্মতের মুহাদ্দাস-
ওমর (রা)-এর পথ ছেড়ে দেয় শয়তান-

৯০৬

৯০৬

৯০৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
বেহেশতে বেলালের পদধ্বনি-	৯০৬
রাসূল (স) ওমরকে স্বপ্নে দুধ পান করালেন-	৯০৬
ওমরের শক্তিমত্তা ও শ্রেষ্ঠত্ব-	৯০৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
আব্বাহ ওমর (রা)-এর অন্তরে হক রেখেছেন-	৯০৭
ফেরেশতা ওমরের মুখে কথা বলে-	৯০৭
ওমর (রা)-এর ইসলামের জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া-	৯০৭
ওমর (রা) অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-	৯০৭
ওমর (রা)-ই নবী হতেন-	৯০৭
শয়তান ওমর (রা)-কে ভয় করে-	৯০৭
ওমরের বয়ে জিন ও মানুষ শয়তান পালিয়ে গেল-	৯০৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
আব্বাহ ওমর (রা)-এর আকাঙ্ক্ষা পূরো করলেন-	৯০৮
হযরত ওমর (রা) বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত-	৯০৮
মৃত্যু শয্যায় হযরত ওমর (রা)-	৯০৯
ওমর (রা)-এর মর্যাদা-	৯০৯
অবিচল ও কর্তব্যনিষ্ঠ ওমর (রা)-	৯০৯
দশম অধ্যায়	
হযরত আবু বকর (রা) এবং ওমর (রা)-এর প্রতি গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
গাভী ও নেকড়ে কথা বলল-	৯০৯
ওমর (রা)-এর জন্য দোয়া-	৯১০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
আবু বকর ও ওমর (রা) উকে অবস্থান করবেন-	৯১০
আবু বকর ও ওমর (রা) নেতা হবেন-	৯১০
আবু বকর ও ওমর (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব-	৯১০
মসজিদে আবু বকর ও ওমর (রা) মাথা তুললেন-	৯১০
ডানে-বামে আবু বকর ও ওমর (রা)-	৯১০
আবু বকর ও ওমর (রা) রাসূল (স)-এর	
কান ও চোখ সমতুল্য-	৯১০
যমীনবাসীর উম্মীর আবু বকর ও ওমর (রা)-	৯১০
নবুওত প্রকৃতির খেলাফত-	৯১০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
আবু বকর ও ওমর (রা)-	৯১১
আবু বকর ও ওমরের নেকী-	৯১১
একাদশ অধ্যায়	
হযরত ওসমান (রা)-এর ফযীলত	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
ওসমানকে ফেরেশতারা লজ্জা করেন-	৯১১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
ওসমান (রা) জান্নাতের রফিক হবেন-	৯১১
দানী ও গনি ওসমান-	৯১১
ওসমান (রা) স্বর্ণমুদ্রা এনে দিলেন-	৯১২
ওসমান (রা) রাসূল (স)-এর দূত হয়েছিলেন-	৯১২
বন্দিদশায় ওসমান (রা)-	৯১২
ওসমান (রা)-এর জন্য রাসূল (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণী-	৯১২
আব্বাহ তায়লা ওসমান (রা)-কে শহীদের জামা পরাবেন-	৯১৩
ওসমান (রা) ফেতনায় পতিত হবে-	৯১৩
ওসমান (রা) ফেতনায় পতিত হবে-	৯১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
ওসমান (রা)-এর প্রতি রাসূল (স)-এর ধৈর্যধারণের অসিয়ত-	৯১৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
ওসমান বিদ্বৈষী এক লোকের প্রশ্ন-	৯১৩
ওসমানের ধৈর্য ধারণের অসিয়ত-	৯১৪
বন্দি দশায় ওসমান (রা)-	৯১৪
ষোড়শ অধ্যায়	
আবু বকর (রা), ওমর (রা) ও ওসমান (রা)-এর প্রতি গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
ওহুদ পাহাড়ের প্রতি রাসূল (স)-এর নির্দেশ-	৯১৪
কয়েক সাহাবী (রা)-কে বেহেশতের সুসংবাদ-	৯১৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
সাহাবীদের প্রতি আব্বাহর সন্তুষ্টি-	৯১৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
স্বয়ং রাসূল (স) পুণ্যবান ব্যক্তি -	৯১৫
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
আলী (রা)-এর প্রতি গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
আমার পরে আর নবী নেই-	৯১৫
নবীর প্রতি মুমিনের ভালবাসা-	৯১৫
আলী (রা)-এর হাতে খায়বর বিজয় হল-	৯১৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
আলী (রা) মুমিনদের বন্ধু-	৯১৫
আলী (রা)-এর বন্ধু-	৯১৫
আমি আলীর থেকে আর আলী আমার থেকে-	৯১৬
আলী উভয় জগতে রাসূল (স)-এর ভাই-	৯১৬
এক পাখি দু'জনে খেলেন-	৯১৬
আলী (রা)-এর প্রতি ভালবাসা-	৯১৬
আলী (রা) হলেন জ্ঞান প্রসাদের দরজা-	৯১৬
আলী (রা)-এর সাথে চুপে চুপে কথা-	৯১৬
রাসূল (স) ও আলী (রা) ছাড়া-	৯১৬
আলী (রা)-এর জন্যে রাসূল (স)-এর দোয়া-	৯১৬
কোন মুনাফেক আলী (রা)-কে ভালবাসে না-	৯১৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স)-এর কাছে আলী (রা)-এর মর্যাদা-	৯১৭
আলী (রা)-এর দোয়া-	৯১৭
অত্যধিক আলী (রা) প্রেমী ও বিদ্বৈষীরা ধ্বংস হবে-	৯১৭
মুমিনদের কাছে রাসূল (স) প্রাণাধিক প্রিয়-	৯১৭
আলী (রা)-এর ছাড়া সব দরজা বন্ধ-	৯১৭
চতুর্দশ অধ্যায়	
আশারায় মুবাশ্শারা (রা)-এর প্রতি গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
আবু তালহা (রা)-এর হাত-	৯১৭
খেলাফতের যোগ্য ব্যক্তিগণ-	৯১৭
প্রত্যেক নবীর হাওয়ারি থাকে-	৯১৮
রাসূল (স)-এর সংবাদদাতা-	৯১৮
ওহুদের দিন সা'দের প্রতি রাসূল (স)-এর নির্দেশ-	৯১৮
আব্বাহর পথে তীর নিক্ষেপকারী-	৯১৮
রাসূল (স)-এর নৈশরক্ষী--	৯১৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
উম্মতের আমীন-	৯১৮
রাসূল (স)-এর খলিফা কে হতেন-	৯১৮
পাহাড়কে স্থির হওয়ার নির্দেশ-	৯১৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
দশজন জান্নাতী-	৯১৮
কয়েকজন সাহাবীর বিশেষত্ব-	৯১৯
তালহার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হয়ে গেল-	৯১৯
তালহা জীবন্ত শহীদ-	৯১৯
বেহেশতে দুজন প্রতিবেশী হবেন-	৯১৯
সাদ (রা)-এর জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া-	৯১৯
সাদ (রা)-এর দোয়া কবুলের জন্য রাসূল (স)-এর সুপারিশ-	৯১৯
সাদ (রা)-এর জন্য রাসূল (স)-এর কৃতজ্ঞতা-	৯১৯
সাদ (রা) রাসূল (স)-এর মামা-	৯১৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
আল্লাহর পক্ষে তীর নিক্ষেপকারী-	৯১৯
সাদ হলেন ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি-	৯২০
সবরের পরিচয় দেবেন সিদ্দিকরাই-	৯২০
আবদুর রহমানের জন্যে রাসূলের দোয়া-	৯২০
আমানতদার শাসক-	৯২০
খলিফা নির্বাচনে রাসূল (স)-এর অসিয়ত-	৯২০
চার আসহাবের প্রতি রাসূল (স)-এর দোয়া-	৯২০
পঞ্চদশ অধ্যায়	
রাসূল (স)-এর পরিবার- পরিজনদের প্রতি গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
ফাতিমা (রা)-কে কষ্টদাতা আমাকেও কষ্ট দেয়-	৯২১
জান্নাতে রাসূল পুত্রের ধাত্রী রয়েছে-	৯২১
আহলে বায়ত-	৯২১
আল্লাহ তোমাদের পরিচ্ছন্ন রাখতে চান-	৯২১
ফাতিমা সবার আগে মিলিত হবেন রাসূল (স)-এর সাথে-	৯২১
আল্লাহর রজু থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না-	৯২২
জাফর পুত্রকে রাসূলের সালাম-	৯২২
হাসান (রা)-এর প্রতি রাসূল (স)-এর ভালবাসা-	৯২২
আল্লাহ তুমি হাসানকে ভালবাসিও-	৯২২
হাসানের মাধ্যমে রাসূল (স)-এর সমঝোতার আভাস-	৯২২
হাসান-হুসাইন সুগন্ধি পুষ্পবিশেষ-	৯২২
আল্লাহ একে জ্ঞান দান করুন-	৯২২
ইবনে আব্বাসের জন্য রাসূলের দোয়া-	৯২২
হাসান ও উসামা (রা)-এর জন্য রাসূলের দোয়া-	৯২৩
যোগ্যতমের নেতৃত্ব গ্রহণে রাসূলের নির্দেশ-	৯২৩
জন্মদাতা পিতাই একত পিতা-	৯২৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
আল্লাহর কিতাবের অনুসারীরা বিপদগামী হবে না-	৯২৩
আল্লাহর কিতাবের রজু আসমান থেকে যমিন অবধি বিস্তৃত-	৯২৩
আলী ও তাঁর পরিজনদের প্রতি রাসূলের নির্দেশ-	৯২৩
আল্লাহর রাসূল (স)-এর প্রিয়জন কে কে-	৯২৩
রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসা-	৯২৪
আব্বাস (রা) ও রাসূল (স)-এর বন্ধন অবিচ্ছেদ্য-	৯২৪
আব্বাস (রা)-এর জন্যে রাসূলের দোয়া-	৯২৪
আবদুল্লাহ (রা)-এর জন্য রাসূলের দোয়া-	৯২৪
ইবনে আব্বাসের জন্য রাসূলের দোয়া-	৯২৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
জাফর গরীবের পিতা-	৯২৪
রাসূল (স) বেহেশতে জাফরকে দেখেছেন-	৯২৪
হাসান-হুসাইন জান্নাতিদের নেতা-	৯২৪
হাসান-হুসাইন ফুলের মত-	৯২৪
হাসান-হুসাইনের প্রতি রাসূল (স)-এর ভালবাসা-	৯২৪
বপ্পে রাসূল (স)-এর কান্না-	৯২৫
রাসূল (স)-এর সর্বাধিক ভালবাসার পাত্র-	৯২৫
সন্তান-সন্ততি ফিহনা স্বরূপ-	৯২৫
হুসাইন একটি বংশ-	৯২৫
হাসান-হুসাইনের চেহারা রাসূলের সদৃশ-	৯২৫
ফাতিমা জান্নাতি মহিলাদের সরদার-	৯২৫
উত্তম সওয়ারি ও উত্তম আরোহী-	৯২৬
উসামা রাসূলের একজন প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন-	৯২৬
রাসূলের কাছে জাবালের নিবেদন-	৯২৬
উসামা (রা)-এর জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া-	৯২৬
রাসূল উসামাকে অত্যধিক ভালবাসতেন-	৯২৬
রাসূলের অনুগ্রহ উসামার প্রতি-	৯২৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
হাসান (রা) রাসূল করীম (স)-এর সদৃশ-	৯২৬
হুসাইন (রা)-এর দাড়িতে খেঁষা লাগনো ছিল-	৯২৭
রাসূল (স) হুসাইনের শাহাদতের খবরে কাঁদলেন-	৯২৭
শিশিতে হুসাইন (রা)-এর রক্ত-	৯২৭
তোমরা আল্লাহকে ভালবাস-	৯২৭
আমার আহলে বায়ত নূহ (আ)-এ নৌকার মত-	৯২৭
ষোড়শ অধ্যায়	
রাসূল (স)-এর পত্নীদের প্রতি গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
রাসূল (স) জান্নাতে আয়েশা (রা)-কে দেখলেন-	৯২৮
আয়েশা (রা)-এর প্রতি রাসূল (স)-এর ভালবাসা-	৯২৮
মারইয়াম ও খাদিজা (রা) শ্রেষ্ঠ নারী-	৯২৮
খাদিজা (রা)-এর জন্যে সুসংবাদ-	৯২৮
খাদিজা (রা)-এর প্রতি রাসূল (স)-এর ভালবাসা-	৯২৮
আমি যা দেখি না তিনি তা দেখেন-	৯২৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
ফাতিমা (রা)-এর হাসি-কান্না-	৯২৯
চার মহিলার ফযীলত-	৯২৯
দুনিয়া-আখিরাতে রাসূল (স)-এর স্ত্রী-	৯২৯
সাফিয়া নবীর কন্যা ও নবীর স্ত্রী-	৯২৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
সমাধান দিতেন আয়েশা (রা)-	৯২৯
আয়েশা (রা) নির্ভুল ভাষী ছিলেন-	৯২৯
সপ্তদশ অধ্যায়	
বিবিধ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
মাসউদ তনয়ের গাভী ছিল রাসূল (স)-এর মত-	৯২৯
আবদুল্লাহ নেককার ব্যক্তি ছিলেন-	৯২৯
আবদুল্লাহ নবী পরিবারের সদস্যের মত-	৯৩০
চার ব্যক্তির কাছে কোরআন অধ্যয়ন-	৯৩০
নেককার সাথী-	৯৩০
জান্নাতে বেলালের পদধ্বনি-	৯৩০
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যারা নিয়োজিত থাকে-	৯৩০
আবু মূসাকে দান করা হয়েছে দাঁড়দের কণ্ঠস্বর-	৯৩০

মিশকাত শরীফ

॥ প্রথম খণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায়

নিয়ত ও তার গুরুত্ব

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَانُؤُى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يَصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ - متفق عليه

প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল

হাদীস : ১ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিয়তের উপরই সব কাজ নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই আছে, যা সে নিয়ত করেছে। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিয়তে যে ব্যক্তি হিজরত করে, তার হিজরত হয় আল্লাহ ও তার রাসূলের নিয়তে। আর যে হিজরত করে দুনিয়াদারি অথবা কোনো নারীকে বিবাহ করার নিয়তে, তার হিজরত হয় ঐ নারীর নিয়তে, যে নারীর নিয়তে সে হিজরত করেছে। - (বোখারী ও মুসলিম)

তাৎপর্য : মুসলমানদেরকে নিয়তের তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়াই হচ্ছে হাদীসটির উদ্দেশ্য। শরীয়তে নিয়তের গুরুত্ব অত্যধিক। নেক নিয়তে কাজ করে বিফল হলেও তার জন্য পুরস্কার আছে। আর বদনিয়তে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও তার জন্য শাস্তি রয়েছে। নিরপরাধীকে হত্যার চেষ্টা করে অকৃতকার্য হলেও তার জন্য কঠিন শাস্তি সে পাবে। শুধু নেকনিয়ত বা নেক পরিকল্পনারও একটা পুরস্কার আছে। তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণে অক্ষম কিছুসংখ্যক সাহাবীর প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূল (স) যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের বলেছেন, 'তাঁরা মদিনায় বসেও তোমাদের সওয়াবের অংশীদার।'।

আল্লাহর কাছে কোনো কার্যের পুরস্কার পেতে হলে তা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করতে হবে। অন্য কারও উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হাছিলের পুরস্কার আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে না। এক হাদীসে এটাও বর্ণিত আছে, এরূপ কার্যের পুরস্কার আল্লাহর কাছে চাওয়া হলে তিনি বলবেন, 'যার উদ্দেশ্যে তুমি এ কাজ করেছিলে তারই কাছে এর পুরস্কার খোঁজ কর।'।

আল্লাহর উদ্দেশ্যে সকল কাজ করার জন্য কুরআন পাকেও তাকিদ আছে। ইহুদী ও খৃস্টানদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে-

وَمَا أَرَوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. خَفَاءَ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ * البينة : ১

“তারা শুধু এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছিল যে, তারা আল্লাহর এবাদত করবে, ধীনকে নিছক আল্লাহর উদ্দেশ্যে অকৃত্রিম করে একনিষ্ঠভাবে, আর নামাযের পাবন্দী করে এবং যাকাত প্রদান করে, আর এটাই সেই সঠিক বিষয়সমূহের পছন্দ...” (সূরা বাইয়্যোনা, আয়াত-৫)

অপর আয়াতে বলা হয়েছে—

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا
وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ * نَسَاء : ১৫০

“মুনাফিকরা দোষখের সর্বনিম্নস্তরে রবে এবং তাদের জন্য আপনি কোনো সাহায্যকারী পাবেন না। কিন্তু যারা অনুতাপ করে আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে এবং নিজেদের জীবনকে সংশোধন করেছে, আর আল্লাহকে আঁকড়ে ধরেছে এবং তাদের ধীনকে নিছক আল্লাহর উদ্দেশ্যে অকৃত্রিম করেছে।” (সূরা নিসা, আয়াত-১৪৫)

রাসূল (স)-কে উদ্দেশ্যে করে আল্লাহ পাক বলেছেন—

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ . انعام : ১৬২-১৬৩

“আপনি বলুন, আমার নামায এবং আমার কোরবানী; বরং আমার জীবন ও মরণ সবই আল্লাহ রাসূল আলামীর উদ্দেশ্যে। তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি ইহার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারীদের প্রথম।” (সূরা আন’আম ১৬২-১৬৩)

উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝা গেল, মানুষের সব ধর্ম-কর্ম এবং গোটা জীবন ও মরণ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। নিয়তের হাদীস এবং এই জাতীয় হাদীস প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর আয়াতসমূহেরই ব্যাখ্যা।

মাসায়েল :

- (১) নিয়ত হচ্ছে অন্তরের সংকল্প। সুতরাং কোনো বিষয়ে নিয়ত করার সময় অন্তরে সংকল্প না করে শুধু মুখে উচ্চারণ করলে চলবে না; বরং অন্তরে সংকল্প করে মুখে উচ্চারণ না করলেও চলবে।
- (২) নামাযের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা শর্ত নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ (স) এরূপ করেছিলেন বলে প্রমাণ নেই। সুতরাং মুখে উচ্চারণ না করার মধ্যেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর এত্তোবা রয়েছে। অবশ্য স্মরণের উদ্দেশ্যে মুখে উচ্চারণ করাকে কোনো কোনো ফকীহ উত্তম বলেছেন। —(আশি আতুল লুমআত)

টীকা

- হাদীস নং ১১। ‘নিয়ত’ শব্দের সাধারণ অর্থ দৃঢ় সংকল্প। শরীয়তের পরিভাষায় অর্থ হচ্ছে,
- (১) কোনো কাজকে কোনো কাজ থেকে পৃথক করা বা নির্দিষ্ট করে নেয়া। এই অর্থেই বলা হয়, ‘যোহরের নিয়ত করা’ অর্থাৎ ‘যোহরকেই নির্দিষ্ট করে নিয়ত, অপর নামাযকে নয়। ফরযের নিয়ত করা অর্থাৎ ফরযকেই নির্দিষ্ট করা, সুন্নত বা নফলকে নয়।
 - (২) কাজ সম্পাদনের সংকল্প করা। যথা, ‘হজ্জের নিয়ত করা’ অর্থাৎ হজ্জ সম্পাদনের ইচ্ছা পোষণ করা। (৩) কোনো কাজ সম্পাদনে আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছা করা এবং
 - (৪) কাজের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। এটা শেষোক্ত অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। ‘কাজ নির্ভর করে’ অর্থাৎ, কাজের পুরস্কার (সওয়াব) নির্ভর করে।
- ‘হিজরত’ এর অর্থ ত্যাগ করা, ছিন্ন করা। শরীয়তে এর দুটি অর্থ আছে।
- (১) আল্লাহর সন্তুষ্টি বা ধর্মের নিরাপত্তার জন্য বাসভূমি ত্যাগ করে জায়গা পরিবর্তন করা। রাসূলুল্লাহ (স) ও কিছুসংখ্যক সাহাবী এ উদ্দেশ্যেই জনস্থান ‘মক্কা’ ত্যাগ করে ‘মদিনা’ গমন করেছিলেন, তাই এটা হিজরত নামে প্রসিদ্ধ।
 - (২) শরীয়তের নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করা। রাসূল (স) বলেছেন, সেই মুহাজির, যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করেছে। ‘নারীকে বিবাহ করার নিয়ত’ এটাতে একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। ইসলাম পূর্ব যুগে আরবগণ অনারব ও দাসদেরকে হয়ে প্রতিপন্ন করত এবং তাদের প্রতি কন্যাদানে বিরত থাকত। ইসলাম সকলকে সমান মর্যাদা দান করার আরবগণ এটা ত্যাগ করে এবং দাস ও অনারবদের প্রতি কন্যাদান শুরু করে। এটা দেখে কোনো কোনো অনারব ও দাস তাদের বিবাহ করার উদ্দেশ্যে মদিনায় হিজরত করে। হাদীসে এর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এটাও উল্লেখ আছে, উম্মে কায়স অনারবী এক সুন্দরী মহিলাকে বিবাহ করার জন্য এক ব্যক্তি মদীনায় হিজরত করেছিল। কিন্তু এর সূত্র বিস্তৃত ছিল না।

- (৩) কোনো কোনো কাজ একাধিক নিয়ত বা উদ্দেশ্যে করা যেতে পারে। যেমন, দরিদ্র আত্মীয়কে দান করা। এতে তার দারিদ্র মোচন এবং আত্মীয়তা বন্ধন রক্ষা করা উভয় উদ্দেশ্যই থাকতে পারে। এরূপ কাজের জন্য আল্লাহর কাছে একাধিক পুরস্কারও প্রাপ্য যেতে পারে যদি কাজ হাছিলের সময় একাধিক উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় এবং সর্বের মূলে আল্লাহর সন্তোষ লাভের পরিকল্পনা থাকে।
- (৪) মোবাহ কাজের জন্যও আল্লাহর কাছে সওয়াব পাওয়া যেতে পারে, যদি তা নেক নিয়তে করা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ, শ্রম ইত্যাদিও যদি পরিবারের বেরোজগার লোকদের ভরণপোষণ, তাদের সৎশিক্ষার ব্যবস্থা, কোনো অভাবী লোকের অভাব দূর করা অথবা অন্য কোনো নেক কাজ করার নিয়তে, এক কথায় আল্লাহর হুকুম পালন ও তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করা হয়, তাহলে এ সকল কাজের জন্যও আল্লাহর পুরস্কার রয়েছে।
- (৫) মক্কা বিজয়ের পর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের আবশ্যিকতা না থাকলেও দীন ও ঈমানের অশান্তির স্থান থেকে দীন-ঈমানের শান্তির স্থানে হিজরত করার আবশ্যিকতা আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

—(আশে'আ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈমানের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসিল (আ) নানা ধরনের প্রশ্ন করতেন

হাদীস : ২ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় সাদা ধবধবে ও মিছমিছে কাল চুলওয়ালা একজন লোক আমাদের কাছে এসে বসলেন। তাঁর মধ্যে ভ্রমণের কোনো চিহ্ন ছিল না, অথচ আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনতে পারল না। তিনি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বসলেন। তারপর দু'জানুর সাথে নিজের দু'জানু মিশিয়ে এবং নিজের দু'হাত তাঁর দু'উরুর উপর রেখে বললেন, 'হে মুহাম্মদ! আমাকে বলুন, ইসলাম সম্পর্কে (ইসলাম কি?) রাসূল (স) উত্তরে বললেন, 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) তাঁর প্রেরিত রাসূল। এ ঘোষণা করবে যদি তুমি সেখানে পৌঁছতে পারো, এটাই হল ইসলাম। তিনি বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন! তাঁর আচরণে আমরা আশ্চর্যবোধ করলাম। প্রশ্নও করছেন আবার বিজ্ঞের মতো তাঁর সমর্থনও করছেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে বলুন, ঈমান কাকে বলে? রাসূল (স) বললেন, আল্লাহকে বিশ্বাস করবে এবং তাঁর ফেরেশতাগণকে, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর নবী রাসূলগণকে ও পরকালে বিশ্বাস করবে এবং তাকদীরের ভালো ও মন্দে বিশ্বাস করবে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। এখন আমাকে বলুন! এহসান কাকে বলে? রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে বলুন, কিয়ামত সম্পর্কে। রাসূল (স) বললেন, এ বিষয় যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তিনি তাঁর চেয়ে অধিক জানেন না, যিনি জিজ্ঞেস করছেন। তিনি বললেন, তবে তার নিদর্শনসমূহ আম কে বলুন। রাসূল (স) বললেন, বাঁদী আপন মনিব প্রসব করবে এবং নাক্সা পা, নাক্সা শরীর, দরিদ্র এবং মেঘ চালকদের দালানকোঠা নিয়ে পরস্পর গর্ব করতে দেখবে!

হযরত ওমর (রা) বলেন, তারপর লোকটি চলে গেলেন। আমি সেখানে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর রাসূল (স) আমাকে বললেন, ওমর! চিনলে, প্রশ্নকারী লোকটি কে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। রাসূল (স) বললেন, তিনি হচ্ছেন হযরত জিব্রাইল (আ)। তোমাদেরকে দীন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি এখানে এসেছেন। —ইমাম মুসলিম এটা হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনের সাথে এটা হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকেও বর্ণিত আছে এবং তাতে রয়েছে যখন নাক্সা পা, নাক্সা শরীর ও মুক-বধিরগণকে দেশের রাজা বা শাসক হতে দেখবে। সে পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্গত যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। তারপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন—

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ الْآيَةُ

অর্থাৎ, আল্লাহই কিয়ামত সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন। —(বোখারী ও মুসলিম)

সূরা বাকারার ২৮৫ নং আয়াতে বর্ণিত আছে—

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ - البقرة ২৮৫

“রাসূল ঈমান এনেছেন এসব জিনিসের প্রতি যা তাঁর প্রতিপালকের তরফ থেকে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং মুমিনগণও। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি।” —(সূরা বাকার, আয়াত-২৮৫)

সূরা নিসার ১৩৬ নং আয়াতে বর্ণিত আছে—

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا -

“বস্ত্ত যে অবিশ্বাস করেছে আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাগণকে, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর রাসূলদেরকে এবং পরকালে, সে নিশ্চিত সঠিক পথ থেকে দূরে সরে গেছে।” —(সূরা নিসা, আয়াত-১৩৬)

তাকদীর সম্পর্কে সূরা হাদীদ-এর ২২ নং আয়াতে বর্ণিত আছে—

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كُتُبٍ مِّن قَبْلُ
أَن نَّبْرَأَهَا - حديد ২২

“দুনিয়ায় এবং এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে কোনো বিপদ পৌঁছে থাকুক না কেন, তা তোমাদের সৃষ্টি করার আগেই একটি কিতাবে নির্ধারিত করা আছে।” —(সূরা হাদীদ, আয়াত-২২)

পুনরুত্থান সম্পর্কে সূরা হজ্জের ৭ নং আয়াতে বর্ণিত আছে—

وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ - الحج ৭

“নিশ্চয় আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন, তাদের যারা কবরে আছে।” —(সূরা হজ্জ, আয়াত-৭)

এসব বিষয়ের কোনটির সাথে কেন ঈমান আনতে হবে নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো।

সপ্ত ঈমান :

আল্লাহর রাসূল (স) আল্লাহর তরফ থেকে যা বলেছেন অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসে যা রয়েছে, তার প্রত্যেকটির প্রতিই ঈমান আনা আমাদের জন্যে ফরয। কিন্তু এগুলোর মধ্যে সাতটি বিষয় প্রধান। যথা—

(১) আল্লাহ, (২) ফেরেশতা, (৩) কিতাব, (৪) রাসূল, (৫) পরকাল, (৬) তাকদীর ও (৭) পুনরুত্থান। এ সাতটি বিষয়ের প্রতি ঈমানই হলো ‘সপ্ত ঈমান’ নামে প্রসিদ্ধ।

(১) আল্লাহর প্রতি ঈমান :

আল্লাহর প্রতি এমন ঈমান আনবে, তিনি চির বিদ্যমান, তিনি একক, তিনি অনন্য নিরপেক্ষ ও তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর মুখাপেক্ষী সকলেই। তিনি কল্প ও মাধ্যমে অনুগ্রহ করেননি এবং কাউকে তিনি জন্ম দান করেননি। কেউ তাঁর সমকক্ষ ও শরীক নন। তিনি অনাদি ও অনন্ত, তিনি চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি স্থান ও কালের গণ্ডিভুক্ত নন। তিনি সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী, তিনি দয়াশীল ও দয়াবান। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। জগতের সবকিছুই তাঁর ইচ্ছায় পরিচালিত। তিনি সবকিছু জামেন, দেখেন ও শুনে। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর পরমাণু ও গুণ্ড থেকে গুণ্ডতর কল্পনা এবং ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর শব্দ সবকিছুই তাঁর দেখা, শুন ও জানার বাইরে নয়। তিনি কথা বলেন, কুরআন তাঁর বাণী বা কলাম। কিন্তু এ সকল গুণ প্রকাশের জন্য তিনি আমাদের মতো দেহ বা কোনো ইন্দ্রিয়ের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তার সকল গুণ কিভাবে প্রকাশ করেন। তা আমাদের জ্ঞানসীমার বহির্ভূত। তিনি সব সত্ত্বগালিতে গুণাধিত এবং যাবতীয় অসৎ গুণাবলি থেকে পবিত্র।

তিনি সব জগতকে, মানুষ ও মানুষের কার্যাবলীকে, বস্ত্ত ও বস্ত্তর গুণাবলীকে সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাঁর সৃষ্ট বান্দা। সুতরাং আমাদের ওপর তাঁর যা ইচ্ছে হুকুম জারি করার অধিকার রয়েছে এবং এ অধিকার বলেই তিনি আমাদের জীবনযাপনের জন্য যাবতীয় আবশ্যিক নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমরা তাঁর এ সকল নিয়ম-পদ্ধতির অনুসরণ করে চলতে বাধ্য। তাঁর কোনো হুকুম বা কার্যই অন্যায়-অবিচারপ্রসূত নয়। তিনি যা করেন সবই ন্যায্য। সবই সৃষ্টির মঙ্গলের জন্যে করেন। অন্যায়-অবিচার তখনই হয় যখন কেউ অন্যের রাজ্যে, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, আর তিনি যা করেন তাঁর নিজের রাজ্যে ও নিজের অধিকারেই করেন। তিনি তাঁর সৃষ্ট যে বস্ত্ত বা যাকে যেরূপ সৃষ্টি করেছেন, তাই তার উপযোগী, তাই তার জন্যে মঙ্গল। তিনি যাকে যা দান করেন, অনুগ্রহই করেন, কিছুই তার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য নয়। তিনি পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার দেন, কিন্তু কোনটিতেই তিনি বাধ্য নন।

এরূপ বিশ্বাসের ফল এই যে, বিশ্বাসী ব্যক্তির পূর্ণ জীবন আল্লাহর হুকুমের অধীন হয়ে যায়, সে কখনও আল্লাহর হুকুমের খেলাপ কিছু করতে পারে না। যার ঈমান এ ফল দান করে নি, তার ঈমানের শক্তি সম্পর্কে তার শংকিত হওয়া উচিত। সম্ভবত এটার প্রতি লক্ষ্য করেই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ঈমানকে একটি মুয়াহাদা বা প্রতিজ্ঞা বলেছেন। তাঁর মতে, আল্লাহর রাসূলের হাতে ‘বায়আত’ করার অর্থই হল আল্লাহর তরফ হতে তিনি আমাদের যা পৌঁছিয়েছেন, জীবনের প্রত্যেক স্তরে তার পালন করার প্রতিজ্ঞা করণ। সুতরাং তা পালন না করা প্রতিজ্ঞা ভংগের শামিল।

(২) ফেরেশতাব প্রতি ঈমান :

ফেরেশতাদের প্রতি এরূপ ঈমান আনবে যে, তাঁরা আল্লাহর সৃষ্টি জগতসমূহের মধ্যে একটি জগত। তাঁরা নূরের তৈরি। তাঁরা ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারেন। তাঁরা নারীও নন, পুরুষও নন। তাঁদেরকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি পরিচালনার নানাবিধ কাজে নিয়োগ করে রেখেছেন। তাঁরা কখনও আল্লাহর হুকুম অমান্য করেন না। তাঁদের আমরা দেখি না বলে তাঁদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারি না। কারণ, আমাদের কোনো জিনিসকে না দেখা বা না জানা তা না হওয়ার কারণ হতে পারে না। এই পানি ও বাতাসের মধ্যে অনেক জীব ও জীবাণু রয়েছে, আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে দেখি। যখন যন্ত্রের আবিষ্কার হয়নি, তখন কি তারা ছিল না? দুইশত-আড়াইশত বছর পূর্ব পর্যন্ত আমরা কোনো গ্যাসের সন্ধান পাইনি, তাই বলে কি গ্যাস ছিল না? সুতরাং কুরআন-হাদীসে যখন তাঁদের উল্লেখ রয়েছে, কুরআন-হাদীস মানার পর তাঁদের প্রতি অবিশ্বাসের কোনো প্রশ্নই ওঠতে পারে না।

(৩) কিতাবের প্রতি ঈমান :

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে তাঁর নবীদের দিয়ে তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর অনুমোদিত জীবন-বিধারে প্রতি হেদায়েত করার জন্য যে হেদায়েতনামা পাঠিয়েছেন তার নাম কিতাব। কিতাবের প্রতি এভাবে ঈমান আনবে যে, এসব কিতাব যা কিছু ছিল তা সত্য এবং আপন যুগের জন্য পুরো উপযোগী ছিল। অতপর কিতাবধারীগণ কর্তৃক তা বিকৃত হয়েছে অথবা কোনো দুর্ঘটনায় বিনষ্ট হয়ে গেছে অথবা সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে তার যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং আল্লাহ তায়ালা তার স্থলে নতুন কিতাব প্রেরণ করেছেন।

এরূপ কিতাবের সংখ্যা অনেক। তাদের মধ্যে চারটি কিতাব প্রধান। হযরত মুসা (আ)-এর তাওরাত, হযরত দাউদ (আ)-এর যাবুর, হযরত ইসা (আ)-এর ইঞ্জিল এবং হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কুরআন। কুরআন সকল কিতাবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ কিতাব। এর পর আর কোন কিতাব আসবে না। এতে পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যসমূহ এবং ভবিষ্যতে মানব জীবনের সমস্যাগুলি সমাধানের পক্ষে আবশ্যিক সূত্রসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। অতএব, কুরআন তার আগেকার সকল কিতাবকে রহিত করে দিয়েছে। অতপর কুরআনের অনুসরণ করা ছাড়া কারও পক্ষে আল্লাহর মনোনীত পন্থা লাভ করা সম্ভব নয়।

কুরআনের আগেকার কিতাবসমূহের মধ্যে কোনটি কোনো বিশেষ গোত্রের, কোনটি কোনো বিশেষ স্থানের এবং কোনটি কোনো বিশেষ যুগের জন্য প্রেরিত হয়েছিল। আর কুরআন প্রেরিত হয়েছে বিশ্ব-সভ্যতা গড়ে ওঠার শুরু সারা বিশ্বের জন্য, কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য। কুরআন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স)-এর উপর যেভাবে যে পরিমাণ নাযিল হয়েছে তা হুবহু আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। এতে বিন্দুমাত্রও রদবদল হয়নি।

(৪) নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান :

রাসূল শব্দের অর্থ প্রেরিত। শরীয়াতে এর অর্থ-যিনি আল্লাহর বান্দাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর তরফ হতে ওহী ও কিতাব সহকারে প্রেরিত হয়েছেন। নবী অর্থ সংবাদদাতা। শরীয়াতে এর অর্থ-যিনি আল্লাহর তরফ হতে এতে আল্লাহর বান্দাদেরকে ওহীর মাধ্যমে হেদায়েত করেছেন।

নবী-রাসূলগণের প্রতি এরূপ ঈমান আনবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের হেতায়ত্তের অর্থাৎ, তাদের জীবনযাপনের ব্যাপারে আল্লাহর মনোনীত পন্থা বলে দেওয়া এবং হাতে কলমে শিক্ষা দেয়ার জন্য যুগে যুগে বহু নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ মুত্তফা (স) তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পর আর কোনো নবী বা রাসূল আসবে না। এমনকি ছায়া নবীও নয়, সকল নবীই গোনাহ হতে পবিত্র ছিলেন এবং আদর্শ জীবনযাপন করেছেন।

নবী-রাসূলগণের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। কুরআনে মাত্র ২৫ জনের নাম উল্লেখ রয়েছে। এক হাদীসে নবী ও রাসূলগণের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বলা হয়েছে। এদের মধ্যে ৩১৫ ছিলেন রাসূল। -(তালীকুস সাবীহ)

(৫) পরকালের প্রতি ঈমান :

পরকাল অর্থ এখানে মৃত্যুর পর হতে যে কাল শুরু হয় সে কালকেই বুঝান হয়েছে। পরকালে বিশ্বাস এরূপ করবে যে, সকাল সম্পর্কে কুরআন-হাদীস আমাদেরকে যেসকল সংবাদ দিয়েছে তা সত্য। যথা-কবরে মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন হবে, সেখানে মানুষ শাস্তি বা অশাস্তি ভোগ করবে। অতপর কিয়ামত কায়ম হবে, হাশরের মাঠে মানুষকে একত্র করা হবে। সেখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করবেন, বিচার শেষে কাউকে বেহেশতে আর কাউকে দোখতে প্রেরণ করবেন ইত্যাদি। যদিও এসকল বিষয়ে এখন আমরা সঠিক কোনো ধারণা করতে পারছি না।

বলা বাহুল্য যে, এ পরকালের বিশ্বাসই মানব চরিত্রের বুনியাদ। এর ওপরই মানুষের চরিত্র গড়ে উঠে। মানুষ যখন এ বিশ্বাস করে যে, সে দুনিয়াতে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় যা কিছু করছে, তার জন্য একদিন তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে, তখন তার চরিত্র না শোধরে পারে না। পক্ষান্তরে যখন মানুষ একথা মনে করতে পারবে যে, সে যা করছে এজন্য তাকে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না, তখন তার জীবন হয়ে পড়ে বেসামাল ও দায়িত্বহীন। তার পক্ষে যে কোনো অন্যায় কাজ করতে আর বাধা থাকে না। বিবেক কয়জনকে বাধা দিতে পারে? আর এরূপ বিবেক নিয়ে কয়জনই বা জন্মগ্রহণ করেছে? কুরআন ও হাদীসে শেষ দিনের বিশ্বাসের প্রতি যে এত অধিক জোর দেয়া হয়েছে এটুকুই তার একটি বিশেষ কারণ। কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সাথে সাথে শেষ দিনের বিশ্বাসকে যোগ করে দেওয়া হয়েছে।

(৬) কিয়ামতের আলামত :

যে সকল নিদর্শন দেখে কিয়ামত কাছাকাছি হয়েছে বলে মনে করা যায়, সে সকল নিদর্শনকেই কিয়ামতের আলামত বলা হয়। ছোট-বড় বহু আলামতে কিয়ামতের কথা রাসূল (স) এতে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিতাবের শেষের দিকে একটি পৃথক অধ্যায়ে সে সকল হাদীস একত্রে সমাবেশ করা হয়েছে। এ হাদীসে কেবল কিছুসংখ্যক আলামতের কথাই বলা হয়েছে।

বান্দী আপন মনিবকে প্রসব করবে, এর অর্থ এ যে, মনিব তার বান্দীর সাথে যেক্রপ ব্যবহার করে, সন্তানেরা তাদের মাতাদের সাথে সেরূপ ব্যবহার করবে, মাতার বাধ্য থাকবে না। যেভাবে অপর এক হাদীসে আছে-সন্তান মাতার অবাধ্য হবে অথবা এর অর্থ এই যে, বড় লোকেরা অধিক বান্দী-দাসী রাখতে শুরু করবে, বান্দীদের প্রসবিত সন্তানরা বাপের সন্তান পাবে বলে মাতারা তাদের বান্দীস্বরূপ এবং তারা মায়েদের মনিবস্বরূপ হবে।

ছোট লোক বড় হয়ে যাবে, অর্থাৎ দুনিয়ার রীতি-নীতি বা অবস্থা-ব্যবস্থা বদলিয়ে যাবে, বড় ছোট হয়ে যাবে, মানী ব্যক্তি অপমানিত হবে, অমানী ব্যক্তি মানের দাবি করবে। যারা যে কাজের উপযুক্ত নয় তারা সে কাজের মালিক হয়ে বসবে। যেমন, অপর এক হাদীসে আছে, অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি কাজের দায়িত্ব অর্পিত হবে। এক কথায়, দুনিয়ার অরাজকতার সৃষ্টি হবে, শান্তি ও শৃঙ্খলা বলতে কিছুই থাকবে না। যখন দুনিয়ার এ অবস্থা হবে, অর্থাৎ ভালর ওপর মন্দ পুরোভাবে প্রভাব বিস্তার করবে, তখন দুনিয়াকে ধ্বংস করে দেয়াই হবে আল্লাহর অভিপ্রায়।

(৭) বিশ্বাস বা আকীদা : এ হাদীসে স্বীকৃত তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ১. বিশ্বাস বা আকীদা। আর একটি হল ইলমে কালামের আলোচ্য বিষয়। ২. আল্লাহর ইবাদতে, যেমন, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি। এটা হল ইলমে ফিকাহর বুনিয়াদ। ৩. ইবাদতে এখলাস বা একগ্রতা। এটা হল ইলমে তাসাউফের মূল। এটা হতে একথাও বুঝা গেল যে, একজন মুসলমানের পক্ষে তিনটিই প্রয়োজন রয়েছে। ইমাম মালিক (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি শরীয়াত বাদ দিয়ে শুদু তরীকত ধরেছে, সে হচ্ছে যিন্দীক। আর যে ব্যক্তি তরীকত বাদ দিয়ে অর্থাৎ এখলাস ছাড়া কেবল শরীয়াত ধরেছে সে হচ্ছে ফাসেক এবং যে ব্যক্তি শরীয়াত তরীকত উভয়টি ধরেছে, একমাত্র সেই হল মোহাক্কেক কামেল মুমিন।

ইসলামের মূল সত্ত্ব পাঁচটি

হাদীস : ৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি সত্ত্বের উপর স্থাপিত।

(১) 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল' এ কথা ঘোষণা করা, (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত আদায় করা, (৪) হজ্জ পালন করা ও (৫) রমযান মাসে রোযা রাখা। -(বোখারী ও মুসলিম)

ঈমানের স্বাদ তিনটি বিষয়ের মধ্যে

হাদীস : ৪ ॥ হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে ধীন এবং মুহাম্মদ (স)-কে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে। -(মুসলিম)

রাসূল (স)-কে না মানলে দোষখী

হাদীস : ৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার হাতে মুহাম্মদের জীবন রয়েছে তার কসম, এ উম্মতের যে কেউ ইহুদী হোক বা নাসারী হোক আমার কথা শুনবে, অথচ যা সহকারে আমি প্রেরিত হয়েছি তাঁর প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে নিশ্চয়ই দোষখের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। -(মুসলিম)

দ্বিগুণ পুরস্কার তিন ব্যক্তির জন্য

হাদীস : ৬ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। (১) যে আহলে কিতাব তার নিজের নবীর প্রতি ঈমান এনেছিল, তারপর মুহাম্মদের প্রতিও ঈমান এনেছে। (২) যে ক্রীতদাস যথানিয়মে আল্লাহর হক আদায় করেছে এবং সাথে সাথে মনিবের হকও আদায় করেছে এবং (৩) যে ব্যক্তি তার অধীনে একটি ক্রীতদাসী ছিল, যার সাথে সে সহবাস করত, সে তাকে দ্বীনী আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়েছে। তারপর দ্বীনের আহকাম শিক্ষা দিয়েছে এবং উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়েছে। তারপর তাকে আজাদ করে বিবাহ করেছে, তাঁর জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

ঈমানের শাখা সত্তরটিরও বেশি

হাদীস : ৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে। তার শ্রেষ্ঠটি হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, এ কথা ঘোষণা করা এবং নিম্নতমটি হলো, পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা এবং লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা। -(বোখারী ও মুসলিম)

সে মুমিন, যার যবান দ্বারা কেউ কষ্ট পায় না

হাদীস : ৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমান সে, যার যবান ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদে রয়েছে এবং মুহাজির সে, যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করেছে। -(বোখারী এরূপ বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! মুসলমানদের মধ্যে কে উত্তম? রাসূল (স) বললেন, যার যবান ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদে আছে।)

রাসূল (স) অধিক প্রিয়তম হতে হবে

হাদীস : ৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না আমি তার কাছ তার পিতামাতা, তার সন্তান এবং অন্যান্য সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয়তম না হই। -(মুসলিম)

ঈমানের স্বাদ পাবে তিনটি কারণে

হাদীস : ১০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিনটি জিনিস এমন, যে ব্যক্তির মধ্যে সেগুলি আছে, সে-ই সেগুলোর কারণে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। (১) যার কাছে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল অন্য সকল ও সবকিছু হতে প্রিয়তম। (২) যে ব্যক্তি কাউকে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালবাসে এবং (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহ তাকে কুফর হতে নাজাত দেয়ার পর পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে অপছন্দ করে, যেভাবে যে আওনে নিক্ষেপ হওয়াকে অপছন্দ করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর প্রতি ঈমান

হাদীস : ১১ ॥ হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ সাকানী (রা) বলেন, একবার আমি হযরত রাসূল (স)-এর কাছে আরয় করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি চূড়ান্ত কথা বলে দিন, যে সম্পর্কে আপনার পর অন্য বর্ণনায় 'আপনি ব্যতীত' আমার আর কাউকেও যেন জিজ্ঞেস করতে না হয়। রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করেছি এ কথা বলা এবং তার উপর অটল থাক। -(মুসলিম)

পাঁচ ওয়াক্ত নামায

হাদীস : ১২ ॥ হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, একজন নজদবাসী লোক এলোমেলো কেশে হযরত রাসূল (স)-এর কাছে এসে পৌঁছল। আমরা তার ফিসফিস শব্দ শুনেতে পেলাম। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। এমন কি সে রাসূল (স)-এর খুব কাছে এসে পৌঁছল। সে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করছে? রাসূল (স) উত্তরে বললেন, (১) দিনে-রাতে পাঁচবার নামায পড়া। সে বলল, এছাড়া আর কোনো নামায আমার উপর ফরয আছে কিনা? রাসূল (স) বললেন, না, অবশ্য যদি তুমি স্বেচ্ছায় নফল নামায পড়তে চাও। তারপর রাসূল (স) বললেন, (২) রমযান মাসের রোযা রাখা। সে বলল, এছাড়া আমার উপর আর কোনো রোযা ফরয আছে কিনা? রাসূল (স) বললেন, না, তবে যদি স্বেচ্ছায় নফল রোযা রাখ। হযরত তালহা বলেন, এভাবে রাসূল তাকে যাকাতের কথাও বললেন। সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, এটা ছাড়া আমার উপর আর কোনো যাকাত আছে কিনা? রাসূল (স) বললেন, না, কিন্তু যদি ইচ্ছা কর দান করতে পার। হযরত তালহা (রা) বলেন, তারপর সে এ কথা বলতে বলতে চলে গেল। আল্লাহর কসম, এটার উপর আমি কিছু বেশিও করব না এবং এটার চেয়ে কমও করব না। রাসূল (স) বললেন, লোকটি সাফল্য লাভ করল, যদি সে সত্য বলে থাকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

জিহাদ তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মানে না

হাদীস : ১৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি মানুষের সাথে যুদ্ধতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা ঘোষণা করে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল এবং নামায কয়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। যখন তারা এরূপ করবে, আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মাল নিরাপদ থাকবে। কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কেউ দণ্ড পাওয়ার উপযোগী কোনো অপরাধ করে, তবে জান ও মালের দণ্ডও হবে এবং তাদের বিচারের ভার আখেরাতে আল্লাহর উপরই ন্যস্ত রইল। -(হাদীসটি বোখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। তবে মুসলিম ইসলামের বিধান অনুযায়ী বাক্যটির উল্লেখ করেন নি।)

রাসূল (স)-এর সুপারিশ রয়েছে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য

হাদীস : ১৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের মতো নামায পড়ে, আমাদের কিবলাকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করে এবং আমাদের যবেহ করা পশুর গোশত খায়, সে অবশ্যই মুসলিম। তার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর ওয়াদা ভঙ্গ কর না। -(বোখারী)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর নিয়মের কম বেশি করা যাবে না

হাদীস : ১৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর কাছে একজন বেদুঈন এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের সন্ধান দিন যা সম্পাদন করলে আমি বেহেশতে যেতে পারি। রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর ইবাদত করতে থাকবে। তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, ফরয নামায কয়েম করবে, নির্ধারিত যাকাত প্রদান করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে। এ কথা শুনে বেদুঈন বলল, আল্লাহর কসম যার হাতে আমার জীবন রয়েছে, আমি এর চেয়ে কিছু বেশিও করব না এবং কমও করব না। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যখন সে ব্যক্তি চলে গেল, রাসূল (রা) বললেন, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী দেখে খুশী হতে চায়, সে যেন এ লোককে দেখে। -(বোখারী ও মুসলিম)

সাহাবাদের প্রতি নির্দেশ

হাদীস : ১৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবদুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধিদল যখন হযরত রাসূল (স)-এর কাছে এসে পৌঁছল, তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, এরা কোনো কাওমের লোক? অথবা কোনো গোত্রের প্রতিনিধিদল? তারা জবাব দিলেন, আমরা 'মবীআ' গোত্রের লোক। রাসূল (স) বললেন, তোমাদের গোত্রকে মোবারকবাদ। তারপর প্রতিনিধিদল রাসূল (স)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মাহে হারাম ছাড়া অন্য মাসে আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। কেননা, আমাদের ও আপনার মধ্যবর্তীস্থলে কাফের মুযার গোত্র অন্ত রায়শরূপ রয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে এমন একটি পরিষ্কার নির্দেশ দান করুন যা আমরা আমাদের অপর

লোকদেরকে গিয়ে বলতে পারি এবং যা দিয়ে আমরা সোজা জান্নাতে চলে যেতে পারি। তারা রাসূল (স)-কে পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। রাসূল (স) তাদেরকে চারটি ব্যাপারে আদেশ করলেন এবং চারটি হতে নিষেধ করলেন। তাদের এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে আদেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা জান কি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কি? তারা উত্তর করল, আল্লাহ ও তার রাসূল ভাল অবগত। রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল এ ঘোষণা করা, নামায কয়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং রমযানের রোযা রাখা। এছাড়া গনীমতের 'খুমুস' এক পঞ্চমাংশ জমা দেয়া। তারপর রাসূল (স) তাদেরকে চারটি শরাবপাত্রের ব্যবহার নিষেধ করলেন। হাতিম, দুকা, নকীব ও মোযাক্ফাত এবং বললেন, এ সকল কথা মনে রাখবে এবং তোমাদের অপর লোকদের বলবে।। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ মানুষের উচিত নয়

হাদীস : ১৭ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, অথচ এটা তার পক্ষে উচিত ছিল না এবং সে আমার মন্দ বলেছে, অথচ এটাও তার পক্ষে উচিত ছিল না। আমাকে তার মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হল যে, সে বলে, আল্লাহ আমাকে কখনও পুনরায় সৃষ্টি করবেন না, যেভাবে আমাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন। অথচ আমার পক্ষে প্রথমবারের সৃষ্টি দ্বিতীয়বারের অপেক্ষা সহজ ছিল আর আমাকে তার মন্দ বলা হল যে, সে বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন, অথচ আমি এক, অদ্বিতীয়, সকলের আশ্রয় স্থান, সকলেই আমার মুখাপেক্ষী, আমি কোনো সন্তান জন্ম দেই নি, আমি কারও জ্ঞাতও নাই এবং কেউ আমার সমকক্ষও নয়। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় আছে-আমাকে আদম সন্তানের মন্দ বলা হল, সে বলে, আমার সন্তান আছে। অথচ আমি স্ত্রী বা পুত্র হতে পবিত্র। -(বোখারী)

বিশেষ কয়েকটি বিষয়ের বায়আত করলেন

হাদীস : ১৮ ৷ হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, একদল সাহাবী রাসূল (স)-কে ঘিরে বসেছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা আমার হাতে বায়আত কর তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকেও শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, কারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং কোনো মারুফ বিষয়ে অবাধ্য হবে না। যে ব্যক্তি এ সকল অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, তার জন্য আল্লাহর নেক পুরস্কার রয়েছে। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি এ সকল অপরাধের কোনো একটি করবে এবং এ জন্য দুনিয়াতে তার শাস্তি হয়ে যায়, তাহলে সে শাস্তি তার জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এ সকলের মধ্যে কোনো একটি অপরাধ করেছে, অথচ আল্লাহ তায়ালা তা ঢেকে রেখেছেন। তাহলে সেটা আল্লাহর মজ্রির উপর নির্ভর করে, তিনি ইচ্ছা করলে তার অপরাধ ক্ষমাও করে দিতে পারেন। আর ইচ্ছা করলে এ জন্য তাকে শাস্তিও দিতে পারেন। হযরত উবাদা (রা) বলেন, আমরা এসকল একথা উপর তার হাতে বায়আত করলাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

মহিলাদের প্রতি দান খয়রাত করার নির্দেশ

হাদীস : ১৯ ৷ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একবার বকরা ঈদ অথবা ঈদুল ফিতরের দিন (রাবীর সন্দেহ) হযরত রাসূল (স) ঈদগাহে গেলেন এবং মহিলাদের কাছে পৌঁছলেন। তারপর বললেন, হে নারী সমাজ! দান খয়রাত কর। কেননা, আমাকে অবগত করানো হয়েছে যে, দোযখের অধিকাংশ অধিবাসী তোমাদের নারী সমাজ। তারা বলল, কোনো অপরাধে ইয়া রাসূল্লাহ! হযরত রাসূল (স) বললেন, তোমরা অন্যের প্রতি বেশিমানায় লানত করে থাক এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। যারা বুদ্ধি ও ধীনদারীতে অপূর্ণ, এমন কেউ যে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান পুরুষের বুদ্ধি তোমাদের কোনো একজন অপেক্ষা অধিক হরণ করতে পারে, তা আমি দেখি নি। তারা বলল, আমাদের ধীন ও বুদ্ধির অপূর্ণতা কি ইয়া রাসূল্লাহ! হযরত রাসূল (স) বললেন, নারীদের সাক্ষ্য কি পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেকের সমান নহে? তারা উত্তর করল, জি হ্যাঁ! তখন রাসূল (স) বললেন, এটা নারী-বুদ্ধির অপূর্ণতা। তারপর রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কারও যখন মাসিক ঋতুস্রাব হয়, তখন যে সে নামায রোযা করে না, এটা কি সত্য নয়? তারা উত্তর করল, জী হ্যাঁ। তখন রাসূল (স) বললেন, এটা তাদের ধীনের অপূর্ণতা। -(বোখারী ও মুসলিম)

কালকে গালি দেওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ২০ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, **আমর সন্তান আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে, তারা দাহর কালকে গালি দিয়ে থাকে, অথচ আমিই দাহর আমার হাতেই কষ্ট, দিন-রাতের পরিবর্তন বা ওলট-পালট আমিই করে থাকি।** -(বোখারী ও মুসলিম)

ধৈর্য্য মানুষের একটি বড় গুণ

হাদীস : ২১ ৷ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, কষ্টদায়ক বিষয় তিনেও ধৈর্যধারণ করার ব্যাপারে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ধৈর্যধারণকারী আর কেউ কেউ। মানুষ তার প্রতি সন্তান আরোপ করে থাকে, অথচ তিনি তাদেরকে নিরাপদে রাখেন এবং জীবিকা দিয়ে থাকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না

হাদীস : ২২ ৷ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, আমি একই গাধার উপর রাসূল (স)-এর পিছনে আরোহণ করলাম। আমার ও তার মধ্যে হাওদার হেলান কাঠ ব্যতীত অপর কিছুই ব্যবধান ছিল না। তিনি বললেন, **হে মুয়ায! তুমি কি জান যে, আল্লাহর বান্দাদের উপর আল্লাহর কি হক এবং আল্লাহর কাছেই বা তার বান্দাদের কি হক রয়েছে?** আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)ই এ বিষয় অধিক জ্ঞাত। তখন রাসূল (স) বললেন, বান্দাদের উপর আল্লাহর এ হক রয়েছে যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর কাছে বান্দাদের এ হক রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, আল্লাহ তাকে শান্তি দিবেন না। আমি বললাম, তাহলে কি আমি লোকদেরকে এ সুসংবাদ দিব না? রাসূল (স) বললেন, না, এ সংবাদ দিও না। তাহলে তারা এটার উপর নির্ভর করে বসে থাকবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ ও রাসূল (স)-কে সত্য জানলে সে বেহেশতী

হাদীস : ২৩ ৷ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন মুয়ায ইবনে জাবাল একই হাওদার উপর রাসূল (স)-এর পিছনে আরোহণ করেছিলেন। এ অবস্থায় রাসূল (স) তাকে ডাকলেন, হে মুয়ায! মুয়ায উত্তর করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! বলুন, আমি হাজির আছি এ শুনতে প্রস্তুত আছি। আবার রাসূল (স) ডাকলেন, হে মুয়ায! মুয়ায উত্তর করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স) আমি হাজির আছি ও প্রস্তুত আছি। পুনরায় রাসূল (স) ডাকলেন, হে মুয়ায! মুয়ায উত্তর করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স) আমি হাজির আছি ও প্রস্তুত আছি। এভাবে রাসূল (স) তিনবার ডাকলেন এবং মুয়ায তিনবারই উত্তর দিলেন। তারপর রাসূল (স) বললেন, যে ব্যক্তি অন্তরের সাথে সত্য জেনে এ ঘোষণা করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তাকে হারাম করে দিবেন দোযখের জন্য। তখন মুয়ায আরম্ভ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি লোকদের এ খোশখবরী দিব না যাতে তারা খুশী হয়? রাসূল (স) বললেন, না, তাহলে তারা এর উপর নির্ভর করে বসে থাকবে। মুয়ায কেবল হাদীস গোপন করার অপরাধে অপরাধী হবার ভয়েই তার মৃত্যুকালে এ সংবাদ দিয়ে যান। -(বোখারী ও মুসলিম)

ইমানদার ব্যক্তি বেহেশতে যাবে

হাদীস : ২৪ ৷ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, একদিন আমি হযরত রাসূল (স)-এর খেদমতে পৌঁছলাম, তিনি সাদা কাপড় পরিহিত অবস্থায় ঘুমিয়ে আছেন। তারপর তাঁর কাছে গেলাম। সে সময় তিনি জাগ্রত হয়েছেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর যে কোন বান্দা এ কথা বলবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং এ অবস্থায় ইন্তে কাল করবে, সে বেহেশতে যাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে? রাসূল (স) বললেন, যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে। আমি পুনঃ বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে? রাসূল (স) বললেন, যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে। আমি আবার বললাম, যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে? এবার তিনি বললেন, যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে। আবু যরের নাক কাটা গেলেও। হযরত আবু যর যখনই এ হাদীস বর্ণনা করতেন বলতেন, আবু যরের নাক কাটা গেলেও। -(বোখারী ও মুসলিম)

কয়েক বিষয়ে সত্য জানলে সে বেহেশতী

হাদীস : ২৫ ৷ হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ কথা ঘোষণা করবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল; হযরত ঈসাও ছিলেন আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, তাঁর বাদীর সন্তান ও আল্লাহর কালেমা বিশেষ যা তিনি মারইয়ামের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং তার পক্ষ হতে প্রেরিত রুহ; বেহেশত দোযখ সত্য আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশত দান করবেন। তার আমল যাই থাকুক না কেন? -(বোখারী ও মুসলিম)

ইসলাম পূর্বকর সব গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছে

হাদীস : ২৬ ॥ হযরত আমর ইবনে আস (রা) বলেন, আমি হযরত রাসূল (স)-এর খেদমতে হাজির হলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দিকে আপনার ডান হাত প্রসারিত করে দিন। তিনি তাঁর ডান হাত প্রসারিত করে দিলেন, কিন্তু আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। রাসূল (স) বললেন, কি হল, আমার? আমি বললাম, আমি একটি শর্ত করতে চাই। রাসূল (স) বললেন, কী শর্ত করবে? আমি বললাম, আমাকে যেন ক্ষমা করা হয়। তখন রাসূল (স) বললেন, আমর! তুমি কি জান না যে, ইসলাম তার পূর্বকর সব গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছে এবং হিজরত পূর্বকর সব গুনাহ নষ্ট করে দেয়। এরূপে হজ্জ ও তার আগের সব গুনাহকে ধ্বংস করে দেয়। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর ইবাদত করলে সে বেহেশতী

হাদীস : ২৭ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে বেহেশতে নিয়ে যাবে এবং দোষখ হতে দূরে রাখবে। রাসূল (স) বললেন, তুমি একটি বড় বিষয়ের প্রশ্ন করলে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যার পক্ষে এটা সহজ করে দিয়েছেন তার পক্ষে অবশ্য এটা সহজ। তা হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকেও শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযানের রোযা রাখবে, বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে। তারপর রাসূল (স) বললেন, মুয়ায, আমি কি তোমাকে কল্যাণের দ্বারসমূহ কি তা বলে দিব না? জেনে রাখ রোযা হচ্ছে ঢালব্রূপ। দান খয়রাত গুনাহকে শীতল করে দেয়, যেভাবে পানি আগুনকে শীতল করে। মানুষের মধ্য রাতের নামায। তারপর রাসূল (স) পাঠ করলেন-তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা হতে পৃথক থাকে এমন কি তিনি 'ইয়ামালুন' পর্যন্ত পৌঁছলেন। তারপর বললেন, আমি কি তোমাকে বলে দিব না যে, কাজের আসল ও স্তম্ভ কি এবং তার উচ্চশিখরই বা কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, বলুন হে আল্লাহর রাসূল (স)! তখন রাসূল বললেন, ধীরে আসল হচ্ছে ইসলাম আর তার স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং তার উচ্চশিখর হচ্ছে জিহাদ।

তারপর হযরত রাসূল (স) বললেন, আমি কি তোমাকে বলে দিব না যে, এ সকলের গোড়া কি? আমি উত্তর করলাম, হ্যাঁ বলুন হে আল্লাহর নবী (স)! তখন রাসূল (স) নিজের জিহ্বা ধরে বললেন; এটাকে সংযত রাখ। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমরা এ জিহ্বা দিয়ে যা বলি, এ সম্পর্কেও কি আমাদেরকে ধরা হবে? রাসূল (স) বললেন, কি বললে মুয়ায! কিয়ামতের দিন যা মানুষকে তার মুখের উপর অথবা নাকের উপর উপুড় করে দোষখে নিষ্ক্ষেপ করবে, তা মুখের অসংযত কথা ছাড়া আর কি? -(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

মানুষকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসতে হবে

হাদীস : ২৮ ॥ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কারও সাথে শত্রুতা রাখবে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে দান-খয়রাত করবে অথবা আল্লাহর ওয়াস্তেই দান খয়রাত হতে বিরত থাকবে, সে তার ঈমান পূর্ণ করে নিল। -(আবু দাউদ কিন্তু তিরমিযী এটাকে মুয়ায ইবনে আনাস হতে শব্দের একটু আগ পিছ করে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে বর্ণিত আছে 'সে তার ঈমান পূর্ণ করে নিয়েছে।')

আল্লাহর ওয়াস্তে মিত্রতা করা সবচেয়ে ভাল

হাদীস : ২৯ ॥ হযরত আবু যর গেফরী (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, সব কাজের শ্রেষ্ঠ কাজ হল আল্লাহর ওয়াস্তে মিত্রতা স্থাপন করা আর আল্লাহর ওয়াস্তেই শত্রুতা স্থাপন করা। -(আবু দাউদ) হাদীস : ৩০

যার হাত থেকে মুসলমান নিরাপদ সে মুসলমান

হাদীস : ৩০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমান সে, যার জবান ও হাত হতে অপর মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে। এভাবে মুমিন সে-ই, যাকে লোক তাদের জান ও মাল সম্পর্কে নিরাপদ বলে মনে করে। -(তিরমিযী ও নাসাই)

যার আমানত নেই তার ঈমান নেই

হাদীস : ৩১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) আমাদেরকে এরূপ উপদেশ খুব কমই দিয়েছেন যাতে এ কথাগুলো বলেন, নি যে, যার আমানত নেই তার ঈমানও নেই এবং যার অঙ্গীকারের মূল্য নেই এবং যার অঙ্গীকারের মূল্য নেই তার ধীনও নেই। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ও রাসূল (স)-কে মান্য করলে বেহেশতী

হাদীস : ৩২ । হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, আমি হযরত রাসূল (স)-কে এরূপ বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এ ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল, তার জন্য আল্লাহ দোষের আশুন হারাম করে দিয়েছেন। -(মুসলিম)

আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রেখে মারা গেলে বেহেশতী

হাদীস : ৩৩ । হযরত ওসমান ইবনে আফ্কার (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, যে এ বিশ্বাস নিয়ে মরবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই সে অবশ্যই বেহেশতে যাবে। -(মুসলিম)

যে আল্লাহর সাথে শরীক করে করেছে সে জাহান্নামী

হাদীস : ৩৪ । হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, দুটি বিষয় অনিবার্য করে তোলে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! সে দুটি বিষয় কি? রাসূল (স) বললেন; যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে ইত্তেকাল করেছে সে অবশ্যই দোষে যাবে, পক্ষান্তরে যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে ইত্তেকাল করেছে সে অবশ্যই দোষে যাবে, পক্ষান্তরে যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে ইত্তেকাল করেছে সে অবশ্যই বেহেশতে যাবে। -(মুসলিম)

প্রত্যেকের আমলের ওপর নির্ভর করতে হবে

হাদীস : ৩৫ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন একদল লোক রাসূল (স)-কে ঘিরে বসেছিলাম এবং আমাদের সাথে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা) ছিলেন। হঠাৎ রাসূল (স) আমাদের মধ্য হতে উঠে চলে গেলেন এবং এত দেরী করলেন যাতে আমরা শঙ্কিত হয়ে পড়লাম, না জানি তিনি আমাদের হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথাও বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন কিনা। এতে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেলাম এবং বের হয়ে পড়লাম। অবশ্য সকলের মধ্যে আমিই প্রথমে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং রাসূল (স)-এর তালাশে বের হয়ে পড়েছিলাম। এমন কি তালাশ করতে করতে আমি বনী নাজ্জাস গোত্রের জনৈক আনসারীর এক প্রাচীরবেষ্টিত বাগানে গিয়ে পৌঁছলাম। তার চারদিক দেখলাম, কোথাও কোনো দরজা পাওয়া যায় কিনা; কিন্তু তা পাওয়া গেল না। হঠাৎ দেখি, বাইরে একটি কূপ হতে একটি ছোট নালী এসে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তিনি বলেন, আমি খুব সন্ন হয়ে নালীতে প্রবেশ করলাম এবং রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম।

হযরত রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, আবু হুরায়রা নাকি? আমি বললাম, জি আমি! তখন রাসূল (স) বললেন; ব্যাপার কি? আমি বললাম, আপনি আমাদের মধ্যে ছিলেন, হঠাৎ উঠে চলে আসলেন এবং এত দেরী করলেন যাতে আমাদের ভয় হতে লাগল না জানি আপনি আমাদের হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথাও কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন কিনা। এজন্য আমরা সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং সকলের মধ্যে আমিই ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আর এ লোকসকল আমার পিছনে আছে।

তারপর তাঁর জুতা দুটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, হে আবু হুরায়রা! আমার এ জুতা দুটি নিয়ে যাও এবং এ বাগানের বাইরে এরূপ যে ব্যক্তিরই তোমার সাথে সাক্ষাৎ হয়, যে অন্তরের স্থির বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই বলে সাক্ষ্য দেয়, তাকে তুমি বেহেশতের খোশখবরী দাও। প্রথমেই হযরত ওমরের সাথে আমার দেখা হল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরায়রা! এ জুতা দুটি কেন? আমি বললাম, এটা রাসূল (স)-এর জুতা। এটা সহকারে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, এরূপ কোনো ব্যক্তির দেখ পেল, যে ব্যক্তি অন্তরের স্থির বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই বলে সাক্ষ্য দেয়, আমি যেন তাকে বেহেশতের খোশখবরী দেই। একথা শুনে ওমর আমার বুকের উপর এমন ঘৃষি মারলেন, যাতে আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম তারপর তিনি বললেন, ফিরে যাও আবু হুরায়রা! আমি আঘাতের জন্য কাঁদতে কাঁদতে রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখি ওমরও আমার ঘাড়ের সওয়ার হয়েছেন। তিনিও আমার পিছনে পিছনে এসে পৌঁছেছেন। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হল আবু হুরায়রা! আমি বললাম, আমি প্রথমেই ওমরকে পাই এবং এখনই আমি তাকে এ সুসংবাদ দিই, যার জন্য আপনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন, তিনি আমার বুকে এমন জোরে ঘৃষি মারলেন যাতে আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। তারপর তিনি ওমর আমাকে বললেন, ফিরে যাও? রাসূল (স) বললেন, কেন এরূপ করলে হে ওমর? ওমর বললেন, হে আল্লাহর

রাসূল! আপনার উপর আমার শিতা-মাতা কুরবান হোক, আপনি আপনার জুতা সহকারে আবু হুরায়রাহকে এজন্য পাঠিয়েছিলেন যে ব্যক্তি অন্তরের ছির বিশ্বাসের সাথে এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই তাকে সে যেন জান্নাতের সুসংবাদ দেয়? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। ওমর বললেন, এরূপ করবেন না। আমার ভয় হয়, পিছনে লোকে এর উপর ভরসা করে বসবে। সুতরাং তাদেরকে আমল করতে দিন। রাসূল (স) বললেন, আচ্ছা তাদেরকে আমল করতে দাও। -(মুসলিম)

আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই বললে জান্নাতী

হাদীস : ৩৬। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতের কুঞ্জি হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই বলে সাক্ষ্য দেয়া। -(আহমদ)- ১১২৬ - ২ র.ম. - ১৬০০

নাযাতের একমাত্র পথ হল বাঁটি অন্তরে বিশ্বাস করা

হাদীস : ৩৭। হযরত ওসমান (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেন, হযরত রাসূল (স) যখন ইন্তেকাল করলেন, তাঁর সাহাবাদের মধ্যে কতক সাহাবা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এমন কি তাদের কারো কারো মনে নানারূপ খটকা উপস্থিত হওয়ার উপক্রম হল। হযরত ওসমান (রা) বলেন আমিও তাদের অন্যতম ছিলাম, এমন সময় হযরত ওমর আমার কাছ দিয়ে গেলেন এবং আমাকে সালামও করলেন; অথচ আমি তা বুঝতেই পারলাম না। ওমর গিয়ে আমার বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে অভিযোগ করলেন। তারপর উভয়ে আমার কাছে আসলেন এবং উভয়ে আমাকে সালাম করলেন। তারপর আবু বকর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছিল ওসমান! আপনি যে আপনার ভাই ওমরের সালামের জবাব দিলেন না? আমি বললাম, কৈ আমি তো এরূপ করিনি। ওমর বললেন, আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আপনি এরূপ করেছেন। হযরত ওসমান বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি টেরও পাই নি যে, আপনি কখনও এখান দিয়ে গেছেন বা আমাকে সালাম করেছেন। হযরত আবু বকর বললেন, ওসমান সত্য বলছেন।

নিশ্চয়ই আপনাকে কোনো দুশ্চিন্তাই এটা হতে বিরত রেখেছিল। আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কি? আমি বললাম, আল্লাহ তায়াল্লা তাঁর রাসূল (স)-কে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন, অথচ আমরা তাঁকে এ বিষয়টি হতে বাঁচার উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। তখন আবু বকর বললেন, আমি তাঁকে এটা জিজ্ঞেস করেছি। আমি তাঁর প্রতি অগ্রসর হলাম এবং বললাম, আমার মা-বাপ আপনার উপর কুরআন হোক; আপনিই এরূপ কাজের উপযুক্ত ব্যক্তি। তারপর আবু বকর বললেন, আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ বিষয়টি হতে নাজাতের উপায় কি? রাসূল (স) বললেন; যে ব্যক্তি ঐ কালেমা গ্রহণ করল, যা আমি আমার চাচা (আবু তালেব)-কে পেশ করেছিলাম, আর তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন, সে কালেমাই হল এর জন্য নাজাত। -(আহমদ)- ১১২৬ - ৬

বিশ্বের আনাচে কানাচে ইসলামের বাণী পৌঁছাবে

হাদীস : ৩৮। হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) বলেন, তিনি রাসূল (স)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন, যহীনের উপর কোনো মাটির ঘর অথবা পশরের ঘর বাকী থাকবে না যাতে আল্লাহ তায়াল্লা ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দিবেন না। সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে এবং অপমানিতের ঘরে অপমানের সাথে। আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করবেন তাদেরকে বেজায় ইসলাম গ্রহণের উপযুক্ত করে দিবেন, পক্ষান্তরে যাদেরকে অপমানিত করবেন তারা ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। আমি বললাম, তখন তো সব ধীনই আল্লাহর হবে। -(আহমদ)

আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এ কালেমা বেহেশতের চাবি

হাদীস : ৩৯। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বহ (র.) হতে বর্ণিত, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এ কালেমা কি বেহেশতের কুঞ্জি নয়? উত্তরে তিনি বললেন, নিশ্চয়! কিন্তু প্রত্যেক কুঞ্জিরই দাঁত থাকে। যদি তুমি দাঁতওয়ালা কুঞ্জি নিয়ে যাও তবেই তো তোমার জন্য খোলা হবে। অন্যথায় তোমার জন্য খোলা হবে না। -(বোখারী তরজুমাতুল বাবে)

মুসলমানের সংকাজ দশগুণ বৃদ্ধি করা হয়

হাদীস : ৪০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ উত্তমরূপে মুসলমান হয়, তখন তার জন্য তাঁর প্রত্যেক সংকাজ যা সে করে থাকে দশ গুণ হতে সাত শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে লেখা হয়ে থাকে। আর তার অসংকাজ যা সে করে থাকে, অনুরূপই লেখা হয়, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহর দরবারে গিয়ে পৌঁছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

টীকা :

হাদীস নং : ৩৩। অর্থাৎ, গোনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর অথবা কারও সুপারিশ দ্বারা এর পূর্বে। মোটকথা সে দোষে থাকবে না।

ইসলাম হচ্ছে, মার্জিত কথা ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান

হাদীস : ৪১ ॥ হযরত আমর ইবনে আবাস (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর খেদমতে হাজির হলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূল্লাহ! এ ব্যাপারে আপনার সাথে কারা আছেন? রাসূল (স) বললেন, আজাদ ও গোলাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, ইসলাম কি? রাসূল (স) বললেন, মার্জিত কথা ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূল্লাহ (স)! ঈমান কি? রাসূল (স) বললেন, গোনাহর কাজ থেকে ধৈর্য ধারণ ও দান করা। আমার (রা) বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূল্লাহ (স)! কোন ইসলাম উত্তম? রাসূল (স) বললেন, যার হাত ও যবান থেকে মুসলমানরা নিরাপদ। আমার (রা) বলেন, আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! কোন ঈমান উত্তম? রাসূল (স) বললেন, কনূত কে দীর্ঘ করা। আমার (রা) বলেন, আমি পুনঃ জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! কোন হিজরত উত্তম? রাসূল (স) বললেন, তোমার প্রভু যা না পছন্দ করেন তা বর্জন করা। আমার (রা) বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! কোন জিহাদ উত্তম? রাসূল (স) বললেন, যার ঘোড়ার হাত-পা কর্তিত এবং নিজের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে তার জিহাদ। আমার (রা) বলেন, আমি আবার বললাম, কোন সময় উত্তম? রাসূল (স) বললেন, শেষ রাতের মধ্যভাগ সময় উত্তম। -(আহমদ)

প্রকৃত মুমিনের পরিচয় সং কাজে আনন্দ পাওয়া

হাদীস : ৪২ ॥ হযরত আবু উমামা বাহলী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! ঈমান কি? রাসূল (স) বললেন, যখন তোমার সং কাজ তোমাকে আনন্দ দিবে এবং তোমার অসং কাজ তোমাকে পীড়া দিবে, তখন তুমি মুমিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! অসং কাজ কি? রাসূল (স) বললেন, যখন কোনো কাজ করতে গেলে তোমার অন্তরে বাঁধা আসবে, তখন মনে করবে, এটা অসং কাজ এবং তা বর্জন করবে। -(আহমদ)

আল্লাহর হুকুম মান্য করলে ক্ষমা পাবে

হাদীস : ৪৩ ॥ মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে ও রমযানের রোযা রেখে আল্লাহর কাছে পৌঁছেছে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স) তাদেরকে কি এ সুসংবাদ দিব না? রাসূল (স) বললেন, না, তাদেরকে আমল করতে দাও। -(আহমদ)

আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধু অথবা শত্রু ভাবা সবচেয়ে ভাল ঈমান

হাদীস : ৪৪ ॥ হযরত মুয়ায (রা) বলেন, তিনি একবার রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোন ঈমান শ্রেষ্ঠ? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, কাউকে মিত্র ভাববে, তবে আল্লাহর ওয়াস্তেই মিত্র ভাববে। পক্ষান্তরে কাউকে শত্রু ভাবলে, তাও আল্লাহর ওয়াস্তেই শত্রু ভাববে এবং নিজের যবানকে আল্লাহর যিকিরে মশগুল রাখবে। মুয়ায (রা) বলেন, আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! তারপর আমি কি করব? রাসূল বললেন, অন্যের জন্যে তাই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্যে পছন্দ করো। -(আহমদ) **সাহিহ - ৪**

তৃতীয় অধ্যায়

কবির গুনাহ ও মুনাফেকির পরিচয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা কবির গুনাহ

হাদীস : ৪৫ ॥ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আল্লাহর কাছে সর্বাধিক বড় গোনাহ কোনটা? রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর কোনো সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে পুনঃ জিজ্ঞেস করল, তারপর কোনটা? রাসূল (স) বললেন, তোমার সন্তান তোমার সাথে খাবে এ ভয়ে সন্তান হত্যা করা। সে আবার প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! তারপরে কোনটা? রাসূল (স) বললেন, তোমার পড়শীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। এরই সমর্থনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মাবুদ স্বীকার করে না, আল্লাহ যার হত্যা হারাম করে দিয়েছেন আইনের বিধান ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর সাথে শরীক করা কবীরা গোনাহ

হাদীস : ৪৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, বড় বড় কবীরা হচ্ছে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকেও হত্যা করা এবং মিথ্যা হলফ করা। বোখারী, কিন্তু আনাসের বর্ণনার মিথ্যা হলফের পরিবর্তে মিথ্যা সাক্ষ্য শব্দ রয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

চারটি স্বভাব থাকলে সে মুনাফিক

হাদীস : ৪৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে, সে পাক্কা মুনাফিক এবং যার মধ্যে তার একটি থাকবে; তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব থাকবে, যে পর্যন্ত না সে তা পরিহার করে- (১) যখন তার কাছে কিছু আমানত রাখা হয় তাতে সে খিয়ানত করে, (২) সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে (৩) যখন ওয়াদা করে, তা ভঙ্গ করে এবং (৪) যখন কারও সাথে কলহ করে, তখন সে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুনাফিক বানডাক ছাগীর মতো

হাদীস : ৪৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুনাফিকের উদাহরণ হচ্ছে সেই বানডাক ছাগীর মতো, যে দু ছাগপালের মধ্যে থেকে একবার এ পালের দিকে দৌড়ায় আবার ঐ পালের দিকে দৌড়ায়। -(মুসলিম)

সুদ খাওয়া হারাম

হাদীস : ৪৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে দূরে থাকবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! সে অনুমতি ছাড়া কাউকে হত্যা করা বা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল খাওয়া, জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং নির্দোষ ও ব্যভিচার সম্পর্কে বে-খবর মুসলমান মহিলাদের নামে ব্যভিচারের দুর্নাম রটনা করা। -(বোখারী ও মুসলিম)

ঈমানদার ব্যভিচার করতে পারে না

হাদীস : ৫০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, ব্যভিচারী ব্যভিচার করতে পারে না যখন সে ঈমানদার থাকে, চোর চুরি করতে পারে না যখন সে ঈমানদার থাকে, শরাবখোর শরাব শরাব পান করতে পার না যখন সে ঈমানদার থাকে, ডাকাত একপে ডাকাতি করতে পারে না যে, লোক তার প্রতি নজর করে দেখে যখন সে ঈমানদার থাকে তোমাদের কেউ গণীমতের মালে খিয়ানত করতে পারে না যখন সে ঈমানদার থাকে। অতএব, সাবধান! সাবধান! -(বোখারী ও মুসলিম)

মুনাফিকের আলামত তিনটি

হাদীস : ৫১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, মুনাফিকের আলামত হচ্ছে তিনটি। যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে, ভঙ্গ করে এবং যখন তার কাছে কোনো কিছু আমানত রাখা হয়, তাতে সে খিয়ানত করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, যদিও সে নামায পড়ে, রোযাও রাখে এবং মনে করে যে সে মুসলমান।

টীকা :

হাদীস নং : ৪৬ ॥

(ক) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান। পিতা-মাতা কাকের হলেও তাঁদের সাথে ভাল ব্যবহার করার হুকুম রয়েছে। শুধুমাত্র পিতামাতার কুফরী আদেশকে অমান্য করা যাবে। মনে রাখতে হবে, অবশ্যই মুসলমান পিতা-মাতার আদেশ পালন করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা শরীয়ত পরীপন্থি আদেশ না করেন।

(খ) কবীরা গোনাহকারী ব্যক্তি মুমিন থাকে না। আমরা সুন্নত জামায়াতের লোকেরা কুরআন-হাদীসে এ জাতীয় 'ন' বা স্পষ্ট উক্তির এরূপ অর্থ এজন্য করে থাকি যে, অপর 'নস' এর বিপরীত রয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের এক জায়গায় আল্লাহতায়াল্লা বলেন, যখন মুমিনরা দুই দলে বিবাদ করতে থাকে, তখন তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। এর ফলে পরিকার বুঝা যাচ্ছে, মুমিনদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ করা কবীরা গোনাহ হওয়া সত্ত্বেও বিবাদ অবস্থায় মুমিন মুমিনই থাকে, কাকের হয়ে যায় না, কিন্তু হাদীসের এ জাতীয় 'ন' কেবলমাত্র গোনাহর গুরুত্ব বুঝানোর জন্যে বলা হয়েছে।

এভাবে আমরা যেখানে কোনো 'নসের' বাহ্যিক বা সাধারণ অর্থে সামান্য ব্যতিক্রম করেছি সেখানেই মনে করতে হবে, অন্য নসের পরিশ্রেষ্ঠিতে এমন করা হয়েছে, মনগড়াভাবে করা হয়নি। এখানে একথাও মনে রাখতে হবে, কিছুসংখ্যক লোক ছাড়া দুনিয়ার সব মুসলমান সুন্নত জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত। আর রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমরা উম্মতের সকল লোককে আল্লাহতায়াল্লা গোমরাহীর ওপর একমত করবেন না। সুতরাং সুন্নত জামায়াতের মতই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত মুসা (আ)-এর নয়টি নিদর্শন

হাদীস : ৫২ । হযরত সাকওয়ান ইবনে আসসাল (র.) বলেন, একদিন এক ইহুদী তার সঙ্গীকে বলল, এ নবী লোকটার কাছে আমাকে নিয়ে চল। সঙ্গী বলল, নবী বলবে না, তোমার মুখে এ কথা শুনে আহলাদে সে আটখানা হয়ে যাবে। তারপর তারা উভয়ে রাসূল (স)-এর কাছে এলো এবং তাঁকে হযরত মুসার নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন করল। রাসূল (স) বললেন, (১) আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক করবে না, (২) চুরি করবে না, (৩) ব্যভিচার করবে না, (৪) আইনের অনুমোদন ছাড়া কাউকেও হত্যা করবে না বা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন, (৫) কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে কোনো ক্ষমতাবান হাকিমের কাছে নিয়ে যাবে না, যাতে তিনি তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন, (৬) জাদু করবে না, (৭) সুদ খাবে না, (৮) কোনো সতী সাধ্বীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিবে না, (৯) জিহাদকালে পলায়ন উদ্দেশ্যে পশ্চাদপদ হবে না এবং (১০) বিশেষ করে তোমরা ইহুদীরা শনিবারের নিয়ম লঙ্ঘন করবে না। হযরত সাকওয়ান বলেন, তারা উভয়ে রাসূল (স)-এর হস্তপদ চুম্বন করল এবং বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্য নবী রাসূল (স) বললেন, তবে আমার অনুসরণের পথে তোমার অন্তর কি? তারা বলল, হযরত দাউদ (আ) আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন যে, নবী যেন বরাবর তার বংশের মধ্যেই হন। সুতরাং আমাদের আশংকা হয়, আমরা আপনার তাবেদারী করলে ইহুদীরা আমাদেরকে হত্যা করবে। - (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই) - ১৫২০/৫

ইমানের বুনিয়াদী বিষয় তিনটি

হাদীস : ৫৩ । হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, তিনটি বিষয় হচ্ছে ইমানের বুনিয়াদী বিষয়সমূহের অন্তর্গত- (১) যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমা পড়েছে, তার প্রতি আক্রমণ করা হতে বিরত থাকে; কোনো গোনাহর দরুণই তাকে কাফের বলে মনে করবে না এবং কোনো আমলের দরুণই তাকে ইসলাম হতে খারিজ করে দিবে না। (২) জিহাদ-যেদিন হতে আল্লাহ আমাদের জিহাদের হুকুম দিয়েছেন, সেদিন হতে এ উম্মতের শেষ লোকেরা দাঙ্গালের সাথে জিহাদের হুকুম দিয়েছেন, সেদিন হতে এ উম্মতের শেষ লোকেরা দাঙ্গালের সাথে জিহাদ করা পর্যন্ত চলতে থাকবে, কোনো অবিচারী শাসকের অবিচার বা কোনো সুবিচারী হাকিমের সুবিচার জিহাদকে বাতিল করতে পারবে না এবং (৩) তাকদীরে বিশ্বাস। - (আবু দাউদ) - ৪৮৮১/১৬

ব্যভিচার করলে ইমান থাকে না

হাদীস : ৫৪ । হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোনো বান্দা ব্যভিচার করতে থাকে, তখন তার অন্তর হতে ইমান বের হয়ে যায় এবং তার মাথার উপর ছত্রের মতো অবস্থিত থাকে; তারপর যখন সে এ অপকাজ হতে বিরত হয়, তখন ইমান তার কাছে ফিরে আসে। - (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর দশটি উপদেশ

হাদীস : ৫৫ । হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) আমাকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, (১) আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক করবে না, যদিও তোমাকে নিহত করা হয় বা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। (২) তুমি তোমার পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না, যদি তারা তোমাকে তোমার পরিবার পরিজন ও তোমার মাল-মাস্তা ছেড়ে যেতে বলেন। (৩) ইচ্ছা করে কখনও ফরয নামায তরক করবে না। কেননা, যে ইচ্ছা করে ফরয নামায তরক করবে, তার পক্ষে আল্লাহর প্রদত্ত দায়িত্ব উঠে যাবে। (৪) কখনও শরাব পান করবে না। কেননা, শরাব অশ্লীলতার সেরা মূল। (৫) সাবধান! গোনাহ হতে বেঁচে থাকবে। কেননা, গোনাহর দ্বারা আল্লাহর ক্রোধ পৌঁছে থাকে। (৬) খবরদার! জিহাদ হতে পলায়ন করবে না। যদিও সকল লোক ধ্বংস হয়ে যায়। (৭) যখন লোকের মদ্যে মহামারী দেখা দিবে আর তুমি সেখানে থাকবে, তখন সেখানে অবস্থান করবে। (৮) তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় করবে। (৯) তাদের পরিবারের লোকদের আদব কায়দা শিক্ষা দান ব্যাপারে শাসন হতে কখনও বিরত থাকবে না। (১০) এবং আল্লাহর সম্পর্কে তাদের ভয় প্রদর্শন করতে থাকবে। - (আহমদ)

রাসূল (স)-এর আমলে নিকাক ছিল

হাদীস : ৫৬ । হযরত হযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) বলেন, 'নিকাক' রাসূল (স)-এর যমানায়ই ছিল। এখন হয় কুফরী, না হয় ইমান। - (বোখারী)

চতুর্থ অধ্যায়

মনের খটকার প্রতি ওরত

প্রথম পরিচ্ছেদ

শয়তান মানুষের মনের মধ্যে রক্তের মতো মিশে আছে

হাদীস : ৫৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শয়তান মানুষের মনের মধ্যে তার রক্তের মতো বিচরণ করে থাকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মারইয়াম ও ইসা (আ)-কে শয়তান স্পর্শ করেনি

হাদীস : ৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন সন্তান প্রসব করে, তখন যে শয়তান তাকে স্পর্শ করে নি এবং সে চীৎকার দিয়ে ওঠে, হযরত মারইয়াম ও তাঁর পুত্র ছাড়া এমন আদম সন্তানই প্রসূত হয়নি। -(বোখারী ও মুসলিম)

শিশু প্রসবের সময় শয়তান খোঁচা দেয়

হাদীস : ৫৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রসবকালে শিশুর চীৎকার শব্দজ্ঞানের খোঁচার দরুণই হয়ে থাকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

পাপ কাজ মুখে প্রকাশ করলেও ক্ষমা পাবে

হাদীস : ৬০ ॥ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের অন্তরে যে খটকার উদয় হয়, আল্লাহ তায়ালা তা মাফ করে দিবেন, যে পর্যন্ত না তারা সে কাজে পরিণত করে অথবা মুখে প্রকাশ করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

স্পষ্ট ঈমানের পরিচয়

হাদীস : ৬১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর সাহাবাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক সাহাবা রাসূল (স)-এর কাছে আসলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমাদের মধ্যে কেউ তার অন্তরে এমন কোনো কথা অনুভব করে যা ব্যক্ত করাকে সে বড় গুরুতর বলে মনে করে। রাসূল (স) বললেন, এটা তোমাদের স্পষ্ট ঈমান। -(মুসলিম)

শয়তানের সাথে বিতর্ক করবে না

হাদীস : ৬২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, শয়তান তোমাদের মধ্যে কারও কাছে এসে প্রশ্ন করতে থাকে এটা কে সৃষ্টি করেছেন? এটা কে সৃষ্টি করেছেন? এমন কি অবশেষে এটাও বলে বসে যে, তোমার আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? যখন শয়তান এ পর্যন্ত পৌঁছে, তখন যেন সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে পানাহ চায় এবং এখানেই ক্ষান্ত হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা

হাদীস : ৬৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষ পরস্পর আলোচনা করতে থাকে। অবশেষে এ পর্যন্ত বলে বসে যে, আল্লাহ তায়ালা তো সব মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আল্লাহকে সৃষ্টি করলেন কে? রাসূল (স) বললেন, যখনই কেউ এরূপ কিছু অনুভব করবে, তখনই যেন বলে উঠে, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমি তাঁর রাসূলদের প্রতিও ঈমান এনেছি। -(বোখারী ও মুসলিম)

জিন জাতীয় সহচর বা ফেরেশতা নিযুক্ত

হাদীস : ৬৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে তার জিন জাতীয় সহচরকে অথবা ফেরেশতা জাতীয় সহচরকে নিযুক্ত করে দেয়া হয়নি। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আপনার সাথেও কি? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, আমার সাথেও তবে আল্লাহ তায়ালা তার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। অতঃপর, সে আমার অনুগত হয়ে গেছে, সে কখনও আমাকে ভাল ছাড়া খারাপ পরামর্শ দেয় না। -(মুসলিম)

শয়তানের সিংহাসন পানির ওপর

হাদীস : ৬৫ ॥ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শয়তান পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। তারপর মানুষের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য চারদিকে তার সৈন্য বাহিনী প্রেরণ

করে। এদের মধ্যে তার কাছে সর্বাধিক সম্মানিত সে-ই, যে সর্বাধিক বড় ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। তাদের মধ্যে কেউ এসে বলে, আমি এরূপ সাধন করেছি। সে তখন বলে, তুমি কিছু করনি। রাসূল (স) বলেন, তারপর অপর একজন এসে বলে, আমি মানব সন্তানকে ছাড়িনি, এমন কি তার ও ভিন্ন জীব মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছি। রাসূল (স) বলেন, শয়তান তাকে নৈকট্য দান করে এবং বলে, বেশ তুমিই উত্তম। রাবী আমাশ বলেন, আমি মনে করি, জাবের এটাও বলেছেন যে, তারপর শয়তান তার সাথে আলিঙ্গন করে। -(মুসলিম)

শয়তান মানুষের শিহনে লেপেই আছে

হাদীস : ৬৬ ৷ হযরত জাবির (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, শয়তান একথা হতে নিরাশ হয়ে গেছে যে, আরব উপদ্বীপে নামাযীরা তাকে পূজা করবে, কিন্তু সে তাদের একের বিরুদ্ধে অপরকে লেলিয়ে দেয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়নি। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কোনো বিষয়ে প্রকাশ করা ক্ষতি হলে গোপন রাখাই ভাল

হাদীস : ৬৭ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, আমি মনে মনে এমন কথা ভাবি, যা মুখে প্রকাশ আমার পক্ষে জুলে অংগার হয়ে যাবার চেয়ে শ্রেয়। রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর শোকর, তিনি যে তার এ বিষয়কে তোমার কল্পনা পর্যন্ত রেখে দিয়েছেন। -(আবু দাউদ)

শয়তান পরামর্শ দেয় দান করলে সম্পদ কমে যায়

হাদীস : ৬৮ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের সাথে শয়তানের একটি লাম্বা (ছোঁয়া) রয়েছে এবং ফেরেশতারও একটি লাম্বা (ছোঁয়া) রয়েছে। শয়তানের লাম্বা হল অকল্যাণের ভীতি প্রদর্শন এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। পক্ষান্তরে ফেরেশতার লাম্বা হল কল্যাণের সুসংবাদ প্রদান এবং সত্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দ্বিতীয় অবস্থা অনুভব করবে, সে যেন মনে করে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে, আর এর জন্য যেন আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অপর অবস্থা অনুভব করবে, সে যেন শয়তান হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চায়। তারপর রাসূল (স) এ কথার সমর্থনে কুরআনের আয়াতটি পাঠ করলেন, -“শয়তান তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখিয়ে থাকে এবং অশ্লীলতার আদেশ করে থাকে।” -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব)-

২৫২০-৭

শয়তান কুমন্ত্রণা দিলে বাম দিকে থুথু ফেলবে

হাদীস : ৬৯ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, মানুষ সর্বদা একে অন্যকে প্রশ্ন করতে থাকবে, এমন কি একসময় এ প্রশ্নও করা হবে যে, আল্লাহ তো সব মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন, তবে আল্লাহকে সৃষ্টি করলেন কে? যখন তারা এরূপ বলে উঠবে, তখন তোমরা বলবে, আল্লাহ এক, তিনি সকলের আশ্রয়স্থল, তিনি কাউকে জ্ঞান দান করেন নি। তিনি কার জাতও নন এবং তাঁর সমকক্ষও কেউ নয়। তারপর নিজের বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলবে এবং বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাবে। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অবাস্তব প্রশ্ন থেকে বিরত থাকবে

হাদীস : ৭০ ৷ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, মানুষ পরস্পরে সর্বদা প্রশ্ন করতে থাকবে, এমন কি একসময় এ প্রশ্নও করবে যে, আল্লাহ তো সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন, তবে আল্লাহকে সৃষ্টি করল কে? -(বোখারী)

শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাবে

হাদীস : ৭১ ৷ হযরত ওসমান ইবনে আবিল আস (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স)-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! শয়তান আমার এবং আমার নামায ও কেরায়াতের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং এতে প্যাঁচ লেগে যায়। রাসূল (স) বললেন, সে একটা শয়তান, তাকে ‘খিলজাব’ বলা হয়, যখন তুমি তাকে উপস্থিত অনুভব করবে, তা হতে তখন আল্লাহর কাছে পানাহ চাবে এবং বামদিকে তিনবার থুথু ফেলবে। হযরত ওসমান ইবনে আবিল আস বলেন, তারপর আমি এরূপ করলে আল্লাহ তায়ালা আমা হতে তাকে দূর করে দেন। -(মুসলিম)

নামাযে জুল হলে শয়তানের কাজ মনে করবে

হাদীস : ৭২ ৷ তাবৈঈ হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল এবং বলল, নামাযের মধ্যে আমার সন্দেহ হয়। এটা আমার পক্ষে বড় কষ্টদায়ক হয়। হযরত আবুল কাসেম (স) উত্তরে বললেন, তুমি তোমার নামায পূর্ণ করতে থাকবে। কেননা, এটা জেস্মা হতে দূর হবে না। যে পর্যন্ত না নামায পূর্ণ কর এবং বল যে, আমি নামায পূর্ণ করি নি। -(মালিক)

২৫২০-৮

পঞ্চম অধ্যায় তাকদিরে বিশ্বাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর সিংহাসন ছিল পানির উপর

হাদীস : ৭৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর আগেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাথলুকাতের তাকদীর লিখে রেখেছেন। রাসূল (স) বলেন, আল্লাহ আরশ ছিল পানির উপর –(মুসলিম)

সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে

হাদীস : ৭৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসই আল্লাহর ‘কদর’ অনুযায়ী রয়েছে, এমন কি বুদ্ধির দুর্বলতা ও বুদ্ধিমত্তাও। –(মুসলিম)

বিতর্কে আদম (আ) মূসা হতে শ্রেষ্ঠ হলেন

হাদীস : ৭৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, হযরত আদম ও হযরত মূসা (আ) পরস্পরে তর্কে প্রবৃত্ত হলেন, কিন্তু তর্কে হযরত আদম হযরত মূসা (আ)-এর উপর জয়ী হলেন। হযরত মূসা (আ) বললেন, আপনি আদম তো সে-ই যাকে আল্লাহ তায়ালা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে তার রূহ সঞ্চার করেছেন, তার ফেরেশতাদের দিয়ে আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং আপনাকে তার জন্মস্থলে থাকার স্থান দিয়েছেন। তারপর আপনি আপনার ত্রুটি-বিচ্ছাতির জন্য মানব জাতিকে যমীনে নামিয়ে আনলেন। হযরত আদম বললেন, তুমিও তো সে মূসা, যাকে আল্লাহ তায়ালা ‘রেসালাত’ ও প্রত্যক্ষ কালামের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তোমাকে এমন ‘আলওয়াহ’ দান করেছেন, যাতে সব বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে; অধিকন্তু তোমাকে তিনি গোপন আলোচনা দ্বারাও নৈকট্য দান করেছিলেন। আমার সৃষ্টির কতকাল আগে আল্লাহ তাওরাত কিতাব লিখেছেন বলে তুমি জান? হযরত মূসা (আ) বললেন, চল্লিশ বছর আগে। তখন হযরত আদম (আ) বললেন, তুমি কি এতে আল্লাহর এ বাণী পেয়েছো, আদম তার প্রভুর কাছে অপরাধ করল এবং পথ হারাল? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। তখন হযরত আদম (আ) বললেন, তবে কি তুমি আমায় এমন একটি কাজ করেছি বলে তিরস্কার করছ, যা আমার সৃষ্টিরও চল্লিশ বছর আগে আমি তা করব বলে আল্লাহ লিখে রেখেছেন? তারপর রাসূল (স) বললেন, সুতরাং হযরত আদম মূসার উপর জয়ী হলেন। –(মুসলিম)

মায়ের গর্ভেই সন্তানের ভাগ্য লিখা হয়

হাদীস : ৭৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) আমাদের বলেছেন, আর তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে সমর্থিত তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি চল্লিশ দিন তার মাতার গর্ভে শুক্ররূপে থাকে, তারপর চল্লিশ দিন লাল জমাট রক্তপিণ্ডরূপে বিরাজ করে, তারপর চল্লিশ দিনে মাংসপিণ্ডরূপে ধারণ করে। তারপর আল্লাহ তায়ালা চারটি বিষয়সহ জটনক ফেরেশতাকে তার কাছে প্রেরণ করেন। ফেরেশতা লিখে দেন— (১) তার আমল, (২) তার মৃত্যু, (৩) তার রিয়ক এবং (৪) সে নেক কি বদ লোক হবে। তারপর তার মধ্যে রূহ প্রবেশ করানো হয়। তারপর রাসূল (স) বলেন, কসম সেই পাক জাতের, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই; তোমাদের মধ্যে কেউ বেহেশতীদের কাজ করতে থাকে, এমন কি তার ও বেহেশতের মধ্যে মাত্র এক হাত দূরত্ব থাকে, এমন সময় তার প্রতি তার সে তাকদীরের লেখা অগ্রবর্তী হয়, তখন সে দোষীদের কাজ করতে শুরু করে, ফলে সে দোষেতে চলে যায়। এভাবে তোমাদের কেউ দোষীদের কাজ করতে থাকে, এমন কি তার ও দোষীদের মধ্যে মাত্র একহাত বাকী থাকে, এমন সময় তার প্রতি তাকদীরের সে লেখা অগ্রবর্তী হয়, তখন সে বেহেশতীদের কাজ করতে শুরু করে, ফলে সে বেহেশতে চলে যায়। –(বোখারী ও মুসলিম)

মানুষের আমল পরিণামের উপর নির্ভর করে

হাদীস : ৭৭ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, কোনো বান্দা দোষীদের কাজ করতে থাকে, অথচ সে বেহেশতের অধিবাসী, এভাবে কোনো বান্দা বেহেশতীদের কাজ করতে থাকে, অথচ সে দোষীদের অধিবাসী। বস্তত মানুষের আমল তার খাতেম বা পরিণামের উপরই নির্ভর করে। –(বোখারী ও মুসলিম)

মানুষের ভাল মন্দ আদ্বাহ নির্ধারিত করে রেখেছেন

হাদীস : ৭৮ ৥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) এক আনসারী বালকের জানায়ায় আহূত হলেন। আমি বললাম, হে আদ্বাহর রাসূল (স)-এর কি ভাল নসীব, বেহেশতের চড়ুইদের মধ্যে সেও একটি চড়ুই। কেননা, সে কোন গোনাহ করে নি বা গোনাহ করার বয়সও পায়নি। তখন রাসূল (স) বললেন, আর এর বিপরীত হতে পারে না আয়েশা? আদ্বাহ পাক একদল লোককে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, অথচ তখন তারা তাদের পিতাদের মেরুদণ্ডে ছিল। একরূপে দোষখের জন্যও একদল লোক সৃষ্টি করে রেখেছেন অথচ তখন তারা তাদের পিতাদের মেরুদণ্ডে ছিল। -(মুসলিম)

প্রত্যেকের বেহেশত ও দোষখের ঠিকানা লেখা আছে

হাদীস : ৭৯ ৥ হযরত আলী (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার দোষখের বা বেহেশতের ঠিকানা লিখে রাখা হয়নি। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আদ্বাহর রাসূল! তাহলে আমরা কি আমাদের সে লেখার উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দিব না? রাসূল (স) বললেন না, আমল করতে থাক। কেননা, প্রত্যেকের জন্য তা সহজ করা হয়, আর যে বদবখত তার জন্য বদীর কাজ সহজ হয়। তারপর রাসূল (স) এর প্রমাণে কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন, “যে ব্যক্তি দান করেছে (অন্যায় হতে) পরহেয করেছে এবং ভাল কথায় (ইসলামে) সমর্থন জানিয়েছে, আয়াতের শেষ পর্যন্ত)। -(বোখারী ও মুসলিম)

মানুষ বিভিন্নভাবে মিনা করে থাকে

হাদীস : ৮০ ৥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, আদ্বাহ তায়াল্লা আদম সন্তানের জন্য তার ব্যভিচারের অংশ নির্ধারিত করে রেখেছেন, সে তা নিশ্চয় করবে, চোখের ব্যভিচার দেখা, জিহ্বায় ব্যভিচার কথা বলা, আর মন চায় ও আকাঙ্ক্ষা করে এবং গুপ্ত অঙ্গ তাকে সত্য অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, আদম সন্তানের জন্য তার ব্যভিচারের অংশ নির্ধারিত করা আছে, সে তা অবশ্যই করবে। দু চোখ তাদের ব্যভিচার দেখা, দু কান-তাদের ব্যভিচার শুনা, জিহ্বা-তার ব্যভিচার কথা বলা, হাত-তার ব্যভিচার ধরা, পা-তার ব্যভিচার চলা এবং মন-তা চায় ও আকাঙ্ক্ষা করে আর গুপ্ত অঙ্গ সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

তাকদীর আগেই লেখা হয়েছে

হাদীস : ৮১ ৥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, একদিন মুযাইনা গোত্রের দুজন লোক বলল, ইয়া রাসূলাদ্বাহ (স)! বলুন, মানুষ এখন দুনিয়াতে ভাল-মন্দ যা করছে বা করার চেষ্টায় আছে, তা কি আগেই তাকদীরে তাদের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে ও ঠিক করা হয়েছে, নাকি পরে যখন তাদের নবী তাদের কাছে শরীয়ত নিয়ে এসেছে এবং তাদের কাছে তার দলীল-প্রমাণ প্রকাশিত হয়েছে, তখন তারা তা করছে? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, না, বরং আগেই তাকদীরে তাদের জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে ও ঠিক করা হয়েছে। আদ্বাহর কিতাব এর সমর্থনে রয়েছে। আদ্বাহ তায়াল্লা বলেন,

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا .

“মানুষের প্রাণের কসম এবং যে শক্তি তাকে সুদৌলভাবে গঠন করেছে এবং আগেই তাকে ভাল ও মন্দের ইলহাম করেছেন। -(মুসলিম)

আদ্বাহর নির্ধারিত বিষয় ঘটবেই

হাদীস : ৮২ ৥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি একদিন বললাম, ইয়া রাসূলাদ্বাহ! আমি একজন যুবক পুরুষ। অতএব, আমি আমার সম্পর্কে ব্যভিচারের আশংকা করছি, অথচ কোনো নারীকে বিবাহ করার সংগতিও আমার নেই। এর দ্বারা আবু হুরায়রা যেন খোজা বা খাসী হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছিলেন। আবু হুরায়রা বলেন, কিন্তু তিনি আমাকে উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন। আমি পুনঃ ঐ প্রশ্ন করলাম, তবু তিনি চুপ করে রইলেন। আমি তৃতীয়বার সেভাবে প্রশ্ন করলাম, এতেও তিনি চুপ করে রইলেন, আমি চতুর্থবার সেরূপ প্রশ্ন করলে, রাসূলাদ্বাহ (স) বললেন, হে আবু হুরায়রা! যা তোমার পক্ষে ঘটার আছে তা আগেই লেখা হয়ে গেছে। এটা জেনে তুমি খোজা হতেও পার বা তার ইচ্ছা ত্যাগও করতে পার। -(বোখারী)

মানুষ সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর অধীন

হাদীস : ৮৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বনী আদমের অন্তরসমূহ সবই আল্লাহর (কুদরতের) আঙ্গুলিসমূহের দু' আঙ্গুলির মধ্যে মাত্র একটি অন্তরের মতো অবস্থিত। তিনি যা ইচ্ছা তাকে ঘুরিয়ে থাকেন। অতপর রাসূল (স) বলেন, হে অন্তরসমূহের আবর্তনকারী খোদা! আমাদের অন্তরসমূহকে তোমার ইবাদত ও আনুগত্যের দিকে আবর্তিত করে দাও। -(মুসলিম)

প্রত্যেক সন্তান ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে

হাদীস : ৮৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতপর তার মাতা-পিতা নিজেদের সংস্রব দ্বারা তাকে ইহুদী করে দেয় বা নাসারা করে দেয় অথবা অগ্নি উপাসক করে দেয়। যেভাবে পশু পূর্জা পশুই প্রসব করে, তাতে তোমরা কোনো কানকাটা দেখ কি? দেখ না অতপর মানুষ তার কান কাটে, নাক ছেদা বিকলাঙ্গ করে দেয়। অতপর এর প্রমাণে এই আয়াত পাঠ করলেন-

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الْبَينُ الْقَيمُ.

“আল্লাহর ফিতরাত যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার উপর তোমার ঠিক থাকবে। আল্লাহর ফিতরাত যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার উপর তোমরা ঠিক থাকবে। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই, এটাই সরল সোজা মজবুত ধীন।” -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ পাক কখনো ঘুমান না

হাদীস : ৮৫ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) পাঁচটি কথা নিয়ে আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং বললেন, (১) আল্লাহ তায়ালা কখনও ঘুমান না, (২) ঘুমানো তাঁর পক্ষে সাজেও না, (৩) তিনি দাঁড়ি-পাল্লা উঁচু-নীচু করেন (সৃষ্টির রিযিক ও আমল প্রতি নির্ধারণ করে থাকেন) (৪) বান্দাদের রাতের আমল দিনের আমলের আগেই এবং দিনের আমল রাতের আমলের আগেই তাঁর কাছে পৌঁছান হয় এবং (৫) তাঁর ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পর্দা হচ্ছে নূর বা জ্যোতি। যদি তিনি এ পর্দা সরিয়ে দিতেন, তাহলে তাঁর চেহারার নূর তাঁর সৃষ্টির যে পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি পৌঁছত, সবকিছু জ্বালিয়ে দিত। -(মুসলিম)

আল্লাহর হাত সব সময় পূর্ণ থাকে

হাদীস : ৮৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা হাত সব সময় পূর্ণ, রাত-দিন অবিরাম মুঘলধারে বর্ণকারী দান কখনও তা কমাতে পারে না। বল দেখি, যখন হতে তিনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছে, কত না দান করে আসতেছে, অথচ তা তাঁর হাতে যা আছে তার কিছু কমাতে পারেনি। তাঁর আরাশ পানির উপর ছিল। তাঁর হাতেই রয়েছে দাড়ি-পাল্লা তিনি তা উঁচু বা নীচু করে থাকেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর দক্ষিণ হস্ত সদা পূর্ণ। ইবনে নামায়র বলেন, পরিপূর্ণ, সর্বদা দানকারী, রাত ও দিনের মধ্যে কোনো কিছুই এটা কমাতে পারে না।

মুশরিক শিশু সন্তান সম্পর্কে আল্লাহ অবগত

হাদীস : ৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স)-কে কাকের মুশরিকদের শিশু-সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, উত্তরে, রাসূল (স) বললেন, আল্লাহই অধিক অবগত, তারা কি আমল করত। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি হল কলম

হাদীস : ৮৮ ॥ হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রথমে যে বস্তু সৃষ্টি করেছেন তা হচ্ছে কলম। অতপর তিনি কলমকে বললেন, লিখ। কলম বলল, কি লিখব? আল্লাহ বললেন, কদর (তাকদীর) লিখ; সুতরাং কলম যা ছিল এবং যা অনন্তকাল পর্যন্ত হবে, সবকিছুই লিখল। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি সনদ হিসেবে গরীব)

দোষখীদের আল্লাহ পাক আগেই নির্ধারিত করে দিয়েছেন

হাদীস : ৮৯ ॥ হযরত মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে কুরআনের এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল-

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ -

“হে মুহাম্মদ! যখন তোমার পরওয়ারদেগার আদম সন্তানদের পিঠ হতে তাদের সব সন্তানকে বের করলেন। হযরত ওমর (রা) বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন। অতপর নিজের কুদরতের হাত দ্বারা তাঁর পিঠ বুলালেন এবং সেখান থেকে তাঁর একদল সন্তান বের করলেন। অতপর বললেন, এ সকলকে আমি বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেছি, বেহেশতীদের কাজই তারা করবে। পুনঃ আদমের পিঠে হাত বুলালেন এবং সেখান থেকে তাঁর একদল সন্তান বের করলেন, ও বললেন, এদেরকে পিঠে হাত বুলালেন এবং সেখান থেকে তাঁর একদল সন্তান বের করলেন, ও বললেন, এদেরকে আমি দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং দোযখীদের কাজই তারা করবে। এক সাহাবা প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! তাহলে আমল কেন? রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো বান্দাকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তার দ্বারা বেহেশতীদের কাজই করান, অবশেষে সে বেহেশতীদের কোনো কাজ করেই মৃত্যুবরণ করে। আর আল্লাহ এর দ্বারা তাকে বেহেশতে দাখিল করেন। এভাবে যখন আল্লাহ তায়ালা কোনো বান্দাকে দোযখের জন্য সৃষ্টি করেন, তাকে দিয়ে দোযখীদের কাজই করান। অবশেষে সে দোযখীদের কোনো কাজ করেই মৃত্যুবরণ করেন, আর এতে আল্লাহ তাকে দোযখে দাখিল করেন। - (মালিক, তিরমিযী ও আবু দাউদ) ১২২০-১২

কিতাবে দোযখী ও বেহেশতীর নাম ঠিকানা লেখা আছে

হাদীস : ৯০ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) দু হাতে দুটি কিতাব নিয়ে বের হলেন এবং বললেন, তোমরা জান এ দুটি কিতাব কি? আমরা বললাম, জিনা। কিন্তু আপনি যদি আমাদেরকে বলে দেন। তখন রাসূল (স) আপন ডান হাতের কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এটা আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকে একটি কিতাব, এতে সব বেহেশতীর নাম, তাদের বাপ-দাদাদের নাম ও বংশ পরিচয় লিখিত রয়েছে এবং তাদের শেষ ব্যক্তির নামের পর সর্বমোট এখন (যোগ) করা হয়েছে। সুতরাং এতে কখনও বেশিও করা যাবে না এবং কমও করা যাবে না। অতপর তাঁর বাম হাতের কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এটা আল্লাহ রাসূল আলামীনের পক্ষ হতে একটি কিতাব। এতে সব দোযখীদের নাম, তাদের বাপ-দাদাদের নাম ও বংশ পরিচয় রয়েছে। এদের শেষ ব্যক্তির নামের পরও সর্বমোট এখন করা হয়েছে। সুতরাং এতেও কখনও বেশি করা যাবে না এবং কমও করা যাবে না।

তখন সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, যদি ব্যাপার এমন চূড়ান্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আমাদের কি দরকার? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, তোমরা সত্য পথে থেকে ঠিকভাবে কাজ করতে থাক এবং আল্লাহর নৈকট্যলাভের চেষ্টা কর। কেননা, বেহেশতী ব্যক্তির অস্তিম কাজ বেহেশতীদের কাজই হবে, সে যে আমল করতে থাকুক না কেন। এভাবে দোযখী ব্যক্তির অস্তিম আমল দোযখীদের আমলই হবে, আগে সে যে আমল করেই থাকুন না কেন। অতপর রাসূল (স) নিজের দু হাতের দ্বারা ইশারা করলেন এবং কিতাব দুটিকে ফেলে দিয়ে বললেন, তোমাদের পরওয়ারদেগার আপন বান্দাদের কাজ সম্পূর্ণ নিষ্পন্ন করে ফেলেছেন। একদল বেহেশতে যাবে আর অপর দল দোযখে যাবে। - (তিরমিযী)

সব প্রচেষ্টা আল্লাহর তকদীরের অন্তর্গত

হাদীস : ৯১ ৷ হযরত আবু খোযামা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা যে মন্ত্র পাঠ করে থাকি বা কোনো ওষধি দিয়ে ওষধ করে থাকি অথবা কোনো উপায়ে আমরা যে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করি, তা কি তকদীরের কিছু প্রতিরোধ করতে পারে? রাসূল (স) বললেন, তোমাদের এসকল চেষ্টাও আল্লাহর তকদীরের অন্তর্গত। - (আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) ১২২১-২০

তকদীর নিয়ে তর্ক করা উচিত নয়

হাদীস : ৯২ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বের হয়ে আমাদের কাছে আসলেন, আমরা তখন তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক করছিলাম। এটা দেখে রাসূল (স) আমাদের উপর এত রাগ করলেন যে, রাগে রাসূল (স)-এর চেহারা মোবারক লাল হয়ে গেল, যেন তাতে আনারের দানা নিধড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অতপর রাসূল (স) বললেন, তোমাদের কি এটা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথবা আমি কি এটা নিয়ে তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি, তোমাদের পূর্বকালে লোকেরা তখনই ধ্বংস হয়েছে, যখন তারা এ বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। আমি তোমাদের কসম দিয়ে বলছি, পুনঃ কসম দিয়ে বলছি, সাবধান! এ বিষয় নিয়ে বিতর্ক করো না। - (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও এ অর্থের একটি হাদীস আমর ইবনে শোআয়ব হতে বর্ণনা করেছেন, যা তিনি তাঁর দাদার মাধ্যমে স্বীয় পিতা হতে)

আদম মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে

হাদীস : ৯৩ ৥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদমকে এক মুঠা মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা তিনি সমগ্র ভূপৃষ্ঠ হতে নিয়েছেন। অতএব, আদম সন্তানও মৃত্তিকার অনুসারে হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ কাল এবং কেউ এসকলের মধ্যবর্তী বর্ণের হয়েছে। এভাবে কেউ কোমল, কেউ কঠোর এবং কেউ অসৎ ও কেউ সৎ প্রকৃতির হয়েছে। -(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

সব মাখলুকাত অঙ্ককারে সৃষ্টি হয়েছে

হাদীস : ৯৪ ৥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা নিজ মাখলুকাতকে অঙ্ককারে সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি তাদের প্রতি নিজের নূর নিষ্ক্ষেপ করেন। সুতরাং যার প্রতি তাঁর এ নূর পৌঁছেছে সে সৎপথ লাভ করেছে, আর যার প্রতি তা পৌঁছেনি সে গোমরাহ হয়েছে। এজন্য আমি বলি; আল্লাহর রহম ও ইচ্ছা অনুসারে যা হওয়ার ছিল হয়ে গেছে। -(আহমদ ও তিরমিযী)

আল্লাহর ইচ্ছায়ই মানুষের ভাল-মন্দ

হাদীস : ৯৫ ৥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, প্রায়ই রাসূল (স) এ দোয়া করতেন-হে অন্তর পরিবর্তনকারী খোদা! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর মজবুত রাখ। একবার আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমরা আপনাকে এবং আপনি যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তাতে বিশ্বাস করেছি। আপনি কি আমাদের সম্পর্কে ভয় করেন? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, কেননা, সব অন্তরই আল্লাহ তায়ালায় আত্মশ্রদ্ধার দুটি আত্মশ্রদ্ধার মধ্যে রয়েছে। তিনি তা যেভাবে ইচ্ছা ঘুরিয়ে থাকেন। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর হাতে অন্তর শূন্য মাঠে পালকের মত

হাদীস : ৯৬ ৥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর হাতে মানুষের অন্তর যেমন ভূগশূন্য মাঠে একটি পালক, যাকে প্রবল বায়ু বুকে-পিঠে ঘুরিয়ে থাকে। -(আহমদ)

চারটি কথায় বিশ্বাস না করলে সে মুমিন নয়

হাদীস : ৯৭ ৥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোনো বান্দাই মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ না সে এ চারটি কথায় বিশ্বাস করে, ১. আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, এবং আমি আল্লাহর রাসূল। সত্যের সাথে তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন এই বিশ্বাস করে, ২. মৃত্যুতে বিশ্বাস করে, ৩. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে এবং ৪. তাকদীরে বিশ্বাস করে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

মুজরিয়্যা ও কাদরিয়াগণ মুসলমান নয়

হাদীস : ৯৮ ৥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের দু রকমের লোক, তাদের জন্য ইসলামের কোনো অংশ নেই, মুজরিয়্যা ও কাদরিয়া। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

তাকদীরে অবিশ্বাসীদের শাস্তি হবে

হাদীস : ৯৯ ৥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যেও 'খাসফ' ও 'মাসখ'-রূপ শাস্তি হবে, তবে এটা তাকদীরে অবিশ্বাসীদের মধ্যেই হবে। -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও এ অর্থের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন)

মাজুসীদের দেখতে যাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ১০০ ৥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কাদরিয়াগণ হচ্ছে এ উম্মতের মাজুসী। সুতরাং যদি তারা পীড়িত হয়, তাদের দেখতে যাবে না, আর যদি তারা মরে, তাদের জানাযায় হাজির হবে না। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

টীকা :

হাদীস নং : ৯৪ ৥ এখানে 'অঙ্ককার' অর্থ কল্পবৃত্তি, যা গোমরাহীর কারণ হয়ে থাকে। আর নূর অর্থ স্পষ্টবৃত্তি, যা আল্লাহর সৃষ্টিতে বিচ্যর-বিশ্লেষণ দিয়ে মানুষকে সত্যের দিকে নিয়ে যায়। এটাই অনেকের মত।

কাদরিয়াদের সাথে সব সংশ্লিষ্ট ত্যাগ করবে

হাদীস : ১০১ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কাদরিয়াদের সাথে উঠা বসা করবে না এবং তাদেরকে হাকিম বা সালিস নিযুক্ত করবে না। - (আবু দাউদ) **হাদীস - ১০১**

প্রত্যেক নবীর দোয়া কবুল হয়ে থাকে

হাদীস : ১০২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হয় ব্যক্তি, তাদের প্রতি আমি লানত করি এবং আল্লাহও তাদের প্রতি লানত করেন। আর প্রত্যেক নবীর দোয়া কবুল হয়ে থাকে। ১. যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবে অতিরিক্ত কিছু যোগ করে, ২. যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকদীর অবিশ্বাস করে, ৩. যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে জোর-জবরে ক্ষমতা দখল করে যে, আল্লাহ যাকে অপমানিত করেছেন যথা- কাকের, মুশরিক ও কাফের তাকে যেন সে সম্মান দান করতে পারে এবং আল্লাহ যাকে সম্মান দান করেছেন তাকে যেন অপমান করতে পারে। যথা মুসলমান ও বীনদার লোক, ৪. যে ব্যক্তির আল্লাহর হরম মক্কা এমন কাজ করে, যা সেখানে করা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন, ৫. আমার বংশের যে ব্যক্তি আল্লাহর কোনো হারাম করা কাজকে হালাল করে এবং ৬. যে ব্যক্তি আমার সুনত তরক্ক করে। - (বায়হাকী ও রযীন)

মৃত্যুর স্থান নির্দিষ্ট করা আছে

হাদীস : ১০৩ ॥ হযরত মাতার ইবনে উকামেস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ যখন তাঁর কোনো বান্দার কোনো নির্দিষ্ট স্থানে মৃত্যু অবধারিত করেন, তখন সে স্থানে যাওয়ার প্রতি তার কোনো আবশ্যিকতা সৃষ্টি করে দেন। - (আহমদ ও তিরমিযী)

মুমিনের সন্তানেরা পিতার উপর প্রতিষ্ঠিত

হাদীস : ১০৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূল্লাহ! মুমিনদের শিশু সন্তানদের কি হবে? রাসূল (স) জবাব দিলেন, তারা তাদের পিতাদেরই অন্তর্গত। আমি বললাম, কোনো নেক আমল ছাড়াই? রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ অধিক জানেন, তারা বেঁচে থাকলে যে কি আমল করত। আমি পুনঃ জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে কাকের-মুশরিকদের সন্তানদের কি হবে? রাসূল (স) বললেন, তারাও তাদের পিতাদেরই অন্তর্গত। আমি বললাম, কোনো আমল ছাড়াই রাসূল (স) বললেন, আল্লাহই অধিক জানেন, তারা বেঁচে থাকলে যে কি আমল করত। - (আবু দাউদ)

যে মেয়েকে জীবন্ত কবর দেয় সে দোষী

হাদীস : ১০৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে নারী নিজের মেয়ে-সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয় এবং যে মেয়েকে কবর দেওয়া হয়, উভয়ই দোষী। - (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মানুষের পাঁচটি বিষয় চূড়ান্ত হয়ে আছে

হাদীস : ১০৬ ॥ হযরত আবদুরদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাঁর প্রত্যেক বান্দার পাঁচটি বিষয় চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন, ১. তার জীবনকাল, ২. তার কাজ, ৩. তার অবস্থান বা মৃত্যুস্থান, ৪. তার চলাফেরা এবং ৫. তার রিয়ক। - (আহমদ)

তাকদীর সম্পর্কে প্রশ্ন করা উচিত নয়

হাদীস : ১০৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে তাকদীর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবে, কিয়ামতে তাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সে সম্পর্কে আলোচনা করবে না তা তাকে সে সম্পর্কে প্রশ্নও করা হবে না। - (ইবনে মাজাহ) **হাদীস - ১০৭**

তাকদীরে বিশ্বাস না করলে ইবাদত কবুল হয় না

হাদীস : ১০৮ ॥ তাবঈ হযরত আবু আবদুল্লাহ ইবনে দায়লামী (র.) বলেন, আমি একবার হযরত উবাই ইবনে কাব সাহাবীর (রা) কাছে পৌঁছলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত! তাকদীর সম্পর্কে আমার মনে একটা খটকা উদ্ভিত হয়েছে। আমাকে কিছু বলুন, আশা করি আল্লাহ তায়ালা আমার মনের সে খটকা দূর করে দিবেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা যদি তাঁর আসমানবাসী ও যমীনবাসী সব মাখলুককে শান্তি দিতে ইচ্ছা করেন, শান্তি দিতে পারেন, এতে তিনি তাদের প্রতি অন্যায়কারী সাব্যস্ত হবেন না। পক্ষান্তরে তিনি যদি তাদের সকলের প্রতিই রহমত করেন, তাহলে তার রহমত তাদের পক্ষে তাদের আমল হতে উৎকৃষ্ট হবে। সুতরাং যদি তুমি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহর রাস্তায় দান কর, তোমার থেকে তিনি তা গ্রহণ করবেন না, যতক্ষণ না তুমি তাকদীরে বিশ্বাস কর

আদমের বাম দিকের দল দোষে যাবে

হাদীস : ১১২ ৷ হযরত আবুদারদা (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, সৃষ্টির সময় আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন, তাঁর ডান কাঁধের উপর হাত মারলেন এবং ক্ষুদ্র পিপীলিকা দলের মতো সুন্দর চকচকে একদল আদম সন্তান বের করলেন। এভাবে তাঁর বাম কাঁধের উপর নিজের হাত মারলেন এবং কয়লায় মত কাল অপর একদল সন্তান বের করলেন। অতপর ডান দিকের দলকে নির্দেশ করে বললেন, এরা বেহেশতে যাবে। তাতে আমি কারও পরোয়া করি না। অতপর বাম দিকের দলকে নির্দেশ করে বললেন, এরা দোষী যাবে। এতেও আমি কারও পরোয়া করি না। কারণ, সবই আমার স্বত্বাধিকারীভুক্ত সুতরাং আমার যা ইচ্ছা তা করার মতো সঙ্গত অধিকার রয়েছে। -(আহমদ)

আল্লাহ দু মুঠো মাটি নিয়ে বললেন এরা বেহেশতী ও দোষী

হাদীস : ১১৩ ৷ তাবেরী হযরত আবু নাযরা (র.) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূল (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে আবু আবদুল্লাহ নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু শয্যায় তাঁর সহচরণগণ তাঁকে দেখতে আসলেন, তখন তিনি কাঁদছিলেন। তারা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেন কাঁদছেন? আপনাকে কি রাসূল (স) এ কথা বলেন নি যে, তোমার গোফকে খাটো করবে, অতপর সর্বদা এভাবে খাটো রাখবে যতক্ষণ না তুমি আমার সাথে মিলিত হবে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে আমি রাসূল (স)-কে একথাও বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তায়ালা আপন ডান হাতের এক মুঠো মাটি এবং অপর হাতের আর এক মুঠো মাটি বলেছেন, এরা বেহেশতের জন্য। আর এরা হবে দোষীদের জন্য। আর আমি কারও পরোয়া করি না। অথচ আমি জানি না যে, এ দু মুঠোর মধ্যে আমি কোনো মুঠার ছিলাম। -(আহমদ)

আল্লাহ প্রত্যেক মানুষ হতে অঙ্গীকার নিয়েছেন

হাদীস : ১১৪ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক রাসূল হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা নামান নামক স্থানে অর্থাৎ, আরাফাতে হযরত আদমের পিঠ হতে তাঁর সন্তানদের বের করে তাদের কাছ থেকে ওয়াদা গ্রহণ করেছেন। তিনি হযরত আদম (আ)-এর মেরুদণ্ড হতে তাঁর প্রত্যেক সন্তান-যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন-বের করেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকার মতো হযরত আদম (আ)-এর সামনে ছড়িয়ে দেন। অতপর মুখোমুখি হয়ে তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমি কি তোমাদের পরওয়ারদেগার নই? তারা উত্তর করলেন, হ্যাঁ, আমরা এতে সাক্ষী রইলাম। যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন এ কথা বলতে না পার যে, আমরা এ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম। অথবা তোমরা যেন একথা বলতে না পার যে, তোমাদের পূর্বপুরুষগণ আগেই মুশরিক হয়ে গিয়েছিল। আর আমরা তাদের পরবর্তী সন্তান ছিলাম। আমাদের বাতিলধর্মী পূর্বপুরুষরা যা করেছেন, তার জন্য কি তুমি আমার সর্বনাশ করবে? -(আহমদ)

প্রত্যেক মানুষ আল্লাহর কাছে ওয়াদায় আবদ্ধ

হাদীস : ১১৫ ৷ হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) আল্লাহ তায়ালায় এ আয়াত-

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ -

“যখন তোমার পরওয়ারদেগার আদম সন্তানদের পিঠ হতে তাদের সন্তানদের বের করবেন”। -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তায়ালা একত্রিত করলেন এবং তাদের বিভিন্ন রকম করে গড়তে ইচ্ছা করলেন, অতপর তাদের সেভাবে আকৃতি দান করলেন এবং তাদের কথা বলার শক্তি দিলেন। সুতরাং তারা কথা বলতে পারল, অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছ হতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন, এবং তাদেরকে নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষী করলেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তারা বলল, হ্যাঁ, অতপর আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি তোমাদের একথার উপর সাত আসমান ও সাত যমীনকে সাক্ষী করছি এবং তোমাদের উপর তোমাদের পিতা আদমকেও সাক্ষী করছি, তোমরা যেন কাল কিয়ামতের দিন এ কথা বলতে না পার, এটা আমরা জানতাম না। তোমরা জেনে রাখ যে, আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, এবং আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো প্রতিপালক নেই। সুতরাং তোমরা আমার সাথে কাউকে শরীক করবেন না। অতপর আমি তোমাদের প্রতি আমার রাসূলগণকে পাঠাব, তারা তোমাদেরকে আমার এ ওয়াদা-অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দিবেন। এছাড়া আমি তোমাদের প্রতি আমার কিতাবসমূহ নাযিল করব। তখন তারা বলল, আমরা ঘোষণা করছি যে, নিশ্চয়ই তুমিই আমাদের প্রভু ও আমাদের মাবুদ, তুমি ছাড়া আমাদের কোনো প্রভু নেই এবং তুমি ছাড়া আমাদের কোনো মাবুদ নেই, তারা এটা স্বীকার করল। অতপর হযরত আদম (আ)-কে তাদের

উপর উঠিয়ে ধরা হল, তিনি সকলকে দেখতে লাগলেন, তিনি দেখলেন, তাদের মধ্যে ধনী দরিদ্র, সুন্দর-অসুন্দর সকল রকমই রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এ রকম ভেদ দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! যদি তুমি এদের সকলকে সমান করতে? আল্লাহ বললেন, সকলের মধ্যে তাঁরা যেন বাতির মত-তাঁদের উপর আলো। তাঁরা রিসালাত ও নবুয়ত-এর কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষ অংগীকারেও আবদ্ধ হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালায় কালামে এরূপ রয়েছে-

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ إِلَى قَوْلِهِ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ

“অর্থাৎ, আমি যখন নবীদের কাছ থেকে তাদের অংগীকার গ্রহণ করলাম.....ঈসা ইবনে মরিয়মের কাছে হতেও” পর্যন্ত।

অতপর হযরত উবাই বলেন, সে সকল রূহের মধ্যে হযরত ঈসার রূহও ছিল। আল্লাহ তায়ালা তা হযরত মারইয়াম (আ)-এর প্রতি প্রেরণ করেছেন। হযরত উবাই হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, সে রূহ হযরত মারইয়াম (আ)-এর মুখ দিয়ে প্রবেশ করছিল। -(আহমদ) ১৬২০ — ১৬

তাকদীরে যা লেখা আছে তা হবেই

হাদীস : ১১৬ ৥ হযরত আবুদ্বারদা (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর কাছে ছিলাম এবং দুনিয়াতে যা কিছু হচ্ছে সে সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা যখন শুনবে যে, কোনো পাহাড় তার জায়গা হতে টলে গেছে তাতে তোমরা বিশ্বাস করতে পার, কিন্তু যখন শুনবে যে, কোনো লোক তার স্বভাব হতে টলে গেছে, তাতে বিশ্বাস করবে না। কারণ, সে সেই দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে যার উপর তার সৃষ্টি হয়েছে। -(আহমদ) ১৬২০ — ১৬

তাকদীরের নির্দিষ্ট কষ্ট ভোগ করতে হবে

হাদীস : ১১৭ ৥ উম্মুল মুমিনীর হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদিন তিনি রাসূল (স)-কে বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ (স)! আপনি যে বিষ মিশালো বকরীর গোশত খেয়েছিলেন বরাবর প্রত্যেক বছরই আপনাতে তার যন্ত্রণা পৌঁছে থাকে। রাসূল (স) বললেন, আমাতে তার কোনো কষ্টই পৌঁছে না। কিন্তু কেবল এটাই যা আমার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে, অথচ হযরত আদম (আ) তখন তাঁর মৃত্তিকাতে ছিলেন। -(ইবনে মাজাহ) ১৬২০ — ১৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

কবর আযাবে

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রত্যেক মানুষকে কবরে প্রশ্ন রা হবে

হাদীস : ১১৮ ৥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল্লাহ (স) বলেছেন, মুসলমান যখন করবে তাকে প্রশ্ন করা হয় তখন সে এ সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। এটাই আল্লাহর এই কালামের অর্থ-

يَشْبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالنُّقُولِ الثَّابِتِ فِي الْحَبْرِ دِينًا وَفِي الْأُخْرَةِ

“যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে কাণ্ডে সাবিত”-এর উপর অটল রাখেন।”

অপর এক সূত্রে রয়েছে-রাসূল (স) বলেছেন-

النُّقُولِ الثَّابِتِ يَشْبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

এ আয়াত আযাবে কবর সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। মুদাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার প্রভু কে? সে উত্তর করেন, আমার প্রভু আল্লাহ আর নবী হযরত মুহাম্মদ (স)। -(বোখারী ও মুসলিম)

টিকা :

হাদীস নং : ১১৮ ৥ ‘কাণ্ডে সাবিত’-এর আভিধানিক অর্থ ‘অটল কথা’। কুরআন মাজীদে এর অর্থ হচ্ছে কালেমা শাহাদাত। রাসূল (স) বলেছেন, এ আয়াত আযাবে-কবর সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, ‘আখেরাত’ এখানে ‘বরযখ’ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

অবশ্যই কবরে প্রশ্ন করা হবে

হাদীস : ১১৯ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন বান্দাকে তার কবরে রাখা হবে এবং তার সঙ্গীরা সেখান হতে ফিরতে থাকে, আর তখনও সে তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পায়। তার কাছে দুজন ফেরেশতা এসে পৌঁছেন এবং তাকে উঠিয়ে বসায়। অতপর রাসূল (স)-এর প্রতি ইশারা করে জিজ্ঞেস করেন, তুমি দুনিয়াতে এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা করত? মুমিন বান্দা তখন বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর রাসূল। তখন তাকে বলা হয়, এই দেখে নাও, দোযখে তোমার স্থান কেমন জঘন্য ছিল। আল্লাহ তায়ালা তোমার সে স্থানকে বেহেশতের স্থানের সাথে বদলিয়ে দিয়েছেন। তখন সে উভয় স্থানই দেখে কিন্তু মুনাফিক ও কাফের যখন তাদের প্রত্যেককে বলা হয়, দুনিয়াতে এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি ধারণা পোষণ করত? তখন সে বলে, আমি বলতে পারি না। মানুষ যা বলত আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হয়, তুমি তোমার বিবেক দিয়েও বুঝতে চেষ্টা করনি এবং পড়েও জানতে চেষ্টা করনি। অতপর তাকে লোহার হাড়ুড়ি দিয়ে কঠিনভাবে পিটান হতে থাকবে, এতে সে বিকটভাবে চীৎকার করতে থাকবে, যা জিন ও ইনসান ছাড়া তার নিকটস্থ সকলেই শুনতে পায়। -(বোখারী ও মুসলিম কিন্তু এখানে বোখারীর পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে)

প্রত্যেককের তার নির্দিষ্ট স্থান দেখান হয়

হাদীস : ১২০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মারা যায় প্রতি সকল-সন্ধ্যায় তার স্থান তার কাছে প্রকাশ করা হয়। সে যদি বেহেশতীদের অন্তর্গত হয়, তাহলে বেহেশতীদের স্থান, আর দোযখীদের অন্তর্গত হলে দোযখীদের স্থান এবং বলা হয় যে, এটা তোমার আসল স্থান। অতপর আল্লাহ তায়ালা তোমাকে কিয়ামতের দিন সেখান পাঠাবেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

কবর আযাব হতে পানাহ চাবে

হাদীস : ১২১ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদিন এক ইহুদী স্ত্রীলোক তাঁর কাছে এলো এবং কবর আযাবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলল, হে আয়েশা! আল্লাহ তোমাকে কবর আযাব হতে পানাহ দিন। অতপর হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-কে কবর আযাব সত্য কিনা জিজ্ঞেস করলে উত্তরে রাসূল (র.) বললেন, হ্যাঁ, কবর আযাব সত্য। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, অতপর আমি কখনও এভাবে দেখি নি যে, রাসূল (স) কোনো নামায পড়ছেন অথচ কবর আযাব হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছেন না।

রাসূল (স) অনেক বিষয় অবগত ছিলেন যা মানুষ জানত না

হাদীস : ১২২ ॥ হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রা) বলেন, রাসূল (স) এক সময় নাজ্জার গোত্রের একটি বাগানে তাঁর একটি খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। হঠাৎ খচ্চরটি লাফিয়ে উঠল এবং রাসূল (স)-কে প্রায় মাটিতে ফেলে দেয়ার উপক্রম করল। দেখা গেল, সেখানে ৫টি/৬টি কবর রয়েছে। তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, এ কবরবাসীদের কে চিনে? এক ব্যক্তি বলে উঠল, আমি চিনি! রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, এরা কবে মারা গেছে? সে উত্তর করল, শিরকের যমানায়। তখন রাসূল (স) বললেন, এই উম্মত তথা মানুষ তাদের কবরের মধ্যে পরীক্ষায় পড়ে। ভয়ে তোমরা মানুষকে কবর দেয়া ত্যাগ করবে, তা না হলে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম যেন তিনি তোমাদেরকেও কবর আযাব শুনান, যা আমি শুনতে পাই। অতপর রাসূল (স) আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা সকলে দোযখের আযাব হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। সকলে বলে উঠল, আমরা দোযখের আযাব হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই? রাসূল (স) বললেন, তোমরা কবর আযাব হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। তারা বলল, আমরা কবর আযাব হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি। যা প্রকাশ্যে আছে ও যা গোপন রয়েছে। পুনঃ রাসূল (স) বললেন, এবার তোমরা দাজ্জালের ফিতনা হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। সকলে বলল, আমরা দাজ্জালের ফিতনা হতেও আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মৃতকে কবরে রাখলে ফেরেশতা প্রশ্ন করে

হাদীস : ১২৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন মৃতকে কবরে রাখা হয়, তার কাছে নীল চক্ষুবিশিষ্ট দু জন কাল রংয়ের ফেরেশতা এসে হাজির হন। তাঁদের একজনকে বলা হয়, মুনকার আর অপরজনকে নাকীর তারা মৃতকে জিজ্ঞেস করে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? সে বলবে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তাঁরা বলেন, আমরা আগেই জানতাম তুমি এ কথাই বলবে। অতপর তার কবরকে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সত্তর (৭০ X ৭০) হাত প্রশস্ত করে দেওয়া হয় এবং সেখানে তার জন্য আলো ব্যবস্থা করা হয়। তারপর তাকে বলা হয়, ঘুমিয়ে থাক। তখন সে বলবে, না, আমি আমার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে চাই এবং তাদের সুসংবাদ দিতে চাই। ফেরেশতাগণ বলেন, তুমি

এখানে বাসরঘরের দুলার মতো ঘুমাতে থাক, যাকে তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ছাড়া আর কেউ ঘুম ভাঙাতে পারে না। যতক্ষণ না তাকে আল্লাহ তাকে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার এ শয্যাস্থান হতে উঠাবেন।

যদি মৃত ব্যক্তি মুনাফিক হয় তাহলে সে বলে, লোক তাঁর সম্পর্কে একটা কথা বলত গুনতাম, আমিও তাই বলতাম, কিন্তু আমি জানি না। তখন ফেরেশতাগণ বলেন, আমরা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, তুমি এ কথাই বলবে। অতপর যমীনকে বলা হয়, মিলিয়ে যাও তার উপর। সুতরাং যমীন তার উপর এমনভাবে মিলে যাবে, যাতে তার একদিনের হাড় অপর দিকে চলে যায়। সেখানে সে এভাবেই শান্তি ভোগ করতে থাকবে, যতক্ষণ না কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে তার এ স্থান হতে উঠাবেন। -(তিরমিযী)

কবরে মুমিনের কাছে দুজন ফেরেশতা আসে

হাদীস : ১২৪ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, বান্দার কাছে দুজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতপর তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রভু কে? সে উত্তর করে, আমার প্রভু আল্লাহ! অতপর তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার ধীন কি? সে বলে, আমার ধীন ইসলাম। পুনঃ জিজ্ঞেস করেন, এ যে লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে উত্তর করে, তিনি আল্লাহর রাসূল (স)। আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি ও তাকে সমর্থন করেছি। রাসূল (স) বলেন, এটা ই হল আল্লাহর এ কালামের অর্থ—

بَيَّنَّتْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

“যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে কাওলে সাবিত-এর উপর অটল রাখেন।”

রাসূল (স) বলেন, অতপর আকাশের দিক হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, আমার বান্দা যথাযথ বলেছে। সুতরাং তার জন্য বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। সুতরাং তার জন্য একটি দরজা খোলা হয়। রাসূল (স) বলেন, ফলে তার দিকে বেহেশতের স্নিগ্ধকর হাওয়া ও তার সুগন্ধি বইতে থাকে এবং ঐ দরজা তার সৃষ্টির সীমানা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়।

অতপর রাসূল (স) কাকেরদের মৃত্যুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন এবং বলেন, তার রুহকে তার শরীরে ফিরিয়ে আনা হয় এবং দুজন ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রভু কে? তখন সে উত্তর করে হয়! হয়! আমি কিছুই জানি না। পুনঃ জিজ্ঞেস করেন, এ যে লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে, হয়! হয়! আমি কিছুই জানি না। অতপর আকাশের দিক হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, সে মিথ্যা বলেছে, সুতরাং তার জন্য দোযখ হতে একটি বিছানা এনে দাও এবং তাকে দোযখের লেবাস পরিয়ে দাও। তদুপরি তার জন্য দোযখের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। রাসূল (স) বলেন, সুতরাং তার প্রতি দোযখের উদ্ভাপ ও লু হাওয়া আসতে থাকে। রাসূল (স) বলেন, এছাড়া তার প্রতি তার কবরকে এত সজ্জা করে দেয়া হয়, যাতে তার একদিকের পাঁজর অপর দিকের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যায়। অতপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হয়, যার সাথে একটি লোহার হাতুড়ী থাকে, যদি এ হাতুড়ী দিয়ে পাহাড়কে আঘাত করা হয়, পাহাড়ও নিশ্চয় ধুলামাটি হয়ে যাবে, অথচ সে ফেরেশতা তাকে এ হাতুড়ী দিয়ে সজোরে আঘাত করতে থাকেন, আর সে আওয়াজ পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত সব মাথলুকই শুনতে পায়। -সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে মিশে যায়; অতপর পুনঃ তাতে রুহ ফেরত দেয়া হয়। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

আখেরাতের মঞ্জিলসমূহের মধ্যে কবর প্রথম মঞ্জিল

হাদীস : ১২৫ ॥ হযরত ওসমান (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি যখন কোনো কবরের কাছে দাঁড়াতে, কেঁদে ফেলতেন, যাতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, হযরত! আপনি বেহেশত ও দোযখের কথা স্মরণ করেন, অথচ তাতে কাঁদেন না; আর এখন এ কবর দেখে কাঁদছেন? তিনি উত্তর করলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, আখেরাতের মঞ্জিলসমূহের মধ্যে কবর হচ্ছে প্রথম মঞ্জিল। যদি কেউ তা হতে মুক্তি লাভ করতে পারে, পরের মঞ্জিলসমূহ তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। আর যদি তা হতে মুক্তি লাভ করতে না পারে, তাহলে পরের মঞ্জিলগুলি আরও কঠিন হয়ে পড়ে। অতপর তিনি বলেন, রাসূল (স) এও বলেছেন যে, আমি এমন কোনো জঘন্য স্থান দেখি নি যা হতে কবর জঘন্যতর নয়। -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

মৃতের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করতে হয়

হাদীস : ১২৬ ॥ হযরত ওসমান (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূল (স) যখন মৃতের দাফন করে অবসর গ্রহণ করতেন, সেখানে দাঁড়াতে এবং উপস্থিত সকলকে বলতেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফেরাত চাও এবং দোয়া কর, যেন আল্লাহ এখন তাকে ঈমানের উপর দৃঢ় রাখেন। কেননা, এখনই তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। -(আবু দাউদ)

কবরে নিরানক্বাটি সাপ হাজির হবে

হাদীস : ১২৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, হযরত রাসূল (র.) বলেছেন, কাফেরদের জন্য তার কবরে নিরানক্বাটি সাপ নির্ধারণ করা হয়, যেগুলো তাকে কিয়ামত কায়াম হওয়া পর্যন্ত কামড়াতে ও দংশন করতে থাকবে। যদি সে সকলের একটা সাপ যমীনে নিঃশ্বাস ফেলে, তাহলে যমীনে কখনও তৃণ জন্মাবে না। -(দারেমী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাদীস - ১২৮

নেক ব্যক্তির জন্যও কবর সংকীর্ণ হয়

হাদীস : ১২৮ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, হযরত সাদ ইবনে মুয়ায যখন ইন্তেকাল করেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে তাঁর জানাযায় হাজির হলাম। রাসূল (স) কর্তৃক জানাযা পড়ার পর তাকে যখন কবরে রাখা হল ও মাটি সমান করে দেয়া হল, তখন রাসূল (রা) সেখানে দীর্ঘ সময় আত্মাহর তাসবীহ পাঠ করলেন, আমরাও তাঁর সাথে দীর্ঘ সময় তাসবীহ পাঠ করলাম। অতপর তিনি তাকবীর বললেন। আমরা তাকবীর বললাম। এসময় রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূল্লাহ! কেন আপনি এমন তাসবীহ ও তাকবীর বললেন? রাসূল (স) বলেন, এ নেক ব্যক্তির পক্ষে তার কবর অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এতে আত্মাহ তায়াল্লা তার কবরকে প্রশস্ত করে দিলেন। -(আহমদ) হাদীস - ১২৮

হযরত সাদ (রা)-এর মৃত্যুতে আত্মাহর আরশ কেঁদেছিল

হাদীস : ১২৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, এ সাদ সে ব্যক্তি, যার মৃত্যুতে আত্মাহর আরশ কেঁপেছিল। যার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়েছিল এবং যার জানাযাতে সত্তর হাজার ফেরেশতা হাজির হয়েছিল, কিন্তু তার কবরও অতিশয় সংকীর্ণ করা হয়েছিল, অবশ্য পরে প্রশস্ত হয়। -(নাসাঈ)

মানুষ কবরে ফিতনায় পতিত হবে

হাদীস : ১৩০ ॥ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং মানুষ যে কবরে ফিতনায় পড়ে থাকে, সে সম্পর্কে রাসূল (স) যখন অবস্থা বর্ণনা করলেন, মুসলমানগণ ভয়ে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। বুখারী এ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু নাসাঈ এ কথাগুলো বৃদ্ধি করেছেন। অতপর হযরত আসমা বলেন, তাদের চীৎকার আমার পক্ষে রাসূল (স)-এর কথা বুঝতে বাঁধা দিচ্ছিল। যখন তাদের চীৎকার থেমে গেল, আমি আমার নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, ওহে! আত্মাহ তোমার কল্যাণ করুন। রাসূল (স) শেষের দিকে কি বলেছেন? সে উত্তরে বলল, তিনি বলেছেন, আমার উপর আত্মাহর ওহী এসেছে যে, তোমরা কবরে ফিতনায় পড়বে, প্রায় দাজ্জালের ফিতনার মতো।

নামাযী ব্যক্তি কবরে নামায পড়তে চাবে

হাদীস : ১৩১ ॥ হযরত জাবের (রা) হযরত রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন মৃতকে কবরে রাখা হয়, তার কাছে মনে হয় যেন সূর্য অস্তাচলে। তখন সে তার চক্ষুদ্বয় মুছতে মুছতে উঠে বসে এবং বলে যে, আমাকে ছাড়, আমি নামায পড়ব। -(ইবনে মাজাহ)

মৃত মুমিন ব্যক্তি কবরে ভয় পায় না

হাদীস : ১৩২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, মৃত কবরে পৌঁছে নেক ব্যক্তি ভয়-ভীতিহীন ও মন্দের ভাবনামুক্ত হয়ে উঠে বসে। অতপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কোনো দীনে ছিলে? তখন সে বলে, আমি দীন ইসলামে ছিলাম। অতপর জিজ্ঞেস করা হয়, এ ব্যক্তি কে? সে বলে, ইনি হযরত মুহাম্মদ (স) আত্মাহর রাসূল। আত্মাহর পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহকারে তিনি আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং আমরাও তাকে সত্যবাদী বলে মনেছিলাম। পুনঃ তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি আত্মাহকে দেখেছ কি? সে উত্তর করে, দুনিয়াতে আত্মাহকে দেখা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। অতপর তার জন্য দোষখের দিকে একটি ছিদ্রপথ খুলে দেওয়া হয়। সে তার দিকে নজর করে এবং দেখে যে, আগুনের ফুলকিসমূহ একে অন্যকে দলিত-মথিত করে তোলপাড় করছে। তখন তাকে বলা হয়, দেখ! তোমাকে কেমন বিপদ হতে আত্মাহ রক্ষা করেছেন। অতপর তার জন্য বেহেশতের দিকে একটি ছিদ্রপথ খুলে দেয়া হবে। তখন সে তার সৌন্দর্য এবং তাতে যা রয়েছে, তার প্রতি নজর করে। তারপর তাকে বলা হয়, এটা তোমার স্থান। কেননা, তুমি দুনিয়ায় ঈমানের সাথে ছিলে এবং ঈমানের সাথেই মরেছ। ইনশাআল্লাহ, এ ঈমানের সাথেই তুমি কিয়ামতের দিন উঠবে, পক্ষান্তরে বদ ব্যক্তি তার কবরের মধ্যে উঠে বসে ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিব্রত হয়ে অতপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কোন দীনে ছিলে? সে উত্তর করে, আমি কিছুই জানি না। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, এ ব্যক্তি কে? সে উত্তর করে, তার সম্পর্কে মানুষকে যা বলতে শুনেছি আমিও তাই বলেছি। এরপর তার জন্য দোষখের দিকে একটি পথ করে দেয়া হয়, সে তার প্রতি নজর করে এবং দেখে যে, আগুনের ফুলকিসমূহ এসে অন্যকে দলতি মথিত করে তোলপাড় করছে। তখন তাকে বলা হয়, এটাই তোমার স্থান। তুমি সন্দেহের উপর ছিলে। সন্দেহের উপরই মরেছ। এ সন্দেহের উপরই কিয়ামতের দিন তোমাকে উঠান হবে। -(ইবনে মাজাহ)

সপ্তম অধ্যায়

কিতাব ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঘুমের মাঝেও রাসূল (স)-এর অন্তর জাগ্রত থাকত

হাদীস : ১৩৩ ৥ জাবির (রা) বলেন, একদিন একদল ফেরেশতা রাসূল (স)-এর কাছে আসলেন। রাসূল (স) তখন ঘুমাচ্ছিলেন। ফেরেশতাগণ পরস্পরে বললেন, তোমাদের এই যে দোস্ত, তাঁর একটি উদাহরণ রয়েছে। তাঁকে উদাহরণটি বলো। তখন একজন বললেন, তিনি তো এখন নিদ্রিত! অন্যজন বললেন, তাঁর চক্ষু নিদ্রিত হলেও তাঁর অন্তর জাগ্রত। তখন তাঁদের আরেকজন বললেন, তাঁর উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি একটি ঘর প্রস্তুত করে এবং তাতে যোয়াফত তৈরি করে রেখেছেন। অতপর একজন আহ্বায়ক পাঠালেন। এখন যে আহ্বায়কের আহ্বানে সাড়া দিল, সে ঘরে প্রবেশ করতে পারল এবং খেতেও পেল। আর যে আহ্বায়কের আহ্বানে সাড়া দিল না, সে ঘরে প্রবেশ করতে পারল না এবং খেতেও পেল না। অতপর তাঁরা পরস্পরে বললেন, তাঁকে এ উদাহরণের তাৎপর্য বলে দাও। যাতে তিনি তা বুঝতে পারেন। এবারেও একজন বললেন, তিনি তো নিদ্রিত। অপরজন বললেন, তাঁর চক্ষু নিদ্রিত হলেও তাঁর অন্তর জাগ্রত। তাঁরা বললেন, ঘরাট হুছে বেহেশত আর আহ্বায়ক হচ্ছেন মুহাম্মদ (স)। সুতরাং যে মুহাম্মদের বাধ্যতা স্বীকার করল, সে আল্লাহর বাধ্যতা স্বীকার করল। আর যে মুহাম্মদের অবাধ্য হলো সে আল্লাহর অবাধ্য হলো। এক কথায় মুহাম্মদ (স) হচ্ছেন মানুষের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণকারী মানদণ্ড। -(বোখারী)

রাসূল (স)-এর সকল গোনাহ ক্ষমা করা হয়েছে

হাদীস : ১৩৪ ৥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য তিন ব্যক্তি রাসূল (স)-এর স্ত্রীদের কাছে আসলেন। যখন রাসূল (স)-এর ইবাদতের অবস্থা তাদের বলা হলো, তারা যেন তাকে কম মনে করল এবং বলল, রাসূল (স)-এর সাথে আমাদের তুলনা কোথায়? যার সকল গোনাহ আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দিয়েছেন? অতপর তাদের একজন বলল, আমি কিন্তু সবসময় সারারাত নামায পড়ি। অপরজন বলল, আমি সবসময় রোযা রাখি, কখনও বিয়ে করব না। এমন সময় রাসূল (স) তাঁদের কাছে এসে পৌঁছলেন এবং বললেন, তোমরাই নাকি সেসব লোক, যারা এ সকল কথা বলেছে? আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের অপেক্ষা বেশি পরহেযগারী। এ সত্ত্বেও আমি কোনোদিন রোযা রাখি আর কোনদিন রোযা ছেড়ে দেই এবং নামাযও পড়ি, ঘুমিয়েও থাকি। আমি বিবাহও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ সে আমার অনুসারী নয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

ধর্মে নতুন কথা অগ্রহণযোগ্য

হাদীস : ১৩৫ ৥ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এ ধীন সম্পর্কে কোনো নতুন কথা সৃষ্টি করেছে যা ধর্মে নেই, তার সে কথা অগ্রহণযোগ্য। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর বাণীই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী

হাদীস : ১৩৬ ৥ জাবির (রা) বলেন, রাসূল (রা) বলেছেন, নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী হচ্ছে আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে মুহাম্মদ (স)-এর পন্থা। সর্বনিকট বিষয় হচ্ছে যা ধীন সম্পর্কে মনগড়াভাবে নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই গোমরাহী। -(মুসলিম)

আল্লাহর কাছে তিন ব্যক্তি যুগিত

হাদীস : ১৩৭ ৥ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে যুগিত। (১) যে ব্যক্তি মক্কার হেরমে নিষিদ্ধ বা গোনাহর কাজ করে। (২) যে ব্যক্তি ইসলামে থেকে ইসলাম পূর্ব জাহেলিয়াত যুগের পথ অনুসরণ করে এবং (৩) যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে নিছক রক্তপাতের মানসেই বিচারকের কাছে কোনো মুসলমানের রক্ত চায়। -(বোখারী)

সকল উম্মত বেহেশতে যাবে

হাদীস : ১৩৮ ৥ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার সকল উম্মতই বেহেশতে যাবে, যে বেহেশতে যেতে অসম্মত সে ছাড়া। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কে অসম্মত? তিনি বললেন, যে আমার বাধ্যতা স্বীকার করেছে সে বেহেশতে যাবে এবং অবাধ্য হয়েছে সে বেহেশতে যেতে অসম্মত। -(বোখারী)

রাসূল (স) যা করতেন মানুষের তা করা উচিত

হাদীস : ১৩৯ ৷ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) একটি কাজ করলেন এবং তা করার জন্য অন্যদেরও অনুমতি দিলেন। এতদসত্ত্বেও কতক লোক তা হতে বিরত রইল। এ সংবাদ রাসূল (স)-এর কানে পৌঁছলে তিনি খোতবা দিলেন এবং প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন অতপর বললেন, সে সকল লোকের কি হল, যারা আমি যে কাজ করি তা হতে বিরত থাকে? আল্লাহর কসম! তাদের হতে আমি আল্লাহ তায়ালাকে অধিক জানি এবং তাদের হতে আমি তাঁকে অধিক ভয় করি। সুতরাং যে কাজ করতে আমি বিধিবোধ করি না, তারা তা করতে বিধিবোধ করবে কেন? -(বোখারী ও মুসলিম)

মদীনার লোকের খেজুর গাছে তাবীর করত

হাদীস : ১৪০ ৷ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) যখন মদীনায় আসলেন, তখন মদীনার লোকেরা খেজুর গাছে তাবীর করছিল। রাসূল (স) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এমন কেন করছ? তারা উত্তরে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমরা বরাবরই এমন করে আসছি। রাসূল (স) বললেন, মনে হয় তোমরা এমন না করলেই উত্তম হত। সুতরাং তারা তা ত্যাগ করল। কিন্তু তাতে ফলন কম হল। সুতরাং তারা তা ত্যাগ করল। কিন্তু তাতে ফলন কম হল। লোকেরা রাসূল (স)-এর কাছে বললেন। তখন রাসূল (স) বললেন, আমি একজন মানুষই। আমি যখন তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে তোমাদেরকে কোনো বিষয়ে নির্দেশ দেই, তখন তা তোমরা গ্রহণ করবে, আর আমি যখন আমার নিজের মত অনুসারে তোমাদেরকে কোন বিষয়ে নির্দেশ দেই, তখন মনে করো যে, আমিও একজন মানুষ। -(মুসলিম)

নবী রাসূলদেরকে সত্য সহকারে খেয়াল করা হয়

হাদীস : ১৪১ ৷ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার এবং যে বিষয় নিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ যেমন এক ব্যক্তি তার জাতির কাছে এসে বলল, হে আমার জাতি! আমি আমার এ দু চোখে শত্রু-সৈন্য দেখে এসেছি এবং আমি হচ্ছি তোমাদের জন্য একজন উলঙ্গ সতর্ককারী; শীঘ্র কর! এটা শুনে তার জাতির একদল তার কথা মানল এবং রাতারাতিই চলে গেল। তাতে তারা ধীর-সুস্থে যেতে পারল এবং মুক্তি পেল। আর অপর দল তাকে মিথ্যুক ঠাওরাল এবং ভোর পর্যন্ত নিজেদের স্থানে রয়ে গেল। ভোরে হঠাৎ শত্রু-সৈন্য তাদের উপর আপতিত হল এবং তাদেরকে ধ্বংস ও সমূলে বিনষ্ট করে দিল। এটা হল সে ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার বাধ্যতা স্বীকার করেছে ও আমি যা এনেছি তার অনুসরণ করেছে এবং সে ব্যক্তির উদাহরণ, যে আমার অবাধ্য হয়েছে ও আমি যে সত্য তাদের কাছে এনেছি, তাকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) মানুষকে আশুন হতে বাঁচাবেন

হাদীস : ১৪২ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উদাহরণ সে ব্যক্তির মতো যে আশুন জ্বালাল এবং যখন আশুন তার চারদিক আলোকিত করল, পতঙ্গসমূহ ও ঐ সকল কীট, যারা আশুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, দলে দলে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল আর সে তাদের বাঁধা দিতে লাগল। কিন্তু তারা তাকে পরাস্ত করে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। আমিও তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে আশুন হতে টানছি আর তোমরা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছ। ইমাম বোখারী এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিমও সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনের সাথে এ পর্যন্ত একইরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি শেষের দিকে কিছু বাড়িয়ে এরূপ বলেছেন, অতপর রাসূল (স) বলেন, এটাই আমার ও তোমাদের উদাহরণ। আমি তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে আশুন হতে টানছি এবং বলছি, এসো আমার দিকে এবং দূরে থাক আশুন হতে, এসো আমার দিকে এবং দূরে থাক আশুন হতে। কিন্তু তোমরা আমাকে পরাস্ত করে আশুনে ঝাঁপিয়েছ। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ রাসূল (স)-কে হেদায়েত ও ইলম সহকারে পাঠিয়েছেন

হাদীস : ১৪৩ ৷ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়াল আমাকে যে হেদায়েত ও ইলম সহকারে পাঠিয়েছেন, তার উদাহরণ হচ্ছে মুহলধারায় বৃষ্টি, যা কোনো ভূখণ্ডে পরছে। সে ভূখণ্ডের এক অংশ ছিল কঠিন ও গভীর, যা পানি আটকিয়ে রেখেছে, যা দিয়ে আল্লাহ লোকের উপকার সাধন করেছেন-লোক তা পান করেছে, পান করিয়েছে এবং তা দিয়ে খেত-কৃষি করেছে। আর কতক বৃষ্টি ভূমির এমন অংশে পড়েছে, যা সমতল কঠিন, পানি আটকিয়েও রাখে না অথবা ঘাস-পাতাও জন্মায় না। এ সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে এবং যা সহকারে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন তা তার উপকার সাধন করেছে সে তা শিক্ষা করেছে ও শিক্ষা দিয়েছে এবং সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে তার দিকে মাথা তুলে দেখে নি এবং আল্লাহর যে হেদায়েত আমার প্রতি পাঠানো হয়েছে তা কবুলও করেনি। -(বোখারী ও মুসলিম)

কুরআনের মোতাশাবে আয়াত অনুসরণ করা উচিত নয়

হাদীস : ১৪৪ ৷ ঈমুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন-তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন যার কতক আয়াত মোহকাম কিন্তু জ্ঞানীগণ ব্যতীত কেউ তা হতে উপদেশ গ্রহণ করে না পর্যন্ত।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর রাসূল (স) বলেন, যখন তুমি দেখবে মুসলিমের বর্ণনায় তোমরা দেখবে সে সকল লোককে, যারা কুরআনের মোতাশাবেহ আয়াতের অনুসরণ করছে এরাই সে সকল লোক আল্লাহ যাদের নাম করেছেন, সুতরাং তাদের হতে সতর্ক থাকবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর দফতর দিয়ে তর্ক করতে নেই

হাদীস : ১৪৫ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, একদিন দুপুর বেলায় আমি হযরত রাসূল (স)-এর দরবারে গৌঁছলাম। তখন রাসূল (স) দুজন লোকের স্বর শুনলেন, তারা একটি আয়াত সম্পর্কে বাদানুবাদ করছে। একথা শুনে রাসূল (স) আমাদের কাছে বের হয়ে আসছেন, তখন তাঁর চেহারা যন্ত্রোদের ভাব। তিনি বললেন, তোমাদের আগে যে সকল লোক ধ্বংস হয়েছে, তারা আল্লাহর কিতাবে এভাবে বাদানুবাদ করার দরুনই ধ্বংস হয়েছে। -(মুসলিম)

রাসূল (স)-কে আজ্ঞা বাজ্ঞে প্রশ্ন করা জায়েয নেই

হাদীস : ১৪৬ ৷ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় অপরাধী হল সেই যে এমন বিষয়ে নবীকে প্রশ্ন করেছ, যা মানুষের জন্য আগে হারাম ছিল না, কিন্তু তার প্রশ্নের দরুন হারাম করা হল। -(বোখারী ও মুসলিম)

শেষ যমানায় অনেক মিথ্যুক দাজ্জাল হবে

হাদীস : ১৪৭ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শেষ যমানায় কতক মিথ্যুক দাজ্জাল হবে, তারা তোমাদের কাছে এমন সব কথা উপস্থিত করবে, যা না কখনও তোমরা শুনেছ, না তোমাদের বাপ-দাদারা শুনেছে। খবরদার! তাদের হতে দূরে থাকবে, যাতে তারা তোমাদের গোমরাহ করতে বা বিপদে ফেলতে না পারে। -(মুসলিম)

আহলে কিতাবদের সত্য ও মিথ্যা কোনটাই বলা যাবে না

হাদীস : ১৪৮ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আহলে কিতাবগণ তাওরাত কিতাব হিব্রু ভাষায় পাঠ করত এবং মুসলমানদের তা আরবী ভাষায় বুঝাত। রাসূল (রা) বলেছেন, আহলে কিতাবদের সমর্থনও করবে না এবং তাদেরকে মিথ্যুকও মনে করবে না। এতে যা অবিকৃত রয়েছে তা সত্য ও সমর্থনযোগ্য, আর যা তারা নিজেরা সংযোজন করেছে তা মিথ্যা ও অসমর্থনযোগ্য। সুতরাং তোমরা তাদের বল, আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করেছি। আর যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, আয়াতের শেষ পর্যন্ত। -(বোখারী)

শোনা কথা যাচাই না করে বলা মিথ্যার সমতুল্য

হাদীস : ১৪৯ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে বলবে। -(মুসলিম)

প্রত্যেক নবীর সাহাবী ছিলেন

হাদীস : ১৫০ ৷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমার আগে আল্লাহ তায়ালা এমন কোনো নবীকে তাঁর উম্মতের মধ্যে পাঠননি, যার উম্মতের মধ্যে তাঁর কোনো 'হাওয়ারী' বা সাহাবী দল ছিলেন না, তাঁরা সুনুতের সাথে আমল করতেন ও তাঁর হুকুমের অনুসরণ করতেন। অতঃপর এমন লোকেরা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হল, যারা অন্যদের তাই বলত যা নিজেরা করত না আর করত তাই যার আদেশ তাদেরকে দেয়া হয়নি। অতঃপর, যে নিজের হাতের দ্বারা তাদের সাথে জিহাদ করবে, সে পূর্ণ মুমিন আর যে মুখ দিয়ে তাদের সাথে জিহাদ করবে সেও মুমিন। আর সে অন্তর দিয়ে জেহাদ করবে সেও মুমিন। আর এরপর এক সরিষাদানা পরিমাণও ঈমান নেই। -(মুসলিম)

মানুষকে সৎ পথের দিকে আহ্বান করতে হয়

হাদীস : ১৫১ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে সৎ পথের দিকে ডাকে, তার জন্যও সে পরিমাণ সওয়াব রয়েছে যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে, অথচ তা তাদের সওয়াবের কোনো অংশকেই কমাতে না, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কাউকে গোমরাহীর দিকে ডাকে তার জন্যও সে পরিমাণ গোনাহ রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে, অথচ এতে তাদের গোনাহর একটুও কমাতে না। -(মুসলিম)

ইসলাম প্রবাসীর মতো প্রকাশ পাচ্ছে

হাদীস : ১৫২ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইসলাম প্রবাসীর মতো শুরু হয়েছে এবং এটা সেভাবে প্রত্যাবর্তন করবে, যেভাবে শুরু হয়েছে। সুতরাং প্রবাসীদের জন্য সুসংবাদ। -(মুসলিম)

ইসলাম মদীনার দিকে ফিরে যাবে

হাদীস : ১৫৩ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, (স) বলেছেন, ইসলাম মদীনার দিকে ফিরে আসবে যেভাবে সাপ তার গর্তের দিকে ফিরে আসে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-কে ফেরেশতাগণ স্বপ্ন দেখালেন

হাদীস : ১৫৪ ৷ হযরত রবীয়া জোরশী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে কতক ফেরেশতা আসলেন এবং

তাঁকে বললেন, আপনার চোখ ঘুমাতে থাকুক, আপনার কান শুনতে থাকুক এবং আপনার অন্তর বুঝতে থাকুক। রাসূল (স) বলেন, অতপর আমার চোখ দুটি ঘুমাতে, আমার কান দুটি শুনতে এবং আমার অন্তর বুঝতে। অতপর রাসূল (স) বলেন, তখন আমাকে বলা হল—একজন মহৎ ব্যক্তি একটি ঘর তৈরি করলেন এবং তাতে যেয়াফতের আয়োজন করলেন। অতপর লোকদেরকে একজন আহ্বানকারী পাঠালেন। তখন যে ব্যক্তি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিল, সে ঘরে প্রবেশ করতে পারল, খেতেও পেল। আর গৃহস্থানীও তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আহ্বায়কের আহ্বানে সাড়া দিল না, সে ঘরে প্রবেশ করতেও পারল না, খেতেও পেল না এবং গৃহস্থানীও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। অতপর ফেরেশতাগণ বললেন, গৃহস্থানী হলেন আল্লাহ, আহ্বানকারী হলেন মুহাম্মদ (স), ঘর হল ইসলাম এবং যেয়াফত হল বেহেশত। **মহফ — ২১**

আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (স)-এর হাদীস অনুসরণ করতে হবে

হাদীস : ১৫৫ ॥ হযরত আবু রাফে (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তোমাদের কাউকেও যেন এভাবে না দেখি সে তার গদিতে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে, আর তার কাছে আমার আদেশাবালীর কোনো একটি আদেশ পৌঁছবে যাতে আমি কোনো বিষয় আদেশ করেছি অথবা কোনো বিষয় নিষেধ করেছি, তখন সে বলবে, আমি এসব কিছু জানি না, আল্লাহর কিতাবে যা পাব তারই অনুসরণ করব। —(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। আর বায়হাকী দালায়েলুন নবুওয়তে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানতে হবে

হাদীস : ১৫৬ ॥ হযরত মেকদাম ইবনে মাদীকারাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জেনে রাখ! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে তার অনুরূপও। জেনে রাখ! এমন এক সময় এসে পৌঁছবে, যখন কোনো উদারপূর্ণ বড় লোক তার গদিতে বসে বলবে, তোমরা শুধু এ কুরআনকেই গ্রহণ করবে, তাতে যা হালাল পাবে তাকে হালাল জানবে এবং তাতে যা হারাম পাবে তাকেই হারাম মনে করবে। অথচ রাসূল (স) যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারই অনুরূপ। জেনে রাখ! গৃহপালিত গাধা তোমাদের জন্য হালাল নয়। এবং ছেদন দাঁতওয়ালা কোনো হিংস্র পশুও হালাল নয়। এরূপে সন্ধিতে আবদ্ধ অমুসলমানদের হারাম বস্ত্রও তোমাদের পক্ষে হালাল নয়, অবশ্য সে যদি তা ধারই না ধারে। যখন কোনো লোক কোনো জাতির কাছে আপত্তক হিসেবে পৌঁছে, তখন তাদের উচিত তার আতিথ্য করা। যদি তারা না করে তাহলে তাদের কষ্ট দিয়ে হলেও তার আতিথ্য পরিমাণ জিনিস আদায় করার অধিকার তার রয়েছে। —(আবু দাউদ। দারেমী ও এ আর্থের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এভাবে ইবনে মাজাহও যা আল্লাহ হারাম করেছেন তার অনুরূপ শব্দ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।)

হাদীস মূলত আল্লাহর বাণী

হাদীস : ১৫৭ ॥ হযরত ইরবায় ইবনে সারিয়া (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার গদিতে ঠেস দিয়ে একথা মনে করে যে, আল্লাহ যা এ কুরআনে হারাম করেছেন তা ব্যতীত তিনি আর কিছুই হারাম করেন নি? তোমরা জেনে রাখ, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, নিশ্চয় আমি তোমাদের অনেক বিষয় আদেশ দিয়েছি, উপদেশ দিয়েছি এবং অনেক বিষয় নিষেধ করেছি, আমার এরূপ বিষয়ও নিশ্চয়ই কুরআনের বিষয়ের সমান; বরং তা হতেও অধিক হবে। তোমরা মনে রাখবে যে, অনুমতি ব্যতীত তাহলে কিতাব যিম্মীদের বসতঘরে প্রবেশ করা, তাদের নারীদের প্রহার করা এবং তাদের ফল-শস্য খাওয়াকে আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেন নি, যদি তারা তাদের উপর নির্ধারিত কর আদায় করে দেয়। —(হাদীসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন, এর সনদে আশ আছ ইবনে শোবা মাঈছী সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়েছে।)

নেতার আদেশ পালন করতে হবে **মহফ — ২২, পৃ. ২১৬**

হাদীস : ১৫৮ ॥ হযরত ইরবায় ইবনে সারিয়া (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূল (স) আমাদের নামায পড়ালেন। অতপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে এমন মর্মস্পর্শী নসীহত করলেন, যাতে চোখসমূহ অশ্রু বর্ষণকারী এবং অন্তরসমূহ বিগলিত হল। এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠল ইয়া রাসূল্লাহ! এটা যেন বিদায় গ্রহণকারীর শেষ উপদেশ। আমাদের আরও কিছু উপদেশ দিন! তখন রাসূল (স) বললেন, তোমাদেরকে আমি আল্লাহকে ভয় করতে উপদেশ দিচ্ছি এবং শুনতেও অনুগত থাকতে উপদেশ দিচ্ছি, যদিও তিনি হাবশী গোলাম নন। আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অল্পদিনের মধ্যেই অনেক মতভেদ দেখবে, তখন তোমরা আমাব সুন্নতকে এবং খোলাফায় রাশেদীনের সুন্নতকে আঁকড়িয়ে ধরবে এবং তাকে দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ধরে থাকবে। অতএব, সাবধান! তোমরা নতুন কথা হতে বেঁচে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক নতুন কথাই বেদয়াত এবং প্রত্যেক বেদয়াতই গোমরাহী। —(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু শেযোক্ত দুজন হাদীসের প্রথমাংশে বর্ণিত রাসূল (স) কর্তৃক নামায পড়ানোর কথা বর্ণনা করেননি।

মানুষের চলার পথে শয়তান দাঁড়িয়ে থাকে

হাদীস : ১৫৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমাদের বুঝাবার জন্য রাসূল (স) একটি সরল রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা আল্লাহর রাস্তা, অতপর তার ডানে-বামে আরও কতক রেখা টানলেন এবং বললেন, এগুলোও রাস্তা, তবে এর প্রত্যেক রাস্তার উপরই একটা করে শয়তান দাঁড়িয়ে আছে, সে লোকদেরকে এর দিকে আহ্বান করে। অতপর রাসূল (স) এ আয়াত পাঠ করলেন—

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَأَتَّبِعُوا الْاِيَةَ .

“নিশ্চয়ই এটাই আমার সরল-সঠিক পথ তোমরা এটাই অনুসরণ করবে।” —(আহমদ, নাসাই ও দারেমী)

রাসূল (স)-এর পূর্ণ অনুসারী হতে হবে

হাদীস : ১৬০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোনো ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত না তার প্রবৃত্তি আমি যা এনেছি তার অধীন হয়। —(মুহীউস সুনান বাগাবী এটা শরহে সুনানহয় বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম নববী তাঁর আরবান্ধনে বলেছেন, এটা একটি সহীহ হাদীস, এসে আমি কিতাবুল হজ্জাতে সহীহ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছি।) ২২৫০-২৬

রাসূল (স)-এর সুন্নতসমূহ জারি রাখা উচিত

হাদীস : ১৬১ ॥ হযরত বেলাল ইবনে হারেস মুযানী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নতসমূহের এমন কোনো সুন্নতকে ফিন্দা করেছে, যা আমার পর পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছে, তার জন্য সে সকল লোকের সওয়াবের পরিমাণ সওয়াব রয়েছে, যারা এর সাথে আমল করবে, অথচ এটা তাদের সওয়াবের কোনো অংশ হ্রাস করবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো গোমরাহীর নতুন পথ সৃষ্টি করেছে, যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল রাজী নহেন, তার জন্য সে সকল লোকের গোনাহের পরিমাণ গোনাহ রয়েছে, যারা তার সাথে আমল করবে, অথচ তা তাদের গোনাহের কোনো অংশ হ্রাস করবে না। —(তিরমিযী। কিন্তু ইবনে মাজাহ এটা সাহাবী কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি তার দাদার মাধ্যমে স্বীয় পিতা হতে।) ২২৫০-২৮

ধর্ম প্রবাসীর মত যাত্রা শুরু করেছে

হাদীস : ১৬২ ॥ হযরত হযরত আমর ইবনে আওফ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দ্বীন হেজাযের দিকে ফিরে আসবে যেভাবে সাপ তার গর্তের দিকে ফিরে আসে এবং দ্বীন নিঃসঙ্গ প্রবাসীর মতো যাত্রা শুরু করেছে, আবার প্রত্যাবর্তন করবে, যেভাবে যাত্রা শুরু করেছিল। অতএব, সেসকল প্রবাসীর জন্য খোশখবরী রয়েছে, তারা সে সকল লোক, যারা আমার পর মানুষ যেসকল সুন্নতকে নষ্ট করে দিয়েছে সে সকলকে পুনঃ ঠিক করে নেয়। —(তিরমিযী) ২২৫০-২৯

বনী ইসরাঈল বাহান্তর দলে বিভক্ত

হাদীস : ১৬৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের যা হয়েছিল আমার উম্মতেরও ঠিক তাই হবে, যেভাবে এক পায়ের জুতা অপর পায়ের জুতার ঠিক সমান হয়। এমন কি, যদি তাদের মধ্যে এরূপ কেউ হতে থাকে যে নিজের মায়ের সাথে কুকাঁজ করেছিল, তারা হল আমার উম্মতের মধ্যেও সে লোক হবে, যে এমন কাজ করবে। এছাড়া বনী ইসরাঈল বিভক্ত হয়েছিল বাহান্তর দলে, আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে, তিয়াত্তর দলে। এদের সকল দলই দোষখে যাবে একদল ব্যতীত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ সেটি কোন দল? রাসূল (স) বললেন, যে দল আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর আছি তার উপর থাকবে। —(তিরমিযী এরূপ বর্ণনা করেছেন)

কিন্তু আহমদ ও আবু দাউদ হযরত মুয়াবিয়া (রা) হতে সমান পরিবর্তনের সাথে বর্ণনা করেন যে, বাহান্তর দল দোষখে যাবে, আর একদল বেহেশতে যাবে, সে দল হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত। ব্যাপার হল, আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকসকল বাহির হবে, যাদের সর্বশরীরে সে সকল প্রবৃত্তি অনুপ্রবেশ করবে যেভাবে জলাতন রোগ রোগীর সর্বশরীরে সঞ্চার করে। তার কোনো শিরা বা গ্রন্থি বাকী থাকে না, যাতে তা সঞ্চার করে না।

দল ত্যাগকারী জাহান্নামে যাবে

হাদীস : ১৬৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতকে, অপর বর্ণনা মতে—মুহাম্মদের উম্মতকে আল্লাহ তায়ালা কখনও গোমরাহীর উপর জমায়েত করবেন না। আল্লাহর হাত জামায়াতের উপর রয়েছে। যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে দোষখে যাবে।

বড় দলের অনুসরণ করতে হয়

হাদীস : ১৬৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বৃহত্তম দলের অনুসরণ করবে। কেননা, যে ব্যক্তি আলাদা হয়ে গেছে সে তা হতে আলাদা হয়ে দোষখে যাবে। —(ইবনে আবু আসিম কিতাবুস সুনানহতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনে মাজাহ এটাকে হযরত আনাস হতে বর্ণনা করেছেন।

কারো সাথে হিংসা বিদ্বেষ রাখা জায়েয নেই

হাদীস : ১৬৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাকে বললেন, বাবা! তুমি যদি এভাবে সকাল-সন্ধ্যা কাটাতে পার যে, তোমার অন্তরে কারও জন্য হিংসা বিদ্বেষ নেই, তবে তাই কর। অতপর রাসূল (স) বললেন, বাবা! এটা আমার সুন্নতের অন্তর্গত এবং যে আমার সুন্নতকে ভালবাসে সে আমাকেই ভালবাসে, আর যে আমাকে ভালবাসবে সে বেহেশতে আমার সাথে থাকবে। -(তিরমিযী) **মুহঃ ২০ - ২৬, সি.এ-৪৫৬৫**

সুন্নতকে আকড়িয়ে ধরে রাখতে হবে

হাদীস : ১৬৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মত বিগড়িয়ে যাওয়ার কালে আমার সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে, তার জন্য একশত শহীদের সওয়াব রয়েছে। -(বায়হাকী এটাকে কিতাবুজ জেহাদে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ইবনে আব্বাস হতে আবু হুরায়রা হতে নয়) **মুহঃ ২০ - ২৭**

হযরত মুসা (আ)-কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সি.এ-৬২৮

হাদীস : ১৬৮ ॥ হযরত হযরত জাবের (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন, একদিন হযরত ওমর (রা) রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আমরা ইহুদীদের কাছে তাদের অনেক ধর্মীয় কাহিনী শুনে থাকি, যা আমাদের কাছে অতি চমৎকার বোধ হয়, তা কিছু লিখে রাখার জন্য আপনি আমাদেরকে অনুমতি দেন কি? রাসূল (স) বললেন, তোমরাও কি দ্বিধাগ্রস্থ রয়েছে, যেভাবে ইহুদী-নাসরাগণ দ্বিধাগ্রস্থ রয়েছে? খোদার কসম! আমি তোমাদের কাছে সম্পূর্ণ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার বীন এনেছি। হযরত মুসাও যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে তাঁর পক্ষেও আমার অনুসরণ হত। গতান্তর ছিল না। -(আহমদ। বায়হাকী ও তাঁর শোআবুল ইমানে এটা বর্ণনা করেছেন)

হালাল দ্রব্য ভক্ষণ করতে হয়

হাদীস : ১৬৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল দ্রব্য খাবে এবং সুন্নতের সাথে আমল করবে এবং যার অনিষ্ট হতে লোক নিরাপদ থাকবে, সে বেহেশতে দাখিল হবে। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল ইয়া রাসূল্লাহ! এরূপ লোক তো আজকাল অনেক। রাসূল (স) বললেন, আমার পরবর্তী যুগসমূহেও এরূপ লোক থাকবে। -(তিরমিযী) **মুহঃ ২০ - ২৬, সি.এ-৬৬৫৫**

নির্দেশিত বিষয়ের এক দশমাংশ পালন করলে বেহেশতী

হাদীস : ১৭০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা এমন যমানায় আছ, যে যমানায় তোমাদের কেউ যদি তার প্রতি নির্দেশিত বিষয়ের এক দশমাংশও তরক করে, সে ধ্বংস হবে। অতপর এমন এক যমানা আসবে, যখন কেউ যদি তার প্রতি নির্দেশিত বিষয়ের এক দশমাংশের সাথেও আমল করে সে নাযাত পাবে। -(তিরমিযী)

কোন জাতি হেদায়েত লাভের পর গোমরাহ হয়নি মুহঃ ২০ - ২৭

হাদীস : ১৭১ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন জাতিই হেদায়েত লাভের পর গোমরাহ হয়নি, কিন্তু যখন তারা ধর্মীয় বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছে। অতপর রাসূল (স) কুরআনের এ আয়াত পাঠ করেন-

مَاضِيَكُمْ لَكُمْ إِلَّا جَدًّا بَلْ قَوْمٌ خَصِيُونُ - ২০

“তারা বিতণ্ডা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ছাড়া আপনার সাথে তা উত্থাপন করে না। বস্ত্ত তারা হচ্ছে বিতণ্ডাকারী লোক।

-(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

ধীনের ওপর কিছু আবিষ্কার করতে নেই

হাদীস : ১৭২ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) আমাদের এরূপ বলে থাকতেন, নিজেদের উপর কঠোরতা আনবে না, পাছে আল্লাহও তোমাদের উপর কঠোর বিধান চাপিয়ে দেন। অতীতে একটি জাতি নিজেদের জন্য কঠোরতা এখতিয়ার করেছিল, ফলে আল্লাহ তায়ালাও তাদের উপর কঠোর বিধান চাপিয়ে দিলেন, গির্জায় ও পাদ্রীদের ধর্মালয় এ যে লোকগুলো আছে, এরা তাদেরই উত্তরাধিকারী। তারা মিজেরাই নিজেদের জন্য রাহবানিয়াকে আবিষ্কার করছিল, যা আমি তাদের উপর বিধান করিনি। -(আবু দাউদ) **মুহঃ ২০ - ৩০**

কুরআন পাঁচ রকমে নাখিল হয়েছে

হাদীস : ১৭৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুরআন পাঁচ রকমের নাখিল হয়েছে- ১. হালাল সম্বলিত, ২. হারাম সম্বলিত, ৩. মোহকাম, ৪. মোতাশাবেহ, এবং ৫. আমছাল (উপদেশপূর্ণ কাহিনী) সূতরাং তোমরা হালালকে হালাল জানবে, হারামকে হারাম মনে করবে। মোহকামের সাথে আমল করবে। মোতাশাবেহের সাথে ঈমান আনবে এবং আমছাল দিয়ে উপদেশ গ্রহণ করবে।

মাসাবীহে এরূপ রয়েছে, কিন্তু বায়হাকী তাঁর শোআবুল ইমানে সামান্য পার্থক্যের সাথে এরূপ বর্ণনা করেছেন, তোমরা হালালের সাথে আমল করবে, হারাম হতে বেঁচে থাকবে এবং মোহকামের অনুসরণ করবে।

মুহঃ ২০ - ৩০, সি.এ-৬৬৫৬

শরীয়াতের বিষয় তিন প্রকার

হাদীস : ১৭৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শরীয়াতের বিষয় তিন প্রকার- (১) এমন বিষয় যার হেদায়েত সম্পূর্ণ পরিষ্কার, সুতরাং তার অনুসরণ করবে। (২) এমন বিষয়-যার গোমরাহী সম্পূর্ণ পরিষ্কার, সুতরাং তা পরিহার করবে। এবং (৩) এমন বিষয়-যাতে এখতেলাফ রয়েছে। তাকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করবে অর্থাৎ তার পরিষ্কার বিধানের আলোকে এতে হেদায়েতের দিক প্রবল না গোমরাহীর দিক প্রবল তা বুঝবার চেষ্টা করবে। -(আহমদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ২৫০-৩২

একটি বিদআত সৃষ্টি করলে একটি সুন্নত কমে যায়

হাদীস : ১৭৫ ॥ হযরত গোযাইফ ইবনুল হারিস সুমালী (রা.) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখনই কোন গোত্র একটি বিদআত সৃষ্টি করেছে, তখনই একটি সুন্নত কমে গেছে। সুতরাং একটি সুন্নতের সাথে আমল করা যদিও তা ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর। একটি বিদআত সৃষ্টি করা হতে উত্তম। যদিও তা বিদআতে হাসানা হয়। -(আহমদ) ২৫০-৩২

বিদআত সৃষ্টি জায়েজ নয়

হাদীস : ১৭৬ ॥ হযরত হাসসান ইবনে সাবেম (রা) বলেন, যখনই কোনো কাওম দীন সম্পর্কে কোন বিদআত সৃষ্টি করেছে, তখনই আল্লাহতাআলা তাদের মধ্য থেকে সে পরিমাণ সুন্নত উঠিয়ে নিয়েছেন। অতপর কিয়ামত পর্যন্ত এটা আর তাদেরকে ফিরিয়ে দেবেন না। -(দারেমী)

বিদআতী ব্যক্তিকে সম্মান করা যাবে না

হাদীস : ১৭৭ ॥ তাবেরী হযরত ইব্রাহিম ইবনে মায়সারা বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বিদআতী ব্যক্তিকে সম্মান দেখিয়েছে, সে নিশ্চয়ই ইসলামের ধ্বংস সাধনে সাহায্য করেছে। -(বায়হাকী শোআবুল ইমানে এটা মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন) ২৫০-৩৩, রি.২-৩৬৩

শয়তান মানুষের নেকড়ে বাঘ স্বরূপ

হাদীস : ১৭৮ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শয়তান মানুষের নেকড়ে বাঘ-মেষপালের নেকড়ে বাঘের মতো, সে মেষপালের মধ্যে যেটি দল হতে পৃথক থাকে বা যেটি খাদ্যের অন্বেষণে দূরে সরে যায় অথবা যেটি অলসতাবশত এক কিনারায় পড়ে থাকে, সেটিকেই নিয়ে যায়। সুতরাং সাবধান! তোমরা কখনও গিরিপথে যাবে না, আর জামায়াত অর্থাৎ, মুসলমান সাধারণের সাথে থাকবে। -(আহমদ) ২৫০-৩৪

জামায়াত পরিত্যাগ করা উচিত নয়

হাদীস : ১৭৯ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জামায়াত হতে এক বিগত পরিমাণও দূরে সরে গেছে, সে ইসলামের রশি আপন ঘাড় হতে খুলে ফেলেছে। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

মানুষের দুটি বিধান আল্লাহর কিতাব ও নবীর হাদীস

হাদীস : ১৮০ ॥ হযরত মালিক ইবনে আনাস (রা) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে জিনিস দুটি আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে, গোমরাহ হবে না। আল্লাহর কিতাবও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। -(ইমাম মালিক এটাকে বোখারী মুসলিমে বর্ণনা করেছেন)

আল্লাহর কিতাবের অনুসরণকারী গোমরাহ হবে না

হাদীস : ১৮১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, যে আল্লাহর কিতাব শিক্ষা করেছে, অতপর তাতে যা আছে তার অনুসরণ করেছে, আল্লাহতাআলা তাকে দুনিয়াতে গোমরাহী থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন এবং আখিরাতে তাকে হিসাবের কষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, যে আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করবে, সে দুনিয়াতে গোমরাহ হবে না এবং আখিরাতেও হতভাগ্য হবে না। অতপর তিনি এর প্রমানে কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করেন, (আ=পৃ.১২৯) فَمَنْ اتَّبَعَ فِتْنَىٰ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْتَبِي

অর্থাৎ যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে, সে দুনিয়াতে গোমরাহ হবে না এবং আখিরাতেও হতভাগ্য হবে না। -(রাযীন) ২৫০-৩৫, রি.২-৪৫৬৩

দৃষ্টান্ত দিয়ে মানুষ বোঝান যায়

হাদীস : ১৮২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহতাআলা একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, একটি সরল সঠিক রাস্তা, তার দুপাশে দুটি দেয়াল, যাতে বহু খোলা দরজা রয়েছে এবং সে সকল দরজায় পর্দা খুলান রয়েছে। আর রাস্তার মাথায় একজন আহ্বায়ক, যে লোকদেরকে আহ্বান করছে, এসো এ রাস্তায় সোচ্ছা চলে যাও। আঁকা-বাঁকা হয়ে চলে না। আর এর একটু আগে আর একজন আহ্বায়ক লোকদেরকে ডাকছে। যখনই কোনো বান্দা সে সকল দরজার কোনো একটি দরজা খুলতে চায়, তখনই সে তাকে বলে, সর্বনাশ! ওটা খুলো না, খুলেই ওটাতে তুমি ঢুকে পড়বে।

* লেখক শ্রদ্ধাভরে জাহান্নামে উদ্ভূতি দিলেও তা পরওয়ার শাহনি-

রাসূল (স) এর ব্যাখ্যা এভাবে করলেন, ইসলাম হচ্ছে সেই সঠিক সরল রাস্তা, আর খোলা দরজাসমূহ হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক হারাম করা বিষয়সমূহ এবং ঝুলান পর্দাসমূহ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমানাসমূহ, কুরআন হচ্ছে রাস্তার মাথার আহ্বায়ক। আর সামনের আহ্বায়ক হচ্ছে এক উপদেষ্টা লাম্বায়ে মালাক বা ফেরেশতার ছোঁয়া, যা প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিদ্যমান। সে তাকে কুরআনের নসিহত শুনার জন্য উপদেশ দেয়। -(রাযীন)

ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে ও বায়হাকী তাঁর শোআবুল ইমানে নওয়াস ইবনে সামআন থেকে এটা বর্ণিত। ইমাম তিরমিযীও অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত আকারে নাওয়াস থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসকে কুরআন মানসুখ করে

হাদীস : ১৮৩ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হাদীস কুরআনকে মানসুখ করে না; বরং কুরআন হাদীসকে মানসুখ করে। কিন্তু আল্লাহর একটি কালাম তাঁর অপর কালামকে মানসুখ করে। **জুলি-৬৫**

কুরআনের একটি বাণী অপর বাণীকে নসখ বা রহিত করে

হাদীস : ১৮৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কালামসমূহের একটি অপরটিকে নসখ করে দেয়, যেভাবে কুরআনের একটি বাণী অপর একটি বাণীকে নসখ করে। **হাদীস-৬৬**

আল্লাহর নিষেধকৃত বিষয় বর্জন করবে

হাদীস : ১৮৫ ॥ হযরত আবু সালাবা খোশানী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিছু জিনিসকে আল্লাহতাআলা ফরয করে দিয়েছেন, সেগুলোকে ছাড়বে না। এভাবে কিছু বিষয়কে হারাম করে দিয়েছেন সেগুলোকে করবে না। আর কতকগুলো সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, ঐগুলো লঙ্ঘন করবে না। আর কিছু বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবেই তিনি নীরব হয়েছেন, সে সকল বিষয় ঘাটতে যাবে না। -(উপরের হাদীস তিনটি স্তর কুতনী বর্ণনা) **মুই-২০-৪০**

জীবিত ব্যক্তি ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে নিরাপদ নয়

হাদীস : ১৮৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, যে ব্যক্তি কারও তরীকা অনুসরণ করতে চায়, সে যেন তাদের তরীকা অনুসরণ করে, যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। কারণ, জীবিত ব্যক্তি ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে নিরাপদ নয়। তাঁরা হচ্ছেন, মুহাম্মদ (স)-এর সাহাবীগণ, যাঁরা এ উম্মতের শ্রেষ্ঠতম লোক ছিলেন। পরিচ্ছন্ন অন্তকরণ হিসেবেও পরিপূর্ণ জ্ঞান হিসেবে এবং কমসংখ্যক ছিলেন কৃত্রিমতার দিক থেকে। আল্লাহতাআলা তাঁদেরকে তাঁর রাসূলের সাহচর্য এবং আপন দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁদের ফযীলত ও মর্যাদা উপলব্ধি কর, তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ কর এবং যথাসাধ্য তাঁদের আখলাক ও চরিত্রের অধিকারী হতে চেষ্টা কর। কেননা, তাঁরা সরল-সঠিক পথের অনুসারী। -(রাযীন) **মুই-২০-৩৭**

ইসলাম ধর্ম সর্বশেষ ধর্ম

হাদীস : ১৮৭ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, একদিন হযরত ওমর (রা) তাওরাত কিতাবের একটি কপি এনে বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! এটা তাওরাতের একটি কপি। রাসূল (স) চুপ রইলেন। ওমর (রা) তা পড়তে শুরু করলেন, আর এদিকে রাসূল (স)-এর চেহারা বিবর্ণ হতে লাগল। এটা দেখে হযরত আবুবকর (রা) বললেন, ওমর! তোমার সর্বনাশ হোক। তুমি কি দেখছ না, রাসূল (স)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে? তখন ওমর (রা) রাসূল (স)-এর চেহারা মোবারকের দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি আল্লাহর ক্রোধ ও তাঁর রাসূলের ক্রোধ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি এবং আমরা আল্লাহকে রূ, ইসলামকে দ্বীন ও মুহাম্মদ (স)-কে নবী হিসেবে পেয়ে খুশী হয়েছি। রাসূল (স) বললেন, তাঁর কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন, এ সময় যদি তোমাদের কাছে স্বয়ং মুসাও হাজির হতেন, আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁকে অনুসরণ করতে, তাহলেও তোমরা নিশ্চয়ই সরল পথ থেকে গোমরাহ হয়ে যেতে। এমনকি তিনি যদি এখন জীবিত থাকতেন, আর আমার নবুয়ত যমানা পেতেন, তাহলে তিনিও নিশ্চয়ই আমাকে অনুসরণ করতেন। -(দারেমী)

গ্রন্থটি সম্পর্কে তথ্য

১. পুরো বইটি নেয়া হয়েছে সোলেমানিয়া বুক হাউস পাবলিকেশন্স থেকে।
২. আরবী ইবারত নেই শুধুমাত্র বাংলা বিদ্যমান
৩. অনবাদ ও টীকা অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত
৪. হাদীসগুলো তাহক্বীক শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ) রচিত তাহক্বীক মিশকাত থেকে নেয়া হয়েছে।
৫. মুযাফফর বিন মুহসিন রচিত মিশকাতে যইফ ও জাল হাদীস এর ১ম ও ২য় খন্ড থেকে ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী কলম দিয়ে লেখা হয়েছে
৬. বিস্তারিত তাহক্বীক এর জন্য তাহক্বীক মিশকাত পড়ার অনুরোধ রইলো
৭. হাদীসের পরিচ্ছেদ গুলোর নামকরণ অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত
৮. কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাদীস মিসিং রয়েছে সেগুলো পরবর্তীতে সাজিয়ে সংযোজন করার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ
৯. বইটি পছন্দ হলে বাজার থেকে অবশ্যই কিনবেন। বইটির দাম সুলভ কোন প্রকাশক বা লেখকের ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।
১০. যে কোন প্রকার পরামর্শ, সমালোচনা ও মন্তব্যের জন্য আমাদের ফেসবুকে পেজ এ লিখুন অথবা মেইল করুন এই ঠিকানা।

Mail : pureislam4u@gmail.com

Facebook Page: www.facebook.com/WaytoJannahCom

